

ରଞ୍ଜପୁର-ପରିଷଦ-ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ।

ପାଲିପ୍ରକାଶ

ଅର୍ଥାତ୍

ପ୍ରବେଶକ, ପାଲିପାଠାବଳୀ ଓ ଶବ୍ଦକୋଷ ସହ

ପାଲିବ୍ୟାକରଣ

ତ୍ରୀବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ

DR. RADHAGOBINDA BASAK
COLLECTION

ରଞ୍ଜପୁର-ସାହିତ୍ୟପରିଷଦ

୧୦୧୮

THE ... SOCIETY
... 0010

Acc No 5. 148

Date 13-12-85

কলিকাতা, ২২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস গুপ্ত

দ্বারা প্রকাশিত

৩

কলিকাতা, ২৫, রাববাগান স্ট্রীট, ভারতমিডিয়া-বহানী,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

गो गो महभागे मे पाळिविज्ञाय

पेत्थकस्स नेतस्स सुलं

तस्स

सि रि र वि न्द ना थ स्स

महत्तिया कतञ्जुताय

चुल्लं निदस्सगन्तोदं

यीतिया च भत्तिया च

समण्णितं

নিবেদন

প্রায় সাত বৎসর পূর্ণ হইতে যাইতেছে, আমি যখন কাশী হইতে এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপক হইয়া আগমন করি, তখন স্নেহান্দ্রীমান্ রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বি. এন্. ও শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, বি. এন্. কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া এই আশ্রমেই উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যসমূহ পড়িতেছিল, এবং তাহাদের সংকৃত অধ্যাপনার তার আমার উপরেই প্রদত্ত হইয়াছিল। পরমশ্রদ্ধান্দ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেই সময় আমাকে বলিয়াছিলেন “ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগের ভাল ইতিবৃত্ত এখনো উদ্ধৃত হয় নাই, এবং তজ্জন্য কেহ সেরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না। আমার ইচ্ছা আপনার ছাত্রদ্বয়কে আমি সেই দিকেই নিযুক্ত করিব। কিন্তু পালিসাহিত্য না জানিলে ঐ কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। অতএব আপনি নিজে পালি অধ্যয়ন করুন, এবং এরূপ একখানি ব্যাকরণ বাঙলায় লিখুন, যাহাতে আপনার ছাত্রদ্বয়কে আপনি সহজেই পালিশিক্ষা দিতে পারেন।” তদনুসারেই আমি পালি আলোচনা করিতে আরম্ভ করি ও এই ব্যাকরণখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

এই ব্যাকরণখানি সঙ্কলন করিবার জন্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিয়াছি, এবং প্রভূত উপকার পাইয়াছি :—

- ১। কচ্ছায়নবৃত্তি।
- ২। মহারূপসিদ্ধি।
- ৩। ঐ টীকা।
- ৪। বালাবতার।
- ৫। Pali Grammar by Chars. Duroiselle.

- ৬। Pali Grammar by E. Müller.
- ৭। Pali Grammar by Tha Do Oung.
- ৮। Hand Book of Pali by O. Frankfurter.
- ৯। নামমালা by Waskadwe Subhuti.
- ১০। রূপমালাবল্লনা—ভদন্তসরণকরসজ্বরাক্ক-কৃত।
- ১১। ধাতুমঞ্জুসা।
- ১২। A Dictionary of the Pali Language by R. C. Childers.

এই সকল গ্রন্থের রচয়িতাদিগকে আমি শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতেছি; ইহারা পুস্তকরূপে উপদেশ দিয়া আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। এই বিস্তীর্ণ প্রাক্করের মধ্যে ইহাদের ঐ সকল পুস্তক আমার পালি শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে।

সংস্কৃতের সহিত পালির অনেক সাদৃশ্য আছে, তাই সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই পালি শিক্ষা করিতে পারেন। পালির কারক, সমাস-প্রভৃতি অনেক বিষয় ঠিক সংস্কৃতের মত। এই জন্য তৎসমুদয় এই পুস্তকে সৰ্বিস্তর আলোচিত হয় নাই; বাহা বিশেষ-বিশেষ আছে, কেবল তাহাই সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, পাঠক অনায়াসে তাহা সংস্কৃতের আদর্শে জানিয়া লইতে পারিবেন।

প্রাক্কৃতপ্রকাশ-প্রভৃতিতে প্রথমে যেরূপ শব্দপরিবর্তনের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, যুক্তিযুক্তবোধে এই পুস্তকেও তদনুসারে সাধারণ কল্পে সেইরূপ করা হইয়াছে। যে সকল পরিবর্তনের কোন নিয়ম বাহির করিতে পারি নাই, সাধারণ কল্পের শেষে তাহার পরিশিষ্টরূপে তাহাদের কেবল পরিবর্তনমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সন্ধিসমূহের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। শব্দ-ও ধাতু-প্রকরণে সমস্ত নিয়ম বা সূত্র দেওয়া হয় নাই, কেননা সাধারণ পাঠকবর্গের তাহাতে সুবিধা হইবে

বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সংক্ষেপে যে নিয়ম দর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই উপকার হইবার সম্ভাবনা।

পুস্তকের শেষে একটি পাঠাবলী দিয়াছি। ইহাতে পাঠক সহজ ও শক্ত, এবং গদ্য ও পদ্য সবরকমই রচনা দেখিতে পাইবেন। পাঠাবলীর সমস্ত বাক্যই কোনো-না-কোন প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ হইতে সংকলিত, আমার নিজের রচনা একটিও নহে। বৌদ্ধেরা সাধারণত যে সব জ্ঞতি-বন্দনা করেন, পাঠের মধ্যে তাহাও দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীভাবনা প্রসিদ্ধ, তাহাও এখানে সংকলিত হইয়াছে। জাতকের অন্যান্য গল্পের মধ্যে দশরথজাতকও উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠাবলীতে যে সকল শব্দ পদ আছে, তাহাদের অর্থনির্দেশ করিয়া একটি শব্দকোষ (Glossory) যোজিত করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য এই শব্দকোষে প্রায়ই মূলের বিভক্ত্যন্ত পদই ধৃত হইয়াছে, নাম বা প্রোতিপদিক ধৃত হয় নাই।

পালি-ও ভাষাতত্ত্ব-আলোচনাকারীর সুবিধা হইবে মনে করিয়া দুইটি সূচীপত্র দিয়াছি; ইহাতে পালিশব্দ সংস্কৃত, এবং সংস্কৃতশব্দ পালিতে কিরূপ পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই জানা যাইবে।

পালি-ও প্রাকৃত-সম্বন্ধে অনেক কথা প্রবেশকে আলোচনা করা হইয়াছে, পাঠক ইহা হইতে পালিভাষার প্রকৃতি বা স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। ইহার কোনো কোনো অংশ পূর্বে প্র বা সী তে বাহির হইয়াছিল।

বৈরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়, এই লেখকের তাহার কণাও নাই। অতএব ইহাতে অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও পুস্তকখানিকে ভাল করিয়া শোধন করিতে পারি নাই; ভ্রম, প্রমাদ, বা অজ্ঞতার স্থানে স্থানে কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। চোখে বাহা পড়িয়াছে, তাহা সংশোধন ও সংযোজন উদ্দেশ্যে

করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ পড়িবার পূর্বে তাহা দেখিয়া বইখানা শুদ্ধ করিয়া লইবেন। যে ক্রটি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা উপেক্ষা করিয়াছি। নির্দিষ্ট ভিন্ন অংশ কোন ভুল লক্ষিত হইলে পাঠকগণ অমুগ্রহপূর্বক জানাইবেন, কৃতজ্ঞতাস্বীকারপূর্বক তাহা শোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

যুরোপে রোমীয় অক্ষরে মুদ্রিত পালিপুস্তকসমূহ অতিমহাৰ্থ। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে যথাক্রমে সিংহলীয় ও ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকসমূহ স্থলভ। এই জন্ত এই দুই অক্ষরের আদর্শ এই পুস্তকে যোজনা করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারি নাই। পাঠকগণ ঐ দুই অক্ষরের সহিত পরিচিত হইলে স্বল্পমূল্যে পালিপুস্তক ব্যবহার করিতে পারিবেন।

রঙ্গপুর-সাহিত্যপরিষৎ এই পুস্তকখানি স্বকীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে অমুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়কেই গৌরবিত করিয়াছেন। ঐ পরিষদের সুরোগ্য সম্পাদক ত্রিযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় আদর্শরূপে এই পুস্তকের কিয়দংশ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এজন্ত তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞ রহিলাম। বেঙ্গল-ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক ত্রিযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্. এ. মহাশয় তাঁহাদের কলেজ হইতে E. Müllerএর পালিবাকরণখানা কিছু দিন আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, এজন্ত উক্ত কলেজ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পরিশেষে ত্রিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বিরত হইতে পারি না; কেননা তাঁহারই প্রবর্তনা ও উৎসাহে আমি পালি-আলোচনার নিযুক্ত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কথা-ও পরামর্শ-অনুসারে এই বইখানা রচিত হইয়াছে; ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে তিনি বিবিধ

পুস্তক সংগ্রহ করিয়া না দিলে পুস্তকখানির রচনাসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাঁহার সঙ্কলিত ব্যাকরণখানি আমার বখাশক্তি রচনা করিয়া আজ তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিলাম বলিয়া মনে এক আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীমান্ রথীন্দ্র ও সন্তোষের পাণ্ডিত্যের জন্তই এই পুস্তকখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এখন যদিও তাহাদের শিক্ষার গতি অল্প দিকে গিয়াছে, তথাপি যদি কখনো তাহারা ইহা দ্বারা ঐ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে। ইতি

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম,

বোলপুর।

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৮।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

সংশোধন ও সংযোজন

সম্বাদ্যের প্রথমটি পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয়টি পঙ্ক্তির সূচক । অনন্তর প্রথমে
অশুদ্ধ ও তাহার পর শুদ্ধ পদ দেওয়া হইয়াছে ।

সংশোধন

(১২). ২৪ interrupted = uninterrupted ; ২. ৪, (বহি) =
(বহি) ; ৫. ৫, ম দ্ভায়ায়নঃ = মৌদ্রল্যায়নঃ, এবং মোদ্রায়ায়নো =
মোদ্রায়ায়নো, পুস্তকের অন্তঃ ও এইরূপ বৃত্তিতে হইবে ; ৫. ১২, সম্ম =
সম্ম ; ৮. ৬, পুনশ্চয়ন = পুনশ্চয়ন ; ১২. ১৪, ব্রোহিঃ = ব্রোহিঃ, ব্রোহি
= ব্রোহি ; ১৪. ১ বহুব্রোহিঃ = বহুব্রোহিঃ, অস্ম = অস্ম ; ১৬. ৩,
তিয়ক্ = তির্যক্ ; ১৬. ১৬ হইতে = হইয়াছে ; ২৮. ১, স্ময়ান = যকন ;
৩০. ১১, বলাতি = বলাতি ; ৩১. ৩০, স্ব = স্ব ; ৩৩. ১৮, সুবামী
= সুবামী ; ৩৭. ২১, ত্ব = ত্বা ; ৩৬. ১, কুচ্ছো = কুচ্ছো ; ৩৭. ১২,
নিষ্কাঙ্কঃ = নিষ্কাঙ্কঃ ; ৩৯. ২, ফটিকো = ফলিকো ; ৪৭. ৭, গরুড়ঃ
= গরুড়ঃ ; ৪৪. ১৩, ই = ইয় ; ৪৫. ১২, নিম্বোধো = নিম্বোধো ;
৪৬. ৮, উন্মূলয়তি = উন্মূলয়তি ; ৪৭. ১১, মাণ = মাণ ; ৪৭. ১৩,
সাণ = সাণ ; ৪৯. ১১, কুদ্রলং = কুদ্রলঃ, কুদ্রলং = কুদ্রলো ;
৫৬. ১, ক = ক্ ; ৫৬. ৫, ক = ব, = ক = ব অথবা ব ; ৫৬. ৬, ১৬,
লবুজং = লবুজং ; ৫৯. ১২, প্রাটুভবতি = প্রাটুভবতি ; ৭০. ৫, স্থিহ
= স্থিহি ; ৭১. ১৩, যাবতকঃ = যাবতকঃ, তাবতকঃ = তাবতকঃ ;
৭৩. ১৭, বি + অকাসি = বি + অ + অকাসি, (অ্যাকাষীত্) =
(অ্যাকাষীত্) ; ৭৫. ২১, তন্থঙ্কর = তন্থঙ্কর ; ৮১. ৪, ২০, ২১,
আরোগী = আরোগী, আরোগ্যে = আরোগ্যে ; ৮৩. ১৫, এব উ = এব,
তর্নং = তর্নং ; ৮৭. ১৬, (২. ১. স্ব) = (২. ১. স্ব) ; ৯৬. ১১,

(ଶାଲ୍ୟକର୍ତ୍ତ) = ଶାଲ୍ୟକର୍ତ୍ତୃ ; ୧୧୯. ୭, ତଥନ = ତଥନୋ ; ୧୧୨. ୧୫, ଘର୍ମ = ଘର୍ମଃ ; ୧୧୮. ୨୦, ଚକ୍ଷ = ଚକ୍ଷଃ ; ୧୧୮. ୨୧, ଯଥ = ଯଥଃ ; ୧୨୬. ୮, ଯୁବାନକ୍ଷା = ଯୁବାନକ୍ଷା ; ୧୨୮. ୨୦, ସୂଘୋ = ସୂଘୋ ; ୧୨୮. ୨୧, ବାରାଠ = ବାରାଠ ; ୧୨୯. ୧୮, ଶଘକ୍ଷା = ଶଘକ୍ଷା ; ୧୩୨. ୧୨, ଦକ୍ଷିକ୍ଷି = ଦକ୍ଷିକ୍ଷି ୧୫୧. ୨୦, ପାତିତେ = ପାନିତେ ; ୧୫୭. ୧୮, ହୃଦ୍ୟ = ହୃଦ୍ୟଃ ; ୧୫୭. — ୨୦, ମଗ୍ଧ ପଞ୍ଜୁଟି କାଟିଶା ମିତେ ହୈବେ ; ୧୫୭. ୧୫, ହୃଦି = ହୃଦି ; ୧୬୬. ୨୨, ୧୨୩ = ୧୨୩ ; ୧୬୭. ୧୦, ପକ୍ଷ୍ମ = ପକ୍ଷ୍ମ ; ୧୭୧. ୧୮, 'ବ ଓ' ହିଂ କାଟିଶା ମିତେ ହୈବେ ; ୧୭୭. ୧୫, ଅତିହ୍ନିତି = ଅଧିହ୍ନିତି ; ୧୭୮. ୨, ଅକ୍ଷି = ଅକ୍ଷି ; ୧୮୦. ୧୬, ଜମ, = ଜମ, ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଏହେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିତେ ହୈବେ ; ୧୮୧. ୫, ଦ୍ଵିତୀୟା ତୁକ୍ଷ୍ମାତି = ତୁକ୍ଷ୍ମାନ୍ତି ; ୧୯୨. ୭, ଗକ୍ଷେୟାନ୍ଦୋ = ଗକ୍ଷେୟାନ୍ଦୋ ; ୨୦୦. ୧୫, ଜନେୟଂ = ଜାନେୟଂ ; ୨୦୫. ୭, ମବିକ୍ଷାନ୍ତୀ = ମବିକ୍ଷାନ୍ତୀ ; ୨୦୯. ୧୨, ଅଜାୟୟ = ଅଜାୟୟ ; ୨୧୨. ୨୦ ; ୫୫. ୧୫୧ = ୫୫. ୧୫୮ ; ୨୫୫. ୧୮ ; ପାଠଃ = ପାଠଃ ଓ ; ୨୫୯. ୮, ବାଠ = ବାଠ ; ୨୬୨. ୧୭, କକ୍ଷ = କକ୍ଷ ; ୨୬୯. ୧୫, ବାରାଠ = ବାରାଠ, ୨୭୨. ୧, ଅମିହ୍ନିତି = ଅମିହ୍ନିତି ; ୨୭୨. ୧୫, ନିକ୍ଷାୟଠ = ନିକ୍ଷାୟଠ ; ୨୮୫. ୧୧, ଅଗ୍ଧକ୍ଷ = ଅଗ୍ଧକ୍ଷ ; ୨୮୮. ୨୧, ଅନ୍ଧାକଂ = ଅନ୍ଧାକଂ ; ୨୯୦. ୧, ରକ୍ଷା ତ୍ଵା = ରକ୍ଷା ତ୍ଵା ; ୨୯୦. — ୨୦, କକ୍ଷ = କକ୍ଷ ; ୨୯୯. ୧, ପୁକ୍ଷ = ପୁକ୍ଷ ।

ମଂଯୋଜନ

୨୧. ୧୫, ଅକ୍ଷାତଂ ପଦେ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଯୋଗ କରିତେ ହୈବେ :—
ଆଦିହିତ ଶ୍ଵ = ଶ୍ଵ, ଯଥା, ଶ୍ଵାୟତେ = ଶ୍ଵାୟତି ; ଆଦିହିତ ଅ = ଅ,
ଯଥା, ଅତ୍ଵ = ଅତ୍ଵ ।

୩୭. ୧୨, ମଂଯୋଜା :—କ୍ଷ = କ୍ଷ, ମଂଯୋଜାତି = ମଂଯୋଜାତି ।

১০৫. ১০, ইত্যিযা পদের পর সংযোজ্য:—ইত্যিযং ।

৩২২. ১১, পঙক্তির পর সংযোজ্য :—নিব্বিসেবনো, নিবিষেবনাঃ,
আত্মসংযমী ।

৩২৪. দ্বিতীয় শুভ, ৩. পঙক্তির পরে সংযোজ্য :—পদ্বারে, পদ্ব্যপে
ইত্যর্থঃ ।

• ৩৩২. দ্বিতীয় শুভ, ২১, বা এর পরে সংযোজ্য :—যবিকা, সহস্র-
মুদ্রাধারণোচিতা যবিকা ।

সাক্ষেতিক অক্ষর

অ. চি.	=	অভিধানচিহ্নামণি
অ. প.	}	অভিধানপ্লদীপিকা (সিংহল)
অভি. প.		
অ. সা.	=	অথগালিনী (P. T. S.)
অথ. স.	=	অথর্কবেদসংহিতা
আ. ক.	=	আর্যাবলোকন সূত্র
আ. ধ. সূ.	=	আগন্তুধর্মসূত্র
উ. ধা.	=	আর্য্যরত্ন-উদ্ধারণী
ঋ. প.	=	ঋকপরিশিষ্ট
ঋ. প্রা.	=	ঋকপ্রাতিশাখ্য
ঐ. ব্রা.	=	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
ক. ম.	=	কপূরমঞ্জরী
ক. ব. অ.	=	কথাবথু-অথকথা (P. T. S.)
ক. বি.	=	কজ্জাবিতরণী (সিংহল)
কা. শ্রো.	=	কাত্যায়নশ্রোতসূত্র
কা. সূ.	=	কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃষ্টি (বামন)
কু. চ.	=	কুমারপালচরিত
গো. ব্রা.	=	গোপথব্রাহ্মণ
চ. প.	=	চন্দ্রপ্রদীপ সূত্র
চু. ব.	=	চুল্লবগ্গ (বিনয়)
তৈ. আ.	=	তৈত্তিরীয়-আরণ্যক
তৈ. প্রা.	=	তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য
তৈ. ব্রা.	=	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ

ତୈ. ସ.	=	ତୈତ୍ତିରୀୟସଂହିତା
ଦା. ବ.	=	ଦୀର୍ଘାବଂସ (କୁମାରସ୍ତ୍ରୀ)
ଦେ. ଭା.	=	ଦେବୀଭାଗବତ
ଧ. ଚ.	=	ଧନ୍ୟଚକ୍ରପ୍ରବନ୍ଧନମୁକ୍ତ
ଧ. ପ.	=	ଧନ୍ୟପଦ (Fausbøll)
ଧା. ମ.	=	ଧାତୁମଣ୍ଡୁକ
ନା. ମା.	=	ନାୟମାଳା (ଅଭୂତି)
ନା. ଶା.	=	ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର (ଭରତ)
ନି.	=	ନିରୁକ୍ତ
ନିଷ.	=	ନିଷପ୍ତୁ
ପା.	=	ପାଗିନି
ପ୍ରା.	=	ପାତିମୋକ୍ଷ
ପ୍ରା. ପ୍ର.	=	ପ୍ରାକୃତପ୍ରକାଶ
ପ୍ରା. ଲ.	=	ପ୍ରାକୃତଲକ୍ଷଣ
ବା. ବାଲା.	} =	ବାଲାବତାର
ଭ. ଚ.	=	ଭାର୍ଯ୍ୟାଭିର୍ଚର୍ଯ୍ୟାଗାଥା
ଭା.	=	ଭ୍ରୀମହାଗବତ
ଭା. ବି.	=	ଭାମିନୀବିଳାସ
ମ. ନି.	=	ମହାପରିନିବନ୍ଧନମୁକ୍ତ
ମ. ପୁ.	=	ମଂସପୁରାଣ
ମ. ବ.	=	ମହାବଂସ (Turnour)
ମ. ନି.	=	ମହାରୂପସିଦ୍ଧି
ମହା.	=	ମହାଭାରତ
ମୂ. କ.	=	ମୂଲ୍ୟକଟିକ

যা. স.	=	যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা
যো. শা.	=	যোগশাস্ত্র (হেমচন্দ্র, সোসাইটি)
রামা.	=	রামায়ণ
ল. বি.	=	ললিতবিস্তর
বা. স.	=	রাজসনেন্নিসংহিতা
বি. কী.	=	বিমলকীর্তিনির্দেশ
বি. পু.	=	বিষ্ণুপুরাণ
বি. ম.	=	বিস্মৃদ্ধিমগ্গ
বিক্রমা.	=	বিক্রমাক্ষরিত
শত. ব্রা.	=	শতপথব্রাহ্মণ
শি. স.	=	শিক্ষাসমুচ্চয়
শি. সং.	=	শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী)
শু. প্রা.	=	শুক্রযজুঃপ্রাতিশাখা
স. সা.	=	সংক্ষিপ্তসার-প্রাকৃতপাদ
সা. বা.	=	সাসনবংস (P. T. S.)
স্ব. ভা.	=	স্ববর্ণভাসহৃত্র
স্ব. বি.	=	স্বমঙ্গলবিলাসিনী (P. T. S)
হে. চ.	=	হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃতব্যাকরণ

B. A.	=	Baudha Edahilla (Ceylone, 1904)
C. D.	=	Pali Grammar by Chars. Duroi-sella.
E. M.	=	Pali Grammar by E. Müller.
F. F.	}	Hand Book of Pali by O. Fank-
H. P.		
		furter.

Jat.	=	Jatakas, ed. by V. Fausböll.
MS.	=	A Descriptive Catalogue of the Sanskrit MSS. in in the Govt. Ori- ental Manuscripts Library, Madras, Vol. III 1906.
Pat.	=	প্রাতিমোক্ষ (Minayeff).
T. D.	=	Pali Grammer by The Do Oung.

উ.	=	উত্তম পুরুষ
এক.	=	একবচন
চ.	=	চতুর্থী বিভক্তি
ত.	=	তৃতীয়া বিভক্তি
দ্বি.	=	দ্বিতীয়া বিভক্তি
প.	=	পঞ্চমী বিভক্তি
প্র.	=	প্রথমা বিভক্তি
বহু.	=	বহুবচন
ষষ্ঠী.	=	ষষ্ঠী বিভক্তি
সপ্ত.	=	সপ্তমী বিভক্তি
সম্বোধ.	● =	সম্বোধন
প্রথম.	=	প্রথমপুরুষ
ম.	=	মধ্যমপুরুষ

অনুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রবেশক	(১) — (১০৬)
সাধারণকল্প	১ — ৬৪
সন্ধিকল্প	৬৫ — ৮৪
নামকল্প	৮৪ — ১৬৮
বিভক্তির রূপ	৮৪
স্বরাস্ত শব্দ	৮৫ — ১১৫
পুংলিঙ্গ	৮৫ — ৯৯
স্ত্রীলিঙ্গ	৯৯ — ১১১
ক্লীবলিঙ্গ	১১২ — ১১৫
ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ	১১৬ — ১৩৮
পুংলিঙ্গ	১১৬ — ১৩৩
ক্লীবলিঙ্গ	১৩৩ — ১৩৮
সর্বনাম	১৩৯ — ১৫৪
সংখ্যাশব্দ	১৫৫ — ১৬৮
অখ্যাতকল্প	১৬৮ — ২৩৭
বর্তমানা (লট্)	১৭১ — ১৯০
ভূদি	১৭১ — ১৭৬
অদাদি	১৭৬ — ১৭৯
ভূদাদি	১৭৯ — ১৮০

দিবাদি	১৮০—১৮১
রুখাদি	১৮২—১৮৩
স্বাদি	১৮৩—১৮৪
ক্রাদি	১৮৫—১৮৬
তনাদি	১৮৬—১৮৭
জুহোতাদি	১৮৮—১৯০
চুরাদি	১৯০
পঞ্চমী (লোট্)...	১৯১—১৯৪
সপ্তমী (বিধিলিঙ্)	১৯৪—২০১
পরোক্ষা (লিট্)	২০১—২০৪
ভবিস্বস্তা (ল্ ট্)	২০৪—২০৯
কালান্তিপত্তি (ল্ ড্)	২১০—২১১
ইয়ন্তনী (লঙ্)	২১২—২১৬
অজ্ঞতনী (লুঙ্)	২১৬—২২৬
গিজন্ত	২২৬—২২৯
সনন্ত	২২৯—২৩১
যঙন্ত ও যঙ লুগন্ত	২৩১—২৩২
নামধাতু	১৩২—২৩৩
কর্ম ও ভাববাচ্য	২৩৪—২৩৭
সন্ধীর্ণকল্প	২৩৮—২৬২
অব্যয়	২৬৮—২৪৭
উপসর্গ	২৩৮—২৪০
সর্বনামবাচক	২৪০—২৪২

বিভক্ত্যর্থপ্রকাশক	২৪২—২৪৪
অষ্টাশ্র	২৪৪—২৪৭
কৃদন্ত	২৪৮—২৫৮
কারক	২৫৮
সমাস	”
তদ্বিত	২৫৯
দ্বীপ্রত্যয়	২৬২
<u>পালিপাঠাবলী</u>	২৬৫—৩০৭
প্রথমবর্গ	২৬৫—১০৭
দ্বিতীয়বর্গ	২৭৫—২৮৪
রত্ননদ্রয়াভিবাঁদনং	২৭৫
বুদ্ধবন্দনা	২৭৬—২৭৭
ধম্মবন্দনা	২৭৭—২৭৮
সজ্জবন্দনা	২৭৮—২৭৯
দশ অকুসলধম্মা	২৭৯
নিচপচবেক্খা ধম্মা	”
মেত্তাভাবনা (ক)	২৮০—২৮১
” (খ)	২৮১
” (গ)	”
দসসীলং	২৮২
অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো	২৮৩
চত্তারি অরিয়সচ্চানি	”
তৃতীয়বর্গ	২৮৪—৩০৭
সম্বজাতকং	২৮৪—২৮৬

গিরিদত্তজাতকং	২৮৬—২৮৭
একপল্লজাতকং	২৮৮—২৯১
ইন্দ্রীসজাতকং	২৯১—২৯৮
দসরথজাতকং	২৯৮—৩০৪
আলবকজাতকং	৩০৪—৩০৭
শব্দকোষ	৩১১—৩৩৪
সূচী (সাধারণকল্প)	৩৩৫—৩৪৭
সংস্কৃত হইতে পালি	৩৩৫—৩৪২
পালি হইতে সংস্কৃত	৩৪২—৩৪৭

প্রবেশক

পাঠকগণের নিকট অদ্য যে ভাষার এই ব্যাকরণধানি উপস্থিত
হইতেছে, তাহার নাম পা লি। কেন এই
পালিভাষার নাম পা লি
হইল কেন ?
ভাষার নাম পা লি হইল ? এই প্রশ্ন সাধারণতই
পাঠকের চিত্তে উদ্ভিত হইতে পারে ; অতএব
তৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যিক ।

সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও পা লি শব্দের মূল অর্থ পণ্ডিত, বোধি, বা
শ্রেণী প্রভৃতি।^১ বৌদ্ধ সাহিত্যে পূর্বাচার্যগণ
পালি-শব্দের মূল অর্থ
পণ্ডিত
ধর্মশাস্ত্রের কোন অক্ষরপণ্ডিত বা বচন-
পণ্ডিত উদ্ধৃত করিতে, বা বুঝাইতে হইলে
সাধারণত পণ্ডিতবাচী অপর শব্দ প্রয়োগ না করিয়া পা লি শব্দই প্রয়োগ
করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এখনো দেখা যায় যে, লেখক ও পাঠকগণ
কোন মূল গ্রন্থ উদ্ধৃত করিতে, বা বুঝাইতে হইলে “তথাচ সূত্রপণ্ডিতঃ”
ইত্যাদিরূপে পণ্ডিত-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।^২

কখনো কখনো আবার মূলগ্রন্থ বুঝাইতে কেবল পণ্ডিত শব্দও
প্রযুক্ত হয় ; ইহা সংস্কৃতের অধ্যাপক ও ছাত্র-
মূলগ্রন্থ বুঝাইতে পণ্ডিত-
শব্দের প্রয়োগ
সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ সাহিত্যেও
এইরূপ পা লি শব্দটি শাস্ত্রের অক্ষরপণ্ডিত,
অথবা মূলমাত্রকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলির
অর্থ পর্যালোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

১। “পত্তি বাধ্যবলিসুসেনি পা লি রেথা তু রাজ চ”—অভিধানপদীপিকা, ৫৩২।

২। “ওসম ইতি আশ্রয় পণ্ডিতঃ প্রণবোপদনে বিনিবৃত্তাতে”—তৈ.আ. ভট্টাচার্য,

৫. ৩১. ১ ; “কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্র পণ্ডিতঃ কথংহতা দৃশ্যতে”—কৌটিলীয়ার্থশাস্ত্র, উপোদ্যাত,
p.ix.

“ধেরিয়াচরিয়া সব্বে পা লিং বিয়তমগ্গহুং”—স্থবির ও আচার্য্যগণ

সকলেই তাহা (বুদ্ধদ্ব্যোষ-কৃত অর্থকথাকে)

শাস্ত্রপণ্ডিত বা মূলশাস্ত্র
বুখাইতে পালি-শব্দের
প্রয়োগ

পা লি র (অর্থাৎ শাস্ত্রের পণ্ডিত বা মূলের)

জ্ঞায় গ্রহণ করিলেন ।* “পিটকত্তয় পা লি ক

তসুস অট্টকথঞ্চ তং”—পিটকত্রয়ের পা লি

(পণ্ডিত বা মূল) ও তাহার সেই অর্থকথাকে ।* “পা লি-মত্তং ইধানীতং

‘নথি অট্টকথা ইথ’—কেবল পা লি (পণ্ডিত বা মূল) এখানে আনীত

হইয়াছে, অর্থকথা (ভাষ্য) আনীত হয় নাই ।* “পা লি-মাহাভিধম্মসুস”

—তিনি অভিধর্মের পা লি (পণ্ডিত বা মূল) ব্যাখ্যাইলেন ।* “নেব পা লি যং

ন অট্টকথায়ং দিসুসতি”—পা লি তে ও (পণ্ডিত বা মূলেও)

দেখা যায় না, অর্থকথাতেও দেখা যায় না ।* “যো পন অথমেব সম্পা-

দেতি ন পা লিং”—আর যে ব্যক্তি কেবল অর্থই অধিকার করেন, পা লি

(পণ্ডিত বা মূল) আয়ত্ত করেন না ।* “এবং পা লি যং বুত্তনয়েন”

—এইরূপ পা লি তে (পণ্ডিত বা মূলে) উক্ত প্রকারে ।* “ইমিসুসা পন পা লি য়া এবমথো বেদিতব্বো”—আর এই পা লি র

(পণ্ডিত বা মূলের) অর্থ এইরূপ জানিতে হইবে ।* “ইতি

আদিসু অয়ং পা লি”—ইত্যাদি-বিষয়ে পা লি (পণ্ডিত বা মূল) এই ।* “সেসং যথা পা লিং এব নিয্যাতি”—অবশিষ্ট (তাৎপর্য্যার্থ) পা লি তে ই

(পণ্ডিত বা মূলেই) প্রকাশিত আছে ।* “জম্বুদীপে পন আবুসো

পা লি মত্তং য়েব অথি, অট্টকথা পন নথি”—জম্বুদীপে কেবল

৩। ন. ব. ২৫৭ পৃ.।

৫। ঐ ২৫১ পৃ.।

৭। হুমঙ্গলবিলাসিনী।

৯। ক. ব. ১১২ পৃ.।

১১। বি. ন. ১৫ পৃ.।

৪। ঐ ২০৭ পৃ.।

৬। ঐ ২৫১ পৃ.।

৮। ন. প. ৪১২।

১০। বি. ন. ১৫ পৃ.।

১২। ক. ব. অ. ১৫৮, ১৬৯ ইত্যাদি।

পা লি (পণ্ডিত বা মূল) আছে, অর্থকথা (ভাষা বা ব্যাখ্যা) নাই।^{১০}

উল্লিখিত উদাহরণসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, প্রদর্শিত ভাবে পা লি শব্দ প্রথমত বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রের পণ্ডিত বা ত্রিপিটক ও তৎসম্বন্ধ অস্ত্রাঙ্ক গ্রন্থ বুঝাইতে পা লি শব্দের প্রয়োগ মূলশাস্ত্র ত্রিপিটককে বুঝাইত। তাহার পর কালক্রমে ধীরে ধীরে ত্রিপিটকের সহিত সম্বন্ধ অর্থকথা, এবং সাক্ষাৎ বা পরস্পুরা সম্বন্ধে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ যে-কোন গ্রন্থই পা লি শব্দে অভিহিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন মূল সংহিতা ও তৎসম্বন্ধ ত্র্যক্ষণ উভয়ই বেদ বলিয়া গৃহীত, অথবা যেমন প্রাচীন মহাপ্রভুতির ধর্মশাস্ত্র এবং তৎসম্বন্ধ আধুনিক গ্রন্থকারের গ্রন্থ, উভয়ই স্মৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধ সাহিত্যে সেইরূপ প্রথমে ত্রিপিটক, তাহার পর অর্থকথা, এবং তদনন্তর তৎসম্বন্ধ অপরাপর গ্রন্থসমূহও পা লি নামে প্রাসঙ্গ্য হইয়া উঠে। ত্রিপিটকাদির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলে কোন গ্রন্থ পূর্বে পা লি বলিয়া গণ্য হইত না। কিন্তু যে সকল গ্রন্থের সহিত পা লি (ত্রিপিটকাদির) কোনো বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না, তৎসমুদয় তখন পা লি নামে গৃহীত হয় নাই, কেবল গ্রন্থ বলিয়াই তাহার পরিচিত হইত।^{১১}

মূল শাস্ত্র পা লি বলিয়া যে ভাষায় ঐ মূল বা পা লি লিখিত ছিল, তাহা পা লি বু ভাষা; এবং সেই জন্তই ঐ ভাষা পা লি নামে পরিচিত হইয়াছে।^{১২} আবার কালক্রমে এই পা লি ভাষা অথবা পা লি হইয়াছে।^{১৩}

১০। সা. ব. ৩১ পৃ. ১।

১১। “এতে (মহাবংশ প্রভৃতি) পা লি মুক্ত ক ব সেন বৃত্তান্ত গন্ধান্তরাতি বুদ্ধতি”—সা. ব. ৩৪ পৃ. ১।

১২। “ইচ্চৎ পা লি ভাষা পরিবর্তিত্য পরিবর্তিতা”—সা. ব. ৩১ পৃ. ১।

(৪)

পালিপ্রকাশ

ভাষা সংক্ষেপে কেবল মাত্র পা লি শব্দেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যখন এইরূপে পা লি ভাষা, অথবা কেবল পা লি বলিয়া একটি ভাষা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন ত্রিপিটক ও পালিতে রচিত সমস্ত অর্থকথাদির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐ ভাষায় গ্রন্থেরই নাম পা লি হইবার কারণ রচিত সমস্ত গ্রন্থেরই পা লি নাম গ্রহণে কোনো আপত্তি থাকিল না।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বলিতে হইবে যে, পা লি ভাষার আদিম অর্থ পা লির অর্থাৎ বৌদ্ধমতীয় মূলশাস্ত্রের ভাষা।

কোন একখানি পালিব্যাকরণে পা লি শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে :—“সদ্বৎ পা লে তী তি পা লি—যাহা শব্দার্থকে পা ল ন (রক্ষা) করে, তাহার নাম পা লি।”^{১৩}
পা লি শব্দের ব্যুৎপত্তি বা মূল
ঠিক যে কোন বৈয়াকরণিকের শব্দবিদ্যার প্রভাবে কল্পিত অর্থ, তাহা না বলিলেও চলে।

আমার মনে হইতেছে, কোনো স্থানে পড়িয়াছিলাম, এবং অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পল্লীর ভাষা পা লি ভাষা, পা লি শব্দের মূল সম্বন্ধে দুইটি উল্লেখ, প লী হইতে পা লি হইয়াছে। তাহারে এ সম্বন্ধে এই যুক্তি যে, পা লি যখন প্রাকৃতের মধ্যে গগনীয়, এবং প্রাকৃত যখন সাধারণ গ্রাম্য লোকের, পল্লী বা পাড়ার লোকের ভাষা, তখন ঐ ভাষার নাম পল্লীগ্রাম বা পাড়ার নামে প্রসিদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।

আবার কেহ বলেন মগধে বিপুলভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, এবং মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল; অতএব পাটলিপুত্রের

১৩। From a MS in India office quoted by Childers in his Dictionary of the Pali Language, p. 322, B.

ভাষাতেই যে ঐ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সেই পাটলিপুত্রের তদানৌক্তন ভাষার নামই পা লি ভা যা, এবং পা ট লি শব্দের অপভ্রংশই পা লি।

এই উত্তর মতই আমার নিকটে যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। দ্বিতীয় মতে, যিনি বলিতে চান যে, পাটলিপুত্রের ভাষা মতব্বয়ের আলোচনা পা লি, এবং পা ট লি শব্দ হইতে অপভ্রংশ পা লি হইয়াছে, তাঁহার একটা কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, পাটলিপুত্রের ভাষা সেই সময় পালি ছিল। কিন্তু পাটলিপুত্রের পাটলিপুত্রের পা ট লি হইতে পা ট লি 'হইতে পা লি হইয়াছে, ইহা আমরা পালির নাম পা লি মনে করিতে পারি না। প্রাকৃতের বিচিত্র পরিবর্তনচক্রে পা ট লি শব্দ কোন প্রকারে পা লি আকার ধারণ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু কেবল মাত্র শব্দ সাধন করিলেই এ মতটি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে জনপদের নামে ভাষার নাম না, তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। হয়, নগর বা ব্যক্তি-মগধের পাটলিপুত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু তাহা বিশেষের নামে নহে বলিয়াই যে মগধের ভাষা পাটলিপুত্রের নামে প্রসিদ্ধ হইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। জনপদের নামেই কথা ভাষাসমূহ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে; কোনো নগরবিশেষের নামে বা ব্যক্তিবিশেষের নামে নহে। পাটলিপুত্র চিরদিনই একটি নগর ছিল, জনপদ নহে।

যিনি বলেন প ল্লী অর্থাৎ পাড়া বা পাড়াগাঁর ভাষা পা লি ভাষা, এবং প ল্লী হইতে পা লি হইয়াছে, তাঁহার কথারও পালিভাষার পা লি একদেশ মাত্র আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি, ও পাড়াবাটা প ল্লী স্বীকার করি। প ল্লী হইতেই পা লি হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পল্লীর

(৬)

পালিপ্রকাশ

অর্থ পাড়া নহে। পল্লী-শব্দের পাড়া-অর্থ নিতান্ত আধুনিক, পরে ইহা
বিবৃত হইবে। বিশেষত পাড়া-শব্দে কোনো
পল্লী-শব্দের পাড়া-
অর্থ আধুনিক
ভাষার নাম হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। গ্রামের
ও নগরের ভাষাপ্রভৃতি বহু বিষয়ে ভেদ আছে
সত্য, এবং ঐ ভেদ বুঝাইবার জন্য গ্রাম্য এবং নাগরিক শব্দ আছে।
যদি আমাদের প্রথমমতবাদী মনে করেন যে,
পাড়া-বাচী শব্দে কোন
ভাষার নাম অস্বাভাবিক
প্রাকৃত ভাষা নাগরিকগণের ছিল না, গ্রাম্যগণেরই
ছিল, তাহা হইলে প্রাকৃতবিশেষ পালিকে
গ্রামের নামেই উল্লেখ করিয়া গ্রাম্য ভাষা বলাই সঙ্গততর ছিল।
আবার পল্লী ও গ্রাম-শব্দ একার্থক নহে। গ্রামেরই বিশেষ বিশেষ অংশকে
আমরা পল্লী বলিয়া থাকি। তবে কি মনে করিতে হইবে পালিভাষা
কেবল পল্লীতে অর্থাৎ পাড়ায় কথিত হইত, সম্পূর্ণ গ্রামখানিতেও কথিত
হইত না! এই সমস্ত অর্থকল্পনা নিতান্তই উৎকট বলিয়া
মনে হয়। পালি যে পাড়াগাঁর জায় নগরেরও ভাষা ছিল তাহাও
দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ আবার বলিতে চাহেন যে, মগধের প্রাচীন নাম পলাস
হইতে পালি হইয়াছে; কেহ বলেন পালি
পালি শব্দের অন্তান্ত নিব্বচন
(tower) হইতে হইয়াছে; কেহ বলেন Pales-
tine বা Palatine hills হইতে, আবার কেহ বলেন যে, Pehlve
হইতে হইয়াছে (Vidyabhusana's Pali Grammar, p. xxxii)।
ইহারা সকলেই কেবল শব্দসাদৃশ্যমাত্র ধরিয়া কোনরূপ ব্যাখ্যা করি-
বার চেষ্টা করিয়াছেন, উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ কেহই দিতে পারেন
নাই; এবং তজ্জন্মই তাঁহাদের ঐ সকল কথায় কোনরূপ আস্থা স্থাপন
করিতে পারা যায় না।

আমরা সংস্কৃতে (অর্ধাচীন সংস্কৃতে, প্রাচীন সংস্কৃতে নহে)

পন্নী ও পালি শব্দ দেখিতে পাই, যথা, দশকুমারচরিতপ্রভৃতিতে
সংস্কৃতে দৃষ্টমান পন্নী ও শবরপন্নী, ভিল্পপন্নী, ইত্যাদি। কিন্তু মূলত এই
পালি শব্দ সংস্কৃত উভয় শব্দই খাঁটি সংস্কৃত নহে, ইহার আদত
নহে, তাহা প্রাকৃত প্রাকৃত; সংস্কৃত ইহাদিগকে নিজের মধ্যে টানিয়া
লইয়াছে।^{১৭} বৈয়াকরণসিংহের শব্দনির্কচনশক্তির প্রভাবে ইংরাজী-
প্রভৃতিরও অনেক শব্দ সংস্কৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহা ভিন্ন কথা।

সংস্কৃত মূল পঙ্ক্তি শব্দ হইতেই পন্নী বা পল্লি,^{১৮} এবং তাহা
হইতেই পালি হইয়াছে। কিরূপে পঙ্ক্তি শব্দ
সংস্কৃত পঙ্ক্তি-শব্দজাত পালি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার সঙ্গ্রামাণ
প্রাকৃত শব্দাবলীর ক্রমপরিবর্তন দেখাইবার পূর্বে আমরা পঙ্ক্তি
অর্থ-আলোচনা হইতে প্রাকৃতে উৎপন্ন শব্দসমূহের কিঞ্চিৎ অর্থ
আলোচনা করিব। বাঙলার শ্রেণী অর্থে পঁাতি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে,
যথা মুকুতাপাঁতি, দশনপাঁতি, ইত্যাদি। সংস্কৃত পঙ্ক্তি হইতে প্রাকৃত
পঙ্ক্তি অথবা পংতি হয়, এবং তাহা হইতে বাঙলায় পঁাতি হইয়াছে।
অতএব মুকুতাপাঁতি-অর্থ মুক্তাপঙ্ক্তি, এইরূপ দশনপাঁতি-অর্থ
দশনপঙ্ক্তি। আবার কোন হিন্দু কোন পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত
করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট পঁাতি গ্রহণ করে। এই 'পঁাতি'
প্রাকৃত বা পালির 'পঙ্ক্তি' এবং সংস্কৃতির 'পঙ্ক্তি'। ইহার অর্থ
প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে মূল শাস্ত্রের বাবস্থাবিষয়ক বচনপঙ্ক্তি। পালিসাহিত্যে
পালি শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয় পূর্বে দেখান হইয়াছে, এখানে পঁাতি
শব্দও সেইরূপ ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

১৭। রাশিরাশি প্রাকৃত শব্দ যে সংস্কৃতির মধ্যে অলঙ্কিতভাবে চুক্ষিয়া গিয়াছে,
তাহা পরে সবিস্তর দেখান হইবে।

১৮। প্রাকৃতে ব্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের প্রথবার একবচনে
ইকার ও উকার স্থানে যথাক্রমে ইকার ও উকার হয়।

(৮)

পালিপ্রকাশ

আমরা বাঙলায় বলি দন্ত পা টি, ইহার অর্থ দন্তশ্রেণী। এই পা টি শব্দ সংস্কৃত প ঙ্গ্জি হইতেই আসিয়াছে। প্রাকৃত বা পালিতে প ঙ্গ্জি হইতে উৎপন্ন প ত্তি শব্দের যেরূপ প্রয়োগ আছে, প্রাকৃতে সেইরূপ তজ্জাত প ত্তি শব্দেরও প্রয়োগের অভাব নাই।^{১১} প ত্তি হইতে প টি হইয়াছে, এবং বাঙলাতে ইহার প্রয়োগও অল্প নহে; যথা, আমরা কোন নগরাদির অংশবিশেষকে বলি কাঁ সা রি প টি (অথবা প টা), শাঁ খা রি প টি, ইত্যাদি। কাঁ সা রি প টি, ইহার অর্থ যে স্থানে কাঁসারিদের শ্রেণী আছে; এইরূপ শাঁ খা রি প টি, যে স্থানে শাঁখারিশ্রেণী আছে। প টি হইতেই বাঙলায় পা টি হইয়াছে। আবার এই প টি ই কোমলভাবে প টি উচ্চারিত হয়।^{১২}

প্রাকৃত ও পালিতে ত=ট, এবং ট=ল স্রবচ্ছানে হইয়া থাকে। সেই নিয়মানুসারে প টি হইতে প লি ও তাহা হইতে পা লি শব্দ হইয়াছে। ইহা মনে করিবার বিরুদ্ধে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

কপূরমঞ্জরীতে (১.১০) এক স্থানে পা লি শব্দ আছে, এবং তাহার টাকায় ঐ শব্দের সংস্কৃত 'প ঙ্গ্জি' লিখিত হইয়াছে। যদিও এই অনুবাদ ঐ স্থলে সঙ্গততর বোধ হয় না, তথাপি অনুবাদকের মতে প ঙ্গ্জি হইতেই যে পা লি হইতে পারে,

তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মূলশাস্ত্র বুঝাইতে সংস্কৃতে পূর্বকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত প ঙ্গ্জি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ও পালি অভি-

১১। “যেহুপজী” বিদ্যমাধব, ১৮ পৃ. ১৩ প.।

১২। আমরা স্তত্বানে প টি (বালগ্বে বলে), বা প টি বাধি, এই দুই শব্দ প টি বা প ট শব্দ হইতে জাত।

ধানসমূহে পা লি শব্দের মূল অর্থ প ঙ্ ক্তি হয় জানা যায়। পালিসাহিত্যে
পঙক্তি শব্দ হইতেই যে পা লি শব্দ সংস্কৃতের প ঙ্ ক্তি শব্দের জ্ঞায়
পা লি হইয়াছে, তাহার মূলশাস্ত্রকেই বুঝাইতে প্রথমে প্রযুক্ত হইত।
হাপন প ঙ্ ক্তি হইতে জাত পা তি শব্দ এখনো
বঙ্গদেশে মূলশাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভাষার পরিবর্তননিয়মানুসারে
প ঙ্ ক্তি হইতে পা লি পদ হইবার কোন বাধা দেখা যায় না, কোনো
কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। কোনা টীকাকার বলিতেছেন যে, পঙক্তি
হইতে পা লি হইয়াছে। অতএব এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া
পা লির মূল অনুসন্ধানের জন্ত প ঙ্ ক্তি শব্দ পরিত্যাগ করিয়া অপর
কোন শব্দের নিকট আমরা যাইতে পারি না।

প ঙ্ ক্তি শব্দ কিপ্রকারে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া পা লি হই-
য়াছে, তাহাই আমরা অতঃপর সপ্রমাণ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।
পূর্বে বলা হইয়াছে, আমরা পালি বা প্রাকৃতের
পঙক্তি শব্দের ক্রমপরিবর্তন মধ্যে প ঙ্ ক্তি শব্দ জাত প স্তি ও প তি উভয়
ও পালি শব্দের উৎপত্তি শব্দই পাই। এই উভয় শব্দ হইতেই পালি-পদ
হইতে পারে; এবং তাহাদের পরিবর্তনক্রম এইরূপ অসঙ্গত মনে হয়

নাঃ—প ঙ্ ক্তি অথবা পং ক্তি = প স্তি অথবা পং তি (১০ঃ ৫১; ৩ঃ ৩৮,
টীকা) = প তি অথবা পং টি (ত = ট, ১০ঃ ৮৫০ ক) = পংলি (ট = ল,
১ঃ ৮৩, ক) = প লি (২ঃ ১৩) = পা লি (১১ পৃ. টীকা)। অথবা
প ঙ্ ক্তি = (ঙকার-লোপে) প জ্জি (১০ঃ ৫১) = প টি (১ঃ ৮৫, ক)
= প লি (১ঃ ৮৩, ক) = পা লি (১১ পৃ. টীকা)।

পা লি শব্দের উচ্চারণভেদে উচ্চারণভেদে পা লি শব্দ সিংহলে পা লি,
(দ্য ত্তি) উচ্চারিত হয়।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পালি-শব্দ বৌদ্ধসাহিত্যে শাস্ত্রের পঙক্তি বা
মূল বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত; কিন্তু ইহা কতদিন হইতে ঐ অর্থে প্রযুক্ত

হইতেছে, তাহা এখন আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। পূর্বে যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই পালি শব্দ মূলশাস্ত্র-অর্থে বুদ্ধঘোষ (৫ম শতাব্দী) ও তৎপরবর্তী লেখকের কত দিন হইতে ব্যবহৃত হইতেছে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। Childers মনে করেন সম্ভবত ত্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর পর হইতে এই ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

এ অর্থে পালি শব্দ পালি শব্দ কিজন্তু এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল, প্রযুক্ত হইল কেন? তাহা আমরা অল্পক্ষণ পরেই তত্ত্বি শব্দের আলোচনাগ্রসঙ্গে বলিব।

ত্রিপিটক নাম ধারণের পূর্বে^{২১} বুদ্ধবচনসমূহের সাধারণ নাম বুদ্ধবচন পূর্বে ধর্ম ও ছিল ধর্ম ও বিনয়।^{২২} পরবর্তী কালে যাহা বিনয় নামে অভিহিত বিনয়পিটক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই তখন বিনয় বলিয়া প্রচলিত ছিল; ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট বুদ্ধবচনসমূহ ধর্ম নামে অভিহিত হইত।^{২৩}

পালিভাষার অপর একটি নাম তত্ত্বি, বা তত্ত্বিভাষা। তত্ত্বি (সংস্কৃত তত্ত্বি অথবা তত্ত্বী) শব্দ প্রাথমিকভাবে

// পালি ভাষার অপর নাম পূর্বোক্তরূপে ঠিক পালি শব্দের স্থায় মূলশাস্ত্র তত্ত্বি, বা তত্ত্বিভাষা বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইত। সংস্কৃত তত্ত্বি ও তত্ত্বী

২১। এতৎসম্বন্ধে পরে সন্নিবেশ উক্ত হইবে।

২২। “বো বো আনন্স, মহা ধম্মো চ বিনয়ো চ বেসিতো”—ন. নি. হ্র. ৩. ১ (D. XVI. 6. 1); “কথং সুখো মহং ধম্মং কং বিনয়ং কং সন্নায়েয্যাম”—হ. বি. ৫, ৮, ১৩ পৃ. ইত্যাদি।

২৩। “সব্বসেব চেৎসং ধম্মো চেব বিনয়ো চেতি সংখং গচ্ছতি। তথ বিনয়পিটকং বিনয়ো, অথ সে সং বুদ্ধবচনং ধম্মো”—হ. বি. ১৩ পৃ.; জঃ—চূ. ব. ১১. ১. ১, ৭, ৮।

উভয় শব্দই রজ্জু বা সূত্র বুঝায়। ব্যাসাদিগণ ত ব্রহ্মপ্রভৃতিবিষয়ক

বাক্যাবলী সূত্র নামে সংস্কৃতসাহিত্যে সূত্র-

তত্ত্ব, তত্ত্বী ও সূত্র সিদ্ধ ; যথা, ব্রহ্ম সূত্র, জ্ঞান সূত্র, ইত্যাদি।

আবার ঐ পৃথক্-পৃথক্ সূত্র সমূহ যে গ্রন্থে

একত্র গ্রথিত হয়, তাহাও সূত্র নামেই পরিগণিত ; যে গ্রন্থে

বেদান্তের ব্রহ্ম সূত্র সমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্ম সূত্র নামে

খ্যাত। এইরূপই বুদ্ধদেবের স্বরূপের অসন্ধি সারবৎ বিশ্বতোমুখ

প্রস্থিহীন অনবদ্য বাক্যসমূহ^{২০} প্রথমে তত্ত্ব ও সূত্র এই উভয় নামেই

কথিত হইত। আমার মনে হয় পালিতে প্রথমে তত্ত্ব শব্দই প্রচলিত

হয়, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণগণের তত্ত্ব গ্রন্থের জায় সূত্র শব্দেরই

সূত্র ও সূত্রান্ত

জন্মটাই পিটকের অনেক অংশ এখনো সূত্র

(সূত্র) বা সূত্রান্ত (সূত্রান্ত) নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে,

নতুবা ইহার অপরাধ কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রাচীন মূল উপজীব্য বাক্যসমূহ যে অতিপ্রামাণিক সিদ্ধান্ত বলিয়া

গণ্য হইত, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ

তত্ত্ব শব্দের অর্থ^{২১} পরিবর্তন

প্রাচীন বাক্যসমূহ যখন পুরোক্ত রূপে তত্ত্ব বা

তত্ত্ব আখ্যা ধারণ করিল, তখন তাহাদের মুখ্য

সিদ্ধান্ত এই নূতন অর্থের সৃষ্টি হইল ; এবং সেই জন্মটাই অভিধান-

সমূহে তত্ত্ব ও তত্ত্ব অর্থ সিদ্ধান্ত অথবা মুখ্য সিদ্ধান্ত উক্ত

হইয়াছে।^{২২}

২০। ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্রের লক্ষণ এইরূপ :—“স্বরূপাক্ষরমসন্ধিঃ সারবৎ
বিশ্বতোমুখঃ। অনন্তোভমনবদ্যাক্ সূত্রং সূত্রবিদ্যো বিদুঃ।”

২১। “তত্ত্ব প্রথমে সিদ্ধান্তে সূত্ররূপে পরিচ্ছদে”—অমর, নানার্ঘ ১৩৩ ; “তত্ত্ব
বিশাণ্ডে তত্ত্বমুখ্য সিদ্ধান্ত তত্ত্ব”—অ. প. ৮২।

উভয় শব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রথমটি (অর্থাৎ তত্ত্ব =
তত্ত্ব ও তত্ত্ব শব্দের ব্রাহ্মণ তত্ত্ব), ২০ এবং বৌদ্ধগণ দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ
ও বৌদ্ধগণের সাহিত্যে তত্ত্ব) বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা
প্রায়। যায়।

পালিসাহিত্যে দেখা যায় তত্ত্ব পালি-শব্দের অন্যতম প্রতিশব্দ; ২১ এবং
পালি বুঝাইতে এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ২২
তত্ত্ব ও পালি একার্থক,
উভয়ই পণ্ডিত-বাচি; পালি শব্দে পণ্ডিত বুঝায়, ও সেই জন্য
এবং উভয়ই মূল শাস্ত্র বুদ্ধবচনের অক্ষরপণ্ডিত বা বচনপণ্ডিতকে
অর্থে প্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ মূলশাস্ত্র বুঝাইতে পালি শব্দ প্রযুক্ত হইত,
থাকে ইহা বলা হইয়াছে। তত্ত্ব শব্দেও এটরূপ

পণ্ডিত বুঝায়; ২৩ এবং তজ্জন্যই পালি শব্দের ন্যায় ইহাও বুদ্ধবচনের
অক্ষরপণ্ডিত বা বচনপণ্ডিত অর্থাৎ মূল শাস্ত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত।

ব্রাহ্মণেরা বেদের ঋতসমূহকে যেমন ঠিক একই ভাবে রাখিতেন,
তাহার পৌরোপাধ্যায়ক্রমকে কিছুতেই নষ্ট হইতে
মূল শাস্ত্রকে তত্ত্ব ও তাহার পৌরোপাধ্যায়ক্রমকে কিছুতেই নষ্ট হইতে
পালি বলিবার প্রধান দিতেন না, বৌদ্ধগণও সেইরূপ বুদ্ধবচনকে রক্ষা
করেন। করিতেন, তাহার ক্রমভঙ্গ হইতে দিতেন না।

২০। লক্ষণীয়—তত্ত্ব বা ত্ত্বিক, তত্ত্ব শাস্ত্র, পণ্ডিত তত্ত্ব, ইত্যাদি।

২১। “সেতুস্মাং তত্ত্ব পণ্ডিত্য নারিয়ং পালি কথ্যতে”—অ. প. ১১০।

২২। “মুখমুখ্যাণগোচরং তত্ত্বিং সন্নাহিত্বা”—সু. বি. ১৫ পৃ.; খেরখেরীয়াখাতি
ইমং তত্ত্বিং সন্নাহিত্বা”—এ; “তত্ত্বিং নয়ামুচ্ছবিকং আরোপেত্তো”—এ ১ পৃ.; “তত্ত্ব
ধম্মোতি তত্ত্বিং”—অ. সা. ২২; “তত্ত্বিং য়া নাতিকং ঠপেসি,” “তত্ত্বিং বসেন নাতিকা
ঠপিতা,” “তত্ত্বিং বসেনেব বিভত্তা”—ক. ব. অ. ২. ৭ পৃ.।

২৩। তত্ত্ব, ও তত্ত্ব অর্থবা তত্ত্বী শব্দ মূলত একই; Prof. V. Apte তত্ত্ব শব্দের
অন্ততম অর্থ দিয়াছেন—“An interrupted series;”—Sanskrit-English Dic-
tionary, p. 529.

এবং এই স্থির-সমান রচনাক্রম থাকাতেই সম্যক্ৰমে অবস্থিত বুদ্ধাদির
ন্যায় বুদ্ধবচনকেও তাঁহারা পণ্ডিত্ব, বা পালি, বা তস্তি বলিতেন,
ইহা অনুমান করিতে পারা যায়।*

পালিভাষার আর একটি নাম মাগধীভাষা;** ইহা তাহার
পালির অপর নাম মাগধী ভৌগোলিক নাম। ইহা ইহাতে স্পষ্ট
ভাষা, কেননা ইহা বুঝা যাইতেছে পালি মগধ দেশের ভাষা
মগধের ভাষা ছিল ছিল।

কেহ বলেন গৌতম বুদ্ধ মগধে উৎপন্ন হন বলিয়া তাঁহার নাম
মাগধ; এবং তাঁহার ভাষা বলিয়া পালির নাম মাগধী।** এই
বাখ্যা যে কেবল বৈয়াকরণিকের শক্তিকল্পিত, তাহা না বলিলেও চলে;
কেননা, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ভাষার
নাম হয় না, ইহা নিতাস্তই অপ্রসিদ্ধ ও অস্বাভাবিক; দেশের নামেই
ভাষার নাম হয়। প্রচলিত যে কোন ভাষার নামই এস্থলে উদাহরণ-
রূপে উল্লিখিত করিতে পারা যায়।

মাগধী নিরুক্তি কখন কখন এই ভাষা মাগধী নিরুক্তি***
নামেও কথিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে মাগধী নামে প্রসিদ্ধ

৩১। "So called from the regularity of its structure"—W.
Subhuti, অ. প. ২২০।

৩২। যথা, "মাগধীভাষা সাক্ষরেন লিখাতি"—সা. ব. ৩১.পৃ.। কখন কখন
মাগধী বলা হইয়া থাকে—যম্মকিত্তি সিরিধম্মারাম, ক. বৃ. (সিংহল), বিঞ্ঞাপন, p. ১.

৩২। "সো চ ভগবা মাগধো বগ্গে ভবত্তা, সা চ ভাসা মাগধা, মাগধসু
তথাগতস্মায়ং ভাসাত্তি চ কথ্য সম্পচ্ছত্তি পকতিপচ্ছয়ঞ্ঞনো বিঞ্ঞুন্নো।"ঐ।

৩৩। "নিরুক্তিমা মাগ বিকার বুদ্ধিয়া। কয়োমিহীণগুণবাসিনাং অপি।"
সা. ব. ১.১০।

একরূপ প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ; কিন্তু আলোচ্য পালি হইতে
 পালি বা বৌদ্ধমাগধী ঐ ভাষা যে অত্যন্ত বিভিন্ন, তাহা দেখিগেই বুঝা
 ও প্রাকৃতমাগধী যায়। নবীন পাঠকগণের ঐ উভয় মাগধীর
 পরস্পর ভিন্ন ভেদাধারণ আবশ্যিক, এই ক্ষুদ্র তৎসম্বন্ধে
 এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

আলোচনার সুবিধার জন্ত আমরা এস্থলে পালিকে বৌদ্ধমাগধী,
 আলোচনার জন্ত মাগধী- এবং মাগধী প্রাকৃতকে প্রাকৃতমাগধী নামে
 ঘষের সংজ্ঞা নির্দেশ করিব।

প্রাকৃতলক্ষণকার চণ্ড প্রাকৃতমাগধীর এই মাত্র বিশেষত্ব দেখাইয়া-
 ছেন যে, ইহাতে র স্থানে ল, এবং স (ও ব)
 উভয় মাগধীর পরস্পর ভেদপ্রদর্শন (৫) স্থানে শ হয়।^{৩৪} যথা সংস্কৃত নি র্কার প্রাকৃত-
 মাগধীতে নি ঞ্জ ল হইবে ; এই রূপ মা ষ=মা শ,
 বি লা স=বি লা শ। কিন্তু বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ যথাক্রমে
 নি ঞ্জ র (১০.১২), মা স, বি না স (১০.১৬)।

প্রাকৃতমাগধীতে অকারান্ত প্রাতিপাদকের পুংলিঙ্গে প্রথমা বিভক্তির
 (৬) একবচনে একার হইয়া থাকে।^{৩৫} যথা—মা ষ=মা শে, বি লা স=
 বি লা শে, নি র্কারঃ = নি ঞ্জ লে। বৌদ্ধমাগধীতে ইহাদের রূপ
 যথাক্রমে মা সোঃ, বি না সো, নি ঞ্জ রো (১০.১১)।

(৭) প্রাকৃতমাগধীতে অস্বদ-শব্দের প্রথমার এক ও বহু বচনে হ কে

৩৪। “মা গ ধি কা বাং র স য়ো ল’শো”—প্রা. ল. ৩. ৩২; হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮;
 প্রা. প্র. ১১. ৩; স. সা. ৫. ৮৩—৮৭।

৩৫। হে. চ. ৮. ৪. ২৮৭; হেমচন্দ্রের মতে অর্দ্ধমাগধী ও অর্ধ প্রাকৃতে এই নিয়ম
 বৈকল্পিক; প্রাকৃতমাগধীতে বিকল্পে ইকারও হইয়া থাকে, “অ ত ই দে তৌ লু ক্ চ”—
 প্রা. প্র. ১১. ১০।

ও হ গে পদ হইয়া থাকে । ৩৩ যথা “চে ডে হ গে” ৩৩ = চেটঃ অ হ ম্ ।

বৌদ্ধমাগধীতে ইহার রূপ চে টো অ হং ।

১) প্রাকৃতমাগধীতে অবর্ণাস্ত শব্দের ষষ্ঠীর একাচনে বিকল্পে আ হ্ হয় । ৩৪ যথা, পু লি শা হ অথবা পু লি শ শ্শ = পুরুষস্ত । বৌদ্ধ-মাগধীতে ইহার রূপ পু রি স ন্ স । যথা বা “হগে ন এ লি শা হ ক আ হ কালী” = অহং ন এ তা দৃ শ স্ত ক র্ম ৭ঃ কারী (শকুন্তলা, ৫ম অঙ্ক) ; “ভগদত্ত শো বি দা হ কুন্তে” = ভগদত্ত শো পি ত স্ত কুন্তঃ (বেণীসংহার, ৩য় অঙ্ক) ।

এ স্থানে আর একটি বিত্তপ্রাকৃতমাগধী-রচিত গাথা ‘উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারাও পাঠকগণ উভয়ের ভেদ অনেকটা জানিতে পারিবেন :—

“লহশবশনমিলন্তলশিল-

বিঅলিদমন্দাললাবিদংহিঘুগে ।

বীলযিণে পক্ষালহু ৩২

মম শয়লমবযাষখালং ॥” হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮ ।

৩৬। হে. চ. ৮. ৪. ৩০১ ; স. সা. ৫. ৯৭ ; প্রা. প্র. ১১. ৯, এখানে কোনো কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে অ হ কে পদও দেখা যায় । আবার হ গে স্থানে হ গ্ গে পদও দৃষ্ট হয় ; যথা—“লাজশিয়ালে হ গ্ গে” = রাজশালঃ অহম্, মৃ. ক. ৮ম, ৯ম অঙ্ক ।

৩৭। মৃ. ক. ১ম অঙ্ক ।

৩৮। হে. চ. ৮. ৪. ২৯৯ ; প্রা. প্র. ১১. ১২ ; ক্রমবীষর হ-হাবে হং করিয়াছেন, যথা—ব ন্ হ ণা হং = ব্রাহ্মণস্ত, স. সা. ৫. ৯৪ ।

৩৯। হেমচন্দ্রের মতে এখানে পক্ষালহু (অঃ—হে. চ. ৮. ৪. ২৯৬), এবং বরকচির মতে প্রক্ষালহু (প্রা. প্র. ১১. ৮ ; তুলঃ—হে. চ. ৮. ৪. ২৯৭) হওয়া উচিত ছিল । প্রক্ষালহু সংস্কৃত ধরিলে ঠিকই হইতে পারে ।

বৌদ্ধমাগধীতে ইহা এইরূপ হইবে :—

“রভসবসনস্মরসির-

বিগলিতমন্দাররাজিতজিঘৃগো ।

বীরজিনো পক্খালেতু

মম সকলমবজ্জঙ্ঘালং ॥”

সংস্কৃতে তাহার অনুবাদ এই প্রকার :—

“রভসবশনস্মরশিরো-

বিগলিতমন্দাররাজিতাজিঘৃগুঃ ।

বীরজিনঃ প্রক্ষালয়তু

মম সকলমবদ্যজ্জ্বালম্ ॥”

মূচ্ছকটিকে (১ম অঙ্কে) শকারের “শুরে বিকল্পে পণ্ডবে শেদকেদু” ইত্যাদি শ্লোক বিশুদ্ধ প্রাকৃতমাগধীতে রচিত ।

বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর পরস্পর আরো অনেক ভেদ আছে, বাহ্যভায়ে তৎসমুদয় সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রদর্শিত হইল না ; কিন্তু বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যাইবে যে, উভয় ভাষা পরস্পর দূরবিভিন্ন ।

অর্দ্ধ মা গ ধী নামে আর এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রসিদ্ধ আছে ।

অর্দ্ধ মা গ ধী • অর্দ্ধ মা গ ধী শব্দটি দ্বারাই জানিতে পারা

যাইতেছে যে, ঐ ভাষার শব্দপ্রভৃতির অর্দ্ধ

অংশ ঠিক মা গ ধী অর্থাৎ প্রাকৃত মা গ ধী । তবে তাহার অপর অর্দ্ধ অংশ কি ? কুমদাখরী বলিয়াছেন তাহা মহারাষ্ট্রী ; প্রাকৃতমাগধী মহারাষ্ট্রীর সহিত মিশ্রিত হইয়া অর্দ্ধ মা গ ধী নাম ধারণ করে ।”

০০ । “মহারাষ্ট্রী সিদ্ধান্তমাগধী—স. সা. ৫. ৯৮ ।

“শৌরসেন্তা অবিনয়বাদ ইয়ম্ (মাগধী) এব অর্দ্ধ মা গ ধী তি ভরতঃ”

শাক্তের বলেন—

পূৰ্ণোক্ত গাথাটি অৰ্দ্ধ মা গ ধী তে এইরূপ পরিবর্তিত হইতে পারে :—

তাহার উদাহরণ

“লভশবশনমিলন্তলশিল-

বিঅলিদমন্দালাজিদংহিজুগে ।

বীলজিণে পক্ষালহু

মম শয়লমবজ্জজ্জালং ॥”৪১

মুচ্ছকটিকে শকারের অনেক কথা বিস্কন্ধপ্রাকৃতমাগধীরচিত ।

সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যসমূহে
প্রাকৃতমাগধী ও অৰ্দ্ধ-
মাগধীর ব্যবহার

প্রাকৃতমাগধীর মূল শৌরসেনী, এজন্ম তাহাতে
শৌরসেনী ত দেখা যায়ই, আবার স্থানে
স্থানে মহারাষ্ট্রী শব্দও দৃষ্ট হয়। এই জন্য

কোনো কোনো স্থলে শকারের ভাবকে অৰ্দ্ধ মা গ ধী নাম দিতে

৪১। প্রাকৃতলক্ষণের (৪০ পৃ.) কোনো হস্তলিখিত পুস্তকে মা গ ধী প্রকল্পে
উদাহরণপ্রসঙ্গে এইরূপ পাঠেই এই গাথাটি লিখিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রও প্রাকৃতমাগধীর
উদাহরণস্বরূপ এই গাথাটিই ধরিয়াছেন, কিন্তু এখানকার পাঠ হইতে তাহার পাঠ ভিন্ন এবং
প্রাকৃতমাগধীর নিয়মানুগত। এখানে যে পাঠ দ্রুত হইয়াছে তাহা বিস্কন্ধ প্রাকৃতমাগধীর
বলিতে পারা যায় না। কারণ, প্রাকৃতমাগধীতে জ, দা, ও য-স্থানে য হইয়া থাকে
(হে. চ. ৮. ৪. ২২২) ; তদনুসারে এখানে লা জি দ=লা য়ি দ, জু গে=যু গে, জি গে=
যি গে, অ ব জ্জ=অ ব যা, এবং জ যা লং=য যা লং হওয়া উচিত ছিল, এবং হেমচন্দ্রের
পাঠে তাহাই আছে। অপর পক্ষে মহারাষ্ট্রীতে আদিব্রীত বকার স্থানে অকার হয়
(হে. চ. ৮. ১. ২৪৪) ; তদনুসারেই সংস্কৃত যুগ=জুগ হইয়াছে ; আবার দা=জ্জ (হে.
চ. ৮. ১. ২৪৮), তদনুসারে এখানে অ ব দা=অ ব জ্জ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীতে ক্ষ=ক্খ হয়,
ইহাতে প ক্ খা লং পদের সমাধান করিতে পারা যায়। অতএব এখানে যে মহারাষ্ট্রী
প্রাকৃত রহিয়াছে তাহা কখন সন্দেহ নাই। আবার ল ভ শ প্রভৃতি পদে স্পষ্টই প্রাকৃত-
মাগধী দেখা যাইতেছে। অতএব ঐ উভয় প্রাকৃত এখানে মিশ্রিত হওয়ায় এই গাথাটিকে
অৰ্দ্ধ মা গ ধী বলিতে পারা যায়।

পারা যায়। অভিজ্ঞানশকুন্তলে রক্ষপুরুষ ও ধীবারের ভাষা প্রাকৃত-
মাগধী। বেনীসংহার ও উদাত্তরাঘবের রাক্ষসের ভাষাও প্রাকৃতমাগধী।
মুদ্রারাক্ষসপ্রভৃতিতেও ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু প্রায়ই ইহার
সহিত ভিন্ন জাতীয় প্রাকৃতের সম্মিলন দেখা যায়। ১২

এখন সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মা গ ধী বলিয়া প্রসিদ্ধ
মা গ ধী এই অভিন্ননামে হইলেও পালি বা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধী
প্রসিদ্ধ হইলেও বৌদ্ধ-পরম্পর এত ভেদ কেন? ইহারা যে একই
মাগধী ও প্রাকৃত-স্থানের ভাষা, তাহা ইহাদের মা গ ধী এত
মাগধীর ভেদের কারণ কি? সাধারণ নামই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে।

তবে কি এই উভয় ভাষা পরম্পর বিভিন্ন
প্রদেশের? অথবা উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ কালব্যবধান থাকায় একই
অন্তরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে? কিংবা একই বিপুল ম গ ধ দেশের
অংশবিশেষে একটি, এবং অপর অংশে আর একটি প্রচলিত ছিল?
ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধ কি?

১২। সংস্কৃত দৃষ্ট কাব্যসমূহে স্থানে স্থানে প্রাকৃত অংশ বিভিন্ন-বিভিন্ন পাঠে এত
বাকুল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে। দৃষ্টান্তরূপে আমরা বেনীসংহার ধরিতে
পারি। ইহার তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে রাক্ষস ও রাক্ষসীর ভাষা বিগুপ্ত প্রাকৃতমাগধী,
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা বহুপ্রাকৃতবিদ হেমচন্দ্র মাগধীগ্রন্থে অনেক স্থলে
তাহা ধরিয়াছেন (যথা—“কহিং সুগণে লুহিল্লিগ্নে ভবিসুদিদি” হে. চ. ৮. ৪. ৩০২,
ইত্যাদি)। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকের কোন কোন সংস্করণে বিভিন্নজাতীয় প্রাকৃত দেখা
যায়। একস্থানি সংস্করণে মা গ ধী রচনাই আছে দেখিয়াছি। আবার জীবানন্দের সংস্করণে
সেই স্থানে অজবিশ প্রাকৃত বোদ্ধিত হইয়াছে। আবার ইহারও মধ্যে ভিন্নভিন্নজাতীয়
প্রাকৃতের পদাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত পাঠকগণের প্রাকৃতের দিকে অনাগরই এই
পারিবিপর্দায়ের অন্ততম প্রধান হেতু। ইহার সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক।

এই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে প্রাকৃত সম্বন্ধে
বৌদ্ধমাগধীও এক কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে; কেননা,
প্রকার প্রাকৃত পালি বা বৌদ্ধমাগধীও প্রাকৃতের বহু শাখার
প্রাকৃত আলোচনার মধ্যে অন্যতম; এবং তজ্জন্মই প্রাকৃতকে ছাড়িয়া
আবশ্যকতা দিলে বৌদ্ধমাগধীর আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

প্রাকৃতের মূল কোথায়? কোথা হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইল?
এই বিষয়ে দুই মত প্রচলিত আছে। এবং
✓ প্রাকৃতের মূল তাহা প্রাকৃত শব্দের মূলভূত প্রকৃতি শব্দের
বিবিধ অর্থ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ক) প্রকৃতিতে যাহা জাত, বা প্রকৃতি হইতে যাহা আগত,
তাহার নাম প্রাকৃত। এই প্রকৃতি কি? কেহ
প্রাকৃত শব্দের নিরুক্তি ও অর্থ কেহ বলেন সংস্কৃত; কেননা, সংস্কৃত হইতেই
তাহার উৎপত্তি; অতএব সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃতের
প্রকৃতি বা উপাদান-স্বরূপ, এবং প্রাকৃত তাহার
বিকৃতি। হেমচন্দ্র ও প্রাকৃতচন্দ্রিকাকারপ্রভৃতি
এই মতাবলম্বী; এবং এই মতই সাধারণত প্রচলিত, বিশেষত
ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(খ) অপরেরা বলেন, প্রকৃতি অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব যেরূপ
নতাস্তরে তাহা প্রকৃতি ভাষা জাত হইয়াছে, অথবা প্রকৃতি অর্থাৎ
অর্থাৎ নিসর্গ বা স্বভাব নিসর্গ বা স্বভাব হইতে যে ভাষা আগত
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম প্রাকৃত; অপর কথায়

১। “অথ প্রাকৃতঃ।...প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবৎ, তত আগতং বা প্রাকৃতং।”
হেমচন্দ্র, ৮.১.১।

“প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং, তত্র ভবৎ প্রাকৃতং স্বতন্ম”—প্রাকৃতচন্দ্রিকা।

“প্রাকৃতন্তু তু সর্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ”—প্রাকৃতসঙ্গীহনী।

প্রাকৃতিক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক ভাষার নাম
প্রাকৃত। যাহার সংস্কার অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধান করা
 সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই হইয়াছে, তাহার নাম সংস্কৃত; এবং যাহার
 উভয়ের ব্যুৎপত্তি- তাহা হয় নাই, যাহা প্রাকৃতিক অর্থাৎ নৈসর্গিক বা
 লভ্য ভেদে স্বভাব হইতে যেরূপ জাত হইয়াছে, বা যেরূপ
 উহার পরস্পর বিপরীতার্থ- ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপই
 বাচী আছে, তাহা প্রাকৃত। এইজন্ত ঐ দুই শব্দ
 পরস্পর বিপরীতার্থবাচী।

আমরা সাধারণ মনুষ্যকে প্রাকৃত বলিয়া থাকি; এবং তাহার
 একমাত্র এই কারণ যে, সাধারণ মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বভাবে
 পূর্বোক্ত বিষয়ে সাধারণ- অবস্থিত; তাহার প্রাকৃতিক দেবীকেই প্রধান-
 মনুষ্যবাচী প্রাকৃত ভাবে অনুসরণ করিয়া চলে, কৃত্রিম উপায়ে
 শব্দের দৃষ্টান্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা বা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিপ্রভৃতির সহিত
 সংশ্লিষ্ট নহে; প্রাকৃতিক তাহাদিগকে যেরূপ পরিচালিত করে, তাহা
 ভালই হউক, আর মন্দই হউক, সেইরূপেই তাহার চালাই থাকে,
 তাহাকে অতিক্রম করিয়া গমন করে না। অপর পক্ষে যাহারা উচ্চ,
 তাহার ঠিক প্রাকৃতিক অনুসরণে চলেন না, তাহার নানা কৃত্রিম উপায়
 অবলম্বন করিয়া সংস্কারে অর্থাৎ দোষাপনয়ন বা গুণাধানে প্রবৃত্ত হন,
 এবং তাহা দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উঠেন।

২। শব্দকল্পদ্রুমের এই অর্থে প্রাকৃত শব্দের নির্বচনটি বড় সৎকার। উক্ত
 হইয়াছে—প্রাকৃতঃ প্রকৃষ্টম্ অকৃতম্ অকার্ধ্যং বস্যা। বাচী বৈয়াকরণিকগণের
 নিকট ইহার অধিক আশা করা যায় না, ইহাদের নির্বচনপটুতার পরিচয় পরে
 আরো পাওয়া যাইবে।

মানুষের সম্বন্ধে প্রাকৃত শব্দটি যেরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, আলোচ-
নীয় ভাষাসম্বন্ধেও তাহা সেইরূপভাবে প্রযুক্ত
হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে
স্বয়ং প্রকৃতি হইতে যে ভাষা জাত হইয়াছে,—
সাধারণ প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার
করিত, তাহার নাম প্রাকৃত। বর্তমান ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে এই
মতই সমধিক আদৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা ক্রমশ এই উভয় মতই পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যাহারা
প্রথম মত পোষণ করেন, যাহারা বলেন যে,
প্রকৃতি অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়া
ইহার নাম প্রাকৃত, তাহারা প্রকৃতি শব্দের অর্থ "সংস্কৃত" ধরেন
কেন, তাহার বিশেষ যুক্তি নাই। আলোচ্য ভাষায় সাফাৎ বা পর-
স্পরায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়াই হয়ত তাহারা ঐ গৌণ অর্থ
পরিয়া থাকিবেন। কিন্তু যাহারা এই ভাষাকে
প্রথম মতের যুক্তিহীনতা বুঝাইবার জন্ত প্রথমে প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার
করিয়াছিলেন, তাহারা যদি ঐ অভিপ্রায়ই মনে পোষণ করিতেন,—
তাহারা যদি স্থির করিয়া থাকিতেন যে, সংস্কৃত হইতেই ঐ ভাষা
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে, তাহারা ঐ ভাষার নাম প্রাকৃত না করিয়া,
খুব সম্ভব, "সাংস্কৃত" অথবা অপর কোন এতাদৃশ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।
বিশেষতঃ এরূপ অবস্থায় বঃ ইহার নাম বিকৃত
প্রকৃতি শব্দের অর্থ অথবা বিকৃত, কিংবা অপর কিছু এইরূপ করা
সংস্কৃত বলিবার কারণ নাই উচিত ছিল; যাহা বিকৃত, তাহার এই নামট
সোজা-সরল, প্রাকৃত নাম তাহার পক্ষে অত্যন্ত ঘুরান। প্রকৃতি
শব্দে সংস্কৃত বুঝায়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত শব্দ
সাফাৎ-পরস্পর সম্বন্ধে বহুলভাবে রহিয়াছে বলিয়াও ইহাকে সংস্কৃততাত

বলিতে পারা যায় না, সংস্কৃতের সহিত ইহা অতিবিনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ইহাই বলা সম্ভব। কোন ব্যক্তি কোন ধনবানের অমুগ্রহে পরমসমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেই তাহাকে সেই ধনবানের বংশে উৎপন্ন বলিয়া কেহ মনে করিলে তাহা ঠিক হয় না।

বাঙলা ভাষায়, বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা সাধু বাঙলায় সংস্কৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়া কেহ যদি তাহাকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তবে তাহা ভুল করা হয়; কেননা, তাহার অত্যাশ্রয় মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিপুণদৃষ্টিতে দেখিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাহা প্রাকৃতমূলক। রঙ্গালয়ের অভিনেতার বস্ত্রত মূলস্বরূপ কি, তাহা তাহার

বর্ণ-চিত্র পোষক-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া থাকে; প্রাকৃত সংস্কৃতের সম্পদে ঐ সমস্ত অপনয়ন করিলে তাহার যে স্বরূপ সমৃদ্ধ, তাহা হইতে উৎপন্ন হবে প্রকাশ পায়, তাহাই তাহার স্বকীয় রূপ বলিতে হইবে। কোন ভাষার মূলস্বরূপ জানিতে হইলে

এই প্রণালীই অবলম্বন করা উচিত। আলোচ্য প্রাকৃত সম্বন্ধেও সেই কথা। ইহা সংস্কৃতের বিপুল সমৃদ্ধিতে সুসমৃদ্ধ, কিন্তু তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই; ইহার স্থূলস্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি, এবং সংস্কৃতের পরিবর্তন-সহিষ্ণুতা আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

ধরা বাড়িক প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে হইয়াছে; কিন্তু এই সংস্কৃত বলিতে আমরা কোন ভাষাকে বুঝিব? বেদভাষা, না রামায়ণাদি ভাষা? অপর কথায় বৈদিক সংস্কৃত, না লৌকিক সংস্কৃত? যাহারা বলেন যে, প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, তাহার লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার

মূল বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বৈদিক সংস্কৃতের সংস্কৃত শব্দ মুখ্যভাবে কথ্য তাহার কিছু বলেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত লৌকিক সংস্কৃতকে, এবং শৌণ্ডিক ভাষায় বস্তুতঃ লৌকিক সংস্কৃতকেই মুখ্যভাবে বুঝা যায়, কেননা, পাণিনিপ্রভৃতি পদপ্রভৃতির

নিয়মরূপ সংস্কারের দ্বারা এই ভাষাকেই সংস্কৃত করিয়াছেন। বেদভাষা হঠতে এই সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া গোণভাবে পরবর্ত্তিকালে বেদভাষাকেও বুঝাইতে সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বেদভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করিবার অপর কোন কারণ নাই। পাণিনি-প্রভৃতির সংস্কারেই যে লৌকিক সংস্কৃতের নাম সংস্কৃত হইয়াছে, তাহা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ বাচনিক প্রমাণেও সমর্থিত।

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার লক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—

“ভাষা দ্বিধা সংস্কৃত চ প্রাকৃতী চেতি ভেদতঃ।

কৌমার পাণিনীয়া দি সংস্কৃতং সংস্কৃতমতঃ॥”*

ষড়্ভাষাচন্দ্রিকাকার সংস্কৃত ভাষার ঐরূপ লক্ষণ করিয়াও বলিতেছেন যে, সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে :—“প্রাকৃতঃ সংস্কৃত্য স্ত বিকৃতিঃ প্রাকৃতমতঃ”—(ঐ)। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তাহার প্রাকৃতকে সংস্কৃতমূলক বলেন, তাহার লৌকিক সংস্কৃতকেই তাহার মূল বলিতে ইচ্ছা করেন।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১.৩৩) সংস্কৃতের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এবং সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক পণ্ডিত প্রেমচাঁদভট্টবংশীশ মহাশয় তাহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহাতেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে—

“সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগ্ অথ বাখ্যা তা মহর্ষিভিঃ।

তদ্বৎসবসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ ॥”

*। এই গ্রন্থ এখনো মুদ্রিত হয় নাই, কেবল বিবরণমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। See A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. III, p. 1992.

তৰ্কবাগীশ মহাশয় ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—“দৈবী...বাক্ মহর্ষিভিঃ
পাণিগ্রাদিভিঃ, নামেতি প্রসিদ্ধো, সংস্কারসম্পন্নত্বাৎ সংস্কৃতম্ অ বা-
খ্যা য তে সংস্কৃতত্যাখ্যা পশ্চাদ্ ব্যবহৃত।...পাণিগ্রাদয়ো (-দিভিঃ) হি
তত্ত্বব্যাকরণস্থত্রৈঃ প্রকৃতিপ্রত্যাদিবিভাগ-প রি ক ল্ল ন য়া নি ত্যা য়াঃ
সংস্কৃতবাচঃ প্রতিপত্তার্থং শিষ্যাণাং সংস্কারোপায়ঃ প্রদর্শিতঃ, ন তু
বাক্ সম্পাদিতা, স্থিতায়া এবাবাখ্যানসম্ভবাৎ।”

কিন্তু মূল ও টীকাকার উভয়েই সংস্কৃতের তাদৃশ লক্ষণ স্বীকার
করিয়াও বলিতেছেন যে, ঐ সংস্কৃত হইতেই প্রাকৃত হইয়াছে।

এখন সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত হইতে পারে কি না, তাহা নির্ণয়
করিবার জন্য আমরাদিগকে সংস্কৃত ভাষার
সংস্কৃতের স্বরূপপরীক্ষা ও প্রকৃতি বা স্বরূপ বা স্বভাবকে পরীক্ষা করিয়া
বৈদিকভাষার আলোচ- প্রকৃতি বা স্বরূপ বা স্বভাবকে পরীক্ষা করিয়া
নার আবশ্যকতা দেখিতে হইবে যে, তাহার পরিবর্তন আদৌ
সম্ভব কি না। এবং তাহা করিতে হইলে আমা-
দিগকে বৈদিকভাষা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

বৈদিকভাষা লিখিতে ও বলিতে উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইত।

বৈদিকভাষা লেখা ও কথা বৈদিকভাষা পরিবর্তনের শ্রোতে পড়িয়া যখন
উভয়ই ছিল লৌকিক সংস্কৃতের নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর
হইতেছিল, তখন তাহার উচ্চারণ নিশ্চয়ই

বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল; মূল বৈদিকভাষা যেরূপ স্বরে উচ্চারিত
হইত, পরিবর্তমান অবস্থায় তখন আর সেরূপভাবে উচ্চারিত হইত

না। মূল স্বরের স্থানে বিভিন্ন-বিভিন্ন স্বর দেখা
বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের বাহিত। ইহা নৈসর্গিক। আজকালও একটি
মধ্য অবস্থায় বৈদিক লৌকিক সংস্কৃতের নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর
ভাষার পরিবর্তন শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন দেশ-প্রদেশে বিভিন্ন-বিভিন্ন
স্বরে উচ্চারিত হয়। ব্যক্তিবিশেষে শব্দের আদি

মধ্য ও অন্তস্থিত স্বরসমূহকে মুহু-ভীত, হ্রস্ব-দীর্ঘ, লঘু-গুরু ও সাহু-

নাসিক-নিরম্মনাসিক ইত্যাদি বহুবিধ স্বরে উচ্চারিত করিয়া থাকেন।^৩ ইহাতে একই শব্দ বিভিন্ন-বিভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মধ্য অবস্থাতেও অবশ্য এইরূপ পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছিল।

মূল ও আকৃতিতে শব্দ এক হইলেও কেবল উচ্চারণের ভেদে এত পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় যে, বিভিন্ন-বিভিন্ন শব্দ মূলত এক হইলেও উচ্চারণ ভেদে শব্দের ভেদপ্রতীতি বলিয়া মনে হয়। এইজন্য চট্টগ্রামবাসী ও পশ্চিমবঙ্গবাসী উভয়ে একই শব্দ লইয়া আলাপ আরম্ভ করিলেও পরস্পর বুঝিতে পারেন না। অথচ পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান না করিলেও সংসারযাত্রা চলে না। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যবর্তী সময়েও ভাষার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল।

একই কথা একপ্রদেশবাসী যেরূপভাবে উচ্চারণ করিতেন অপরদেশবাসী তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারে উচ্চারণ করিতেন; তাঁহারা পরস্পরকে বুঝিবে বা বুঝাইতেই পারিতেন না, এবং এইরূপে লোকব্যবহার বা লোক-যাত্রা নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

৪। পাতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে (পম্পশাস্ত্রিক) এই সমস্ত স্বরদোষ উক্ত হইয়াছে :—সংবৃত, কল, দ্রাত, এণীকৃত (যে উচ্চারণে ইহা ওকার বা উকার বলিয়া সন্দেহ হয়), অধ্বকৃত (ব্যক্ত হইলেও যেন মুখমধ্যেই আছে বলিয়া বোধ হয়), অর্দ্ধক (দীর্ঘ হইলেও হ্রস্ব বলিয়া বোধ হয়), গ্রস্ত (জিহ্বামূলে নিগৃহীত বা অব্যক্ত), নিরস্ত (নিষ্ঠুর), প্রগীত (সামের নাম উচ্চারিত), উপগীত (সমীপস্থ বর্ণান্তরের সহিত গীতযুক্ত), স্থিগ্ন (কম্পমান) ও রোমশ (গম্ভীর) অবিলম্বিত (বর্ণান্তরমিশ্রিত), নির্হত (ক্ষুদ্র), সন্দষ্ট (বর্ধিতের নাম), ও বিকীর্ণ (বর্ণান্তরে প্রচলিত)। এ সম্বন্ধে সেখানে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে—“গ্রন্থং নিরন্তরবিলম্বিতং নির্হতসম্বৃত্তং দ্রাতসম্বো বিকল্পিতং। সন্দষ্ট-মেণীকৃতমধ্বকং ক্রতং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ ॥”

সেই সময়ে বৈদিক ভাষায় কেবল বিবিধ উচ্চারণভেদেই যে ঐ অসুবিধা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নহে; দেশী বা অন্ত্যন্ত শব্দঃ সংমিশ্রণও তাহার অন্ততম প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে লৌকিক

ব্যবহারে বেদভাষার সহিত অনার্য্যগণের ভাষাও ঐ অসৌকর্য্যের কারণান্তর
অনার্য্যশব্দেব সংমিশ্রণ অনেকটা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা পরে

আরো স্পষ্ট করিয়া আলোচিত হইবে। এই

সমস্ত কারণেই বেদভাষা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

এইজন্ত সকলেই যাহাতে একরূপে শব্দ ব্যবহার করিতে পারে

তদ্বিষয়ে তখন এক নিয়মের আবশ্যকতা বোধ হইল
লোক ব্যবহার নির্বাহের জন্ত ভাষার নিয়মের
আবশ্যকতাও উদ্ভাবন বিহারিণী ভাষাকে তখন চারিদিক হইতে

শৃঙ্খলিত হইতে হইল। শৃঙ্খলের মধ্যে আসিয়া

পরতন্ত্র হইয়া ভাষার রূপান্তর উপস্থিত হইল। স্বাধীন অবস্থায় বিচরণ
করিবার সময় তাহার যে ভাব, যে ক্ষুণ্টি ছিল, আবদ্ধ হইয়া তাহার
সে ভাব, সে ক্ষুণ্টি ক্রমশই বিলীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ভাষা
ক্রমশই তখন জড় হইয়া উঠিল, নিজের চেষ্টায় তাহার আর নড়িবার
চরিবার সামর্থ্য থাকিল না। পূর্বে ইহাতে যে সকল পদ স্বচ্ছন্দে
ব্যবহার করিতে পারা যাইত, পদসমূহের কোন পৌরুষার্থ্য বিবেচনা না

করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে তৎসমুদয়কে বেক্রপ প্রয়োগ
তাহার ফলে ভাষার বন্ধন

করিতে পারা যাইত, আর তাহা পরে থাকিল

না; ইহা তখন সম্পূর্ণরূপে নিয়ামকের হস্তে, সাহিত্যকের হস্তে;
ইহা আদিষ্ট হইয়া কেবল ঐ নিয়ামক সাহিত্যিকগণকেই উপাসনা
করিতে লাগিল; সাধারণের সহিত ইহার সম্বন্ধ সূত্র হইয়া
পড়িল।

বেদভাষা এইরূপেই লৌকিকসংস্কৃতরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহার

অন্ত কোন কারণ নাই। বেদভাষাই যে ঐ প্রকার পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইয়া লৌকিক সংস্কৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন তাহাতেই লৌকিক সংস্কৃতির উৎপত্তি সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্তই ইহাতে কাহারো বিরুদ্ধ মত দেখা যায় না। পূর্বে যে রূপ বর্ণিত হইল, তাহাই যদি ঐ পরিবর্তনের কারণ না হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীকে অবশ্য অপর কোন কারণ দেখাইতে হইবে; কিন্তু তিনি তাহা দেখাইতে পারিবেন না। কোঁতুকবশবর্তী হইয়া কোন রৈয়াকরণিক নব-নব নিয়মের দ্বারা প্রচলিত ভাষাকে আবদ্ধ করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হন নাই। যদি তাহাই হয়, তবুও স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে ভাষাকে তিনি আবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখন মুক্ত ছিল, চঞ্চল ছিল, পরিবর্তনশীল ছিল; ইহার এই মুক্ততা, চঞ্চলতা ও পরিবর্তনশীলতাই তাঁহাকে ঐ কার্যে প্রবৃত্তি করিয়াছিল, কেননা, তাহার ঐ মুক্ততাপ্রভৃতি লোকব্যবহারে বিষম অন্তর্ভুক্ত উপস্থিত করিয়াছিল।

তখন বিভিন্ন-বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন-বিভিন্ন প্রকারে বাক্য প্রয়োগ করিতেন। কেহ বলিতেন ক্ষুদ্রক, অপরে বলিতেন ক্ষুদ্রক; একজন বলিতেন যুবাং, অন্ত্রে বলিতেন যুবং, আবার বাক্যের পূর্বে ভাষার অবস্থাও অসংযত প্রয়োগ অপরে বলিতেন বাং; কেহ বলিতেন পশাং, কেহ বা বলিতেন পশা; কেহ বলিতেন যুগ্মাং, কেহ বা বলিতেন যুগ্মে; এইরূপ দেবাং, দেবাসং; শ্রবণা, শ্রোণা; অবদ্যোতয়তি, অবজ্যোতয়তি; ইত্যাদি ব্যবহার চলিত। কেহ কোন কোন স্থানে মোটেই প্রতিপদিকের উত্তর বিভক্তি যোগ করিতেন না (যথা, “পরমে ব্যোমন্”), অন্ত্রে করিতেন; কেহ বা কোন শব্দের কোন অংশ লোপ করিয়া পাঠ করিতেন (যথা, “অনা”),

কেহ করিতেন না; কেহ বিশেষ্য-অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গাদি ঠিক করিয়া ব্যবহার করিতেন, অথবা তাহা করিতেন না, যেরূপ সুবিধা হইত সেইরূপই বলিয়া চলিতেন (যথা, “বর্ষ সীবাধ্বং বহুলা পুং; নি;” “ভু ব না নি বি শ্বা”)। কখন কেহ সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্থিত দীর্ঘ স্বরকে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করিতেন (“রো দ সি প্রাং”), আবার অনেক সময়ে সেরূপ করিতেন না। একজন কোন অক্ষরকে একরূপে উচ্চারণ করিতেন, অথবা আর একরূপে উচ্চারণ করিতেন (যথা, একই ড কোন কোন স্থলে ল, কিংবা ল্ (ळ), বা ঢ, অথবা ঙ্গ উচ্চারিত হইত; দ্রষ্টব্য—খ. প্রা. ১.১০-১১)। কেহ কেহ পদান্তে বর্ণের তৃতীয় বর্ণ, কেহ কেহ বা প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করিতেন। এইরূপ ভাষার মধ্যে বহু পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছিল। ষাঁহাদের বৈদিক ভাষার সহিত স্বল্পমাত্রাও পরিচয় আছে, তাঁহারা ই দেখিয়াছেন যে, ইহাতে এই প্রকার কত পার্থক্য রহিয়াছে।

বৈদিকভাষা যে বলিবার ভাষা ছিল, তাহা এই ঘটনাই বৈদিকভাষা যে কথা ছিল. সূচাক্রমে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে।
তাহার প্রমাণ

যে ভাষা বলিবার, তাহার পরিবর্তন হওয়াই স্বভাব; তাহা
কথ্যভাষার পরিবর্তন চিরকাল একভাবে থাকিতে পারে না; দেশ,
অবস্থানবানী কাল ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার মধ্যে
তাহাকে সংযত করিবার ইহা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে
ইচ্ছা মানবের স্বাভাবিক ইহাকে সংযত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবার
বিক, তাহার কারণ প্রবৃত্তিও মানবের স্বাভাবিক; কেননা, তাহা না
হইলে সাহিত্য হয় না, এবং সাহিত্য না হইলে দূরদেশান্তরস্থিত লোকের
সহিত ব্যবহার চলে না।

ভাষা যখন সংযত হইয়া সাহিত্যে স্থানলাভ করে, তখন তাহার

আর পরিবর্তন হয় না ; কারণ, তাহার পরিবর্তনের কারণই থাকে না ।
 ভাষা সাহিত্যে আবদ্ধ হইলে কথোপকথনে উচ্চারণভেদেই ভাষা পরিবর্তন
 তাহার পরিবর্তন হয় না প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাহিত্যাবদ্ধ ভাষার সে আশঙ্কা
 নাই । সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে লেখার
 উপর নির্ভর করে, উচ্চারণের উপর নহে । উচ্চারণ করিতে না
 পারিলেও সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাতই হয় না ; অপর
 পক্ষে ঠিক উচ্চারণ করিতে না পারিলে বলিবার
 সাহিত্যের ভাষা লেখাকে ভাষাকে মোটেই বুঝিতে পারা যায় না । আমা-
 অপেক্ষা করে, উচ্চা-
 রণকে নহে দেব বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের উচ্চারিত সংস্কৃত মহা-
 রাষ্ট্রীয়প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেক সময় বুঝিতে
 পারেন না ; অথচ বঙ্গীয় পণ্ডিতের লিখিত সংস্কৃত বুঝিতে তাঁহাদের
 কোন কষ্টই হয় না । ইহার কারণ কি ? এইমাত্র কারণ যে, লিখিত
 অংশে সেই ভাষা অবিকৃত অপরিবর্তিত থাকে, আর কথিত অংশে
 বিকৃত পরিবর্তিত হইয়া যায় ।

ব্যাকরণোক্ত সংস্কারের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইয়া বৈদিকভাষা যখন
 সংস্কৃত হইল, এবং যখন সকলে সেই সংস্কারকে
 বৈদিক ভাষা সংস্কৃত হও-
 য়ার পর আর তাহা স্বীকার করিয়া লইল, তখন যে-কোনরূপেই
 ব্যাকরণকে লঙ্ঘন হউক, কেহ সেই সংস্কার বা নিয়ম উল্লঙ্ঘন
 করিতে পারে না, করিয়া কোন শব্দ উচ্চারণ বা রচনা করিলেই
 এবং উচ্ছৃঙ্খল তাহা উপেক্ষিত হইয়া যাইত । ইহা অত্যন্ত
 তাহার পরি- স্বাভাবিক, এবং সেইজন্তই সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ-
 বর্তন হয় প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে ঠিক চলিয়া আসি-
 না তেছে, এবং আসিবেও । ইহার কোন বিকার হইবার সম্ভাবনা নাই ।
 পুরুষের অজ্ঞতাপ্রভৃতি দোষে সহসা কোন অসাধু পদ উৎপন্ন হইতে
 পারে, এবং কালক্রমে তাহা সেই ভাষার মধ্যে চলিয়াও যাইতে পারে ।

ভাষান্তরেরও কোন কোন শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ভাষাকে পরিবর্তিত বলা চলে না; ভাষায় ইহা অলঙ্কার, নব-নব শব্দে ভাষা সমৃদ্ধ হয়।

ইচ্ছা করিলেই কোন ভাষাকে পরিবর্তিত বা বিকৃত করিতে পারা

ইচ্ছা করিলেই ভাষার
পরিবর্তন হয় না।

যায় না। সংস্কৃত ভাষা সুব্যবস্থিতভাবে রহি-

য়াছে, কি প্রকারে ইহার বিকার সম্ভব হইতে

পারে, দেখা যাউক। কেহ মনে করিতে পারেন

দেশভেদে উচ্চারণভেদে তাহা পরিবর্তিত হইতে

উচ্চারণভেদে সংস্কৃতে র
পরিবর্তন সম্ভব নহে

পারে। দেশভাষাসম্বন্ধে একথা সত্য হইলেও

সংস্কৃতির পক্ষে ইহা খাটে না। আজকাল

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ হইলেও কৈ, মূল

সংস্কৃতির কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি? উচ্চারণভেদে এবং প্রমাদ,

বিশ্বাস্তি ও বুদ্ধিমান্দ্রপ্রভৃতিতে কোন গ্রন্থের পাঠভেদ হইতে পারে

এবং ফলেও তাহা হইয়াছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত ভাষা একই রহিয়াছে,

এবং থাকিবে।

প্রাকৃত ভাষা পরিবর্তিত হইয়া নানাবিধ প্রাদেশিকভাষায় (dialect)

পরিণত হইয়াছে, ইহার পরিবর্তন হইতে পারে ;

তাহার যুক্তি

কিন্তু সংস্কৃতির পরিবর্তন অসম্ভব, ইহার যুক্তি

কি? ইহার এইমাত্র যুক্তি যে, প্রাকৃত বলিবার ভাষা, আর সংস্কৃত

লিখিবার ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, ইহা বলিবার ভাষা নহে। যে ভাষায়

সর্বদাই কথাবার্তা করা হয়, তাহা নানা কারণে উচ্চারণের ভেদে নানা

আকার ধারণ করে। যেমন এক মু কু ল শব্দ উচ্চারণভেদে কেহ

মু উ ল, কেহ বা ম উ ল, আবার কেহ মো ল বলে; এইরূপ ম য় র

শব্দ কেহ ম উ র, কেহ বা মো র বলে। কিন্তু এই শব্দ দুইটি যখন

লিখিবার জন্য প্রযুক্ত হয়, সাহিত্যের অন্তর্গত হয়, তখন সকলেই মু কু ল

ও ময়ূর ভিন্ন অপর কিছু লিখিতে পারে না। লিখিলেও বিবক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিবে না। হয়ত উচ্চারণে কাহারো ইহাতে ভেদ দেখা যাইবে, কিন্তু লিখিতে ঠিক তাহাই লিখিবে। ইংরাজেরা তবর্গ উচ্চারণ করিতে পারে না, তথাপি আমাদের তবর্গযুক্ত সাহিত্য তাহারা বুঝে; তবর্গীয় অক্ষর দিয়া কোন শব্দ লিখিতে হইলে তাহারা লিখিবে। আমরা বাংলায় উচ্চারণ করি দ ক্ খি ন, লিখি দ ক্ষি ন; বলি শা গ র, লিখি সা গ র। ইহার কারণ কি? এই কারণ যে, দ ক্ খি ন ও শা গ র আমাদের বলিবার ভাষা, আর দ ক্ষি ন ও সা গ র লিখিবার বা সাহিত্যের ভাষা। আবার আমাদের দ ক্ খি ন অস্ত্রের উচ্চারণে দ চ্ছি ন অথবা দা খি ন, দ খি ন; কিংবা দা হি ন, ডা হি ন, ডা ই ন, বা ডা ন হইবে। শা গ র হইবে সা অ র, বা সা য ল, অথবা শা অ ল। সাহিত্য নিজের শব্দ বা ভাষাকে ঠিক রাখিতে পারে, উচ্চারণে তাহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে ঐ সব বিভিন্ন শব্দ দৃষ্ট হইত না।

লৌকিক সংস্কৃত কখন বলিবার ভাষা ছিল, ইহা কল্পনা করা সেই কল্পনাকারীর সংস্কৃতের প্রতি অত্যন্ত আদর বা লৌকিক সংস্কৃত কখন শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা পূর্বোক্ত কথা ছিল না প্রকারে ভাষাতত্ত্বের নিতান্ত যুক্তিবিহীন। আরো ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যখন ব্যাকরণোক্ত নিয়মসংস্কারযুক্ত না হইলে আমরা সংস্কৃত ভাষাকে সংস্কৃত বলি না, তখনো সেই সংস্কৃতকে সাধারণের বলিবার ভাষা বলিতে পারা যায় কি? সকলেরই কি ঐ সংস্কৃত বলিবার, ঐ সংস্কৃতে সমস্ত কথাবার্তা কহিবার কখন যোগ্যতা থাকিতে পারে? সাধারণ লোকেরাও কি কোন সময়ে পাণিনিপ্রভৃতিপ্রদর্শিত নিয়মসংস্কারজ্ঞানের সহিত এতই ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিল যে, আজকালকার মাতৃভাষার

তায় সেই সময়ে তাহারা সংস্কৃত ব্যবহার করিতে পারিত ? আজকাল
ত কোন কোন ম হা ম হো পা ধ্যা য় মহাশয়কেও দুই এক
পঙক্তি সংস্কৃত বলিতে অস্থির হইতে দেখা যায় ; তখন কি তবে
পাণ্ডুলপাদ কৃষাবলও বর্তমান মহামহোপাধ্যায় হইতে অধিকতর
সংস্কৃতজ্ঞ ছিল ? তাহা হইলে সেই সময়ে এক সংস্কৃতই ভাষা ছিল,
অপর কোন ভাষা ছিল না ? তাহাই যদি হয়, তবে তাহা হইতে আবার
সহসা প্রাকৃত কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল ? একটিও বিকৃত শব্দ উচ্চারণ
করিলে ত, সে সময় তাহাকে লজ্জিত হইয়া, নিগৃহীত হইয়া তখনই
উন্নীত বৃত্তিতে সংস্কৃত
হইতে প্রাকৃতের উৎ-
পত্তি অসম্ভব
সংশোধন করিয়া লইতে হইত ; অত্বেরাও তাহা
আর প্রয়োগ করিতে পারিত না । ব্যাকরণোক্ত
নিয়মে সম্ভব না হইলেও দুই-চার-দশটি কথা
প্রচলিত হওয়া গণ্য নহে, এবং তাহা স্বতন্ত্র কথা । অতএব সংস্কৃত
হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি একবারে অসম্ভব ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসে যে সাধু বঙ্গভাষা রহিয়াছে,
তাহার কি কোন পরিবর্তন সম্ভব ? কখনই
তদ্বিষয়ে অস্বাভাবিক
ও দৃষ্টান্ত
নহে । কি প্রকারে তাহা হইবে ? তাহার কারণ
কোথায় ? তাহা লিখিবার ভাষা, এবং বরাবর
ঐরূপ লিখিত হইবে, চিরকালই ঐরূপ থাকিবে । সাহিত্যিকগণের ঐ
ভাষায় অমুরাগ না আসিলে তাহারা তাহা লিখিতভাবে আর ব্যবহার না
করিতে পারেন, তাহা ভিন্ন কথা ; কিন্তু করিলে ঐরূপই করিবেন । ভাষার
রচনারীতি ভিন্ন-ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু রীতি
রীতির ভেদে ভাষার
ভেদ হয় না
ভিন্ন বলিয়া ভাষা ভিন্ন হয় না । সংস্কৃতের
বৈদর্ভী ও গোড়ী রীতির অনেক ভেদ, কিন্তু
তাহা হইলেও কালিদাস ও বাণভট্টের কাব্যের ভাষা এক সংস্কৃত ভিন্ন
কিছু নহে ।

বঙ্গদেশে আজকাল বলিবার যে ভাষা আছে, তাহা বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের সীতার-বনবাসের বিগুহ সংস্কৃত-
সংস্কৃত ও সাধু বাঙালার
ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে
করিতে পারেন কি ? ইহা যেমন অসম্ভব, সংস্কৃত
হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তিকল্পনাও সেইরূপ অসম্ভব। আবার সীতার-
বনবাসের ভাষা যেমন বঙ্গদেশের কোনো স্থলে কথিত হয় নাই,
সংস্কৃতও সেইরূপ কোনো দিন কোথাও কথিত হয় নাই। অথচ
বঙ্গদেশের কথিত ভাষা হইতেই যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই
বিগুহ বাঙলা ক্রমশ সমুদ্ভূত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ তৎকালের
কথ্য বৈদিক ভাষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। সীতার-বনবাসের
ভাষা যেমন অপরিবর্তনীয়, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ অপরিবর্তনীয়।
অতএব ইহা হইতে প্রাকৃতের উৎপত্তি হইতে পারে না।

আরও এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত সাধু বাঙালার
সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহার প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া
দেখিলে যেমন বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, তাহা চলিত বাঙলা হইতেই
হইয়াছে, সংস্কৃত হইতে হয় নাই, প্রাকৃত সম্বন্ধেও সেইরূপ ; ইহাতে
যদিও প্রচুর সংস্কৃত শব্দাবলী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে রহিয়াছে, এবং
অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে সংস্কৃতের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে, তথাপি
ইহার যাহা বিশেষত্ব, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য বলিতে
হইবে যে, ইহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে। ইহা সংস্কৃতেরও প্রাচীন
ভাষা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

যদি ইহা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে পূর্বেই অজ্ঞাত
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন দোষের মধ্যে আরও একটি অসামঞ্জস্য দোষ
হইলে প্রাকৃতে বৈদিক লক্ষিত হইত। তাহা হইলে ইহাতে সংস্কৃতেরই দর্শ্য
ভাষার সাদৃশ্য আসিত
পারিত না। সংক্রান্ত হইতে দেখিতে পাইতাম, বৈদিকভাষার

দ্রষ্টব্য ইহাতে আসিতে পারিত না ; কেননা, প্রাচীরপ্রতিকল্প আলোকেই
ত্ৰায় বৈদিক ভাষার প্রভাব সংস্কৃতকে ভেদ করিয়া ইহার নিকট
আসিতে পারে না । কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাকৃত
ভাষায় বৈদিক ভাষার প্রভাব জুতামুজুত রহিয়াছে, এবং সেই প্রভাবট
প্রাকৃতের বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়াছে । ইহা আমরা পরে অনতি-
বিলম্বেই বিশদরূপে আলোচনা করিব ।

কথা বৈদিক ভাষা বিবিধ পরিবর্তনের মধ্যে কিরূপে নিয়মিত
হইয়া সংস্কৃতের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা
বৈদিক ভাষার সংস্কৃতে
পরগত হইতে বহুকাল
লাগিয়াছে
পূর্বে বলা হইয়াছে । কেহ কোন এক দিনে
একাসনে বসিয়া যে ঐ ভাষাকে নিয়মিত করিয়া
ফেলিয়াছেন, তাহা নহে ; তাহা শতৈঃ শতৈঃ হইয়াছিল । অপর পক্ষে,
সকলেই কোন এক দিন ইচ্ছা করিয়া যে,
বৈদিক ভাষায় কথা-বার্তা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন,
তাহাও নহে ; তাহা নৈসর্গিক প্রভাবে ধীরে ধীরে
হইয়াছিল । সেই সময়ে অর্থাৎ বৈদিকভাষার
কথারূপে অব্যবহারের আরম্ভ ও তাহার লৌকিক সংস্কৃতে ব্যবস্থাপিত
হওয়া, এই সময়ের মধ্যে বৈদিকভাষার পরিবর্তে অপর কোনো ভাষা
নিশ্চয়ই বলিবার জন্ত ব্যবহৃত হইতেছিল । বৈদিক ভাষা এই সময়ের
মধ্যে কথিত হইত না ; হইলে বরাবরই তাহাই চলিত, এবং তাহা
হইতে পরবর্তী কথা ভাষার (বাহা বৈদিকভাষার স্থানে কথিত
হইতেছিল বলা হইতেছে, তাহার) অস্তিত্ব কোথায় ? নিতান্তই আকাশ
হইতে ইহা পতিত হইয়া থাকিবে, ইহাই না বলিলে অপর উত্তর
এখানে সম্ভবপর নহে ।

বৈদিকভাষার পরিবর্তে সেই সময় যে ভাষা কথিত হইত আমরা
ঐ ভাষার নাম প্রাকৃত বলিতেছি, তাহাই প্রাকৃত । বৈদিক ভাষা

যখন কথ্য ছিল তখনই প্রাকৃতের বীজ, অক্ষর ও নবপত্র দেখা
বৈদিক ভাষার সময়েই দিয়াছিল। বৈদিক ভাষা ইহার সাফল্য প্রদান
প্রাকৃত জন্মলাভ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আমরা পরে তাহা
করিয়াছিল
স্বম্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব।

আর্য্যবংশের বিস্তার এখন ধরুপ হইয়াছে, প্রথমাবস্থায় অতি-
প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না ; তখন আর্য্য-
বংশের বাস পরিমিত স্থানেই ছিল, পরে ক্রমশঃ

দিক্‌, পঞ্চনদ, সরস্বতী-দৃশত্বতী, ও গঙ্গা-যমুনার কূল এবং সমগ্র আর্য্য-
বর্ষ ও দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমাবস্থায় ভারতে আর্য্যগণ
যতদিন একস্থানে অল্প পরিমিত স্থানে ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের
বেদভাষা অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু

তাহার পর যখন চারিদিকে তাঁহাদের বিপুল
আর্য্যবংশের বিপুল বিস্তার
ও অনার্য্যসংসর্গে বৈদিক-
ভাষার পরিবর্তন
দস্ত্যদাসপ্রভৃতিগণের সহিত সম্বন্ধ-ব্যবহার
আরম্ভ হইয়া উঠিল, দূরতর-দূরবর্তী নানাবিধ

আদিম-নিবাসিপ্রভৃতির সহিত তাঁহাদের একটা সংযোগ উপস্থিত
হইল, তখন সেই বেদভাষা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনের স্রোতে আসিয়া
পড়িল। আর্য্য ও অনার্য্যগণের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ছিল ; এইজন্য
পরস্পর পরস্পরকে স্বস্থ মনোভাব বুঝাইবার জন্য উভয় পক্ষই সেই
সময়ে স্বস্থ ভাষার মধ্যে কিছু কিছু করিয়া অজ্ঞাতর ভাষা ব্যবহার
করিতে আরম্ভ করেন। অনার্য্যগণ যখন বশুতা স্বীকার করিয়া দাস-
রূপে শূদ্ররূপে আর্য্যগণের সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিল, তখন
সেই দাসশূদ্রগণের সহিত আর্য্যপরিবারকে সর্বদাই কথাবার্তা করিতে
হইত। ঐ দাসশূদ্রগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না ; বরং অত্যধিক
বেশী ছিল। আর্য্যগণ চারিদিকেই তাহাদের দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন।

আর্য্যগণ অমূসরগীয় বলিয়া অনার্য্যোরা যেরূপ তাঁহাদের ভাষা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিত, আর্য্যগণও সেইরূপ অনার্য্যগণের সহিত নানারিধ লৌকিক ব্যবহারে তাহাদিগকে স্বকীয় মনোভাব বুঝাইবার জন্য তাহা-

দেয়ও ভাষা ব্যবহার করিতেন। ইহার ফলে আর্য্য-
আর্য্য-অনার্য্যভাষার বিশ্রণে
প্রাকৃতের উৎপত্তি

গণের বেদভাষা এবং দাসশূদ্রভূত অনার্য্যগণের
আদিম ভাষার মধ্যে একটি গাঢ় সংমিশ্রণ
উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে বহু অনার্য্য শব্দ পরিবর্তমান কথ্য বেদভাষার
সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে, এবং ঐ সংমিশ্রণজাত ভাষার নামই
প্রাকৃত ভাষা। এইজন্যই প্রাকৃত বৈয়াকরণিকগণ প্রাকৃত ভাষাকে

তিনভাগে বিভক্ত করেন। যথা, (ক) সংস্কৃতমূলক,
প্রাকৃতের মূল ভাগত্রয় ঐ
মতের সমর্থক (খ) সংস্কৃতসম, (গ) ও দেশী বা দেশীয় বা দেশ্য।^১

আমরা যেরূপ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে
এই স্থানে সংস্কৃত শব্দটি সর্বপ্রথমাবস্থায় বৈদিক সংস্কৃত, এবং পরবর্তী
কালে লৌকিক সংস্কৃত বলিয়া ধরিতে হইবে। (ক) যে সকল প্রাকৃত
শব্দ পরিবর্তনের নিয়মে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃতই যাহার মূল,
তাহারা সংস্কৃতমূলক; যথা, নিচ্চ (নিত্য),
জিবিধ প্রাকৃতের উদাহরণ
মত্তা (মাত্ৰা) ইত্যাদি। (খ) যে সকল শব্দ

সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় স্থানেই একইরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহারা সংস্কৃত-
সম; যথা, ক ন্দ ল, নো ম ইত্যাদি। (গ) আর যে সকল শব্দ কোন
কোন প্রদেশবিশেষে প্রসিদ্ধ, তাহারা দেশী; যথা, বেল্ল (অবিদগ্ধ),

১। “সিদ্ধং প্রাকৃতং ত্ৰৈধা। সংস্কৃতগোনি,...সংস্কৃতসমং,...দেশীপ্রসিদ্ধং।” প্রা.
ল. ১. ১। “তত্ত্ববজ্জংসনো দেশীতানেকঃ প্রাকৃতজ্জমঃ”—কা. দ. ১. ৩৩। “তত্ত্বাং
তংসমং দেশীতৌবমেতং জিধা মত্তম্”—প্রাকৃতচল্লিকাকার।

“জিবিধং তচ্চ যিচ্ছয়ং নাটাবোপ্পেসমাসতঃ।

সমানশব্দেবিভজ্জং দেশীমত্তমখাপি বা।” না. শা. ১৭. ৩।

— ছ ই ল (বিদগ্ধ), হ ল বো ল (গোলমাল) “হে পরপুত্র বি টা লি
(ভ্রংশিকে), রচ্ছা লো ট্র শি (-নিয়তসংকরণশীলে), ভমর টে ণ্ট (কুচেষ্ঠা-
বতি), টে ণ্টা করালে (বার্থপ্রলাপি)” ইত্যাদি (ক• ম• ১৭ পৃ•) ।

এই ত্রিবিধ প্রাকৃতের মধ্যে দেশী প্রাকৃতগুলি ঐ অনার্যভাষা হইতে

বৈশী প্রাকৃত অনার্যভাষা ~~প্রাকৃত~~ অবস্থা পরবর্তীকালে দেশী প্রাকৃতের
হইতে আগত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত জাতির ভাষারও স্থানলাভ সম্ভব।

বশীভূত অনার্যগণ যখন আর্যসমাজের মধ্যে দাসাদিক্রমে প্রবিষ্ট
হইল, তখন যে সকল দম্ভারাক্ষররূপ অনার্যেরা
আর্যগণের বশীভূত ও অবশী-
ভূত অনার্যগণের পরস্পর
সম্বন্ধের ক্রমশ লোপ
ও ভাষাত্তদ
আর্যগণের বশীভূত স্বীকার করে নাই, এবং
আর্যগণের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া দূর-
দূরতর স্থানে চলিয়া যায়, তাহাদিগের সহিত
আর্যবশীভূত অনার্যগণের সম্বন্ধ ক্রমশ ছিন্ন হইয়া

গেল; এবং কালক্রমে ইহারা আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি-প্রভৃতি
সর্ব বিষয়েই আর্যগণের এত অনুকরণ করিল যে, অনার্যগণের সহিত
ইহাদের পূর্ব সম্বন্ধ একবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এবং ভাষাও তাহাদের

বিভিন্ন হইয়া পড়িল। এই জন্যই আর্যভাষার
সহিত সম্বন্ধ থাকায় প্রাকৃত আর্যভাষা এবং
তাহা না থাকায় অনার্যগণের ভাষা অনার্যভাষা
বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

প্রাকৃতের মধ্যে যে, আমরা অনার্য অপেক্ষা আর্যগণের ভাষার
অধিকতর প্রভাব দেখিতে পাই, তাহার ইহাই
প্রাকৃতের মধ্যে অনার্য অপেক্ষা
আর্যভাষার প্রভাবাধিক্য
থাকিবার কারণ
একমাত্র কারণ যে, তখন আর্যগণের ভাষার
বিবিধ কারণে প্রাধান্য ছিল; অনার্যভাষা
অপেক্ষা বহুক্ষেপে তাহা সমৃদ্ধ ছিল। সেইজন্য
আর্যভাষাই তখন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় ছিল।

বস্তুত এ সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা চলে না যে, ঐ আদিম কালে
 উৎপন্ন প্রাকৃত্তে কোন ভাবার প্রভাব অধিকতর
 সর্ব প্রাচীন প্রাকৃত্তে আর্ধ্য-
 অনার্যের কোন ভাবার
 প্রভাব অধিক ছিল
 বলা যায় না
 ছিল। কেননা, আমরা আজ কাল যে প্রাকৃত্ত
 পাইতেছি, তাহা অনেক পরবর্তী কালের। আমরা
 সাহিত্যানিবদ্ধ প্রাকৃত্তকে দেখিতে পাইতেছি;
 কিন্তু তাহা যখন কথিত হইত তখন তাহার কি স্বরূপ ছিল, তাহা
 জানিবার উপায় নাই। আবার যাঁহাদের রচিত প্রাকৃত্ত গ্রন্থসমূহ
 আমরা পাইতেছি, তাঁহাদের অনেকেই সংস্কৃত্তে
 প্রাকৃত্তে সংস্কৃত্তপ্রভাব
 অধিক হইবার
 কারণ
 বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।* অতিসমৃদ্ধ সংস্কৃত্তের
 পার্শ্বে অবস্থান করিয়া তাঁহারা লিখিবার সময়
 প্রাকৃত্তকেও সংস্কৃত্তের প্রভাবে উদ্ভাসিত
 করিয়াছেন।

আর্ধ্য ও অনার্য-গণের সংমিশ্রণে প্রাকৃত্ত উৎপন্ন হইয়াছে বলা হইল,
 কিন্তু এই উৎপত্তি ছই-চারি দশ-বিশ বৎসরে
 প্রাকৃত্তের উৎপত্তি ও
 সাহিত্যে প্রয়োগ এই
 উভয়ের মধ্যে বহু
 কালের ব্যবধান
 হয় নাট, স্ববহু কাল ইহাতে অতীত হইয়াছে।
 আবার উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লিখিত
 হইতে আরম্ভ হয় নাই, লিখিত হইবার পূর্বেই
 ইহার অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। সমগ্র আর্ধ্যসমাজে বিস্তৃতি লাভ
 করিতেও ইহার অল্প সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। ইহা বহুকাল ধরিয়া
 কথ্যরূপে মুখে মুখে আসিতে আসিতে শেষে বুদ্ধদেব ও অস্তিম জৈন
 তীর্থঙ্কর মহাবীরের আবির্ভাবের পর সাহিত্যরূপে আসিয়া দর্শন প্রদান
 করিয়াছে।

*। See W. Subhuti's Preface to his *Nāmamāla*, pp. 1-2, i-ii.

আর্য্য-অনার্য্যের সংমিশ্রণ আজকালকার কথা নহে, তাহা বৈদিক
সময়েই ঘটিয়াছে, অতএব ঐ সংমিশ্রণজাত
প্রাকৃতভাষাও সেই সময়ের। এই জন্যই
প্রাকৃত ও বৈদিক ভাষার মধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধ দেখিতে পাই। বৈদিক ভাষায় বেরূপ
ভাবে শব্দাদি প্রযুক্ত হইত, প্রাকৃতের বহুস্থানে
সেইরূপ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিম্নে দৃষ্টান্ত-
স্বরূপে উভয় ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য প্রদর্শিত
হইতেছে :—

ঐ সাদৃশ্যের কতিপয়
উদাহরণ

১। প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মোটে প্রয়োগ নাই; সংস্কৃত
ব্যঞ্জনান্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রাকৃতে ঐ শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি
লুপ্ত হইয়া থাকে (দ্র :—১৬পৃ., ১.১১৭)। যথা, সংস্কৃত তা ব ৭ প্রাকৃতে
হততে তা ব; এইরূপ স্তা ৭ হইবে সি স্তা, ক শ্ম ন হইবে ক শ্ম,
ইত্যাদি। এই নিয়মের ব্যতিচার নাই।

বৈদিক ভাষায় আমরা উভয়রূপই দেখিতে পাই; দেখিতে পাই
ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি কখনো লুপ্ত হইয়াছে, আবার কখনো
হয় নাই। একই শব্দ এক স্থানে ব্যঞ্জনান্তভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে,
আবার অপর স্থানে তাহার সেই ব্যঞ্জনটি লোপ করা হইয়াছে। যথা,
দে ব ক র্ম ন হইতে দে ব ক র্মে ভি: (ঋ. স. ১০. ১০০. ১)। প শ্চা ৭
(অথ. স. ৪. ১০. ৩), আবার প শ্চা (ঐ ১০.৪.১১, শত. ব্রা. ১.১.২.৫);
ইহা হইতেই প্রাকৃতে হইল প চ্ছা (বাঙলায় পা ছ, অথবা পা ছা)।
লৌকিক সংস্কৃতে ইহা হইতেই প শ্চা দ্বি শব্দ চলিয়া গিয়াছে, এবং
কাত্যায়নকে আর একটি বার্ত্তিক সূত্র বাড়াইতে হইয়াছে (পা. ৫.৩.৩২-
৩৩)। এইরূপ যু স্মা ন (ঋ. স. ১. ১৬১. ১৪; তৈ. স. ১.১. ৫) শব্দ-স্থানে
যু স্মা (বা. স. ১. ১৩. ১; শত. ব্রা. ১.২.৯); উ চ্ছা ৭ স্থানে

উচ্চা (তৈ. স. ২. ৩. ১৪); নী চা ৭ স্থানে নী চা (তৈ. স. ১. ২. ১৪; ত্র:—তৈ. প্রা. ৫. ৮.)।

২। প্রাকৃতে পদের আদিবর্ণগত রফলা ও যফলার প্রায় লোপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, সংস্কৃত গ্রাম প্রাকৃতে গাম; এইরূপ ব্যবস্থিত হইবে বব্যখিত। বৈদিক ভাষাতেও এই প্রকার প্রয়োগ আছে; যথা, অ-প্র গল্ভ স্থানে অ-প গ ল্ভ (তৈ. স. ৪. ৫. ৬. ১);^৭ ত্রি+ঋ চ্ (চ) হইতে ত্র্য চ পদ না হইয়া ত্রি চ (শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ৩৩; কা. শ্রৌ-সূত্রেও এই প্রকার), এবং তু চ হয়।^৮ লক্ষণীয় শ্রাত ও শৃত।

৩। বর্গীয় বর্ণের সহিত অবর্গীয় বর্ণের সংযোগ হইলে প্রাকৃতে প্রায়ই ঐ পরবর্তী অবর্গীয় বর্ণের লোপ হয়, এবং পূর্ববর্তী বর্গীয় বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া যথোচিত সন্ধিকার্য্য হইয়া থাকে (প্রা. ৭. ৩. ৫) যথা, ব্যাখ্যান=বক্খান; সত্য=সব্ভ; শক্র=সক্ক; বিদ্ধং সি ত=বিদ্ধং সি ত; ইত্যাদি।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল এইমাত্র ভেদ যে, শেষের অবর্গীয় বর্ণটি লুপ্ত না হইয়া ঐরূপই থাকিয়া যায়।^৯ যথা, বিখ্যায়=বি ক্খায় (তৈ. স. ৪. ১. ২);^{১০} অখ্যৎ=অ ক্খৎ (ঋ. স. ৪. ১৪. ১);^{১১} মেঘা=মে গ্ঘা (তৈ. স. ৫. ২. ১১);

৭। মূল মন্ত্ৰটি এইঃ—“নযো যথায় চাপ গ ল্ভায়।” “অপ গ ল্ভাঃ অপ্রোঢ়েপ্রিয়ো বালঃ”—সায়ণ।

৮। এহলে বান্ধ বলিয়াছেন—“অথাপি দ্বিবর্ণলোপন্তু চঃ”—নি. ২. ১. ২; অর্থাৎ এখানে ত্রি লব্ধে বরকার ও ইকার এই উভয়ের লোপ হইয়াছে। পা. ৬. ১. ৩৪ (বাস্তবিক)

৯। প্রাকৃতে এই লোপের কারণ কেবল উচ্চারণসৌকর্য্য।

১০। তৈ. প্রা. ১৪. ৫; শু. প্রা. ৪. ১০৮।

১১। ঋ. প্রা. ৬. ২১; ভাষ্যকার উক্তট লিখিয়াছেন ইহা শাক্য-মতে।

আ জি ব্র=আ জি গ্ ব্র (বা. স. ৮.৪২) ; অ ধ্ব নঃ=অ দ্ ধ্ব নঃ
(বা.স. ৪. ১৯)।^{১২}

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লক্ষণীয় :

লৌকিক	বৈদিক	প্রাকৃত
প্র গ ল্ ভ	প্র গ ল্ ব্ ভ ^{১৩}	প গ ব্ ভ
ব ল্মী ক	ব ল্ ম্মী ক ^{১৪}	ব ম্মী ক
শ ক্	শ ল্ ক্ ^{১৫}	শ ক্

এতাদৃশ স্থলে প্রাকৃতে কেবল লকারের লোপ হইয়াছে, এবং তাহার
একমাত্র কারণ উচ্চারণের সৌকর্য্য।

৫। প্রাকৃতে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই ভ্রূ হয়।
যথা, মা ত্রা=ম ত্রা, ইত্যাদি (১০.১১১)।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ দেখা যায়। যথা, রো দ সী প্রা
=রো দ সি প্রা (ঋ. স. ১০. ৮৮. ১০) ; অ মা ত্র=অ ম ত্র (ঋ. স.
৩. ৩৬. ৪)।^{১৬}

১২। এস্থলে তৈ. প্রা. ১৪ অধ্যায়, শু. প্রা. ৪. ১০০ ইত্যাদি, এবং পাণিনিপ্রভৃতি
লৌকিক ব্যাকরণের বিহবিস্বক নিয়মগুলি আলোচনীয়। একটি কথা এই স্থানে বলা
আবশ্যক যে, মুদ্রিত বহু বৈদিক গ্রন্থেই এইরূপ বিহবিস্বিষ্ট পদ সাধারণত দেখা যায় না ;
কিন্তু এরূপ পদই যে প্রযোজ্য তাহা প্রতিশাখাসমূহই বলিয়া দিতেছে। মহাশূরে মুদ্রিত
তৈত্তিরীয় প্রতিশাখা বখোচিত পাঠই দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য মুদ্রিত পুস্তকে কেন
এক পদ দেওয়া হয় নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে কাশীর বৈদিক পণ্ডিত শ্রীমন্ত প্রভুদত্তশ্রী
স্বাময় বলিয়াছিলেন যে, বিহবিস্বিষ্ট পাঠ দেওয়াই উচিত ছিল। বৈদিকসমাজে ঠিক
প্রতিশাখাকে অনুসরণ করিয়াই বখোচিত বিহবিস্বিষ্ট ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত হয়।

১৩। তৈ. স. ২.২.৫ ; তৈ. প্রা. ১৪.৭।

১৪। তৈ. স. ৫. ১.২ ; তৈ. প্রা. ১৪.২।

১৫। তৈ. স. ৫.৪.২ ; তৈ. প্রা. ১৪.২।

১৬। ঐষ্ট্য—নি. ৩. ৫. ১।

৬। প্রাকৃতে অনেক স্থানে সংযুক্তবর্ণস্থলে একটি বাঞ্জন লোপ করিয়া পূর্ববর্তী ব্রহ্ম স্বরকে দীর্ঘ করা হয় [১১ পৃ. * টীকা ; ১.১১৪ ; ৫.১১৬ ছ (ছ্র) উপসর্গ] । যথা, ক র্ত্ত ব্য = কা ত ব্ ব, নি খা স = নী সা স, ছ হাঁ র = দু হা র ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে । যথা, ছ র্দ ভ = দু ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬ ; ঋ. স. ৪. ৯.৮) ; ১১ দু র্না শ = দু গা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৩) ।

৭। প্রাকৃতে বহুস্থলে ঋকার-স্থানে উকার হইয়া থাকে । যথা, ঋ তু = উ তু, অথবা উ ছ, ইত্যাদি ।

বৈদিক সাহিত্যে অতাদৃশ প্রয়োগ একবারে অলভ্য নহে । যথা, বৃ ন্দ = বৃ ন্দ (দ্রষ্টব্য—নি. ৬.৬.৪.৬) ।

৮। প্রাকৃতে বহুস্থলে দকার ডকার হইয়া থাকে (১. ১৮৭, খ, ড) । যথা, দ হ তি = ড হ তি, দ ও = ড ও ।

বৈদিক সাহিত্যেও এইরূপ আছে । যথা, ছ র্দ ভ = দু ড ভ (বা. স. ৩. ৩৬) ; পু রো দা শ = পু রো ডা শ (শু. প্রা. ৩. ৪৪ ; শত. ব্রা. ১. ৫. ১. ৫) । ১৮

৯। প্রাকৃতে অ ব স্থানে ওকার, এবং অ য় স্থানে একার হয়, প্রায়ই দেখা যায় (১০. ১৫৭) । যথা, অ ব হ সি ত = ও হ সি ত, ন য় তি = নে তি ।

বৈদিক সাহিত্যেও ইহার বহুল প্রয়োগ আছে । যথা, শ্র ব ণা =

১৭। ঋষেদের পাঠ দু ল ভ (দু ল্ল ভ) ; সাধারণ অন্যত্র (ঋ. স. ১. ১৫.৬) ইহার অর্থ করিয়াছেন ছ র্দ হ ; এখানে ছ র্দ ভ অর্থও হইতে পারে । প্রাকৃতে ছ ল ভ শব্দ হইতে দু ল হ = দু ল হ হইতে পারে ।

১৮। এ সম্বন্ধে এখানে লিখিত হইয়াছে—“স বা এতত্ত্বং পুরো হ দা শ যৎ... তস্মাৎ পুরো দা শঃ । পুরো দা শো হ বৈ নানৈতৎ বৎ পুরো ডা শ ইতি ।”

শ্রোণ (তৈ. ব্রা. ১. ৫. ১. ৪ ; ৫. ২. ৯), অস্তরয়তি=অস্তরেতি
(শত. ব্রা. ১. ২. ২. ১৮ ; ৪. ২০ ; ৩. ১. ১৬)।^{১০}

১০। প্রাকৃতে দ্য স্থানে জ হয়, এবং প্রাকৃত নিয়মানুসারে
(১. §২২) স্থানবিশেষে ঐ জকারের দ্বিত্ব হয়। যথা, দ্যতি=জুতি,
বিদ্যা=বিজ্ঞা।

বৈদিকভাষায় এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যায়, তবে প্রভেদ এই
বে, এখানে বকলাটার লোপ হয় না। যথা, দ্যোতিসু=জ্যোতিসু,^{১১}
দ্যোততে=জ্যোততে;^{১২} জ্যোৎস্না পদটিও চিহ্ননীয়; দ্যোতয়=
জ্যোতয় (অথ.স. ৪. ৩৭. ১০); অবদ্যোতয়তি=অবজ্যোতয়তি
(শত. ব্রা. ১. ২. ৩. ১৬); অবদ্যোত্য=অবজ্যোত্য (কা.
শ্রৌ. ৪. ১৪. ৫)।

১১। প্রাকৃতে হকার স্থানে ঘকার ও ভকার দেখা যায় (১. §১০০,
খ; হে. চ. ৮. ১. ২৬৪)। ঘকার যথা, দাহ=দাঘ; ভকার যথা,
জিহ্বা=জিভা।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা ঘকার, মেহ=মেঘ
(নি. ২.১.২—৩); আহুণি=আহুণি (ঋ.স. ৬. ৫৫. ১; নি. ৫.
২. ৪)। আবার শতপথব্রাহ্মণে কয়েক স্থানে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১২,
ইত্যাদি) আমরা বিদেঘশব্দ দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরই এবং
ঐ ব্রাহ্মণেরই অপর স্থলে ও অন্ত্রত্রিবিদেহ দেখা যায় (১. ৩. ৩. ১৭;

১২। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে এতাদৃশ ভূরি প্রয়োগ আছে; বঙ্গীয়-আসিয়াটিক-
সোহাউট-সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২০। “অধাণি আদিবিপর্যয়ো জ্যোতিঃ”—নি.২.১.৩।

২১। “...দ্যোততে জ্যোততে জ্যোতিঃ”—নি.১.১৩; জঃ—ঐ দেবস্বর্গায়ণ
টীকা; তুলঃ—উপনিষৎ ২.১০৩। এ স্থানে লক্ষণীয় যে, নিম্নকৃতে দ্যোততে জ্যোততে
উভয় ধাতুই পঠিত হইয়াছে।

১৪. ৫. ৯. ১, ৬; ৬. ১. ১; ইত্যাদি)। ভকার যথা, গৃহীত
=গৃভীত (ঋ. স. ৬. ৪৬. ১৪); ইত্যাদি অনেক।

১২। প্রাকৃতে কখনো কখনো হকার-স্থানে ধকার দৃষ্ট হয় (১.১
 ১০০)। যথা, ই হ=ই ধ।

বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ আছে। যথা, স হ=স ধ (ঋ. স.
 ১. ১২১. ১৫, ইত্যাদি; পা. ৬. ৩. ৯৬); গা হা=গা ধা (নি. ২. ১. ৩-৪);
ব হু=ব ধু (ঋ. স. ৫. ৩৭. ৩.)।^{২২}

১৩। ধ-স্থানে হকারও উভয়ত্র দেখা যায়। যথা, প্রাকৃতে ব ধ
 =ব হ (প্রা. প্র. ২. ২৭; পা. প্র. ১. ১. ৮৮, গ); বৈদিকভাষায় প্র তি
 স দ্বা য=প্র তি সং হা য (গো. ব্রা. ২. ৪)।

১৪। শতপথব্রাহ্মণে (১. ৩. ৩. ১০, ১১, ১৭) মা থ ব শব্দ দৃষ্ট
 হয়;^{২৩} সায়ণাচার্য এখানে মা থ ব পাঠ করিয়াছেন। প্রাকৃতে
 দেখিতে পাই থকার স্থানে ধকার হয়; যথা, ম থুরা=ম ধুরা, না থ
 =না ধ (প্রা. প্র. ৩. ১১, তুলঃ—নি. ২. ১. ২-৩)। আবার শৌর-
 সে নী প্রাকৃতে দেখা যায় যে, ধ-স্থানে থ হয়; এবং ভামহ প্রাকৃত-
 প্রকাশে (১০.৩) উদাহরণরূপে মা থ ব পদই ধরিয়াছেন।

১৫। পদাস্থিত যকারের উভয়ই দ্বিত্ব দেখা যায়। যথা, দে য

২২। প্রাকৃতে ব ধু স্থানে ব হু, এবং মে ধ স্থানে মে হ হয়। যাক্সের মন্তব্য
 দেখিয়া মনে হয় যে, প্রাকৃতরূপটিই প্রাচীন; “অথাপাস্ত্যবাপ্তির্ভবতি. ও বো, মে বো,
 না থো, গা থো, ব ধূ র্ম ধু”—নি. ২. ১. ২. ৩। অথবা প্রথমে মে হ ও ব হু হইতে মে ব ও
 ব ধু হইয়া প্রাকৃতে নিয়মানুসারে (প্রা. প্র. ২. ২৭) আবার মে হ ও ব হু হইয়াছে।

২৩। আচার্য্য ক্রীসত্যত্রত সামঞ্জসী মহাশয় যতগুলি হস্তলিপি পুস্তক দেখিয়াছেন,
 তাহার মধ্যে কেবল একখানিতে মা থ ব আছে। Weber সাহেব সর্বত্র মা থ ব পাঠই
 দেখিয়াছেন।

=দে বা (হে. চ. ৮.১.২৪৮ ; পা. প্র. ১.১৫০) ; পৌ ক যেয়=
পৌ ক যে যা (বা. স. ২১.৪৩, শু. প্রা. ৪. ১৫১)।

/ ১৫। স্বরভক্তির^{২৪} প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই প্রচুর। প্রাকৃতে যথা,
ক্লি ন্ন=কি লি ন্ন, স্ব=সু ব ; বৈদিক যথা, ত স্বঃ=ত সু বঃ (তৈ.
আ. ৭. ২২. ১), স্বঃ=সু বঃ (ঐ ৬. ২. ৭), স্ব র্গঃ=সু ব র্গঃ (তৈ. স.
৪. ২. ৩ ; তৈ. ব্রা. ১.১.১)। রা ত্র্যা=রা ত্রি য়া, স হ স্রাঃ=স হ স্রি য়ঃ ;
ইত্যাদি। যজুর্বেদে এতাদৃশ প্রয়োগ খুব বেশী দেখা যায়।

১৭। উভয় ভাষাতেই কোন কোন স্থলে পদান্তর্গত বর্ণবিশেষের
লোপে ঐ পদটিকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে। প্রাকৃতে যথা,
রা ভ কুল=রা উ ল, কা লা য়া স=কা লা স (হে. চ. ৮. ১. ২৬৭—
২৭১) ; বৈদিক ভাষায় যথা, শ ত ক্র ত বঃ=শ ত ক্র ত্বঃ, প শ বে
=প শ্বে (পা. ৭.৫.৯৭) ; নি বি বি শি রে=নি বি বি শ্রে (ঋ. স.
৮. ১০১. ১৪ ; শত. ব্রা. ২. ৪. ২. ৪ ; দ্রঃ—পা. ৬. ৪. ৭৬)।

১৮। উভয় ভাষাতেই পদান্তর্গত বকারের লোপ ও তাহার স্থানে
বকার দেখা যায়। যথা প্রাকৃতে, জী ব=জী অ, অথবা জী য় (আর্ব-
প্রাকৃত, প্রা. প্র. ২. ২ ; প্রা. ল. ৩. ৫ ; হে. চ. ৮. ১. ১৮০) ; বৈদিক
ভাষায় যথা, পৃ থু জ বঃ=পৃ থু জ য়াঃ (ঋ. স. ৩. ৪৯. ২ ; নি. ৫.
২. ৪)।^{২৫}

২৪। স্ব র ভ ক্তি র ব্যুৎপত্তি ও অর্থ—“ভজাত ইতি ভক্তিঃ ধর্মঃ, স্বরন্তেব ভক্তি-
বঁস্ত স তথোক্তঃ, স্বরধর্মো ভবতীতি ব্যবৎ”—তৈ. প্রা. ভাষ্যে (১১.৫) গোপালব্রহ্ম।
এখানে এই শব্দটিকে আমরা আরো ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছি।

২৫। জ ব অংশে রব্বলার জন্ত তুলনীয় :—ব্যা স=ব্রা স (কু. পা. চ. ৮. ৪৮ ;
“অতুতোহপি কচিৎ । অ প ত্র ৎ শে কচিদবিকানোহপি রেফো ভবতি ।”—হে. চ. ৮. ৪.
৩৯৯), ভা যা=ব্রা স (স. সা. ৫.৫) ; অ ধি ণ্ড=অ ধ্রি ণ্ড (ঐ. ব্রা. ২.১ ; নি. ৪.
২.৩, ভাষ্য)।

১৯। প্রাকৃতে অনুস্বারযোগে পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর প্রায়ই^{২০} হ্রস্ব থাকে। যথা, মা লাং=মা লং। বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ পাওয়া যায়; যথা, যু বাং=যু বং (ঋ. স. ১. ১৫. ৬, ইত্যাদি)।

২০। প্রাকৃতে বহু স্থলে ক্ষ-স্থানে ছ হইয়া থাকে (প্রা. ল. ৩. ৩০; পা. প্র. ১০.১২১)। যথা, অ ক্ষি=অ জ্জি। বৈদিক ভাষাতেও ইহার একান্ত অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। যথা, অ ক্ষ=অ ছ।^{২১}

২১। প্রাকৃতে পদান্তর্গত যকারের প্রায়ই লোপ হইয়া থাকে (হে. চ. ৮.১১৭)। যথা, বা যু না=বা উ গা; ইত্যাদি। বৈদিক ভাষাতেও এতাদৃশ প্রয়োগ আছে। যথা, প্র যু গং=প্র উ গং (বা. স. ১৫. ৯; এই পদটি বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থানে আছে)।^{২২}

পদের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জন-অনাশ্রিত স্বর কেবল প্রাকৃতেই প্রসিদ্ধ। লৌকিক সংস্কৃতে ইহা নাই, বৈদিক সংস্কৃতে ঐ একটি, এবং তি ত উ (ঋ. স. ১০. ৭১. ২) এই একটি, মোট দুইটি মাত্র পদ লক্ষ্য করিয়াছি। শেষোক্ত পদটি লৌকিক সংস্কৃতেও চলিয়া আসিতেছে,^{২৩}

২২। ঋগ্বেদ (১.৪১.৪ ইত্যাদি) ও অথর্ববেদে (৮. ৪. ৭, ইত্যাদি) স্ত্র গ বলিয়া একটি শব্দ পাওয়া যায়। ভাষাকার তাহার অর্থ করিয়াছেন স্ত্র থ। সম্ভবত ইহা প্রথমে স্ত্র ঘ হইয়া (হে. চ. ৮. ৪. ৩৯৬) তদনন্তর স্ত্র গ হইয়া থাকিবে। শতপথব্রাহ্মণে (১. ১. ৪. ৪.) প্রতি-

২০। ঋ.—প্রা. ল. ১. ৩, “গ দ্বাং”।

২১। অধ. স. ৩. ৪. ৩. ইত্যাদি সর্ব বৈদেই এই শব্দটির প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ আ ভি যু থা, সা যু থা; আমার মনে হয় ইহা অ ক্ষ হইতেই হইয়াছে। তুলঃ—সা ক্ষাৎ, প্র ত্য ক্ষ, ইত্যাদি; ঋ.—নি. ৪.৪.১০।

২২। ‘প্র উ গ় মিত্তি যকারলোপঃ’—সু. প্রা. ৪.১২৮।

২৩। বাস্ত লিখিয়াছেন—“তি ত উ পরিবপনং (চালনী) তবতি, ত ত ব দ্ বা, তু ব ব দ্ বা”—নি. ৪. ২. ১।

পাদিত হইয়াছে যে, শ শ্র হইতে চ শ্র হইয়াছে।^{১০} ব ক্র হ্রস্বপালি ও প্রাকৃতে ব ক্র হয় (প্রা.প্র. ৫.১৫ ; হে. চ. ৮.১.২৬)। ইহা হইতেই বাঙলায় বাঁ কা হইয়াছে। আবার আমরা বাঙলায় ব ক্র কথাও ব্যবহার করি। কিন্তু এই ব ক্র শব্দটি বেদে বহুস্থানে পাওয়া যায় (ঋ. স. ১.৫১.১১, ১১৪.৪ ; ৫.৪৫.৬)।^{১১} এই সকল স্থানে প্রাকৃতসম্বন্ধই বোধ হয়।

২৩। প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই, তাহার স্থানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয় ; বৈদিক ভাষাতেও স্থানে স্থানে এইরূপ দেখা যায়। যথা, ই জ্রা ব রু গৌ স্থলে ই জ্রা ব রু গা (এখানে প্রাকৃতির জ্রায় অস্ত্বে বিসর্গও প্রযুক্ত হয় না, ঋ. স. ৭.৮২.১—৫)। আবার ই জ্রা ব রু গৌ পদও আছে। এইরূপ মি জ্রা ব রু গা এবং মি জ্রা ব রু গৌ, অ শ্বি না এবং অ শ্বি নৌ, ইত্যাদি বহুল প্রয়োগ আছে।

২৪। অকারান্ত শব্দের পর বিসর্গ থাকিলে প্রাকৃতে বহুস্থলে ঐ শব্দ ওকারান্ত হয় (১.১৯)। যথা, দেবঃ=দেবো, সঃ=সো, ইত্যাদি। বৈদিকভাষাতেও এইরূপ আছে।^{১২} যথা, সঃ+চিৎ=সো চিৎ (ঋ. স. ১.১১. ১০-১১) সং বৎ স রঃ + অ জ্রা য় ত=সং বৎ স রো অ জ্রা য় ত (ঋ.স. ১০. ১২০. ২)।

তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আর আমরা উদ্ধৃত করিব না ; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ কিঞ্চিৎ মনোযোগে ঐ উভয় ভাষা দেখিলেই অবলীলাক্রমে বহু সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

পাঠকগণ এখন ভাবিয়া দেখিবেন, প্রাকৃতকে যদি লৌকিক সংস্কৃত

৩০। “চ শ্র বা এতৎ কৃকৃত্ত, তন্মাক্ষঃ, শ শ্র দেবজা।”

৩১। বাঙলার ব ক্র শব্দে প্রকৃত ও সংস্কৃতের অপূর্ব সম্মিলন। এই শব্দটির বিশেষরূপে প্রয়োগও বিচিত্র !

৩২। ক্রপ্তাভিধাও (৪.৬৮) জানা যায় যে, অ গ ত্ত্য ঋষির দৃষ্ট মন্ত্রে ও বশব-মণ্ডলীর মন্ত্রে এইরূপ দেখা যায়।

হইতেই উৎপন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বৈদিক সাহিত্যের সহিত প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলে বৈদিকভাষার সহিত তাহার ঐ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না ইহার আরো প্রমাণ পরে উক্ত হইবে

প্রাকৃতের এই সমস্ত সাদৃশ্য থাকিতে পারে কি ? পরে যখন আমরা দেখাইব যে, প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্বাধিক প্রাচীন, এবং সংস্কৃতের উপর প্রাকৃত কতদূর স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তখনও ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

মূল প্রাকৃত যখন এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহারই অন্ততম পূর্ববর্তিত কারণে প্রাকৃত-ভেদ পালিরও উৎপত্তির যে ইহাই কারণ, বিশেষ পালিও সংস্কৃত তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু কোন কোন ভাষা-হইতে হয় নাই তত্ত্ববিদ মনে করেন যে, পালি গা থা ভা বা

পালি গা থা হইতে উৎপন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এ কথাটি এই মতের উল্লেখ একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

গা থা ভা বা সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য-গাথার আলোচনা ও ডাক্তার বিদ্যাবিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদ্বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যাহা আলোচনা করিয়াছেন, অধ্যাপক মোক্ষ-মূলর ও ডাক্তার বেবর-প্রমুখ বিদ্বানেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব তাঁহার কথার যে এ বিষয়ে গুরুত্ব আছে, তাঁহার সহিত লেখকের তাহা বলা তাহা বাহুল্য। তাঁহার গাথাভাষা-অনেক বিষয়ক আলোচনায়^১ অনেক সুন্দর কথা আছে,

১। মোক্ষমূলর গাথা-আলোচনাগ্রন্থে ডাক্তার মিত্রের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। See Chips from a German Workshop. Vol. I. p. 300.

২। See Indo-Aryan, Vol. II, pp. 276-296.

কিন্তু প্রধান বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই।
অত্যাশ্রয় পণ্ডিতেরাও যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমার ভাল বোধ হয়
নাই। এইজন্য, এবং আমার নবীন পাঠকগণের নিকট গাথার কিঞ্চিৎ
পরিচয় প্রদান করা অবশ্যকর্তব্য, এই মনে করিয়া এ স্থলে তৎসম্বন্ধে
কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাবান বা উদীচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মহা বৈ পু ল্য সূত্র।
বলিয়া একশ্রেণীর গ্রন্থ আছে। ললিতবিস্তর,
মহা বৈ পু ল্য সূত্র সঙ্কল্পপুণ্ডরীক, রত্নোক্তাধারণী, আৰ্য্যসিংহ-
পরিপূজা, আৰ্য্যগাগরমতিসূত্র, আৰ্য্যগগনগঞ্জসূত্র, চন্দ্রপ্রদীপসূত্র,
গাথা ও গাথাভাষা বিমলকীর্তিনির্দেশ, ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ ঐ
শ্রেণীর মধ্যে। ইহাদের মধ্যে পদ্য অংশ গা থা
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই ঐ সকল গ্রন্থের পদ্যের
এ নাম আধুনিক ভাষাকে গা থা ভা যা বলা হয়। এই নাম
আধুনিক পণ্ডিতগণের উদ্ভাবিত; প্রাচীন
কোনো গ্রন্থে ঐ নাম এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। তৎতৎ গ্রন্থে গা থা
শব্দটি শ্লোকমাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

এই সমস্ত গাথার ভাষা পাঁটি সংস্কৃতও নহে, প্রকৃতও নহে; কিন্তু
গাথায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ইহাতে উভয়েরই বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখিতে
বিচিত্র সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। যথা—

গাথার উদাহরণ “অত্রবং ত্রিভবং শরদ্রনিভং
নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি ।”

৩। শুদ্ধ সংস্কৃত—নটরঙ্গসং জগতি জন্ম চ্যুতিঃ; ছন্দের অনুরোধে গাথার মূল
অংশে “চ্যুতি” পাঠ করা উচিত।

গিরিনদ্যসমং^৪ লঘুশীত্ৰজবং

ত্রজতায়ু জগে যথ বিহ্বা নভে ॥১॥^৫

উদকচক্সসমা ঠমি^৬ কামণ্ডণাঃ

প্রতিবিম্ব ইবা গিরিঘোষ যথা^৭

প্রতিভাসসমা নটরঙ্গসমা-

স্তম্ব স্বপ্নসমা বিদিতার্থ্যজ্ঞৈঃ ॥১॥^৮

ল. বি. ২০৪, ২০৬ পৃঃ ।

M. Burnouf বলেন যে, গাথা বিগুজ্জ সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্তী

Burnouf এর মতে পাশা
সংস্কৃত ও পালির মধ্য-
বহা, গাথা প্রাচীনিক
ভাষা ছিল, গাথা
হইতেই পালির
উৎপত্তি

ভাষা। ডাক্তার মিত্রের ইহা সম্মত,^১ এবং
তিনি মনে করেন যে, এই গাথা শাক্যসিংহের
জন্মগ্রহণের পূর্বে দেশভাষাই ছিল।^২ সংস্কৃত
হইতে গাথা, এবং গাথা হইতে পালি হইয়াছে।
এই মত কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত

আবশ্যক। পালির সহিত গাথার এবং গাথার সহিত বিভিন্ন দেশভাষার

৪। গিরিনদীসকং ।

৫। ত্রজতায়ুর্জগতি যথা বিহ্বা নভসি ।

৬। ইমে ।

৭। ইব গিরিঘোষো ।

৮। স্তম্বা...বিদিতা আর্থ্যজ্ঞৈঃ ।

৯। "Burnouf, the first who instituted a critical inquiry into the history and literature of Buddhism, supposed that there was, besides the canon fixed by the three convocations, another digest of Buddhist doctrines composed in the popular style, which may have developed itself, as he says, subsequently to the preaching of Sākya, and which would thus be intermediate between the regular Sanskrit and Pāli."—Chips, I. p. 299.

(dialect) সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সমস্ত বুঝা যাইবে।
অতএব গাঁথার মূল স্বরূপ বা বিশেষত্ব কি তাহা একবার প্রণিধান
করিয়া দেখা কর্তব্য; নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। দেখিতে পাওয়া যায় গাঁথার অনেক স্থানে প্রাতিপদিকের
গাঁথার প্রকৃতি উত্তর প্রযোজ্য ব্রিহুক্কির মোটেই প্রয়োগ হয়
না। যথা—

“সর্কেবাং গৃ হ (গৃ হে) ভুজ্জন্তি।” বি. কী., শি.স. ৩২৪।

“যেন তে স ত্ব (স ত্বা) মুচ্যন্তে।” ঐ ৩২৫।

“সং ক্কা র (রাঃ) অ নি ত্য (ত্যা) অঙ্গবাঃ।” ল. বি. ২০৯।

“যাবন্তো লো ক (লো কাঃ) পাবঙাঃ।” বি. কী., শি.স. ঐ ৩২৫।

“শ ত্ত (শ ত্ত ম্) অন্তরকল্পেযু।” ঐ ৩২৫।

“স ক্কা সা ম গ্রি (সা ম গ্রীং) রোচেস্তি।” ঐ ৩২৫।

“তে জি ন পূ জ (পূ জাং) কবোস্তি।” উ. ধা., শি.স. ৩২৭।

“র শ্মি (র শ্মিং) প্রমুঞ্চিয়।” ঐ ৩২৭।

“ছ ত্ত (ছ ত্তং) ধরেস্তি তথাগত মুর্ধ্বে।” ঐ ৩২৭।

“পূরবরস্য নি রী ক্ষ মা ণ (নি রী ক্ষ মা ণা) রূপং।” ঐ ৩৯৯।

“ন র গ ণ (গ ণঃ) তথ নারী।” ঐ ২৯৮।

ইত্যাদি।

“The language of the Gáthá is believed, by M. Burnouf, 'to be intermediate between the Páli and the pure Sanskrit. Now as the Páli was the vernacular language of India from Cuttack to Kapurdagiri within three hundred years after the death of Sákya, it would not be unreasonable to suppose that the Gáthá, which preceded it, was the dialect of the millions at the time of Sákya's advent and for some time before it.'—Indo-Aryan, Vol II. p 295.

পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী এই তিন বিভক্তির প্রয়োগ নাই। আমি যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ইহা ভিন্ন অপর বিভক্তির অপ্রয়োগ লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যদি এই গাথা হইতেই পালি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পালিতে এতাদৃশ প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি, বরং গাথা অপেক্ষাও পালিতে এইরূপ প্রয়োগের প্রাচুর্য্য থাকাই সম্ভবপর। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, পালিতে কেবল সপ্তমীতে এতাদৃশ প্রয়োগ কচিৎ ছই এক স্থানে লক্ষিত হয়।^{১০} কিন্তু ইহা যে গাথা হইতে আসিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না, কেননা, বৈদিকভাষায় সপ্তমীতে এরূপ প্রয়োগের অভাব নাই।^{১১} বরং এতাদৃশ প্রয়োগে গাথাকে সাধারণ প্রাকৃত অপেক্ষাও পরবর্তী বলিয়া বোধ হয়; এবং প্রাকৃত অপেক্ষা পালি যখন প্রাচীন, তখন পালি অপেক্ষা গাথা আরও অধিক পরবর্তী। পরিবর্তনের স্রোতে বিভক্তির প্রয়োগ ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। বর্তমান বাঙলা ও হিন্দী আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, বহুস্থানে বিভক্তির মোটে ব্যবহার করা হয় না। গাথার স্রাব বাঙলাতেও কখন কখন প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির লোপ দেখা যায়। যথা, লো ক (অর্থাৎ লো কে) বলে, সে বা ঘ (অর্থাৎ বা ঘ কে) দেখিয়াছে, সে বা জা র (অর্থাৎ বা জা রে) গিয়াছে। হিন্দীতে

১০। “এবং তি বি ধ গ্ণি বিজ্ঞস্তে;” “জা তি বিজ্ঞস্তে”—শ্রা. ১ ভা. ৪ পৃ. ১।

১১। “দৃষ্টিং ন শুক্লস র সৌ (স র স্তা ন্)” —ঋ. স. ৭. ১০৩. ২. ২; “সোমুনিজ্জ চ হ্ (চ ষ্ঠাং) হুত্তং”—ঋ. স. ৮. ৭৬. ১০; ত্রৈলোক্য—“সাপ্তমীকো চ পূর্বে”—ঋ. শ্রা. ১৪ টল, ৪২ পৃষ্ঠা; পা. ৪. ১. ৩৯, ঐ কাশিকা বৃত্তি।

আবার ইহা ছাড়া তৃতীয়া বিভক্তিরও লোপ দেখা যায়। অপভ্রংশ প্রাকৃত্তে আমরা প্রথম, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বিভক্তির লোপ দেখিতে পাই।^{১২} পরে অপভ্রংশের সহিত গাথার আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাইব। অতএব আমার মনে হয়, অপভ্রংশ হইতেই গাথায় এইরূপ প্রয়োগ আসিয়াছে।

২। গাথায় প্রায়ই পদের অন্তে কখন কখন (ক) ইকার, অথবা (খ) উকার দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে কয়টি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

(ক)

“উদকচক্ষুসমা^{১৩} ই মি (ইমে)^{১৪} কামগুণাঃ।” ল. বি. ২০৬।

“বিপশ্য ধর্ম্মং ইমি (ইমং)।” স. পু. চ. ২৪; শি. স. ৩৫২।

“তে স বি (সর্বে) বোধায়। স্ত. ভা., শি. স. ২১৯।

“তাজি স্বয় স্ব কি (স্বকাং) তছু।” ল. বি. ১৯২।

“স্বং স বি (সর্বং) কুর্স্বন্।”

শ্রিয়ক রি ক্র ম ব রি (ক্র ম ব র)।” ল. বি. ১৯৩।

“তৃণ ব রি (তৃণ ব র) ঔষধয়ঃ।” ল. বি. ১৭২।

“হর্লভা জ গি (জ গ তি) সদেবমাহুবে।” আ. গ., শি. স. ১০৩।

“নৈব লো কি (লো কে) কচিদেব।” ল. বি. ৬১।

“জ সু বী পি (-বী পে) পুরি (পুরা)।” ঐ ৬১।

১২। হে. চ. ৮.৪. ৩৪৪-৫; “উভয়ই তরুণ (তরুণাঃ) জিহ্বা দবাগুণিঃ;”
“বিহ জিহ্বা বিসন্ন (বিব্রান্) গমিহিউ;” “বিসন্ন (বিব্রাণাং) ন পসক;”
—হ. চ. ৮. ২১-২২।

১৩। জঃ—শি. স. ২০৪, ২১৫।

১৪। আবার ই দু পদও হয়, (খ) উদাহরণ অষ্টম।

(খ)

“কুশলং ই মু (ইদং) সৰ্জং ।” ভ. চ., শি. স. ২৯৭ ।

“ন র ম ক (ন রা ম র) ১৫ পুঞ্জিতঃ ।” আ. ক., শি. স. ৩০৭ ।

“লোকে শু রু কু তু (শু রু কু তঃ) ।” ঐ ৩০৭ ।

“প রি চা রু (প রি চা রঃ) তত্ত্ব ।” আ. ক., শি. স. ৩০৭ ।

“ধ্যানে প্রজ্ঞে ন তু স মু (স মঃ) ।” ল. বি. ১৮৫ ।

“দা মু (দা নং) দদন্তি বিচিহ্নমানকং ।” উ. ধা., শি. স. ৩৩৫ ।

“স দে ব কু (সদেবকে) লোক ।” ল. বি. ১৭৫ ।

কিন্তু পালিতে সাধারণতঃ এইরূপ শব্দ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ; যদি বা থাকে, তথাপি তাহা এত অল্প হইবে যে, এ বিষয়ে তাহা গণ-
নীয়ই নহে । গাথায় যে প্রয়োগ এত অধিক, গাথা হইতে উৎপন্ন
হইলে পালিতেও তাহার প্রয়োগ আমরা অবশ্য দেখিতে পাইতাম, এবং
তাহা নিতান্ত কম হইত না । আবার গাথা অপেক্ষা অনেক অর্ধাচীন
হিন্দী ও বাঙলাতে এতাদৃশ প্রয়োগের বিশেষ প্রচলন আছে । হিন্দী ও
গাথা অপভ্রংশ প্রাকৃত বাঙলায় যে মূল হইতে এই প্রয়োগ প্রচলিত
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, গাথাতেও তাহা হইতেই আসিয়াছে ।
এই মূল কি ? আমরা বলি অ প ভ্রং শ প্রাকৃত ; ইহা পালির পরবর্তী ।

অপভ্রংশ প্রাকৃত আলোচনা করিলে গাথায় এতাদৃশ প্রয়োগের মূল
জানিতে পারা যাইবে । অপভ্রংশে এক স্বরের স্থানে অপর স্বর অনেক
স্থানই হইয়া থাকে ।^{১৫} যেমন, সংস্কৃত বা হ অপভ্রংশে বা হ, বা হা,
বা হ এই তিনই হইতে পারে । এইরূপ পৃষ্ঠ স্থানে পি ট্ঠ, প ট্ঠি,
পি ট্ঠি, অথবা পু ট্ঠি ; ত্ৰ গ স্থানে ত্ৰ গু, তিগু, অথবা ত গু ; এইরূপ

১৫ । এই পদটি জাঁতকেও দেখা যায় ; যথা, “আমোদিতা ন র ম ক” — জা. ১ ভাগ,
১৭ পৃ. ।

১৬ । হে. চ. ৮. ৪. ৩২২—৩৩০ ।

। গা, বী গ, বে গ ; অ ক ত স্থানে অ ক ছ, অ কি ছ, অথবা
কি অ ; লে খ স্থানে লে হ, লী হ অথবা লি হ ।

আবার অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মই এই যে, অকারান্ত শব্দের প্রথমা
ও দ্বিতীয়ার এক বচনে উকার হইয়া থাকে^{১৭} যথা—

“দহমুহ ভুবণভয়ঙ্কর তোসিঅসঙ্কর নিগগুউ রহবরি চড়িঅউ ।”

ছায়াসংস্কৃত যথা—

দশমুখো ভুবনভয়ঙ্করতোষিতশঙ্করো নির্গতো রথোপরি আরুঢ়ঃ ।”

সাবার—

“উব্ভয় বাহ, অসারউ সববু-বি, মা ভমি কুতিখিরপট্টে মুহিয়া ।

পরিহারি তুণ্ জিহ্ব সন্-বি ভবসুত, পুত্রা তুহ মউ এউ কহিয়া ।”

কু. চ. ৮. ১৪ ।

ছায়াসংস্কৃত—

উদ্ধৃতবাহ—অসারং সর্বমেব মা ভ্রম কুতীর্থিকপথে মুখা ।

পরিহার তুণং যথা সর্বমেব ভবসুতং, পুত্র, তুং ময়া এবং কথিতঃ ॥

অপভ্রংশে সপ্তমীরও এক বচনে বিকল্পে একার ও ইকার হইয়া
পাকে (হে. চ. ৮.৪.৩৩৪) । যথা, “ঘ রি ক ক্কে” (গ্হে ক্কে)—কু. চ.
৮.১৬ । গাথাভাষাও এইরূপ প্রয়োগে পরিপূর্ণ ।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে গাথায় ই দং স্থানে বহু স্থলে ই মু দেখা
যায় ।^{১৮} ইহা খাঁটি অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ । বৈয়াকরণিকগণ বলেন
তিন লিঙ্গেই প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে ইদম্ শব্দের ই মু রূপ হয় ।^{১৯}
যথা, ই মু কু লু দে ক থু ; ই দং কু লং পশু—ইতি ছায়া ।

১৭ । হে. চ. ৮.৪. ৩৩১ ।

১৮ । বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিতে পারা বাইতেছে না ।

১৯ । হে. চ. ৮.৪.৩৩১ ; সংক্ষিপ্তসারে (৫.১০) কেবল ক্রীতলিঙ্গেই এইরূপ হয়
লিখিত হইয়াছে ।

পদের কোমলতাসম্পাদনের জন্য শেষে ইকার-ও উকার-যোগ বাঙলায় অতিপ্রসিদ্ধ। যথা, ইকারযোগ, বে লা স্থলে বে লি, “বব গোধূলিসমর বে লি (বে লা)” — “বিদ্যাপতি; কেশরী জিনিয়া মা ঝা রি থিনি (থি ন=ক্ষী ণ)” — ঐ; “হা স নি (হা স ন) সনে” — ঐ। উকারযোগ যথা, “দশনমুকুতাপাতি অ ধ রু (অ ধ রে) মিলায়ত” — ঐ; আ জু ম বু শুভদিন ভেলা” — ঐ। আবার ক ল ক ল স্থলে ক লু ক লু, ঝন্ ঝন্ স্থলে ঝু ঝু ঝু ঝু; এইরূপ ক গু ঝু ঝু, গু ডু গু ডু, হু রু হু রু, ইত্যাদি।

হিন্দীতেও এইরূপ — “পু নি ফিরি রাম নিকট সো আদি।”

“জি মি জি মি ভাগত শক্রমৃত...তি মি তি মি ধাবত রাম শর।”

“মাঁগু মাঁগু তুম কবহুঁ পিয়, কহছ ন দে ছ লে ছ।

দেন কহেউ বরদান ছই সোউ পাবত সন্দে ছ।” তুলসীদাস।

গাথায় উকারপ্রয়োগে অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যায়। যথা — “ঝ রি = ঝ যু (ল. বি. ২১৪), আবার ঐ স্থানেই ঝ রি পদও আছে; অ য়ং = অ যু (ঐ ২০৯, ইত্যাদি)। বলা বাহুল্য পালিতে এরূপ দেখা যায় না।

৩। গাথায় অনেক স্থানে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব, এবং হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ দেখা যায়। ইহাও অপভ্রংশের লক্ষণ (হে. চ. ৮.৪.৩৩০)।

৪। গাথায় ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ কখনো কখনো স্বরসংযুক্ত দেখা যায়। যথা, বা ব ৎ = বা ব ত, (উ. ধা. শি. স. ৩৩২-৩৩), মু খা ৎ = মু খা ত (ঐ ৩৩৪)। প্রাকৃততেই কোন কোন স্থলে ব্যঞ্জনাস্ত শব্দে স্বরযোগ করা হইয়া থাকে; যথা, স রি ৎ = স রি রা, ঐ তি প ৎ = প ড়ি বজা, বা চ্ = বা আ (প্রো. ল. ৩.৩২)। পালিতে এরূপ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বাঙলাপ্রভৃতিতে ঐরূপ দৃষ্ট হয়; যথা, “ত ড়ি ত লতা জহু” — বিদ্যাপতি। পালির পরে অন্যান্য প্রাকৃত হইয়াছে। অতএব গাথায় বহন সেই প্রাকৃতের প্রভাব দেখা বাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে,

এতাদৃশ প্রয়োগ গাথা হইতে পালির উৎপত্তি সমর্থন না করিয়া বরং গাথারই বহু-অর্কাচীনতা প্রতিপাদন করিতেছে।

৫। কখনো কখনো সংস্কৃত পদের অস্বস্থিত অকারস্থানে গাথার গুকার দেখা যায়। যথা, ই হ মহাবানে = ই হো মহাবানে (উ. ধা., শি. স. ৪); সং বৃ ত স্য বহুগুণঃ = সং বৃ ত স্যো বহুগুণঃ (চ. প্র., শি. স. ১২৫)। পালিতে এরূপ কোথাও দেখা যায় না।^{২০}

৬। গাথার স্থানে স্থানে অতিবিচিত্র সন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ম ক রঃ + ই ব = ম ক রে ব (ল. বি. ২০৮); এইরূপ জ ল নঃ + ই ব = জ ল নে ব (ঐ); স ক লঃ + ই ব = স ক লে ব (ঐ ২০৬), ন ভঃ + ই ব = ন ভে ব, ধ শ্মীঃ + ই মে = ধ শ্মি মে (শি. স. ২৩৯)। এতাদৃশ স্থানে কেবল প্রাতিপদিক অংশ গ্রহণ করিয়া, অথবা ছইবার সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। পালিতে এরূপ মোটেই নাই।

৭। গাথার অনেক স্থলে গুরুতর লিঙ্গব্যত্যয় দেখা যায়। যথা “যে কে চিৎ ম জ্জ বি দ্যাঃ শির স্থা না ব হু বি ধা” (৭); “ব. ত্রা নু বিশিষ্টান্ লভতে সু ব র্ণা নু” (আ. ক., শি. স. ৩০৬, ৩০১); “জী র্ণ পুষ্পা ন প নে তি চৈতে” (ঐ ৩০৭)। এতাদৃশ লিঙ্গবিপর্যায় অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ;^{২১} পালিতে এরূপ দৃষ্ট হয় না।

৮। “তস্যোহ পূজ্যং ক রি অ ন র রি ষ ভ স্য” (আ. ক., শি. স. ২৮৯); এখানে প্রাকৃত ক রি য় হইতে ক রি অ, এবং সংস্কৃত ঋ ষ ভ হইতে রি ষ ভ হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদের ছায় একটি পদও পালিতে দেখা যায় না। দ্বিতীয় পদটি পালিতে উ স ভ রূপে প্রযুক্ত হয় (প্রকৃতেও উ স হ পদ দেখা যায়)। আদিস্থিত ঋকারকে কেবল একস্থানে পালিতে রি হইতে দেখা যায়। যথা, ঋতে = রি তে; (পা. প্র. ৩পূ.

২০। কিন্তু “অ ত্রো সা সম্পৎ”—শত. ব্রা. ১.২.১.৭; জঃ—নি. ১.২.৪.; ৩.৫।

২১। “লিঙ্গমতঃ”—হে. চ. ৮.২.৪৪৫।

টীকা)। অপর পক্ষে প্রাকৃত্তে এতাদৃশ বহুল পদের প্রয়োগ ও তৎসমর্থক
হ্রস্ব আছে; (প্রা. প্র. ১.৬; স. সা. ১.২৮, তুলঃ=ঐ ৩২, ঋষ্যাদিগণ)।

৯। সংস্কৃতের বু জ্ঞা নাং প্রভৃতি যঞ্জীর বহুবচনান্ত পদগুলি পালিতে
ঐরূপই প্রযুক্ত হয়, কেবল দীর্ঘস্বর অমুস্বারযুক্ত হইলে হ্রস্ব হয় বলিয়া
আকার স্থানে অকার হইয়া যায়; অর্থাৎ বু জ্ঞা নাং স্থানে বু জ্ঞা নং হইবে।
পালির ইহাই সাধারণ নিয়ম। পালির যঞ্জীর বহুবচনের বিভক্তি নং, ন
নহে।^{২২} তবে কচিং কখন চন্দের অমুরোধে অমুস্বারের লোপ
হয় (পা. প্র. ২. § ২৫)। কিন্তু প্রাকৃত্তে নং বিভক্তি না করিয়া
(ন, অথবা) ৭ বিভক্তি করা হইয়াছে।^{২৩} কিন্তু চন্দ্রোমুরোধে কখন
অমুস্বার আগম হয়।^{২৪} কিন্তু বস্তুত প্রাকৃত্তে পদের ন্যায় গদ্য অংশেও
দে বা ৭ং, দে বা ৭, ইত্যাদি উভয় রূপই দৃষ্ট হয়। পালিতে অমুস্বার-
লোপে প্রয়োগ অল্প, অমুস্বারযুক্ত প্রয়োগই বেশী। গাথার আমরা
উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর দেখিতে পাই। গাথা হইতে পালি উৎপন্ন
হইলে পালিতে উভয়বিধ প্রয়োগই প্রচুর থাকিত।

১০। গাথার মধ্যে কোথাও কোথাও এক একটি পদ বিচিত্র
প্রকারের; যথা, “ক্রমপত্ত্ব ফ লা ন দি শ্রো তু যথা” (লি. বি., শি. স.
২০৬)।^{২৫} এখানে সংস্কৃত, মাগধী ও অপভ্রংশ এই ত্রিবিধ ভাষার
একত্র সমাবেশ দেখা যায়।^{২৬}

২২। ত্রঃ—পা. প্র. ৩. § ২। স. সি. ২৮পৃ. ৬৩২., এবং ৩২পৃ. ৪৭ ২য়।

২৩। প্রা. প্র. ৫.৪; হে. চ. ৮.৩.৩; স. সা. ৩.১৩।

২৪। “বজ্র কচিদ ব্রতভঙ্গতয়াং ভাষ্যাসানঃ ক্রিয়বাণক বিন্দুর্ভবতি, স বাংসাদিহ
জষ্টবা;”—ভাসহ, প্রা. প্র. ৪.১৩; বাংসাদি আকৃতিগণ।

২৫। মুদ্রিত পুস্তকে ‘ন দি শ্রো ত পাঠ’ আছে, কিন্তু শিকাসমুদ্রক-মুদ্র পাঠ আরো
অধিক গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া মুদ্রিত বলিয়া তাহাই লওয়া হইয়াছে।

২৬। এসকলকমে এখানে একটা কথা বলা বাইতেছে। সংস্কৃত তু-প্রত্যয়ান্ত পদের

গাথার লক্ষণীয় অঙ্গাঙ্গ আরো প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে, বাহ্য-
বোধে তৎসমুদয় এখানে প্রদর্শিত হইল না। কিন্তু বাহ্য আলোচনা
করা গেল, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গাথা হইতে গালির
উৎপত্তি সম্ভবপর নহে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন গাথা প্রাদেশিক কথ্য ভাষা (dialect)

গাথা কথ্য ভাষা
ছিল না।

ছিল, কিন্তু আমার বোধ হয় ইহা কখনই কথ্য
ছিল না, ইহা কেবল লেখ্যরূপেই ব্যবহৃত হইত।

প্রাকৃত যখন চারিদিকে বিপুল বিস্তার লাভ
করিয়াছিল, সাধারণ সকলেই যখন প্রাকৃত ব্যবহার করিতেন, সেই

গাথার উৎপত্তির
কারণ

সময় সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশে
প্রচলিত প্রাকৃতের সহিত সন্মিশ্রিত করিয়া
এইরূপে কবিতা রচিত হইয়াছে। গাথা

গাথা যে কথ্য ভাষা ছিল
না, তাহার বৃত্তি

প্রাকৃতের সহিত সন্মিলিত রহিয়াছে দেখিয়াই
তাহাকে কথ্যরূপে মনে করিবার কোন কারণ
নাই। ইহাই যদি হয়, তবে বাঙলা ও হিন্দীর

মধ্যে সংস্কৃত পদের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়ায় মনে করিতে
হইবে যে, ঐরূপ ভাষা কথ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। যথা—

সংস্কৃতমিশ্রিত
বাঙলা

“না ছাড় সংহারশূল, সং হ রং সং হ র।”

“অপরায় ক্ষম অগৌ অব গৌ অব্যায়।”

অন্নদামঙ্গল।

অর্থ বাঙলায় ইয়া প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশিত হয়; যথা, ক রি য়া ইত্যাদি। বাঙলার ইয়া
প্রাকৃতের ইয় (হে. চ. ৮.৫.২৭১, ৩০২) হইতে আগত। হিন্দীতে ইয় ব্যবহার আছে,
যথা—“চ লি য় ক রি য় বিজ্ঞান”—ভুলসীমাস। গাথার বৃত্তির নিয়মে আমরা ইয়া
দেখিতে পাই, যথা, ক রি য়া (ল. বি. ১০৪, ১০৫, ৩৭৪, ইত্যাদি)।

“জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে,

করকলিতাসিষরাভয়মুণ্ডে ।

লকলকরসনে, কড়মড়দশনে,

রণভূবি খণ্ডিতসুররিগুমুণ্ডে ॥

অট-অট-হাসে, কটমটভাবে,

নখরবিদারিতরিপুকুরিমুণ্ডে ।

লটপটকেশে, সুবিকটবেশে,

হতদমুজাহতিমুখশিখিকুণ্ডে ॥

কলিমলমখনং হরিগুণকখনং

বিরচয় ভারতকবিরত্নভূণ্ডে ॥”

বিদ্যাসুন্দর ।

হিন্দী কথা—

“রো দ তি ব দ তি বহু ভাতি ।” তুলসীদাস ।

এই রচনা দেখিয়া কেহ স্থির করিতে পারেন কি যে, এইরূপ ভাষা কখনো কথ্যরূপে প্রচলিত ছিল ? ভারতচন্দ্রের সময় বঙ্গদেশে ঐরূপ ভাষা কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত, ইহা কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মনে করিতে পারেন না ।

বাঙলা রচনার আজকালও বিভক্ত্যন্ত অনেক সংস্কৃত পদ ব্যবহার করা হয় । প্রাঙ্গী দ, র ক্ষ, কৃ ক্ষ, চি ক্ষ য়, ভা ব য়, ত ব, ম ম, ব ত্র, ত ত্র, অ ত্র, ইত্যাদি বিবিধ পদ এখনো লেখকেরা ব্যবহার করেন ; সংস্কৃত ও বাঙলার মিশাইয়া কবিরা কবিতা রচনা করেন, এবং এই সকল কবি নিকৃষ্ট শ্রেণীর বা কুপণ্ডিত নহেন । বঙ্কিমচন্দ্রই “বন্দে মাতরম্” রচনা করিয়াছেন । আধুনিক পুণ্যপুথকেরা বহু গীত এইরূপ ভাবে রচনা করেন ; ইহারা সকলেই মূর্খ নহেন ।

কেন তাঁহারা এইরূপ রচনা করেন ? তাহার কারণ ঐ রচনাকে সকলের বোধগম্য করা, উচ্চভাষার সম্বন্ধে তাহাতে সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোরম মাধুর্য্য সম্পাদন করা। প্রাকৃত ভাষা কত মধুর তাহা আমরা পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গাথাও এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। গাথার কবিরা যখন মনে করিয়াছেন, তখন এইরূপে প্রাকৃতের সম্মিশ্রণে মধুর কবিতা রচনা করিয়াছেন ; আবার যখন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন, একবারে অতিশুদ্ধ সংস্কৃতে গাথা রচনা করিয়াছেন। অনেক স্থানে বিশুদ্ধসংস্কৃতনিবদ্ধ গাথা দেখা যায়।^{২৭}

এই গাথাগুলি যে অতিপ্রাচীন, তদ্বিশেষে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, এবং উহাদের যে বিশিষ্ট প্রামাণ্য আছে, তাহাও ঠিক। আমরা বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, স্থানে-স্থানে কোন বিষয়ের সমর্থনের জন্য “তদেতদ্ গাথায়া ভি গীতং” বলিয়া গাথার প্রামাণ্য গ্রহণ করা হয়। ললিতবিস্তরপ্রভৃতিতে যে-যে স্থানে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানেও গাথার এই রূপেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত গাথা প্রথমাবস্থায় লোকের মুখে-মুখে প্রবর্ত্তাবাক্যের জায়গায় প্রথমে লোকের মুখে-পীত হইয়া আসিত, এবং পরে তাহা আসিয়া মুখে গীত হইত সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

২৭। যথা প্রাকৃতমিশ্রিত অন্যান্য গাথার মধ্যেই উক্ত হইয়াছে—

“অর্থো যোবাস্ত পুণ্যো তানেনং বজ্রমুহসি।

নৈবাহং মরণং মন্তে, মরণান্তং হি জীবিতম্।”

ল. বি. ১২৮।

অঃ—পি. স. ১৩২, ১৩০, ইত্যাদি অনেক স্থলে।

বৈদিক সাহিত্যের গাথার^{১৮} কথা আলোচনা করিলেই আমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণে বহু স্থানে গাথার বৈদিক সাহিত্যের গাথা কথা বলা হইয়াছে, অতএব এই সকল গাথা যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সায়ণাচার্য্য গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেখাইয়াছেন :—“গা থা স বৈ গাঁ তুং যো গ্যা গী তিঃ” (ঐ. ব্রা. ৫.৫.৫) ; গাথা-শব্দের ব্যুৎপত্তি “সু ভা ষি ত স্বে ন স বৈ গাঁ য় মা না গা থা” (ঐ)। যাহা সকলের গা নের যোগ্য, অথবা সুভাষিত বলিয়া যাহা সকলেই গা ন করিয়া থাকে তাহাই গাথা।

ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, কখনো কখনো কোন বিবাদগ্রস্ত বিষয়ের মীমাংসায় স্থপক্ষ-প্রতিপক্ষের স্তুতি-গাথার প্রয়োগ নিন্দার জন্ত “ত দে ষা তি য জ্জ গা থা গী য় তে” ইত্যাদিরূপে এক-একটি গাথা উদ্ধৃত হয়।^{১৯} ইহা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, ঐ বিবাদ তত্ত্ব ব্রাহ্মণের পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। আবার কখনো কখনো কোন প্রাচীন ঘটনা সমর্থনের জন্তও গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়।^{২০} আবার এক-এক সঙ্গে কতকগুলি

২৮। গা থা শব্দে এখানে মহাযানগ্রন্থে খৃঃ প্রাকৃতমিশ্রিত প্রদর্শিত শ্লোক নহে। ব্রাহ্মণগ্রন্থভিত্তিতে গা থা বলিয়া উদ্ধৃত কতকগুলি অতিপ্রাচীন শ্লোকের কথা এখন বলা হইয়াছে।

২৯। যথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫.৫.৬) উদিতহোমের প্রশংসা করিয়া অমুদিতহোমকে নিন্দা করিবার জন্ত উক্ত হইয়াছে—“ত দে ষা তি য জ্জ গা থা গী য় তে—“প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদযাজ্জুহ্বতি বেংদ্রিহোত্রম্। দিবা কীর্ত্যমদিরা কীর্ত্তয়ন্তঃ, সূর্যো জ্যোতির্ন তদা জ্যোতিরেবাম্।”

৩০। যথা শতপথব্রাহ্মণে (১৩.৩.৬.১. ইত্যাদি ব্রহ্ম্য) অশ্বমেধের প্রশংসাপ্রসঙ্গে পরিক্রিৎ যে তাহার দ্বারা বাপ করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—“...সৌনবঃ

গাথা বিশেষ-বিশেষ নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়।
যথা, ই ত্র গা থা ।^{৩১}

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে^{৩২} যেরূপ ভাবে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং যেরূপ
বৈদিক ও বৌদ্ধ
গাথা তাহার অর্থ ও প্রাচীনতা বুঝিতে পারা যায়,
মহাবৈপুল্যসূত্রে সেইরূপই হইয়াছে, অল্প
প্রকার মনে করিবার কোনো কারণ নাই।
সাতকে (১ম খণ্ড, ৩-৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি) “তেন বৃত্তং” বলিয়া যে গাথা
গুলি উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও এই শ্রেণীর।

ব্রাহ্মণের পরবর্তী সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সংস্কৃত
সাহিত্যের মধ্যেও ঐ শব্দটি আসিয়াছে। কিন্তু
ব্রাহ্মণের পরবর্তী গ্রন্থে
গাথার প্রয়োগ স্থানে স্থানে তাহার প্রাচীন অর্থ লুপ্ত হইতে
দেখা যায়। বহু স্থানে শ্লোকমাত্র বুঝাইতেই
গাথা-শব্দ প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃত ও পালি সাহিত্যেও
উক্ত শ্লোক-অর্থ গাথা-
শব্দের প্রয়োগ এইরূপ হইয়াছে। শাতিবাহন নরপতির প্রাকৃত
কাব্য গা থা স প্ত শ তী নামে প্রসিদ্ধ; এস্থলে
গাথা-শব্দের প্রাচীন অর্থ অনুসরণ করা হয় নাই,
গাথা-শব্দের বিভিন্ন
অর্থ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রাকৃতপিঙ্গলে গা থা
অথবা গা হা নামে এক ছন্দেরই লক্ষণ উক্ত

জনসেজয়ঃ পরিক্রিতং বাজয়াককার...তবেতৎ গা থ য়া তি গী তং—আসন্দীবতি ধাত্তারং
সম্মিগং হরিত্রয়জং। অবস্থাদিবাং সারঙ্গং দেবেভ্যো জনসেজয়ঃ।” এই স্থানে এইরূপ
বহবার উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ ক্ত স্ত ল, দো: ব ত্তি, ত র ত ও অন্তান্ত অনেক
রাজার নাম উক্ত হইয়াছে।

৩১। ব. প. ২. ৭. ১-৫।

৩২। বুল সংহিতার মধ্যেও গা থা, গা থী শব্দ পাওয়া যায় (ব. স. ২. ২২ ৫; অব. স.

হইয়াছে ; গাথা-সংশ্লীষিত তাহাই অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। অভিধান-সমূহে গাথা-শব্দ শ্লোক-অর্থের দেখা যায়। পালি-অভিধানেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে।^{৩৩}

অতএব বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র গাথা র রচিত ছিল জানিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র-
 ডাঃ সিম্বের অপর লাল মিত্র যে মনে করিয়াছেন, ঐ গাথা মহা-
 বতস্বরের যানীয় প্রাকৃতসংস্কৃতময় গাথা, তাহা কিছুতেই
 সম্ভবত নহে। ঐ গাথাকে পালি-গাথা বলিয়া
 মনে করিবার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নাই। বুদ্ধবোধকে পরীক্ষা করিবার
 জন্য যে গাথাধর্ম প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাকে প্রাকৃতমিশ্র মহাবানীয়
 গাথা বলিবারও কোনো কারণ দেখা যায় না।^{৩৪}

আমি পূর্বে বলিয়াছি সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই প্রাচীনতম।
 সম্ভ্রুতি তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা
 যাইবে। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে পারা যায়,
 কিন্তু বাহ্যভঙ্গ ও স্থানভাব হেতু কয়েকটি-
 মাত্র স্থান প্রদর্শিত হইবে।

১। সাধারণ প্রাকৃতের নিয়ম এই যে,^{৩৫} অসংযুক্ত ও অনাদিস্থিত
 ক, গ, চ, জ, ত, দ, এবং প, ব, ষ, এই সকল বর্ণের
 তৎসম্বন্ধে যুক্তি। প্রায় সর্বত্র একবারে লোপ হয়, এবং তাহাদের
 স্বরমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যথা, যথা মু কু ল=মু উ ল, ন গ র=

১১. ১১. ২০ ; ২০. ৩৮. ৪, ইত্যাদি।)। নিম্নকৃতে গাথা শব্দ বাক্যের নামের মধ্যে
 উক্ত হইয়াছে।

৩৩। “পঞ্জ গাথা”—অভি. প. ১০৩০।

৩৪। See Indo-Aryan, Vol II. p 290.

৩৫। প্রা. প্র ২. ১ ; হে. চ. ৮. ১. ১৭৭।

ন অ র, বি পু ল=বি উ ল, ইত্যাদি। কিন্তু পালিতে এক্রপ পরিবর্তন হয় না; সেই সেই অক্ষর পূর্বে যেক্রপে প্রযুক্ত হইত, পালি তাহাই রক্ষা করিয়াছে, পরিবর্তন তাহাতে প্রবেশ করে নাই। এক-একজাতীয় শব্দের পরিবর্তনে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হয়। অতএব বলিতে হইবে পালির অনেক পরে প্রাকৃতে এক্রপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে।

২। প্রাকৃতে আদিস্থিত য়কার স্থানে জকার হয়।^২ আবার মাগধীতে জকার স্থানে য়কার হয়।^৩ যথা, য শঃ=জসো, য মঃ=জমো জ র তে=যা র তে। পালিতে পূর্ৱরূপই রহিয়াছে; পালির সময় এ পরিবর্তন আরক হয় নাই, তাহার পরে হইয়াছে।

৩। প্রাকৃতে সৰ্বত্রই ন্কার স্থাতে গকার হইয়া থাকে।^৪ যথা, ক ন ক=ক গ অ, ন দী=গ দী, ইত্যাদি। পালিতে এক্রপ নহে, গকার ও নকার উভয়েরই প্রয়োগ ইহাতে রহিয়াছে। পালির সময় উভয়েরই স্থান ছিল, পরে তাহা ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

৪। পালির ভ্রায় প্রাকৃতেও ঐকার ও ওকার স্থানে যথাক্রমে ঐকার ও ওকার হয়, কিন্তু প্রাকৃতে ঐ ছই স্থানে যথাক্রমে আবার অ ই ও অ উ হইয়াও থাকে।^৫ যথা, ভৈ র ব=ভ ই র ব, বৈ র=ব ই র; পৌ র=প উ রা, কৌ র ব=ক উ র অ। পালিতে ভৈ র ব, পৌ র ইত্যাদি হয়। অ+ই=এ। অ+উ=ও। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে ঐ হইতে এ, এবং তাহার পর এ হইতে অ ই;

২। প্র. প্র. ২. ৩১.; হে. চ. ৮. ১. ২৪৫।

৩। প্রা. প্র. ১১. ৪.; হে. চ. ৮. ৪. ২৩২।

৪। প্রা. প্র. ২. ৪২; তুলঃ—হে. চ. ৮. ১. ২২৮—২২৯।

৫। প্রা. প্র. ১. ৩৫—৩৬, ৪১—৪২; হে. চ. ৮. ১. ১৪৮, ১৪৯, ১৫২; প্রা. ল.

এইরূপ ঔ—ও—অউ। পালিতে এরূপ প্রয়োগ নাই; ইহা তাহার পরে প্রবর্তিত হইয়াছে।

৫। পালিতে স্থানবিপর্যয়ে হু-স্থানে ব্ হ হইয়া থাকে (১.১৪১), এবং তাহার পর আর কোন পরিবর্তন হয় না। যথা, জি হু = জি ব্ হ। কিন্তু প্রাকৃতে ইহার পরেও পরিবর্তন হইয়াছে; এখানে হ স্থানে ভ, এবং ভ'র সম্বন্ধে ব-স্থানে ব হইয়া প্রাকৃতে জি ব্ ভ হইয়াছে।* এইরূপ সংস্কৃতে হু, পালিতে ব্ হ, প্রাকৃতে জ্জ; যথা, মু হ তে পালিতে মু ব্ হ তে, প্রাকৃতে মু জ্জ তে।†

৬। শব্দরূপে বৈদিক প্রয়োগের সহিত প্রাকৃত অপেক্ষা পালিরই অধিক সম্বন্ধ দেখা যায়।

অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে পালিতে কেবল বিসর্গ মাত্র বাদ দিয়া বৈদিক প্রয়োগই রক্ষিত হইয়াছে। যথা, দে বে ভিঃ এই বৈদিকপ্রয়োগ স্থানে পালিতে দে বে ভি, এবং বিকল্পে ভ স্থানে হ করিয়া দে বে হি পদ হইয়া থাকে। প্রাকৃতে ভ-প্রয়োগ একবারে লুপ্ত হইয়াছে; তাই দে বে ভি আর হয় না, দে বে হি হয়। আবার ক্রমে দে বে হিং ও দে বে হিঁ হইয়াছে। আবার কখন কখন (অপভ্রংশ) দে ব হি, দে বে হিং, দে বে হিঁ হয়।‡

দেব-শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনে প্রাচীন দে বাৎ হইতে পালিতে দে বা, দে ব তঃ হইতে দে ব তো, এবং সর্জনামের অন্তর্যকরণে স্রাৎ-যোগে দে ব স্রা, ও স-স্থানে হ করিয়া পরিবর্তনের নিয়মে

৩। প্রা. ল. ৩, ১, ২১; হে চ. ৮, ২, ৫৭—৫৮।

৭। প্রথমে ব স্থানে জ, এবং তাহার পর ঐ অকারের সংসর্গে হ স্থানে ব হইয়াছে।

৮। হে. চ. ৮, ৩, ১৫; ৪, ৩৩৫।

দে ব ম্‌ হা পদ হয় । কিন্তু প্রাকৃত্তে রূপ হইবে দে বা, দে ব ভো, দে বা দো (দে বা ও), দে বা ছ (দে বা উ), দে বা হি, এবং দে বা হি ভো; আবার (অপভ্রংশে) দে ব হে, দে ব হু; (পৈশাচীতে) দে বা তো, দে বা তু ।^{১০} প্রাকৃত্তের এই এতগুলি পদের মধ্যে কেবল প্রথমটি (দে বা) প্রাচীন পদের (দে বা ৭) অনেকটা নিকটে রহিয়াছে, আর সবই পরিবর্তিত হইতে হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতেই বুঝা যাইতেছে পালি হইতে এই প্রাকৃত্ত পদগুলি অনেক পরবর্তী ।

আবার পঞ্চমীর বহুবচনে প্রাকৃত্তে দে ব ভো, দে বা দো (দে বা ও) দে বা ছ (দে বা উ), দে বা হি, দে বা হি ভো, এই পদগুলি হয় ।^{১০} উভয় বচনের পদের মধ্যে এতদূর অভেদ অল্প কালে হয় নাই । ইহাও প্রাকৃত্তকে পালি অপেক্ষা পরবর্তী বলিয়াই প্রকাশ করিতেছে ।

অকারান্ত দেব-শব্দের সপ্তমীর একবচনে পালিতে দে বে, এবং সর্কনাম পদের সাদৃশ্চে দে ব শ্মিৎ, ও ইহাই পরিবর্তিত হইয়া দে ব ম্‌ হি হয় । প্রাকৃত্তে হয় দে বে এবং দে বান্মি । প্রথম পদটি পালি ও প্রাকৃত্ত উভয় স্থানেই মূল রূপ হইতে অবিকৃত আছে । প্রাকৃত্তে দ্বিতীয় রূপটি

৯ । হে. চ. ৮. ৩. ৮ ; ৪. ২৭৬, ৩২২, ৩৩৩ ; স. সা. ৩. ৮ ; প্রা. ৮. ৫. ৬ ।

১০ । হে. চ. ৮. ৩. ৯ । এখানে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে । প্রাকৃত্ত প্রকাশে (৫. ৬—৭) ও সংস্কৃতসারে (৩. ৮, ১১) উভয় বচনেই অর্থাৎ ও ভাস্ব বিভক্তিতে বিভিন্ন আদেশের দ্বারা উভয় বচনের মধ্যে পার্থক্য ঠিক রাখা হইয়াছে । কিন্তু হেমচন্দ্র একবচনের শেষে আ (বধা, দে বা) এবং বহুবচনের হু ভো (বধা, দে বা হু ভো) এই দুইটি ভিন্ন উভয় বচনেই একরূপ আদেশ বিধান করিয়াছেন । ক্রঃ—হে. চ. ৮. ৩. ৮—

১১ । বয়স্কটি হেমচন্দ্রের অনেক প্রাচীন, অন্তএব বলিতে হয় তাঁহার সময় বস্তুত তেদ ছিল, কিন্তু পরে তাহা লুপ্ত হইয়াছে ।

হইয়াছে। পালিতে লুট্ ও আশীর্লিঙের প্রয়োগ নাই, আর সবই আছে। লঙ্, লিট্ ও লুঙ্, অতীত কালের এই তিন লকারের বিভিন্ন-বিভিন্ন পদের দ্বারা পালিতে তাহাদের পার্থক্য স্পষ্ট রক্ষিত হইয়াছে। এবং ঐ সকল পদ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। কিন্তু প্রাকৃতে তাহা নাই। সাধারণত অতীত কাল বুঝাইতেই সমস্ত পুরুষ ও সমস্ত বচনেই স্বরাস্ত ধাতুর উত্তর সী, হী, হী অ, এবং ব্যঞ্জনাস্ত ধাতুর উত্তর ঙ্গে অ বিভক্তি হয়। যথা, √কৃ হইতে কা সী, কা হী, কা হী অ এই তিন পদ সংস্কৃতের লঙ্, লিট্ ও লুটের সমস্ত পুরুষের সমস্ত বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ √হৃ হইতে ঠা সী, ঠা হী, ঠা হী অ। ব্যঞ্জনাস্ত √গ্রহ্ হইতে গে ৎ হী অ পদ ঐ তিন লকারের সমস্ত পুরুষে প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃতে প্রায়ই অতীত কালে ক্ত-প্রত্যয়ের পদ প্রয়োগ করা হয়।

বৈদিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কখন কখন লুঙের প্রথম পুরুষের একবচনে ই-বিভক্তি হইয়াছে। যথা, নি র পা ঙ্গি (শত. ব্রা. ১. ৩. ৩. ১৯)। পালিতে ইহা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইয়াছে (জঃ—২১৬ প্রভৃতি পৃষ্ঠা)। লৌকিক সংস্কৃতেও এতাদৃশ কতকগুলি পদ প্রথমা-স্থায় স্থান লাভ করিয়াছে, এবং তজ্জন্ত পাণিনিকে আর দুইটি সূত্র (৩.১. ৬০-৬১) বাড়াইতে হইয়াছে।

লঙ্ ও লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে অকারাগম ঐবদিক ভাষায় বৈকল্পিক দেখা যায়, ইহা পালিতেও সেইরূপ রহিয়াছে।

এই সব সম্বন্ধে প্রাকৃত একবারই নীরব এবং তাহাতেই তাহার পালি অপেক্ষা অর্ধাচীনত্ব বুঝা যাইতেছে।

লট্ লকারে পালিতে সংস্কৃতের সমস্ত রূপ রক্ষিত হইয়াছে। উত্তম পুরুষের বহুবচনে পালির দ দা ম সে (৪-১৮৯, † টীকা) প্রভৃতি পদ দেখিলে বৈদিক চ রা ম সি (ঋ. স. ১০. ১৬৪.৪) প্রভৃতি পদ মনে হয়। পালিতে পরস্মৈপদে লটের উত্তমপুরুষের বহুবচনে কেবল ম বিভক্তি

হয়; যথা, $\sqrt{হস}$ হইতে হ সা ম। কিন্তু প্রাকৃত্তে ঐ স্থানে মো, মা, মু, এই তিন বিভক্তি হয় ও অনেকগুলি পদ হইয়া থাকে। যথা, হ সা মো, হ সা মা, হ সা মু; হ সি মো, হ সি মা, হ সি মু। এই পদসমূহের অধিকাংশই পালি হইতে নিজেদের পরবর্ত্তিতা প্রকাশ করিতেছে।

ধাতুসম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিবার বহু স্থান রহিয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে এখানে তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইল না।

শানচপ্রত্যয়-স্থলে পালিতে প্রাচীন বৈদিক ভাষার অনুসারে আ ন ও মা ন উভয় প্রত্যয়ই প্রযুক্ত হয় (৫.১১৪)। যথা, পালিতে $\sqrt{ভুজ্ঞ}$ হইতে ভু জ্ঞা ন, ভু জ্ঞা মা ন উভয়ই হইবে। কিন্তু প্রাকৃত্তে কেবল মা ন (বা মাণ) মাত্র প্রযুক্ত হয় (প্রা. প্র. ৭. ১০)। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রাকৃত্ত মূল ভাষা হইতে পালি অপেক্ষা অনেক দূরে চলিয়া আসায় আর সেই সমস্ত রূপ রাখিতে পারে নাই।

পালিতে পা র গু (=পার গ) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে (৫.১৩০), তৎসমুদয় বৈদিক ভাষা হইতেই আসিয়াছে। যথা, অ গ্রা গ অর্থ অ গ্রা গু (জঃ—বার্ত্তিক, পানিনি ৬. ৪. ৪০*)।

বৈদিক ভাষায় তু ম্-অর্থ ত বৈ, ত বে ঙ্ প্রত্যয় বহুল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (পা. ৩. ৪. ৯)। যথা পা ছং অর্থ পা ত বৈ, ইত্যাদি। পালিতেও ইহা একবারে লুপ্ত হয় নাই (৫.১২৯)।

এই সমস্ত এবং এতাদৃশ অসংখ্য প্রয়োগসমূহ আলোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত্ত অপেক্ষা পালি প্রাচীন।

আজকাল কালের প্রভাবে প্রাকৃত্ত হত্যাদয় হইয়া গিয়াছে; সংস্কৃতের নিকটে প্রাকৃত্তের সমস্ত গৌরব মলিন হইয়া পড়িয়াছে; প্রাকৃত্ত সাহিত্যের মধ্যে যে

বিশেষ কিছু উপভোগ্য আছে, তাহা অনেকেরই মনে আজকাল উদ্ভিত হয় না। কিন্তু সব সময়ে এইরূপ অবস্থা ছিল না। একদিন প্রাকৃত ভাষার মাধুর্য্যে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহা-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও প্রাকৃত না জানিলে নিজের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনে করিতেন না।^১ সংস্কৃতে মহাকবি হইতে হইলে সেই সময়ে প্রাকৃত না জানিলে চলিত না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতকবিগণ বহুপ্রকার প্রাকৃতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচীন যে-কোন দৃশ্য কাব্য দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

এই সংস্কৃতমহাকবিগণ কিজন্ত প্রাকৃত ভাষাকে নিজ নিজ কাব্যে প্রাকৃতের মাধুর্য্য স্থান দিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রধানত দুইটি কারণ দেখিতে পাই। প্রথমত, প্রাকৃত ভাষা সাধারণ লোকসমাজে কথিত হইত; এবং দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। সংস্কৃতের “মধুকোমলকান্তপদাবলী”-রচয়িতা “সাধবী মাধবীক চিন্তা” ইত্যাদি বলিয়া নিজ কবিতার মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে পারেন, এবং তিনি যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন, তদ্বিয়েও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাকৃতের মাধুর্য্য তাহা অপেক্ষাও অধিক ও বিলক্ষণপ্রকার। আমাদের বঙ্গদেশের বর্তমান প্রাকৃত বাঙলা ভাষার যে মাধুর্য্য আছে, সংস্কৃতের ক্ষমতাও নাই যে তাহার নিকটে বসিতে পারে। সংস্কৃত যতই সমৃদ্ধ হউক না, বিদ্যাপতির কবিতার

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত
মধুর

১। গল্পদুপুতানে (পূর্বপত্র, ২৮, ১৭) প্রাকৃত ভাষাকে অনাথের বলা হইয়াছে—

“লোকায়ত্তং কৃতকঞ্চ প্রা কৃত্তং রেচ্ছভাবিতম্।

ন শ্রোতব্যং বিজ্ঞেনৈতদমো নরতি তদ্বিভম্।”

আমার মনে হয় বোধ ও জ্ঞান ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি এখানে কটাক্ষ করা হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে তাহার শক্তি হইবে না। “এ ভরা বাসর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর” ইত্যাদি কবিতাকে কোনো সংস্কৃতকবি ঐ মাধুর্য্য অঙ্কত রাধিয়া সংস্কৃতে প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

মাধুর্য্যসম্বন্ধে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের কি প্রভেদ তাহা “সর্বভাষাচতুর” সংস্কৃত ও প্রাকৃতের রাজশেখর কপূরমঞ্জরীতে যেরূপ প্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যের প্রভেদ বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া বলা যায় না। তিনি তাঁহার ঐ দৃষ্টকাব্যখানির প্রস্তাবনার মধ্যে সংস্কৃত ছাড়িয়া কেন তাহা প্রাকৃতে রচনা করিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, সংস্কৃতরচনা পুরুষ, এবং প্রাকৃতরচনা স্নকুমার; পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও তাহাই।^২ যে-কোন পদ লইয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ন ব মা লি কা অপেক্ষা নো মা লি আ, মু কু ল অপেক্ষা ম উ ল, ন দী অপেক্ষা ন দৈ পদ যে অধিক মধুর তাহা যে-কেহ বলিবেন। আবার নি খা স

২। “সুত্রধারঃ—তা কিস্তি সঙ্কয়ং পরিহরিয় পাউঅবকে পটটো কই ?

পারিপার্থিকঃ—সকলভাসাচট্টরেণ তেণ ভণিতং জেব। জহা—

পরূনা সঙ্কঅবকা, পাউঅবকো বি হোই হুউনারো।

পুরুসমহিলাণং তেত্তিরমিস্করং তেত্তিরমিমাণং।”

কপূরমঞ্জরী, ৮-৯ পৃষ্ঠা।

গউড়বহ (সৌড়বহ) নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা বাঞ্ছপতিও বলিয়াছেন যে, নবীন অর্থ ও রচনামধুর স্নস্কৃত বন্ধন জগতে অবিরলভাবে কেবল প্রাকৃতেই পাওয়া যায় (৯২)। সময়ে সময়ে সংস্কৃত যে কত কঠোর হয়, তাহা গউড়বহের টীকাকার একটি নোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন (৯৫)—

“কট্টপ্রাচীনা প্রাপ্তো যো ক্রাক্ আমন্যত্, হামুচ্চিক্কেপ।

দেবপ্রগুজ্জিদ্বিক্কৃত্তা: সোহব্যাহোহমঃ সর্পাং কেতুঃ।”

অপেক্ষা নী সা স, দু ল'ভ অপেক্ষা দু ল হ, ক্রে শ অপেক্ষা কি লে স
নদ যে মধুরতর তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?

এই মাধুর্য্যেই আকৃষ্ট হইয়া একদিন ভারত প্রবল ভাবে প্রাকৃত
আলোচনা করিয়াছিল। এবং সেই প্রাকৃতকে
প্রাকৃতব্যাकरण

শিষ্যগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য কত কত
পণ্ডিত কত কত প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন ; কালের গতিতে
আজ সেই সমস্ত ব্যাকরণের কোনকোনখানির কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট
রহিয়াছে।* সাহিত্যদর্পণকার সাহিত্যার্ণবকর্ণধার বিশ্বনাথ “অষ্টাদশ-
ভাষাবারবিলাসিনীভূষণ” ছিলেন ; এই অষ্টাদশ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত
একটি, এবং অন্য সতেরটি প্রাকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার
পিতা ভাষাৰ্ণব নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং পুত্রের কথায়
জানিতে পারা যায়, তাহাতে বিবিধ প্রাকৃত ভাষার লক্ষণ লিখিত
হইয়াছিল।†

আমরা আজকাল প্রাকৃত জানি না বলিয়াই তাহার আদর করিতেছি
না, কিন্তু বাহারা তাহা জানিতেন, তাঁহারা মুক্ত-
প্রাণত্ব্যের
প্রশংসা
কণ্ঠে তাহার বশ গাহিয়া গিয়াছেন। এই ঐশ্বর্য্যই
বাণভট্টের ভ্রায় সংস্কৃতকবিও প্রবরসেনের

সে তু বন্ধ ও সাতবাহন নরপতির গাথা সপ্তশতীর প্রশংসা না
করিয়া নিজের প্রথম কাব্য (হর্ষচরিত) আরম্ভ করিতে পারেন নাই।‡

*। শাক্য, ভরত, কোহল ও বসন্তরাজ-শ্রুতির প্রাকৃতব্যাकरण দেখা যায় না ;
প্রাকৃতসর্কষকার মার্কণ্ডেয় গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিয়া নিজের
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

†। সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

‡। “অবিনাশিনমগ্রাম্যকরোং সাতবাহনঃ।

বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব হৃতাবিভৈঃ।

সংস্কৃত ভাষা অতিসমৃদ্ধ ইহা কোন মূর্খ স্বীকার না করিবে।

প্রাকৃত ভাষায় সমৃদ্ধি কিন্তু এই সমৃদ্ধির জন্ত সংস্কৃতকে যে প্রাকৃতের নিকট গিয়া কতক সম্পূর্ণ অর্জন করিয়া লইতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শুণাচ্যের বৃহৎ কথার আঙ্গকাল বিলুপ্ত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার সার অংশ এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যত পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত বৃহৎ কথার পৌরব দিন সংস্কৃতসাহিত্যে জীবিত থাকিবে, অতি আদরের সহিত তাহা পুঞ্জিত ও আদৃত হইবে।

শুণাচ্যের বৃহৎকথা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। ইহার মধুর রস পান করিয়া সংস্কৃতকবিগণ অস্থ কাব্যে ভূয়সী প্রসংশা করিয়া গিয়াছেন।* বৃহৎকথা অতিমধুর ছিল বলিয়াই ব্যাসদাস মহাকবি কেমেন্দ্র তাহা সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বৃহৎ কথার মঞ্জরী নামে প্রচার করেন। কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ার নোমদেবভট্ট আবার তাহা দ্বিতীয় বার সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া কথার সারি সাগর নামে প্রচার করেন। তাঁহার এই অনুবাদে মূল হইতে কোন ব্যত্যয় হয় নাই।†

বাণভট্টের কাদম্বরীর যে কথাভাগ অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ সমাজ মুগ্ধচিত্ত হন, তাহা বাণভট্টের নিজের উদ্ভাবিত বৃহৎকথা হইতে সংস্কৃতে নহে; শুণাচ্যের পৈশাচী ভাষায় রচিত ঐ বৃহৎ-বিবিধ কাব্যের উৎপত্তি কথাই তাহার মূল, বৃহৎকথা হইতেই তিনি এই

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্ত এবাতা কুমুদোজ্জ্বলা ।

সাগরস্ত পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা ॥” হর্ষচরিত, ১ম উচ্ছ্বাস, ১৬-১৭।

*। বাসবদত্তার স্ববজ্জ, হর্ষচরিতে বাণ, কাব্যদর্শে দত্তী, দশরূপকে ধনঞ্জয়, এবং অন্যান্য আরো অনেক কবি ইহার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

†। “বিশা বুলং তথৈবেতন্ন বনাদপ্যতিক্রমঃ।”

কথাভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিহর্ষের নাগানন্দ, রত্নাবলী ও প্রিয়-
দর্শিকা, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, ভবভূতির মালতীমাধব,
বিশাখদত্তের মুদ্রারাস্কস, এবং বেতালপঞ্চবিংশতি-প্রভৃতি ঐ বৃহৎকথারই
অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রাকৃতভাষা পূর্বে এইরূপই
দৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

বেদভাষায় সহিত প্রাকৃতের সম্বন্ধ পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে,
এবং দেখা গিয়াছে যে, ঐ উভয় ভাষায় কিরূপ
সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের
প্রভাব
সাদৃশ্য আছে। লৌকিক সংস্কৃত আলোচনা
করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, কত প্রাকৃত
শব্দ তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, এবং কত শব্দ প্রাকৃতভাবে
সংপ্রাণিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রাকৃতে বহুস্থলে সংস্কৃতের দন্ত্য ন মুর্দ্ধন্ত ৭ হইয়া থাকে।^১
আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে তাহার অভাব নাই। যথা,
তাহার উদাহরণাবলী
না ম স্থলে ণা ম (১০.১৪.১) ; এ ন ম স্থলে
৭ ৭ ম্ (১৪.২৭.৭) ; অ নু ক স্থলে অ গু ক (১৬.১৩.৬)।^২

আপস্তম্ব-খণ্ডসূত্রেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, অ হু-
ল প ন স্থলে অ হু লে প ৭ (১.৩.১১.১৩. ; ১১.৩২.৫)।

প্রাকৃত ও পালিতে বহুস্থলে সমাসে, এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী

১। মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃতে নকার স্থানে সর্কজ নকার হয় (প্রা. প্র.
২.৪২ ; হে. চ. ৮. ১. ২২৮) ; আবার পৈশাচী প্রাকৃতে নকার স্থানে সর্কজ নকার হয়
(প্রা. প্র. ১০. ৫ ; হে. চ. ৮. ৪. ৩০৩)। ইহা হইতেই “কালন্তনে গগনে কেনে
গতমিচ্ছন্তি বর্করাঃ” এই বচনের উৎপত্তি হইয়াছে। ষাভাবিক-গণবিধির মূলও ইহাই
বলিয়া বোধ হয়।

২। See Dr. Richard Garb's Preface to the A'pastamba Shrauta-
sūtra (A. S. B.), Vol. III, pp. vi—xi.

হইলে ঈকার স্থানে ইকার হইয়া থাকে (১.১১ ; ৫.১৩৫)। এ উদাহরণও সংস্কৃতের মধ্যে বিরল নহে। যথা, আপত্ত্ব-শ্রোতৃত্বৈ ত্রি-ব্যঞ্জন (৮.৬.১) ; গতি-প্রা-রশ্চি-স্ত (৯.১৯.১৪), ন দি-বী-প (১৫.১৬.২, ৩)। আবার পত্নয়ঃ (২১.১৭.১৫) ; পত্নি-ভিঃ (১৪.১৫.২)। পত্নি ও গতি-প্রা এই দুই শব্দ তৈত্তিরীয়সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও স্থানে স্থানে হ্রস্ব-ইকারান্ত দেখা যায়।^{১০} আবার রামায়ণেও (৭.৪৯.১৪) মুনি-পত্নয়ঃ লিখিত হইয়াছে। আপত্ত্ব-গৃহ্যসূত্রে (৯.১) চতুর্ধি-প্রভৃতি পদ দৃষ্ট হয়। অষ্টব্য—গোপথ ব্রাহ্মণে (পূর্ব. ২.৮) মহা-ঋষেঃ।

রামায়ণে বহুস্থলে এইরূপ অপর প্রয়োগও আছে। যথা, লক্ষ্মি-সম্পন্ন (১.১৮.৩০ ; ৬.১৪.১০) ; লক্ষ্মি-বর্দ্ধন (১.১৮.২৮ ; ৬.১০.১.২৪) ; কেত-কি-পুষ্ণ (৪.২৮.২৮)।^{১১}

লৌকিক সংস্কৃতের শব্দাবলীর দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কত প্রাকৃত শব্দ তাহার মধ্যে অবিজ্ঞাতভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি-প্রভৃতি মহাকবিগণও ঐরূপ অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

সংস্কৃতে পশুর খুর (শব্দ) বুঝাইতে ক্ষুর ও খুর এই উভয় শব্দই পাওয়া যায়। 'বেমন ক্ষীর হইতে প্রাকৃতে খীর হয়, সেইরূপ ক্ষুর হইতে খুর হইয়াছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। একই অর্থ বুঝাইতে এতাদৃশ দুইটি শব্দ যুগপৎ উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। আমরা দেখিতে পাই কালিদাস নির্বাধে খুর শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথা—“ভক্তাঃ খুর জ্ঞানপবিজ্ঞানশ্চ”

১০। যথা, পত্নি—ভৈ. ব্রা. ২. ৩. ১০. ২ ; গতি-প্রা—ভৈ. স. ২. ১. ২. ৩ ; আপ. শ্রৌ. ১০. ১০. ১০।

১১। আবার জুহবেদ্য ভিৎ (৩. ৮০. ৪), গৃহ-গুরু-নাং (৩. ৭৫. ১৪)।

(যথ, ১.৮৫.২.২, ; জঃ—মহু. ৪.৬৭)। নাপিতের ক্ষৌরকর্ণের অঙ্গ বুঝিতেও অবিশেষে ক্ষুর ও খুর উভয় শব্দই প্রযুক্ত হয়। আবার ক্ষুর প্রা ও খুর প্রা উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে গো ক্ষুর এবং গো খুর (শব্দরত্নাবলী) দুইই দেখিতে পাই। আবার ক্ষুরী ও ছুরী, এবং ক্ষুরিকা ও ছুরিকা উভয় রূপই প্রযুক্ত হয়। বলা বাহুল্য ক্ষুরী হইতে ছুরী, এবং ক্ষুরিকা হইতে ছুরিকা হইয়াছে (১.১২০)।

সংস্কৃত ঋক্ষ হইতে পালিতে অচ্ছ হয় (১.১২২)।^{১২} কিন্তু ভল্লুকার্থে ঋক্ষ শব্দের স্থায় অচ্ছ শব্দও সংস্কৃতে চলিয়া গিয়াছে। জল-প্রাক্ত-অর্থেক কচ্ছ শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা প্রাক্তের নিয়মানুসারে কক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কক্ষ হইতে কচ্ছ, এবং কচ্ছ হইতে বাঙ্‌লায় কাছ (নিকটার্থক) হইয়াছে। যমুনা কচ্ছ, নদী কচ্ছ ইত্যাদি শব্দের অর্থ যমুনার কাছ, নদীর কাছ, ইত্যাদি।^{১৩}

সংস্কৃতে প্রিয়াল শব্দ সুপ্রসিদ্ধ; আবার তাহা হইতেই উৎপন্ন প্রাক্ত পিয়াল শব্দও সংস্কৃতে বেশ চলিয়া গিয়াছে। কালিদাস লিখিয়াছেন :—

“মৃগাঃ পিয়াল ক্রমমঞ্জরীগাম্।” কু. স. ৩. ৩১।^{১৪}

সংস্কৃত গণ্ড হইতে প্রাক্তে গল্প, এবং তাহা হইতে আমাদের গাল হইয়াছে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গল্প শব্দটি সংস্কৃতির মধ্যে বেশ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভবভূতিও এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

“পাতলপ্রতিলল গল্প বিবরপ্রক্ষিপ্ত সপ্তার্ণবম্।” মাল. মা. ৫. ২২।

১২। প্রাক্তে রিচ্ছ, প্রা. প্র. ১. ৩০, ৩. ৩১; কু. পা. ২. ৯০।

১৩। জঃ—নিরুক্ত ৪. ৩. ২।

১৪। রাজনির্ঘণ্টে প্রিয় সাল বুদ্ধের কথা দেখিয়াছি। এই প্রিয় সাল হইতেই প্রাক্ত নিয়মানুসারে প্রিয়াল ও পিয়াল শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। জঃ—হে. চ.

৮. ১. ২৩৭—২৭১।

গল্প শব্দটি যে গ্রাম্য (অর্থাৎ প্রাকৃত) কাব্যপ্রকাশকার (৭ উল্লাসে) তাহা বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন;^{১০} এবং বামনও স্বকীয় কাব্যলঙ্কার-সূত্রে (২.১.৭) তাহা বলিয়াছেন।

বজ্র হইতে পালিতে যেমন বজ্র হইয়াছে, সেইরূপ চন্দ্র হইতে চন্দ্রি র (ভা.বি.১.১১৩; ৪.১), এবং ইন্দ্র হইতে ইন্দ্রি র (জ্যোতিষ ইন্দ্রি র) শব্দ বদ্ধত প্রাকৃত হইলেও সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

বর্ষ হইতে যেমন প্রাকৃতে বরিস, সর্ষপ হইতে সরিসপ ইত্যাদি হইয়া থাকে,^{১১} সংস্কৃতেও সেইরূপ মার্ঘ ($\sqrt{\text{মৃ}} \text{ ব হইতে}$) শব্দকে মারিস, বা মারি ব করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং ঐ উভয় শব্দই সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।^{১২} বৈচিত্র্যের বিষয় এই যে, মাঘ অপেক্ষা মারি ব শব্দেরই প্রয়োগ সংস্কৃতে অধিক দেখা যায়। “সাহিত্যার্ণবকর্ণধার” কবিরাম বিশ্বনাথ প্রাকৃতভজ্ঞ এবং “অষ্টাদশভাষা-বারবিলাসিনীভূষণ” হইলেও মারি ব শব্দই লিখিয়া গিয়াছেন।^{১৩} কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এই প্রসঙ্গে মার্ঘ (= মার্ঘ) লিখিয়াছেন। অমর-সিংহ কেবল মারি ব ধরিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। এটী নিয়মেই মূল শ্লোক হইতে শিথিল হইয়াছে।^{১৪}

১০। “ভাবুলভূত পদোহং তন্নং জগতি বাসুধাঃ। করোতি খাদনং পানং সন্নিব তু বখা তথা।” তত্র হইতে তন্ন, এবং তাহা হইতে ভাল হইয়াছে। এইরূপ পর্ণ হইতে পর্ণ, এবং তাহা হইতে পর্ণ বা পান শব্দের উৎপত্তি।

১১। প্রা. ল. ৩. ৩০; প্রা. প্র. ৩. ৪২-৪৩।

১২। বখা, মার্ঘ—“অথ্য মা র্ঘা বোমিসত্ত্বোহতিনিদ্ধ মিবাতি,” ল. বি. ২৪৮; অ. চি. ২. ২৪; ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আবার মার্ঘ (এবং মার্ঘ ক) দেখা যায়, ১৭. ৭৩। মারি ব বখা, বে. ভা. ১. ১১. ৩৫; বহা, ভা. ৭. ২৩. ১২; অমর. ১. ৭. ১৪; ম. পু. ৫. ৪২; বি. পু. ১. ১৫. ৫০; ভা. ২. ২৪. ২৭।

১৩। সা. দ. ৩. ১৪৮।

১৪। শ্লোক=শি লি থ=শি থি ল; এইরূপ বর্ণবিপর্যয় প্রাকৃতে অনেক পর্বে দেখা

শিক্ষাকারগণের মতে উন্ন বর্ণে সংযুক্ত রেককে “রে” করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। যথা, দ র্শ তং (বা. স. ১৮.১৭) স্থলে দ রে শ তং ইত্যাদি উচ্চারণীয়। ২০ এই উচ্চারণের মূল পূর্ববর্ণিত প্রাকৃতপ্রভাবই মনে আসে; প্রাকৃতনিয়মেই এই বিশ্লেষণ বৈদিক মন্ত্ৰেরও উচ্চারণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যদিও সেই উচ্চারণ অল্পসারে ঐ মন্ত্ৰগুলি পর-র্ত্তী কালে রূপান্তরে লিখিত হয় নাই। উচ্চারণ অল্পসারে ভাষা যে সব সময় লিখিত হয় না, তাহা বাঙলা ভাষার সুপ্রসিদ্ধ।

শিক্ষা ও প্রতিশাখ্য-সমূহে যে স্বরভক্তির কথা অলোচিত হইয়াছে, গহাও এখানে প্রণিধানের বিষয়। ২১

পূর্বোক্ত উদাহরণে সংশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরসংযোগে যেমন বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে সেইরূপ বিশ্লিষ্ট শব্দকে স্বরবিয়োগে সংশ্লিষ্ট করার উদাহরণও সংস্কৃতে বিরল নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত পণ্ডিতরাজ লগ্ননাথের কাব্যে মধু-অর্থের ম র ন্দ শব্দ প্রচলিত আছে; ২২ কিন্তু ইহা প্রাকৃত শব্দ, সংস্কৃত ম ক র ন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ কি স ল য় হইতে কি স ল ২৩ শব্দও আছে। ২৪ ঐতরেয়োপনিষদের (৫.৩) জা রু জ শব্দও এইরূপে জ রা য় জ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতে

যার; যথা, ল য় ক হইতে হইল হ ল ক (অ), ইহা হইতে বাঙলার হা ল কা; দীর্ঘ হইতে দী হ র (অথবা দী য় র, বাঙলা দী য় ল)। হে. চ. ৮. ২. ১২১—১২৪ স্তব্ধ।

২০। প্রতিজ্ঞাহৃত. ২; কেশবীশিকা. শি. সং. ১৪১; প্রতিশাখ্যপ্রদীপনিকা, শি. সং. ১২২; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২১। ঠৈ. পা. ২১. ১৫; প্রতিশাখ্যপ্রদীপনিকা, শি. সং. ২১৩; অমরেশনির্ঘণ্টা প্রিয়প্রদীপিকা শিকা. শি. সং. ১২১; বাজবলিকা, শি. সং. ১৭।

২২। ভা. বি. ১. ৫, ১০. ১৫।

২৩। Apte's Sanskrit-English Dictionary.

২৪। ‘লক্ষণীয়—কু হু য় হইতে হু য়, ভা. বি. ১. ৮৪।

দে ব কু ল হইতে দে উ ল, রা জ কু ল হইতে রা উ ল প্রভৃতির শব্দ
 জন্মিয়াছে। এই নিয়মামুসারেই পুরা ত ন হইতে প্রাকৃতে পুরা ণ হইয়াছে;
 কিন্তু বৈদিককাল হইতেই ইহা সংস্কৃতে চলিতেছে। সংস্কৃত মা ত
 হইতে এইরূপেই প্রাকৃতে মা আ (অথবা মা য়া), এবং তাহার পর মা
 হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী-অর্থে মা শব্দ সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে।
 লক্ষ্মী মাতার জায় লোকগণকে পোষণ করেন বলিয়াই তিনি লো ক মা য়া
 এবং সেই জন্তই তিনি মা ; অন্যথা লক্ষ্মীর মা-নাম হইবার অপর কোন
 কারণ নাই। বাঙলায় আমাদের মায়া অথবা মেয়া, বা মেয়ে
 শব্দ চলিত আছে। ইহার সহিত পালির জীজাতিবাচক মা তু গা ম শব্দ
 তুলনীয়। মা তু গা ম শব্দের সংস্কৃত মা তু গ্রা ম অর্থাৎ মাতৃ-
 শ্রেণী—মাতৃজাতি। বাঙলাভাষীরাও এইরূপে সমস্ত জীজাতিকে
 মায়া (অথবা মেয়া, বা মেয়ে) অর্থাৎ মাতা বলিয়া সম্বোধন
 করিয়াছে।

বাঙলায় নারায়ণ স্থানে নারায়ণ বলিবার মূলেও ইহাই। এবং
 এইরূপেই অঙ্ককার (=অঙ্ক আর=) হইতে আঙ্কার, কুঙ্ককার
 (=কুঙ্ক আর=) হইতে কুঙ্কার বা কুঙ্কার বা কুমার; এবং
 উপাস হইতে উপাস, ইত্যাদি হইয়াছে।

বিল্লিষ্টকে সংশ্লিষ্ট করিবার পূর্বোক্ত নিয়মেই চরিত্তং হইতে চর্তুঃ
 (মহা. ভা. ২. ১১২. ১৮-২১.), পরিষৎ হইতে পৰ্বৎ, পাপরিষৎ
 হইতে পাপৰ্বৎ, নৃতন হইতে নৃত্ত, এবং প্রতন হইতে প্রত

২৫। বৌ. ধ. সূ. ১. ১. ৮; বা. স. ১.৩।

২৬। ভা. ৩.১৩.২।

২৭। নৃতন শব্দের নু হইয়াছে ন ব শব্দ হইতে; জটব্য—“ন ব ত্ত নু-আদেশঃ”
 —পাণিনি ৫.৪.২৫, ব্যাক্তিক।

হইয়াছে।^{২৫} প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিষচনে বো ম নী-বো য়ী, এবং
শ্রমীর এক বচনে বো ম নি-বো য়ি প্রভৃতি পদও এইরূপে হইয়াছে
লিয়া মনে হয়।

অমরেশশিক্ষায় (নি. সং. ১২৮) তৈ ত্তি রী য়া পাং স্থলে তৈ ত্রা পাং
পদেরও পূর্বোক্ত ভিন্ন অপর কারণ দেখা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যে সূত্রসিদ্ধ প চ্ছঃ পদটিও এই নিয়মেই প দ শঃ
অথবা পা দ শ হইতে সংশ্লিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ॥

আবার যাক্দের মত ধরিলে বলিতে হয় যে, এই নিয়মেই অ গ্র গী
(নী) হইতে অ য়ি পদ হইয়াছে (অ গ্র গী = অ গ্গ নী = অয়ি)।^{২৬}

স্বরবিয়োগাদির দ্বারা শব্দকে এইরূপ সংশ্লিষ্ট করিবার একমাত্র কারণ
কৃত উচ্চারণ, ইহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। সমস্ত ভাষাতেই
এইরূপ আছে। বাঙলায় প ড়ি তে স্থানে প ড়্ তে, ব লি তে স্থানে
ব ল্ তে, ইত্যাদি সূত্রসিদ্ধ।

দন্ত্য স স্থানে তলব্য শ, অথবা তালব্য শ স্থানে দন্ত্য স সংস্কৃতে এত
হইয়াছে যে, সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। মাগধীপ্রাকৃতে সাধা-
রণত সর্বত্রই তালব্য শকার, এবং অন্যান্য প্রাকৃতে সর্বত্রই দন্ত্য সকার
প্রযুক্ত হয়, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃতের মধ্যে যে এই

২৫। অষ্টব্য—বার্তিক, পার্শ্বিনি, ৫. ৪. ২৫.। রত্ন হইতে প্রাকৃতে র ত ন হয়, এইরূপ
নৃত্ব হইতেই নূ ত ন, এবং প্র ত্ব হইতেই প্র ত ন হইয়াছে বলিতে পারা যায়; কিন্তু
স দা ত ন, অ দা ত ন ইত্যাদি বহু স্থলে ত ন দেখা যাওয়ার ইহাকেই আদিম বলিয়া
ধরিতে হয়।

২৬। “অয়িঃ কআং ? অ গ্র গী ভবতি. অ গ্রং হি যজ্ঞেযু প্রণীয়তে.” অপর নির্দেচন—
“অসং নয়তি সম্রমানঃ, অক্লোপনো ভবতীতি হৌলজীবিঃ, ন ক্লোপয়তি স্নেহয়তি। ত্রিতা
দাধাতোভ্যো জায়ত ইতি শাকপুণিঃ; ইতান, অক্লান্ বদান্ বা, নীতাং; স যথেষ্টেরকার-
ণাদন্তে, পকারবনজ্ঞেবা হহন্তেবা, নীঃ পরঃ।” নি. ৭. ৪. ১।

বিপর্যায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ প্রাকৃতপ্রভাব ভিন্ন কিছুই নহে।

বৈদিক সাহিত্যে $\sqrt{স দ্ ও} \sqrt{শ দ্}^*$ উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু যদিও তাহারা ধাতুগাঠে পৃথক্-পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাহার সর্বপ্রথমে একই ছিল। বৈদিক সাহিত্য হইতেই এইরূপ হইরে আরম্ভ হইয়াছে। কন্যার ভাতা-অর্থে আমরা শ্রা ল শব্দ ব্যবহার করি কিন্তু ঋগ্বেদের (১. ১০৯. ২) প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া আমরা নিগূঢ় বলিতে হইবে যে, পূর্বে তাহা শ্রা ল ছিল, পরে প্রাকৃত উচ্চারণে শ্রা ল হইয়াছে। যাক্‌বের সময়ও শ্রা ল ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।**

বাঙলার কুলো-অর্থে সংস্কৃতে শূ প, সূ প উভয় পদই দেখা যায়। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পূর্বে শূ প ছিল, তাহার পর সূ প হইয়াছে; সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও নিরুক্তে আমরা শূ প শব্দই দেখিতে পাই।***

বৈদিক সংস্কৃতে আমরা সর্বত্রই ব সি ঠ দেখিতেছিলাম, কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে তাহার অর একটি রূপ হইয়াছে ব শি ঠ।

বক্ষ্যমাণ শব্দযুগ্মগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সর্বপ্রথমে একটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং কালক্রমে তাহাই পরিবর্তিত হইয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে :—বি কা স তে, বি কা শ তে; বি ক স তি, বি ক শ তি; কি স ল য়, কি স ল য়; ইত্যাদি। আবার কো য়, কো শ; পরিচ্ছদার্থে বে য়, বে শ। বৈদিক কালে সূ ক র (ঋ. স. ৭.

৩০। অঃ—“অগ্নির্বা ব শ শা দ, অগ্নে বা ব শা দ নবহরা বা ব শে ছঃ”—শত. ব্রা. ২. ১. ২. ১৩।

৩১। “শ্রা ল আসন্নঃ সংযোগেনতি নৈবানাঃ, শ্রান্নানাবগতীতি বা”—নি. ৩.২.৩।

৩২। অথ. স ৯. ৩. ১৩, ইত্যাদি; শত. ব্রা. ১. ১. ১. ২২, ইত্যাদি; নি. ৩. ২. ৩।

৫৫. ৪., অথ. স. ২. ২৭. ২) ছিল, পরে শূ ক র হইয়াছে। এইরূপ স র ল (বৃক্ষ), শ র ল ; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ কখনই যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই, প্রাকৃতসংসর্গে উচ্চারণের ভেদেই ইহারা মূলত এক হইলেও ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত ধাতুগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, মূল এক-একটি ধাতু প্রাকৃতপ্রভাবে কিরূপ পরিবর্তন প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাধারণ প্রাকৃতের নিয়মে আদি যকারস্থানে জকার হয়।^{৩৩} এবং সেই নিয়মেই বর্জনার্থক $\sqrt{যু}$ গি হইতে $\sqrt{জু}$ গি, এবং $\sqrt{যু}$ ত্ব হইতে $\sqrt{জু}$ ত্ব হইয়াছে। অথবা মাগধীপ্রাকৃতের নিয়মে^{৩৪} $\sqrt{জু}$ গি হইতেই $\sqrt{যু}$ গি হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অন্তর্জও এইরূপ।

প্রাকৃতের নিয়মেই (১.৪৩৮) $\sqrt{ত্ব}$ গি হইতে $\sqrt{ত}$ গি, $\sqrt{ত্ব}$ ঙ্গ হইতে $\sqrt{ত}$ ঙ্গ, এবং $\sqrt{ত্ব}$ হইতে $\sqrt{ত}$ হইয়াছে।^{৩৫}

$\sqrt{চ}$ ন্ এবং $\sqrt{চ}$ ল্ ধাতু একই।^{৩৬} আবার, $\sqrt{রি}$, $\sqrt{লি}$ এবং $\sqrt{ই}$, এই তিনটিও এক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ $\sqrt{জু}$ ঙ্গ, $\sqrt{মু}$ ঙ্গ, ও $\sqrt{জু}$ চ্- $\sqrt{মু}$ চ্ এই চারিটি ধাতু বস্তুত এক।

প্রাকৃত প্রভাবেই $\sqrt{ক্রু}$ ঙ্গ হইতে $\sqrt{কু}$ ঙ্গ ধাতু হইয়াছে। এইরূপ ক্রীড়ার্থক $\sqrt{কে}$ ল্ ও $\sqrt{ধে}$ ল্,^{৩৭} গতার্থক $\sqrt{পে}$ ল্ ও $\sqrt{ফে}$ ল্,^{৩৮} সেচনার্থক $\sqrt{গু}$ ও $\sqrt{ঘু}$, ভোজনার্থক $\sqrt{চ}$ ম্, $\sqrt{ছ}$ ম্, $\sqrt{জ}$ ম্, ও $\sqrt{ঝ}$ ম্

৩৩। প্রা. প্র. ২. ৩১।

৩৪। “জ-দ্য-বাং বঃ”—হে. চ. ৮-৪. ২৩২।

৩৫। ধাতুগাঠে $\sqrt{যু}$ অর্থ শব্দ ও উপভোগ লিখিত হইলেও কথ্যে (২. ৩. ১৮. ১) তাহা পতি-অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়, এবং বাস্তব তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (নি. ৩. ২. ৬)।

৩৬। মাগধীপ্রাকৃতে রকার স্থানে লকার হইয়া থাকে, হে. চ. ৮. ৪. ২৮৮।

৩৭। ক=ধ, যথা, কী ল=ধী ল।

৩৮। প=ক, যথা, প ক ব=ক ক স।

ধাতু মূলত এক। এইরূপ $\sqrt{\text{কা}} \text{ স্}$ ও $\sqrt{\text{কা}} \text{ শ্}$, $\sqrt{\text{অ}} \text{ ন্ স্}$ ও $\sqrt{\text{অ}} \text{ ন্ শ্}$, $\sqrt{\text{বা}} \text{ স্}$ ও $\sqrt{\text{বা}} \text{ শ্}$, $\sqrt{\text{অ}} \text{ ন্ ত্}$ ও $\sqrt{\text{অ}} \text{ ন্ শ্}$ এবং $\sqrt{\text{স্ত}} \text{ ও } \sqrt{\text{ত্}}$ ইত্যাদি। ধাতুপাঠে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই এতাদৃশ ভূরি-ভূরি ধাতু পাওয়া যাইবে। উচ্চারণের বৈচিত্র্যে এইরূপেই এক-একটি ধাতু ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; এবং যদিও তাহারা মূলত এক, তথাপি সংস্কৃত বৈয়াকরণিকগণ তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ধাতুগণ যে ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া তাহারা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাও তাহার অন্ততম কারণ।^{৩৩}

প্রাকৃত বাক্যনাস্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় না, এই সমস্ত প্রাকৃত সকারান্ত শব্দগুলির সকারের লোপ হইয়া থাকে। যথা, মন স্ শব্দ প্রাকৃতে হইবে মন। সংস্কৃতও মধ্যে মধ্যে অনেক স্থলে এই পদ্ধতি অজ্ঞাতে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। আপস্তম্বধর্মশাস্ত্রে (১. ১. ২. ২১) অ ধ স্ শব্দকে অ ধ করা হইয়াছে;^{৩৪} আবার তাহাতেই স র্ ব তঃ স্থলে স র্ ব ত পঠিত হইয়াছে।^{৩৫} সংস্কৃতে এক্রণ প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা, “পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়া শি রে;”^{৩৬} এখানে শি র স্ শব্দকে শি র বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহাভারতে (১. ৯১. ৫) অ নো কঃ শা য়ী স্থলে অ নো ক শা য়ী পদ দেখা যায়। এতাদৃশ প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াই বৈয়াকরণিকগণ বলিয়াছেন যে, সমস্ত সকারান্ত শব্দই বিকল্পে অকারান্ত

৩৩। “মিলিত্বিকপি-প্রভৃতীনাং ধাতুভ্যঃ, ধাতুগুণস্তাপরিসমাপ্তেঃ । বর্জিত এব ধাতুগুণ ইতি হি শব্দবিদ আচক্ষতে ।” কা. হৃ. ৫. ২. ২।

৩৪। “অ ধা স ন শা য়ী;” শীকার হরহন্ত এখানে লিখিয়াছেন—“অধঃশব্দস্ত সর্বলীর্ণছন্দসঃ, অপপাঠো বা (১)।”

৩৫। “স র্ ব তো পে তং বার্বাণীয়স্”—মা. ধ. হৃ. ১. ৬. ১৯. ৮। হরহন্ত এখানে “হালসো গুণঃ” লিখিয়াছেন।

৩৬। বায়ুপুরাণ (?)।

২য়। এইরূপেই আকাশবাচী বি হা য় স্ হইতে বি হা য় হইয়াছে, আবার বি হা য় স্; ১০ এবং বোম ন্ হইতে বোম ন শঙ্ক ও সংস্কৃতে পাওয়া যায়। ১১ ভাগবতে (৩. ২৫. ৫) বিন্দু স রে (=স র সি), আবার ভলো কাঃ (১০. ১. ৪০) স্থলে জ লু কা লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে (৩. ৪৯. ৩৮, ৫০. ১) জ টা য় স্ এবং জ টা য় এই উভয় শব্দেরই অসংক্লেশ প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ পা পী য়া নি (গো. ব্রা. পূর্ব. ২.৩)।

প্রাকৃতে সন্ধির কি প্রণালী তাহা মূল গ্রন্থের সন্ধিকল্প দেখিলেই বুঝা যাইবে। ঐ নিয়মে প্রাকৃতে হি+এতৎ=হে তৎ হইবে। সংস্কৃতে এরূপ প্রয়োগ বহুল আছে। যথা কুল টা, শ ক জু, ক র্ক জু, সারঙ্গ, ১২ ইত্যাদি। এতাদৃশ সন্ধিকে নিয়মিত করিবার জন্তই বার্তিক-কার কাত্যায়নকে একটি সূত্র করিতে হইয়াছে। ১৩ স্ক লো ঠ্, স্ক লো তু প্রভৃতি পদের জন্তও তিনি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৪ এবং পাণিনিকেও শি বা য়ো ম্, শি বে হি প্রভৃতি পদের জন্ত সূত্র করিতে হইয়াছে। ১৫ প্রাকৃতে যাহা অপ্ৰতিহত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল, বৈয়াকরণগণের চেষ্টায় সংস্কৃতে প্রতিকল্প হইলেও তাহা মধ্যে মধ্যে নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে বিরত হয় নাই। এইজন্য এতাদৃশ বৈধ পৰ প্রাচীন বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আমরা দেখিতে পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১. ৪.৪. ৩) কা+ইতি=কাতি দেখা যায়। গোশথ-

১৩। তুলনীর—আ চা র্ঘ্য ব চ স (শত. ব্রা. ১১. ২. ৩. ৩)। এইরূপেই ব্যাকরণগোষ্ঠ ১ ক ব চ স্ প্রভৃতি পদ হইয়াছে।

১৪। “গগনং পুঙ্গবং স্বৰ্গং বসজং বোম য় নং হরং। বোম য় নং বি হা য় ঙ্গ বিহারন্ত
বি হা য় স্ য়।” মহেশ্বরমিত্রাকৃত পর্যায়রত্নমালা, MS. p. 1178.

১৫। অথ. স. ২. ৩২. ২, ৫. ২৩. ২; শত. ব্রা. ১৩. ৩. ৩. ২।

১৬। পা. ৬.১.২৪।

১৭। পা. ৬.১. ২৪।

১৮। পা. ৬. ১. ২৫।

ব্রাহ্মণে (পূর্ব. ২. ৬) মে+আ যুঃ=মে যুঃ করা হইয়াছে। আপত্ত্য-
। ধর্মসূত্রে (১. ১. ২. ১৩) পা দো ন (পা দ+উ ন) স্থানে পা দুন পদ
দৃষ্ট হয়।^{৪২} ভাগবতে (৮.২২.২) মে+ঈ রি তং=মে রি তং লিখিত
হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা এরূপ প্রাকৃত প্রয়োগ অনেক
দেখিতে পাই। মহাভারতে মে+আ শ্রুং সন্ধি করিয়া মে শ্রুং করা
হইয়াছে।^{৪৩} ভগবদগীতার (১১. ৪১) স খে+ই তি সন্ধি করিয়া
স খে+তি লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে তু গাঃ+অ শু=তু গা শু (৬.
৭১. ২০), ল ক্ষ গাঃ+উ বা চ=ল ক্ষ গো বা চ (৬. ৮৪. ৬), ত তঃ+
উ বা চ=ততো বা চ (৩. ১৩. ১২; ৬. ৯৫. ৯), এ যঃ+আ
হি তা যিঃ=এ যো হি তা যিঃ (৬. ১০৯. ২৩)। এইরূপ অ প্স রঃ+
উ র গঃ=অ প্স রো গ (৭. ৪২. ২১)। কর্তোপনিষদের (১. ৩. ১২)
গু চো জ্ঞা শব্দও এই প্রকার। ভাগবতে (২. ৬. ১৫) ন ভঃ+ও ক নৃ
=ন ভৌ ক নৃ. এবং সঃ+উ প বি বে শ=নো প বি বে শ (১. ১৯.
২৯) দৃষ্ট হয়।

ইহা ছাড়া রামায়ণে আরো অনেক প্রাকৃত প্রয়োগ পাওয়া যায়।
এখানে কয়েকটি প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, সাধারণত সর্বত্র বি ছ্য জ্
জি হ্ব পদ প্রযুক্ত হইলেও (৬. ৩১. ৬, ৯; ইত্যাদি) প্রাকৃতের নিয়মে
অন্তস্থিত তকারের গোপে আবার বি ছ্য জি হ্ব লিখিত হইয়াছে (৬. ৩২.
৪১)।^{৪৪} ভাগবতে (২. ৬. ১৫) ত ড়ি ত পদ দেখা যায়।

৪২। ব্যাখ্যাকার হরদত্ত লিখিয়াছেন, “পরম্পং ক ত ভ (কৃতান্ত ?)-১৭১” এইরূপই
পা দুন অথবা প দুন হইতে প উ ন, এবং শেষে গো নে কথা বাঙলায় আসিয়াছে।

৪৩। “নিবৃত্তক ততো মে শ্রুং প্রকৃষ্টা চ সরস্বতী”-মহা. শান্তি, ৩১৮.৭।

৪৪। এখানে বি ছ্য জ্ জি হ্ব পাঠ স্বীকার করিলে হ্রস্বোৎসর্গ হয় না; “স বিট্ট-
অহেন সঠৈব উচ্ছিঃ।” নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তকে পূর্বোক্ত পাঠই আছে।

প্রাকৃতে ৎ+স=চ্ছ হয় ; যথা, ব ৎ স—ব চ্ছ, (বাঙলায় বা ছা, ১. §৩৫) । রামায়ণেও (৬. ৪. ৬৩) উ ৎ সে ক স্থানে উ চ্ছে ক পদ বহিয়াছে ।

পালি ও প্রাকৃতে ঙ্গ স্থানে গ্গ হয় (১. §৩৬) ; যথা, ফ ক্ত = ক গ্ গ্ত । সংস্কৃতের শু গ্ গ্ত লু শব্দ এইরূপেই উৎপন্ন ; কাত্যায়ন-শ্রোতনৃত্তে (৫. ৪. ১৭) উহার মূল শু গ্ গ্ত লু পাওয়া যায় ।

কতকগুলি ক্রিয়াপদও রামায়ণে প্রাকৃতির নিয়মে প্রযুক্ত দেখা যায় । যথা, ত্র বী মি স্থলে ক্র মি (৬. ৯. ২০) ;^{৫২} ক রো মি স্থলে কু মি (২. ১২. ৩৬) ;^{৫৩} এইরূপ হা ত্ত সি স্থলে জ হি যা সি (৬. ১০৬. ২৭) ।^{৫৪}

সংস্কৃতের গিচ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে আ প য় এবং আ পে,^{৫৫} এবং প্রাকৃতে আ বে প্রত্যয়ও হয় ।^{৫৬} রামায়ণের বক্ষ্যমাণ পদগুলির সহিত ইহার বিশেষ সন্ধক প্রতীয়মান হয় । যথা, জী বা পি ত (৭. ২৬. ২৭), তর্জা প য় তি এবং ভ র্ সা প য় তি (৬. ৩৪. ৯) । ভাগবতে (৩. ৩০. ২৭) ভি দা প ন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় । আবার আশ্বলায়নগৃহ্য-নৃত্তেও (১. ২৪. ৯) প্র কা লা প য়ী ত^{৫৭} পদ দৃষ্ট হয় ।^{৫৮}

আবার শানচ্ প্রত্যয় করিয়া উৎপন্ন রামায়ণের চি স্ত য়া ন (৬. ৪৬.

৫২ । ত্র ২—৪. §৩১ ।

৫৩ । পালিতে কু শ্মি প য় হয় ; ৪. §৮৭ ।

৫৫ । ৪. §২১৩, ২১৫ ।

৫৪ । ৪. §১৪৯, §১৫১ ।

৫৬ । প্র. প্র. ৭. ২৩ ।

৫৭ । পালির আ প য় প্রত্যয়ের সন্ধক ধরিলেও প্র কা লা প য়ে ত পদ হওয়া উচিত হইল, কিন্তু পূর্বাধিকৃত প্রাকৃতনকিপ্রভাবে তাহা হয় নাই । প্রাচীন সংস্কৃতে এরূপ বহু পদ পাওয়া যায়, যথা—আপত্তবধ্বন্যনৃত্তে অ তি বা দ য়ী ত (১. ৫. ১২ ; ১৩ ; ১৪. ১৬ ; ২২) ; প্র সা র য়ী ত (১. ৬. ৩ ; ১. ৩১. ৮) ; প্র কা ল য়ী ত (১. ২. ২৪, ২৯ ; ৩. ৩০) ; আশ্বলায়নগৃহ্যনৃত্তে বে দ য়ী ত (১-২২. ৯, ১০) । আপত্তবধ্বন্যনৃত্তেও এইরূপ আছে ।

৫৮ । সংস্কৃতব্যাকরণের হা প য় তি, অ র্ধা প য় তি, প্রভৃতি পদ ভুলনীয় ।

১৪, ৭. ৩৭. ৯), বেদ য়া ন (৭), বি অ য়া ন (৬. ৫২. ৯৫), প্রা থ য়া ন (৬. ৯৪. ১৩), ইত্যাদি পদগুলি পালির খা দা ন, চা রা ন ইত্যাদি পদেরই জায় (৫. § ১৫)। অত্রাও এইরূপ পদ দেখা যায়; যথা, মহাভারতে (১.১.১৭৬, ১৮১) দ র্শ য়া ন; বোধায়নধর্ম্মসূত্রে (১১. ২. ৯) অ ধি গ চ্ছা ন; শ্রীমদ্ভাগবতে (৩. ১. ১৬) মা ন য়া ন, ইত্যাদি। আবার গোপথ ব্রাহ্মণে (পূর্ব. ২.৪) ই চ্ছ য়া ন।

আবার অ ভি ষে চ ন স্থানে রামায়ণে অ ভি ষি ঞ্চ ন (২. ১০৭. ৯), এবং ক র্ত্ত ন স্থলে ঔশনসস্মৃতিতে কৃ স্ত ন পদ (আনন্দাশ্রমের স্মৃতি-সমুচ্চয় ৪৭ পৃ:) প্রাকৃতভাবেই উৎপন্ন। ভাগবতেও (৩. ৩০. ২৭; ৬. ২. ৪৬) ইহার প্রয়োগ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬. ১. ৫) ন থ নি কৃ স্ত ন শব্দসম্বন্ধেও এই কথা।

প্রাকৃতে প স্থানে ব হইয়া থাকে; ^{১১} যথা, শা প স্থানে সা ব, ইত্যাদি। এই নিয়মেই সংস্কৃতে ত্রি পি ষ্ট প এবং ত্রি বি ষ্ট প, জ পা এবং জ বা, ও লি পি এবং লি বি, ^{১২} এই উভয়বিধ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ^{১৩}

সংস্কৃতব্যাকরণানুসারে √ক্র ধাতুর বর্ত্তমান কালেই আ হ, আ হঃ প্রভৃতি পদ হয়। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে অতীত কালে ঐ পদ প্রবৃত্ত হইয়াছে। পালি ব্যাকরণে দেখা যায় যে, ঐ সকল পদ উভয় কালেই হইতে পারে। ^{১৪} অতএব আমাদের কাছে বলিতে হইবে যে, পালি হইতেই এতাদৃশ প্রয়োগ

৫১। প্রা. প্র. ২. ১৪; হে. চ. ৮. ১. ২২১।

৬০। এখানে বর্গীর্ষ ব গণনীয় নহে। পাদিনি (৩. ২. ২১) উভয় শব্দই ধরিয়াছেন।

৬১। চুল্লিকাও পৈশাটী প্রাকৃত-সভে (হে. চ. ৮. ৪. ৩২৫) জ বা প্রভৃতি হইতেই জ পা প্রভৃতি হইতে পারে।

৬২। জঃ—৪, § ১৩৭, ১২৯; ব. সি. ১৮৩ পৃ. ৪৪৫ স্থ., ২০০ পৃ. ৪৮৮ স্থ.।

জানিয়াছে। কাব্যালঙ্কারসুত্রসুতিকার বামনও লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ পদগুলি সংস্কৃতে অতীতকালেও ব্যবহৃত হয়।**

দেশী প্রাকৃতেরও অনেক শব্দ ক্রমে ক্রমে সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুরাবিশেষবাচী হা লা শব্দ খাঁটি দেশী প্রাকৃত। কিন্তু “হিদ্দা হা লা-মভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কং” (মেঘদূত, ১.৫০) বলিয়া কালিদাসও মাঘপ্রভৃতি অজ্ঞাত কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।** এইরূপ আগ্রহ বা নির্বন্ধ-অর্থের হে বা ক (স্ত্রা. ম. ৬, বিক্রমা. ১৮. ১০১), এবং সুন্দর বা লাভণ্য-অর্থের ল ট ভ (বিক্রমা. ৮. ৬; ভট্টহরি-বৈরাগ্য-শতক, ৩২)।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিহ্নামণি একটুমাত্র দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, এতাদৃশ কত শব্দ তিনি সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন। বাঙলার খি ড় কী (দরজা) অর্থের তিনি সংস্কৃত পাইয়াছেন খ ড় ক্কা।** সংস্কৃত দং ষ্ট্রা হইতে পালিতে দা ঠা, ও প্রাকৃতে দা চা হয়; কিন্তু হেমচন্দ্র ইহাকেও সংস্কৃত করিয়া লইয়াছেন—“দা টি কা দং ষ্ট্রি কা দা চা।”

বাঙলার আমরা কোন ব্যবসারে টাকা খা টা ন বলি। হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্রে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ঐ খা টা ন পদের মূল খ ট্ট খাতুর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি; সেখানে খ ট্ট য়ে ৭ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, “পদমায়ান্নিবিং কূর্ঘ্যাং পদং বিস্তার

৩৩। কা. সূ. ৫. ২. ৪৪।

৩৪। এহলে বামনের কাব্যালঙ্কারসুত্র (৫. ১. ১৩) হইতে এই কয় পঙক্তি উদ্ধৃত হইতেছে:—“অতিপ্রযুক্তং দেশতাবাপদম্। অতীত কবিত্তি: প্রযুক্তং দেশতাবাপদং প্রযোজ্যং; যথা—‘যোনিদিত্যভিল্লাষ ন হা লা ন্’ (মাঘ. ১০. ২১) ইত্যত্র হা লে তি দেশতাবাপদম্।” কিন্তু শব্দকল্পক্রেমের বৈয়াকরণিক লেখক লিখিতেছেন—“হা লা হ ল্য তে কথ্যত ইব চিত্তমনেনেতি হল্ + ঘঞ, টাপ্।” অতুত নির্বচন!

৩৫। “পক্ষযারে খ ড় ক্কা”—অভিধানচিহ্নামণি।

খ টু য়ে ২” (যো. শা. ১ম প্রকাশ, ১৫১ পৃ.)। ইহা অপেক্ষা আর বি
কৌতুকাবহ পদ হইতে পারে ?

বর্তমান সংস্কৃতে এরূপ পদও দেখা যায়, বাহা মূল সংস্কৃত হইতে
প্রাকৃত রূপ ধারণ করিবার পর আবার নূতনরূপে সংস্কৃতে আসিয়া দেখা
দিয়াছে। সংস্কৃত ত হইতে পালিতে দ ক হই, দ ক হইতে ধ ক, এবং
এই ধ ক হইতে সংস্কৃতে ধ ক্তি ত পদ (জ্ঞানকুম্মাঞ্জলির হরিদাস টীকা
প্রযুক্ত হইয়াছে)।*

সংস্কৃতে ভ লু ক ** শব্দ আছে, আবার উহা হইতে মাত্ৰাহুসা
প্রাকৃত নিয়মে উৎপন্ন ভা লু ক শব্দও সংস্কৃতে চলে।** দ্বিৰূপ, দ্বিৰূপ
কোষসমূহে যে সকল শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাকৃত
প্রভাবে স্বরমাত্রাদিভেদ ও উচ্চারণাদিভেদ হওয়ায় উৎপন্ন।** বধা
অ গা র, আ গা র ; আ প গা, অ প গা ; অঙ্গুর, অ ঙ্গুর ; পু র ব
পু র ব ; অ গ স্ত্র্য, অ গ স্ত্রি ; প্র তি শ্রা য়, প্র তি শ্রা ব। আবার—

“বিরিঞ্চিনো বিরিচিনো বিরিঞ্চী চ বিরিঞ্চনঃ।

বিরিঞ্চিচ বিরিঞ্চিচ বিরিঞ্চীরপি কথ্যতে ॥

* * *

পিতা পিতামহঃ পীতা বিধাতা বিধতা ধতা ॥” * *

৩৩। ত হ্রা হইতে দ ক, দ ক হইতে ধ ক, এবং ধ ক হইতে ধা ক ; বাঙলায়
ধ ক কথারও প্রয়োগ আছে।

৩৪। ভ লু ক শব্দও আছে।

৩৫। “ভা লু কো ভল্লুকোহপি চ”—ভট্টোজ্জীকিতকৃত শব্দভেদপ্রকাশ, MS. p
1204.

৩৬। “কচিমাভাকুতো ভেদঃ কচিষকুতোহত্র চ”—শ্রীহর্ষ ও ভট্টোজ্জীকিত, MS.
pp. 1112, 1204.

৩৭। অধিকারিত-কৃত বিশেষায়ত্ত, MS. p. 1196.

আবার আকারান্ত হু হি তা, ১১ মা তা, ১২ ও সী মা শব্দের সত্তাবও চিস্তনীয়।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, প্রাকৃত সংস্কৃতের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই।

পূর্বে বেরূপ আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে পালি ও প্রাকৃতের কতদূর গুরুত্ব আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

বাঙলা, মারাঠী, হিন্দী প্রভৃতি আৰ্য্যভাষামূলক প্রাদেশিক ভাষা-সমূহকে যদি কেহ বিশেষরূপে জানিতে চাহেন, ভারতের প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পালি ও প্রাকৃত-জ্ঞান আবশ্যক চনা করিতে হইবে। সংস্কৃতের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহা অপেক্ষা পালি-প্রাকৃতের সম্বন্ধ অনেক ঘনিষ্ঠ। এই অন্য বাঙলাপ্রভৃতির কোন শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমে আমাদেরই হইবে। সংস্কৃতের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার পুর সংস্কৃতের নিকট। যথা, বাঙলার বাঁ বা শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত বৎসা, এবং তাহার মূল সংস্কৃত বৎসা। বাঙলা হা ত শব্দের মূল পালি বা প্রাকৃত হ থ, এবং ইহার মূল সংস্কৃত হ ত্ত।

ইহা কেবল সংস্কৃতমূলক ও সংস্কৃতসম বাঙলাশব্দের কথা, প্রাদেশিক ভাষায় দেশী কিস্ত যে সকল শব্দ সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃতসম প্রাকৃত মূল এবং নহে, খাঁটি দেশীপ্রাকৃতজ, তাহাদের বেলা তাহার সম্বন্ধ কখনো সংস্কৃতের নিকট গেলে চলিবে না ;

১১। “হু হি তাং সমুদ্যাপিঃ”—মহাভারত, বিরাট. ১২. ৫ ; নীলকণ্ঠীক। উটব্য।
“হু হি তাং তথা”—বৃহদ্রসংহিতা. ৩. ৭।

১২। “বিশেষরূপে বি বা তাং চণ্ডিকা প্রপাদ্যাহবু”—শিবরহস্ত (শব্দকল্পদ্রুম)।

কেননা, কামদূষা সংস্কৃতভাষা ব্যাকরণের বলে একটা ধাতু ধরিয়া কল্পনা করিয়া “ধাতুনাম্ অনৈকার্থত্বাৎ” বলিয়া একটা ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন,^১ কিন্তু শব্দতত্ত্বকে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং একটা বিষয় ভ্রান্তির আবরণে তাহা আচ্ছন্ন করা হয়। প্রাকৃত-দেশী শব্দগুলির মূল সম্বন্ধে প্রাকৃতই যে ঠিক কিছু বলিয়া দিতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু তাহা ভ্রমের আবরণ আনিয়া উপস্থিত করে না। দেশী প্রাকৃত বলিয়াই আমরা বিশ্রাম করিতে পারি; এবং দেশী প্রাকৃত শব্দের মূল যতটুকু ইহাতে অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকু সংস্কৃতের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। যেমন বাঙলায় বে ল্লি ক শব্দের মূল বায় না। দেশী প্রাকৃত বে ল্লি^২ এখানে ইহার সংস্কৃত মূল অব্বেষণ করিতে হইলে আমাদের ভুল করা হইবে। এইরূপ উৎসুক বা ঔৎসুক্য-অর্থে বাঙলায় হ ল ক ল শব্দের মূল দেশী প্রাকৃত হ ল্ল প্ফ ল;^৩ ইহার সংস্কৃত মূল নাই, এবং ব্যাকরণের বলে উদ্ভাবিত করিতে গেলে তাহা অপকারের জন্যই হইবে।

বাঙলা শব্দের মূল-ও ব্যুৎপত্তি-বোধক একখানি অভিধানের অভাব সাহিত্যিকগণ অনেক দিন হইতেই অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু যতক্ষণ বিশেষরূপে প্রাকৃতের প্রাদুর্ভাব-রচনার প্রাকৃতজ্ঞানের আলোচনা না হইবে, তত দিন তাহাতে হস্তক্ষেপ করার বিশেষ কোনো ফল হইবে না। বাঙলায়

১। যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে দেশীপ্রাকৃত হা লা শব্দের ব্যুৎপত্তি শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে:—“হ ল্যা ত কৃষাতে ইব চিত্তমনোমতি, হ ল+ঘঞ, টাপ্।” ইহাই হা শিন্দীত ইষ্টপিট=stupid! অথবা মজান্ হুটান্ ট তাড়মতীতি ট্‌ন্‌ বাটিষ্ট্রি=magistrate! কোনে! সংস্কৃতবিদ্যার্ণী এইরূপই বলিতেন শুনিয়াছি।

২। “বেল্ল অবিরঞ্জে”—স. সা. ৫. ১১।

৩। মালদহে প্রসিদ্ধ আছে—সে শুনিয়া হ ল ক ল করিতে লাগিল।

৪। কু. চ. ৫. ১৪; হে. চ. ৮. ২. ১৭৪।

দ্রষ্টব্য ভাষান্তরের শব্দের জন্য তত্ত্বং ভাষারও আবশ্যকতা আছে বলা
হাল্য।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ জগতের জন্ম-জরা ও রোগ-মরণে বিচলিত হইয়া
বৌদ্ধধর্ম জানিতে হইলে সমস্ত সম্পৎ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাভি-
পালি-অধ্যয়ন নিকৃৎমণপূর্বক দীর্ঘকাল কঠোর তপস্তা ও
আবশ্যক অদম্য অধ্যবসায়ে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে ধর্মের
প্রচারে জগৎকে এক অভিনব শান্তি-নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন,
যে ধর্মের অভ্যাসে এক দিন ভারতবর্ষে বহুদিকে বহুবিধ উন্নতি
দৃষ্ট হইয়াছিল, যে ধর্ম অবলম্বন করিয়া আজ পৃথিবীর এক-
হুতীয়াংশ লোক পরিচলিত হইতেছে, এবং সেই জনাই বাহা কাহারো
ঐশ্বর্যভাজন হইবার যোগ্য নহে, তৎসম্বন্ধে যদি স্বার্থ ভাবে কিছু
মানিতে হয়, তবে পালি অধ্যয়ন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মহাবান বা
ঐদোচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গাথা বা সংস্কৃতনিবদ্ধ গ্রন্থ পড়িলেই চলিবে
॥ জিজ্ঞাসুকে তথাকথিত হীনবান বা অবাচ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পালি-
চিত শাস্ত্র পড়িতেই হইবে।

অপর দিকে বৌদ্ধধর্মের অভ্যাসের সঙ্গে-সঙ্গেই পাশা-পাশি আর
জৈন ধর্ম জানিবার অন্ত যে একটি ধর্ম প্রকাশিত হইয়া নিজের দিকে
প্রাকৃত জ্ঞান জনগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, পার্শ্বনাথের
আবশ্যক পরেই অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর যে ধর্মপ্রচারে
দীক্ষিত হইয়া নরগণের ক্লেশগ্রাসিমোচনপূর্বক নি গ্রাঁ হ না থ নাম
ধারণ করিয়াছিলেন, যে ধর্ম আশ্রয় করিয়া আজও বহুসংখ্যক লোক
পবিত্র জীবন ধাপন করিতেছেন, যে ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্মেরই জায়
ভারতে এক সময়ে বহু বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও জানিতে
হইলে প্রাকৃত অধ্যয়ন ভিন্ন গতি নাই। প্রধান প্রধান জৈন গ্রন্থ
অধিকাংশই প্রাকৃতে নিবদ্ধ। পরবর্তী কালে সংস্কৃতও অনেক হইয়াছে।

বৌদ্ধ বা জৈনগণের ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানই পালিভাষা বা প্রাকৃতভাষা
 শিষিবার একমাত্র কারণ নহে। পালি-প্রাকৃতঃ
 পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যে সাহিত্যসেবীর উপাদেয় বহু সম্পৎ রহিয়াছে;
 আলোচনার বিষয়, দার্শনিকের উপভোগ্য বহুবিধ প্রসঙ্গ ও গভীর
 প্রাচীন দার্শনিক মত বিষয়সমূহ রহিয়াছে। ভারতের পুরাকালের
 সমস্ত দার্শনিক মতই ব্রাহ্মণগণের গ্রন্থে সূত্র বা অপর কোনরূপে প্রবৃত্ত
 হয় নাই; পালি-প্রাকৃত সাহিত্যে এরূপ দার্শনিক তত্ত্ব আমরা পাইয়া
 থাকি।* ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মতগুলি যদিও সুবহু পূর্বকালে
 চিস্তিত হইয়াছিল, তথাপি বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের অভ্যাসসময় হইতেই
 তৎসমুদয় দার্শনিক গ্রন্থে লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে
 করা যায়। ব্রাহ্মণমতের কোন কোন অংশের প্রতিফল দণ্ডায়মান
 হইয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সেই সময়ে দার্শনিক চিন্তার স্রোত ফিরাইয়া
 দিয়াছিল। অতএব এই সমুদয় যদি সর্বিশেষ জানিত হয়, তবে বৌদ্ধ ও
 জৈন শাস্ত্র পর্যালোচনা না করিলে চলিবে না; এবং তাহা করিতে
 হইলে পালি-প্রাকৃত অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

বৌদ্ধজৈনযুগের ভারতীয় ইতিবৃত্ত যথাযথ জানিতে হইলে ঐতি-
 হাসিককে ঐ দুই ধর্মের ঐ দুই ভাষার প্রাচীন
 / বৌদ্ধ ও জৈন-যুগের গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিতে হইবে, অন্তর্থা
 ইতিবৃত্তসংগ্রহ তাঁহার অধ্যবসায় সম্পূর্ণ কলপ্রদ হইবে না।

৫। দৃষ্টান্তস্বরূপ কু টী স ক প্রভৃতি চতুঃস্থিৎ, ও দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মদালসূত্রোক্ত
 বাবলি, এই ধরবতি (৯০) অবোদ্ধ দার্শনিক মত উল্লেখ করিতে পারা যায়। [অত্রোক্তা উচ্ছেদ-
 বাদ ও শাস্ত্রবাদের কথা মহাভারতে (শান্তি, ২১২. ২. ইত্যাদি, ৪১; জঃ—শি. স. ২২৪
 পৃ.) পাওয়া যায়।] এইরূপ বড়বর্ণনসমূহের (২) টীকার জি রা বা দী, অ জি রা বা দী,
 ইত্যাদি ৩০০ প্রকার পা ব ভি ক (অর্থাৎ অজৈন) দার্শনিক মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—
 “অ লি হ স য় কিরিয়ানং...”।

ইহা ভিন্ন সাহিত্যিকের উপভোগ্য কাব্য-ব্যাকরণ কথা-ইতিহাস ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থই এই দুই ভাষায় আছে, বৌদ্ধ ও জৈনগণের কাব্য ব্যাকরণাদি এবং বহুস্থানে ঐ সকল গ্রন্থ সুপরিপুষ্ট ইহা বলিতে পারা যায়।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনার কিঞ্চিৎ উৎসাহ দেখা যাইতেছে, কিন্তু জৈন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি এখনো পতিত হয় নাই। সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে সচেতন হউন।

সমস্ত প্রাকৃতের মধ্যে পালিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে ; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃত পালিভাষার প্রাচীনতম সঙ্স্কৃতের পূর্ববর্তী। অতএব সিংহলীয় পালি-বৈয়াকরণিকগণের পালির প্রাচীনত্বসম্বন্ধে যে ধারণা রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তাহার বলেনঃ—

* “সি মাগধী মূল ভাষা নরা বারাদিকল্পিকা।

ত্রজাগো চ-সুতলাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে ॥”

আদিকম্বোৎপন্ন মনুবাগণ, ত্রজগণ, সম্বুদ্ধগণ, এবং যাহারা (কখন) কোন বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহা দ্বারা কথা বলিয়া থাকেন, সেই মাগধীভাষা মূল ভাষা।^২

১। “...there is scarcely a Buddhist Pali scholar in Ceylone who, in discussion of this question, will not quote, with an air of triumph, their favorite verse—,” G. Turnour, Mahavanso, Intro. p. xii.

২। এই কবিতাটি পদ্মোপনিষদ, বহুরূপনিষদ (২৭ পৃ.) প্রভৃতি বহু পালিব্যাকরণে

তঁাহারা এই মাগধী ভাষাকে স্বাভাবিক ভাষা বলেন*, এবং দেশ-
 ভাষার মধ্যেও ইহাকে তঁাহারা গণ্য করেন না।
 পালি তাত্ত্বালিক লোকের মাগধী যে স্বাভাবিক ভাষা তদ্বিষয়ে বোঝে
 আরো বলিয়া থাকেন যে, যদি কোন বালক
 অন্ধ্রদেশীয় পিতার গুহে ও দ্রাবিড়দেশীয় মাতার গর্ভে জন্মলাভ করে
 তবে সেই বালক পিতা-মাতার মধ্যে যাহার কথা আগে শুনিবে
 তদনুসারে আক্ৰী বা দ্রাবিড়ী ভাষা বলিবে। কিন্তু সে যদি পিতা
 মাতা কাহারও কথা না শুনে তবে সে মাগধী ভাষা বলিবে
 আবার, যদি কোন নির্জনায়ণ্যবাসী ব্যক্তি সহজবুদ্ধিতে কিছু উচ্চারণ
 করিতে যায়, তবে সে মাগধীই উচ্চারণ করিবে। সমস্ত ভাষা
 পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, কেবল পালিই হয় না, এবং এই পালি ভাষাকে
 ব্রহ্মগণ ও আৰ্য্যগণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।*

বুদ্ধদেব যে মাগধী ভাষাতেই নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন

উদ্ধৃত দেখা যায়। মহারূপসিদ্ধির টীকাকার (১১ পৃ.) তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়া
 হেন :—“আদিবঙ্গে নিবৃত্তা আদি কলিকা নরা চ ব্রহ্মাণো চ, অসুহৃতাং আলাপিত্ব যো
 তে অসুহৃতাং পানাম, বহুস্বপচনাভ্যন্তা মেসভাসাদিরহিতায় অন্তনো ধম্মং
 ভাসমান! সাভাসা, সম্বুদ্ধা চাতি সর্বত্র প্রবুদ্ধা ধম্মং মেসেত্তো বায় অবিপরিবর্তন-
 সম্ভাবায় সাধকানং নিরুত্তিপটিসম্মিপোপকারায় ভাসন্তি, সা মাগধী নাম বুলভাসা
 সর্বভাসানশ্চি সন্তানং একভাসা যাব অখাববোধনতো, সত্ততমেসভাসাদীহি বুদ্ধা ধম্মং
 মেসেত্তি নিরথকভাবতো অতিপসঙ্গতো চাতি বেদিতব্বম্।”

৩। মহারূপসিদ্ধিকার লিখিয়াছেন—“মাগধিকায় সত্যমিতি ভাষা”—(২৭৭ পৃ.)।

৪। পুরোদ্বিধিত মহারূপসিদ্ধিকা উক্তব্য।

৫। “Even Buddhaghosa (reminding one of Herodotus's story) says that a child brought up without hearing the human voice would instinctively speak Māgadhi (Alw. I. cvii)”—Childers, Dic-

বুদ্ধদেব যে মাগধী ভাষাতেই নিজের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন,
বুদ্ধদেবের মতে বিনয়পিটকেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে

এক স্থলে উক্ত হইয়াছে,* য মেল—উ তে কু ল'
বুদ্ধদেবের মতে বুদ্ধদেব
পালি বা মাগধীভাষা- নামে দুই ব্রাহ্মণভ্রাতা ভিক্ষু হইয়াছিলেন।
তেই ধর্ম প্রচার তাঁহারা এক দিন বুদ্ধদেবের নিকটে আসিয়া
করেন নিবেদন করিলেন যে, “ভগবন্, সম্প্রতি ভিন্ন-

ভিন্ন নাম-গোত্র ও জাতি-কুলের প্রব্রজিতগণ নিজের ভাষায় বুদ্ধবচনকে
দূষিত করিতেছে। আমরা তাহা ছন্দে (=বেদভাষায়=সংস্কৃতে)”
আরোপিত করিতে চাহি।” বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া
বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে ছন্দে আরোপিত করিতে হইবে না,
যে করিবে তাহার চূড়ত নামক অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুকগণ, বুদ্ধ-
বচনকে নিজের ভাষাতেই (“স কায় নিরুত্তি য়া”) গ্রহণ করিবার জন্ত
আমি এই অমুজ্জা করিতেছি।” “নিজের ভাষা” অর্থে বুদ্ধদেব এখানে
মাগধী ভাষা বলিয়াছেন।^১

tionary of the Pali Language, p. xiii. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাহুগুণ মহাশয়ের
পালিভাষ্যকরণ, p. xxx.

৩। বিনয়পিটক, চূলবগ্গ, ৩.৩৩; Vinaya Texts, Part III, pp. 149-150;
Pat XLII.

১। বুল “যমেলুত্তেকুলা;” কেহ সন্ধিবিচ্ছেদ করেন য মে লু—তে কু ল।

২। See Rhys Davids' note, Vinya Texts, Part. III. p. 150.

২। উল্লিখিত অংশের বুল বধা—“যমেলুত্তেকুলা নাম ভিক্ষু বো ভাতৃক...এতরহি
ভুত্তে ভিক্ষু নানানামা নানাপোত্তা নানাজজা নানাকুলা পবব্রজিতা, তে স কায় নিরুত্তি য়া;
বুদ্ধবচনং হুসন্তি, হন্স ময়ং ভত্তে বুদ্ধবচনং হন্সসো আরোপেশি (বুদ্ধদেব—“বদং বিয়
সকতভাসায় বাচানবগ্গং আরোপেশ”)।...ন ভিক্ষুবে বুদ্ধবচনং হন্সসো আরোপেত্তব্বা,
যো আরোপেবা আপত্তি চুকেসুসাত্তি। অমুজ্জানামি ভিক্ষুবে, স কায় নিরুত্তি য়া বুদ্ধবচনং

কিন্তু এখানে পৌরুষার্থ্য আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝদেবের “স কা য় নি রু ত্তি য়া” শব্দে পূর্বোক্ত নানাজাতীয় প্রভ্রজিতগণের স্ব-ভাষার কথাই নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বুঝদেব বাহা বলিয়াছেন, সকলেই তাহা নিজ নিজ ভাষাতেই গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাই এ স্থানে তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পালিকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষা (artificial language) বলিয়া মনে করিয়াছেন দেখিতে পালি কৃত্রিম ভাষা নহে পাই, কিন্তু ইহা যে একবারে অসঙ্গত, তাহা আর এখানে বিশেষ করিয়া বলা বাহ্যগাম্য, পাঠকগণ পূর্বেরই তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে, পালি ও বৌদ্ধমাগধী পরস্পর ভিন্ন, এবং এই মত সমর্থন করিবার জন্য একই অর্থে পালি ও মাগধীর বিভিন্ন বিভিন্ন কয়েকটা শব্দ দেখাইয়া থাকেন; যথা, সংস্কৃত শ শ, পালিতে স স, কিন্তু মাগধীতে মো, ইত্যাদি। ইহারা যে গল্পের প্রামাণ্যে (Vidyabhusana's Pali Grammar, pp. xxxi-xxxii) এই মত প্রচার করেন, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকবর্গ একবার পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ গল্পের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, পালি ও মাগধীর পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন যে শব্দগুলি পরস্পর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মাগধী র দে শী প্রাকৃত শব্দ হইতে পারে।

পূর্বে আমরা বৌদ্ধমাগধী ও প্রাকৃতমাগধীর স্থান ও কাল-সম্বন্ধ

পরিয়াপ্তিকৃতি।” বুঝদেব—“সকায় নিবত্তিয়াতি এষ সকা নিবত্তি নাম সম্মাদবুত্তে বুদ্ধমহারো বাগথিকে বোধ্যমো।”

প্রশ্ন তুলিয়াছি। ঐ প্রশ্ন পাঠকবর্গের নিকটে ঐরূপেই থাকিল।
 পালির স্থান-কাল-
 সম্বন্ধে প্রশ্ন
 বিষয়টি এত গুরুতর যে, সম্প্রতি আমি তৎসম্বন্ধে
 যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহা প্রকাশযোগ্য
 নহে। সময়ান্তরে ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা
 করিব। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে অজ্ঞসন্ধান করি-
 বেন কি ?

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বঙ্গভাষার ভ্রায় পালিভাষাও বৌদ্ধধর্মের
 পালি ভাষার অভ্যাস
 প্রভাবে দেখিতে দেখিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এবং
 ক্রমে ক্রমে ঐ ভাষায় বিপুল গ্রন্থরাশি রচিত
 হইতে আরম্ভ হয়। আবার যখন কালের প্রভাবে অশ্রান্ত ভাষার ভ্রায়
 পালিভাষাও শনৈঃ শনৈঃ পুস্তকের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িল,
 তখন তাহার অগমতার জন্ত বিবিধ ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হইতে
 লাগিল।

পালির ব্যাকরণ সংখ্যা অল্প নহে। এ সম্বন্ধে পালিভাষা সংস্কৃতের
 পালিব্যাকরণ ও তাহার
 সংক্ষিপ্ত পরিচয়
 অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিবার সাহস করিতে পারে।
 পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত পালি ব্যাকরণের
 অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র এখানে প্রদত্ত হইতেছে।

পালিভাষায় তিনখানি ব্যাকরণ প্রধান ; যথা, কচ্ছায়ন, মোগ্গ-
 লায়ন, ও সন্দনীতি। কচ্ছায়ন অবলম্বন করিয়া রূপসিদ্ধি, মহানিৰুত্তি,
 চুল্লনিৰুত্তি, নিরুত্তিপটিক ও বালাবতার প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। এই-
 রূপ মোগ্গল্লানয়ন অবলম্বনে পয়োগসিদ্ধি, মোগ্গল্লান বৃত্তি, সুসন্দসিদ্ধি,
 ও পদসাধন-প্রভৃতি, এবং সন্দনীতি-অবলম্বনে এক চুল্লসন্দনীতি লিখিত
 হইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে কচ্ছায়নই প্রাচীনতম। কিন্তু কচ্ছায়ন
 সর্বপ্রাচীন হইলেও তাহা অপেক্ষা রূপসিদ্ধি, মোগ্গল্লানবৃত্তি,

(১০০)

লালিপ্রকাশ

পদসাধনী ও পয়োগসিদ্ধি অধিকতর উপযোগী। সন্দনীতি আবার
কচায়ন ব্যাকরণই পুরোঁকৃত সমস্ত গ্রন্থ অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ।
সর্বপ্রাচীন

সুভূতিনিক্ষেপ, কচায়নবরণা ও অঙ্গুত্তর টীকা প্রভৃতিতে জানা যা-
বে, বুদ্ধদেবের সাময়িক কচায়নখণ্ডের কচায়ন ব্যাকরণ রচনা
করেন।^{১১}

আবার কোন একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,
কচায়ন যোগ (অর্থাৎ সূত্র), সজ্জনন্দী বৃত্তি, ব্রহ্মদত্ত প্রয়োগ
(উদাহরণ), ও বিমলবুদ্ধি জ্ঞাস (বিশুত ব্যাখ্যা) রচনা করিয়াছেন।^{১২}

কিন্তু কচায়নভেদটীকাকার লিখিয়াছেন যে, সূত্র-বৃত্তি ও উদ-
হরণ-যুক্ত কচায়ন-নামক গ্রন্থ কচায়নই রচনা করিয়াছেন।

পাণিনিব্যাকরণসম্বন্ধে যেমন প্রবাদ আছে যে, মহাদেবের চতুর্দশ
বার ঢকাশব্দের অনুসরণেই “অইউণ্” ইত্যাদি
কচায়ন ব্যাকরণ সম্বন্ধে চতুর্দশ সূত্র প্রণীত হয়, এবং তাহা হইতেই
প্রবাদ অষ্টাধ্যায়ী রচিত হইয়াছে; কচায়নসম্বন্ধেও
সেইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কচায়নভেদটীকায় উক্ত
হইয়াছে যে, কোন এক বৌদ্ধ প্রব্রজিত ভগবানের নিকট কণ্ঠস্থান
(ধানবিশেষ) গ্রহণপূর্বক অন্তোত্তর হৃদয়ের তীরে শালতরুশূণ্ডে
উপবিষ্ট হইয়া উদয়ব্যয় (উৎপত্তি-বিনাশ) সম্বন্ধে ধ্যান করিতে
ছিলেন। তিনি ঐ হৃদয়ের উদকে (জলে) একটি বক বিচরণ করিতেছে
দেখিয়া উদয়ব্যয় শব্দের পরিবর্তে উদকবক শব্দ উচ্চারণ করিয়া

১১। “কচায়নখণ্ডা পূর্বপঞ্চাবসেন কচায়নম্ভকরণং মহানিকৃতিম্ভকরণং নেত্রি-
করণখণ্ডি পকরণভয়ং সজ্জনজ্ঞেয়ং পকাসেসি”—অঙ্গুত্তরটীকা।

১২। “কচায়নকতো যোগো বৃত্তি চ সজ্জনন্দিনা।

পয়োগো ব্রহ্মদত্তেন জ্ঞাসো বিমলবুদ্ধিনা।”

ধান করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে “অথো অক্খরসঞ্জাতো,” অর্থাৎ অক্ষরেরই দ্বারা অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। কচ্চায়ন খেরও ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঐ বাক্যকেই প্রথমসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাকরণ রচনা করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সূত্রটিও কাত্যায়নেরই রচিত।^{১৩}

ঐতিহাসিকগণ বলেন কচ্চায়ন-ব্যাকরণে উদাহরণের মধ্যে উ প ও ণ্ণ ও দে বা নং পি য় তি স্ স এই ছুইটি নাম পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া কচ্চায়নকে বুদ্ধদেবের সামসময়িক বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ আবার কথাসরিৎসাগরের প্রমাণ্যে কতায়ন ও বরকটিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

কচ্চায়নব্যাকরণের রচয়িতা যিনিই হউন, বা যে কোন সময়েই তাঁহার উৎপত্তি হউক, তাহা যে প্রচলিত ব্যাকরণসমূহের মধ্যে প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পালিব্যাকরণসমূহ সমস্তই সংস্কৃতের আদর্শে রচিত। কচ্চায়ন-ব্যাকরণের অনেক সূত্র কাত্যবাক্যকরণের সূত্রের পালিব্যাকরণসমূহের সহিত অক্ষরানুপূর্ব্বীতেও একরূপ।^{১৪} আবার পদ্ধতি পাণিনি হইতে অনেক সূত্র গৃহীত হইয়াছে

১৩। “একো বুদ্ধপব্বজিতো ভগবতো সত্তিকে কস্মট্ঠানং গহেত্বা অনোত্তত্তত্বারে সাল-ক্খম্বুলে নিসিল্লো উদয়ববরকস্মট্ঠানং করোতি। সো উ দ কে চরসত্তং ব কং দিষা উ দ ক ব ক স্তি কস্মট্ঠানং করোতি। ভগবা ত্তং বিভবভাষং দিষা বুদ্ধপব্বজিতং পকোসাপেত্বা অথো অক্খরসঞ্জাতো-তি বাক্যমাহ। কচ্চায়নখেরেনাপি ভগবতো অধিগ্গাহং জানেত্বা অথো অক্খরসঞ্জাতো-তি বাক্যং পূর্ব্বে ঠপেত্বা ইমং পকরণং কত্ত্বি। কচ্চায়নেন কত্ত্বসত্ত্বিপি বদন্তি।”

১৪। See Subhuti's Introduction to his Nāmasmālā, pp. V-VIII.

বলিয়াও বোধ হয়। কেহ বলিয়াছেন যে, কচ্চায়ন ও কাত্তর উভয়ই ঐক্স ব্যাকরণ হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কচ্চায়ন-ব্যাকরণে অনেক টীকা ও অঙ্কটীকা আছে।

মোগ্গল্লানব্যাকরণ ও চান্দ্রব্যাকরণের সূত্র সূত্র একই; মোগ্গল্লানে কেবল পালির নিয়মামুসারে শব্দটির যোগলান ও চান্দ্র ব্যাকরণ যাহা পরিবর্তন সম্ভব, তন্নিম্ন ঐ সকল সূত্রে আর কোন ভেদ নাই। এ সম্বন্ধে Prof. A. Otto Franke উক্ত ব্যাকরণের সমান সূত্রগুলি পাশা-পাশি উদ্ধৃত করিয়া ও তদ্বিষয়ক পাণিনি-সূত্রেরও উল্লেখ করিয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।^{১৫}

সুভূতি স্বকীয় নামমালার ভূমিকায় সিংহলে প্রচলিত অনেকগুলি পালিব্যাকরণসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম ও পরিচয় দিয়াছেন।^{১৬}

যাঁহারা মূল পালি ব্যাকরণ দেখিয়া পালি শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে রূপসিদ্ধি অর্থাৎ মহারূপসিদ্ধি বিশেষ উপযোগী। ইহা অতিবৃহৎ নহে, এবং ক্ষুদ্রও নহে, সমস্ত বিষয়ই ইহাতে উপযুক্ত মত আলোচিত হইয়াছে। কচ্চায়ন বা কচ্চায়নবৃত্তি অপেক্ষা মহারূপসিদ্ধি

১৫। See Journal of the Pali Text Society. 1902-1903. pp. 70-95

১৬। ১ কচ্চায়ন, ২ স্তাস, ৩ নিরুত্তিসারসঙ্ক্খ, ৪ স্তাসপ্পনোপ, ৫ সূত্রনির্দেশ, ৬ কচ্চায়নবন্ধনা, ৭ রূপসিদ্ধি, ৮ বালাবতারণ, ৯ চুলনিরুত্তি, ১০ অভিনবচুলনিরুত্তি, ১১ মোগ্গল্লান সবুত্তি, ১২ মোগ্গল্লানপাণিকা, ১৩ পাণিকাগদোপ, ১৪ পদসাধন, ১৫ পদসাধনটীকা, ১৬ পদোপসিদ্ধি, ১৭ সন্দনীতি, ১৮ সম্বন্ধচিহ্না, ১৯ সন্দসারথল্লিগালিনী, ২০ সন্দসারথল্লিগালিনী টীকা, ২১ কচ্চায়নভেদ, ২২ কচ্চায়নভেদটীকা, ২৩ সারথল্লিগালিনী, ২৪ সন্দসারথল্লিগালিনী, ২৫ কারিকা, ২৬ বিভক্তাখ, ২৭ বাচকোপদেশ, ২৮ গন্ধাভরণ, ২৯ গন্ধাভরণ টীকা, ৩০ নিরুত্তিসংগ্ৰহ, ৩১ কচ্চায়নসার, ৩২ কচ্চায়নসার-অভিনবটীকা

সর্ব বিষয়েই ভাল। সিংহলে বালাবতার সাধারণত পঠিত হইয়া থাকে ; ইহা অতিক্রম বালিয়া পাঠার্থীরা সাধারণ জ্ঞানের জন্য ইহা বেশ মুখস্থ করিতে পারে। মহারূপসিদ্ধি ও বালাবতার উভয়ই কচ্ছারনের স্রষ্টা হইয়া রচিত। ইহা ভিন্ন সন্দনীতি প্রভৃতিও বেশ উপাদেয়।

পালিসাহিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা আলোচ্য থাকিলেও স্থান সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠায় অতিসংক্ষেপেই নবীন পাঠকগণের নিকট কেবল তাহার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাচীন সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রকে এক কথায় বুদ্ধ বচন বলা হইয়া থাকে। এই বুদ্ধ বচন তিন অংশে বিভক্ত, বুদ্ধবচন বিনয়পিটক, সূত্র (অথবা সূত্রাঙ্গ) জিপিটক পিটক, ও অভিধর্মপিটক। এই পিটক-ত্রয় পিটক নামে প্রসিদ্ধ। পিটক শব্দের অর্থ বাঙলার প্যাটারী বা বাক্স। এক একটি পিটকের মধ্যে অনেক গুলি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত আছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বিনয়পিটকের অন্তর্গত:—

- ১ পারাজিক কণ্ড,
 - ২ পাচিভিয় কণ্ড,
 - ৩ মহাবগ্গ কণ্ড,
- বিনয়পিটক

৩৩ কচ্ছারনসার-পুরাণটীকা, ৩৪ বিভজ্যধর্মপণী, ৩৫ সংবরণানয়নীপণী, ৩৬ বাচবাচক, ৩৭ বাচবাচকটীকা, ৩৮ সন্দবুত্তি, ৩৯ সন্দবুত্তিটীকা, ৪০ বালগ্গবোধন, ৪১ বালগ্গবোধন-টীকা, ৪২ সন্দবিন্দু, ৪৩ সন্দবিন্দুটীকা, ৪৪ কারকপুঙ্কসমগ্রী, ৪৫ স্থাবরসুখসঙন, ইত্যাদি।

৪ চুলবগ্গ কণ্ড, ও

৫ পরিবার কণ্ড।^১

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সূত্রপিটকের অন্তর্গত :—

১ দীঘনিকায়,

২ মজ্জিমনিকায়,

সূত্রপিটক

৩ সংযুতনিকায়,

৪ অঙ্গুত্তরনিকায়, ও

৫ খুদ্দকনিকায়।

খুদ্দকনিকায় এই সকল গ্রন্থ অন্তর্নিবিষ্ট :—(ক) খুদ্দকপাঠ, (খ) ধম্মপদ, (গ) উদান, (ঘ) ইতিবৃত্তক, (ঙ) সূত্ৰনিপাত, (চ) বিমানবধু, (ছ) পৈতবধু, (জ) ধেরগাথা, (ঝ) ধেরীগাথা, (ঞ) জাতক, (ট) নিদেশ, (ঠ) পটিসম্ভিদা, (ড) অপদান, (ঢ) বুদ্ধবংস, ও (ণ) চরিয়াপিটক।^২

নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত :—

১ ধম্মসঙ্গি,

অভিধর্মপিটক

২ বিভঙ্গ,

৩ ধাতুকথা,

৪ পুণ্ণলপ্‌ঞ্‌ত্রস্তি,

৫ কথাবধু,

৬ বয়ক, ও

৭ পট্টান বা মহাপকরণ।

১। পক্ষবংসে (৫৫ পৃ.) এইরূপই উক্ত হইয়াছে। অথসালিনীতে (১৮ পৃ.) উক্ত হইয়াছে—১ উত্তর (অর্থাৎ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী) পাতিমোক্ষ, ২ ছই বিভঙ্গ (পারাদিক ও পাচিস্তিয়), ৩ দ্বাবিশেতি বৃদ্ধক, ও ৪ বোদ্ধপ পরিবার, ইহাদের নাম বিনয়পিটক।

২। পক্ষবংসে (৫৭ পৃ.) নিকায়ভেদে সমস্ত বুদ্ধবচনকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া বিনয় ও অভিধর্ম পিটককেও খুদ্দকনিকায়ের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

বিনয়পিটকে আশ্রয় দে স না (আত্মদেশনা) বলা হইয় থাকে,
 কেননা, ইহাতে আত্মা প্রদান করিবার যোগ্য
 আত্মদেশনা ভগবান্ বহুলভাবে আত্মা করিয়া বিনয় উপদেশ
 ব্যবহারদেশনা করিয়াছেন । স্বত্রপিটকে বো হা র দে স না
 (ব্যবহারদেশনা) বলা হয়, কেননা ব্যবহারকুশল
 ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহারবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।
 এইরূপ অভিধর্মপিটকে পরমার্থকুশল ভগবান্
 পরমার্থদেশনা বহুলভাবে পরমার্থের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন
 বলিয়া তাহা প র ম থ দে স না (পরমার্থদেশনা) বলিয়া অভিহিত হইয়া
 থাকে ।*

বিনয়পিটকে প্রধানভাবে শীলবিষয়ক শিক্ষা, স্বত্রপিটকে প্রধান-
 ভাবে চিন্তা-(অর্থাৎ ধ্যানসমাধি-) বিষয়ক শিক্ষা,
 ত্রিপিটকের সঙ্ক্ষিপ্ত প্রধান এবং অভিধর্মপিটকে প্রধান ভাবে প্রজ্ঞাবিষয়ক
 শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে ।^৩

এই পিটকত্রয়ের অনেক টীকা বা ভাষ্য আছে । এইগুলি বৌদ্ধ
 সাহিত্যে অ থ ক থা (অর্থকথা) নামে প্রসিদ্ধ ।
 ত্রিপিটকের ভাষ্যা অর্থকথার রচয়িতৃগণের মধ্যে বুদ্ধঘোষই সর্ব-
 বৃদ্ধঘোষ ও অর্থকথা শ্রেষ্ঠ । তাঁহার অর্থকথাসমূহ অতি-উপাদেয়

৩। “এথ হি বিনয়পিটকং আশারহেণ ভগবতা আশাবাহন্নতো দেসিতত্তা আশাদেসনা,
 বত্তপিটকং বোহারকুসলেন ভগবতা বোহারবাহন্নতো দেসিতত্তা বোহারদেসনা, অভিধর্ম-
 পিটকং পরমথকুসলেন ভগবতা পরমথবাহন্নতো দেসিতত্তা পরমথদেশনাতি বুচ্চতি ।”

অ. সা. ২১ ।

৪। “বিনয়পিটকে বিসেসেন অসীধিলসিক্খা বুত্তা, স্বত্রপিটকে অধিচিন্তসিক্খা
 অভিধর্মপিটকে অবিপাক্খ সিক্খা—” অ. সা. ২১ ।

ও প্রামাণিক। তিনি দীঘনিকায়ের স্তম্ভলবিলাসিনী, মন্ডিন-
 নিকায়ের পপঞ্চসুদনী, সংযুক্তনিকায়ে
 ত্রিপিটকের অর্থকতা-
 সম্বন্ধের নাম সারথপকাসনী,^৫ অঙ্গুত্তরনিকায়ের মনো
 রথপুরণী, বিনয়পিটকের সমস্তপাসাদিকা,
 পাতিমোক্ষেয় কল্লাবিতরণী, অভিধম্মপিটকের পরমথকথা,
 ধম্মসঙ্গণির অথসালিনী, এবং ধম্মপদ, জাতক, ও অপদানের
 অস্ত্রাশ্র অর্থকথার রচনা করিয়াছেন।^৬ ইহা ত্রি
 বুদ্ধদোষের বিত্ত্বক্ষিমার্গ
 বুদ্ধদোষ বিত্ত্বক্ষিমগ্গ (বিত্ত্বক্ষিমার্গ) নামে
 এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; ত্রিপিটকের পরেই এই গ্রন্থখানির
 নাম করিতে পারা যায়।

পালিগ্রন্থের বিবরণ মূলপালি হইতে জানিতে হইলে অথসালিনী,
 স্তম্ভলবিলাসিনী, ও সমস্তপাসাদিকা-প্রভৃতি বুদ্ধদোষের অর্থকথার
 ভূমিকা, এবং সাঙ্গনবংস ও গন্ধবংস (গ্রন্থবংশ) বিশেষভাবে আলোচ্য।^৭

৫। গন্ধবংসে ধম্মসঙ্গণির অর্থকথা অথসালিনীর নাম ধরা হয় নাই।

৬। ইংরাজীশাস্ত্রকেরা ত্রিপিটকের ঐতিপাদ্য বিবয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে
 হইলে George L. Hurt's Sacred Literature (The Temple Primers)
 pp. 46—92 দেখিতে পারেন।

পালিপ্রকাশ

সাধারণ কল্প

১। পালিতে স্বরের মধ্যে ঋ, ৯, ঐ, ঔ, এই চারিটি বর্ণের প্রয়োগ নাই; অতএব পালিতে স্বরবর্ণ আটটি; যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও। *

২। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঋকার প্রযুক্ত হয়, পালিতে তাহাদের ঐ ঋকার স্থানে সাধারণত স্থান-বিশেষে অকার, ইকার, বা উকার দেখা যায়। যথা—

ঋ = অ †

জ্ঞতং	✓জ্ঞতং	ঋত্বঃ	অজ্ঞত্বো
গৃহং	✓গৃহং ‡	মৃত্যুঃ	মমৃত্বো
ঘটং	ঘটং	নৃত্যং	নমৃত্বং
কথ্যঃ	কথ্যহী	ব্রহ্মলঃ	বসন্তো

* প্রাকৃতো এইরূপ, প্রা. প্র., ১. ৩৩, ভাষ্য-বৃষ্টি।

† “ঋনোত্ত্ব,” প্রা. প্র. ১.২৩

‡ পালিত গৃহে-শব্দ স্থানে ঘরং ও হয়।

সৃষ্ট:	সদ্বো	সৃত্যু:	মস্তু
সৃষ্ট:	মদ্বো	সৃষ্টাতি	গণ্ণহাতি
সৃষ্ট:	বতং	বিজৃম্বতে	বিজম্বতে
সৃষ্ট:	বৃষ্টি:	বৃষ্টি (বৃষ্টি)	

সৃষ্ট = ২ *

সৃষ্ট:	সৃষ্টং	সৃষ্টং	সৃষ্টং
সৃষ্ট:	সৃষ্টি	✓সৃষ্টং	সৃষ্টং
সৃষ্ট:	সৃষ্টিং	সৃষ্টকং	সৃষ্টকং
সৃষ্ট:	সৃষ্টি	সৃষ্টং	সৃষ্টং
✓সৃষ্ট:	সৃষ্টারো	সৃষ্টা	সৃষ্টা
সৃষ্ট:	সৃষ্টো	সৃষ্টো (সৃষ্টো)	

সৃষ্ট = ৩ †

সৃষ্ট:	সৃষ্ট	সৃষ্ট:	সৃষ্টো
সৃষ্ট:	সৃষ্ট	✓সৃষ্ট:	সৃষ্টো
সৃষ্ট:	সৃষ্টো	সৃষ্ট:	সৃষ্টি
✓সৃষ্ট:	সৃষ্টো	সৃষ্টমং	সৃষ্টমং ‡

৩। ৯ কারের প্রয়োগ সংস্কৃতেও অতি বিরল;
ক্‌৯প্‌ খাঁড়ুর প্রয়োগে ৯ দেখা যায়। ‘কল্পতে’ প্রভৃতি

* “ইদৃ সৃষ্টাদিহি” প্রা. প্র. ১, ২৮।

† “উদৃ সৃষ্টাদিহি,” প্রা. প্র. ১.২৬।

‡ এতদ্ভিন্ন পালিতে আরও কয়েকটা বিলক্ষণ প্রয়োগ দেখিতে

দ এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ‘কল্পতে’ প্রভৃতির ‘ল্প’
পালিতে ‘ল্প’ হয়; ইহার নিয়ম পরে বলা হইবে
(১, § ৩৬)।

৪। সংস্কৃতে যে সকল শব্দে ঐকার আছে,
পালিতে তাহাদের সেই ঐকার স্থানে প্রায়ই একার, *
কখন কখন ইকার, এবং কচিৎ ঙ্কার হয়। যথা—

ঐ = এ

হিরাবণঃ ✓ **এ**বাবণা **এ**তিষ্ঠা **এ**তিয়্হ
একাগারিকঃ **এ**কাগারিকো **বৈ**মানিকঃ **বে**মানিকো

পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দ কয়েকটি ভিন্ন তজ্জাতীয় অপর শব্দ
স্বাচর দেখা যায় না—

ঋ = ইরি

ঋত্বিন্ (ক্) ইরিত্বিনো

ঋ = এ

বৃহদ্রক্ষঃ বৃহদ্রক্ষো

ঋ = রি

ঋতে ঋনে

(প্রাকৃত্তে অসংযুক্ত ঋ-স্থানে সামান্যত ‘দ্বি’ বিহিত হইয়াছে, যথা—
ঋণং = রিণং ইত্যাদি; “অসংযুক্তস্য রিঃ” প্রা. প্র. ১.৩)

ঋ = রু

বৃহদ্রয়তি বৃহদ্রয়তি

ঋক্ শব্দ স্থানে পালিতে ইক্ হয়।

* “ইল যতু,” প্রা. প্র. ১.২৫।

বৈয়াকারণ:	বৈখ্যাকরণো	✓নৈগম:	নৈগমো
নৈয়ায়িক:	নৈখ্যায়িকো	✓কৈবর্ত:	কৈবর্তো
	তেলং	তেলং	

ऐ = इ *

चेच:	चित्तो	सैन्धव:	सिन्धवो
पेत्तिकं	पित्तिकं	: ऐश्वर्यं	इस्सरियं, (इस्সোরং)†

ऐ = ई ‡

गैवेयं गीवेय्यं

৫। সংস্কৃত শব্দের উকার স্থানে পালিতে ঐশ্বরে
উকার, এবং কখন কখন উকার হয়। যথা—

ओ = ओ §

ओपम्यं	ओपम্য'
ओरम्भिक:	ओरम्ভিকো
ओदरिक:	ओদরিকো

* तुलः—प्रा. प्र. १. ३६—३८।

† तुलः—अच्छेरं, आश्वर्यं = अच्छरियं = अच्छरियरं = अच्छरं;
ऐश्वर्य ऐश्वर्यं = इस्सरियं = इस्सरियरं = इस्सोरं ; मातुषर्यं = मत्सरियं =
मत्सरियरं = मत्सरं। ५३ + ५७

‡ तुलः—प्रा. प्र. १. ३८।

§ “औत औत्” प्रा. प्र. १. ४१।

ସୌଦୁସ୍ବରଂ	ସୌଦୁସ୍ବରଂ
ସୌଗନ୍ଧିକଂ	ସୌଗନ୍ଧିକଂ
ଦୌବାରିକଃ	ଦୌବାରିକୋ
ପୌରଃ	ପୌରୋ
ମୌହଲାୟନଃ	ମୌହଲାୟନୋ, (ମୌହଲାନୋ)

ସୌ = ଷ #

ସୌତ୍ସୁକ୍ୟଂ	ଷତ୍ସୁକ୍ୟଂ
ସୌଦ୍ରଂ	ଷୁଦ୍ରଂ
ମୌହ୍ଲାୟନଃ	ମୁହ୍ଲାୟନୋ, (ମୁହ୍ଲାନୋ)
ମୌକ୍ତିକଂ	ମୁକ୍ତିକଂ
ସୌଚ୍ଚିକଂ	ସୁଚ୍ଚିକଂ
ସୌହୃଦ୍ୟଂ	ସୁହୃଦ୍ୟଂ
ସୌହୃଦିକଃ	ସୁହୃଦିକୋ
ସୌହୃଦେହିକଂ	ସୁହୃଦେହିକଂ

* ତୁଳା:—ପ୍ରା. ପ୍ର. ୧.୫୨,୫୫ ; ଏହି ଅବସ୍ଥା-ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃତେ ଅଳ୍ପ-
ବ୍ୟୟେ ଓ-ହାନେ ‘ଅଓ’ ଓ ‘ଓ’ ହୁଏ ।

ଆବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ-ହାନେ ଅକାର ଓ ଆକାର ଓ ଦେଖା ଯାଏ । ବର୍ଣ୍ଣ—

ଆଓ = ଅ

(ହି) ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମତ

ମଂଜୁଷ୍ଠେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଳ ଓ ଆଠ ।

ଆଓ = ଆ

ଗୌରବଂ

ଗାରବଂ

ଆଠକୃତେ ଓ ଏହିରୂପ ; “ଆଠ ଗୌରବେ” ପ୍ରା. ପ୍ର. ୧.୫୩ ।

৬। পালিতে শকার ও ষকারের মোটে প্রয়োগ নাই ; তাহাদের স্থানে সকার প্রযুক্ত হয়, যথা—

শ = স, ষ = স *

অমণঃ সমণো

শিষ্যঃ সিস্সো

৭। পালিতে পদের অন্তে হসন্ত বর্ণের প্রয়োগ হয় না। সংস্কৃতে যে সকল শব্দের শেষে হসন্ত বর্ণ আছে, পালিতে তাহাদের ঐ হসন্ত বর্ণের লোপ হয়।
† যথা—

গুণবান্	গুণবা	কচ্ছিত্	কোচি
জুতিমান্	জুতিমা	সমন্তাত্	সমনা
ধনবান্	ধনবা	পথ্যাত্	পথ্খা
স্মৃতিমান্	স্মৃতিমা	ইষত্	ইসঁ
হরিত্	হরি	যাবত্	যাব
বিদ্যাত্	বিজ্জু	তাবত্	তাব
	পুনর্	পুন	

পালিতে গারব শব্দ প্রায়ই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, ক্লীবলিঙ্গে প্রায়শ্চাত্ত বিরল (জাতক, ১৮, ৩৬১ পৃঃ)।

* প্রাকৃতের এই প্রকার ; শ্রাবী: সং., প্রা. প্র. ১.৪৬। মাগধী প্রাকৃতে স ও ষ স্থানে শকার হয় ; “মসৌ: শ্রা., প্রা. প্র. ১১২।
মুচ্ছকটিকে শকারের ভাবা মাগধী প্রাকৃত।

† “অন্যস্য হজ্জঃ”, প্রা. প্র. ৪. ৪৬।

৮। সংস্কৃতে পদের অন্তে হসন্ত য (য়) বা, অনুস্বার (ং) উভয়ই থাকিতে পারে, কিন্তু পালিতে নিত্য অনুস্বারই হয়। যথা—‘বিন্দ্‌ম্’ পালিতে সর্বদা ‘বিন্’ হইবে ‘বিন্দ্‌ম্’ হইবে না। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এই নিয়ম বৈকল্পিক (সন্ধিকল্প দ্রষ্টব্য)। *

৯। পালিতে বিসর্গের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতের অকারান্ত পদের অন্তস্থিত বিসর্গ স্থানে পালিতে ওকার, ও অন্ত্র তাহার লোপ হয়। যথা—

দেব:	দেবো	মন:	মনো
<u>ধম্ম:</u>	<u>ধম্মো</u>	<u>মিন্দু:</u>	<u>মিন্দু</u>
ক:	কো	অন্নি:	অন্নি
স:	সো	<u>বান্নি:</u>	<u>বান্নি</u>
এষ:	এসো	<u>ধেনু:</u>	<u>ধেনু</u>

১০। পদের মধ্যস্থিত বিসর্গ সম্বন্ধে নিয়ম এই :—†

(ক) বিসর্গের পর ঞ, ষ, বা স থাকিলে, বিসর্গ স্থানে স হয়। যথা—

দুঃসম্ব:	দুঃসম্বো
নিঃসরতি	নিঃসরতি

* প্রাকৃতো এই নিয়ম; “মো বিন্দুঃ,” “অস্মি মম্ব,” গ্রা. প্র. ৪.১২-১২।

† অন্ত্রান্ত কতকগুলি বর্ণের পূর্নস্থিত বিসর্গ বর্ণান্তরে পরিণত হয়, অতএব তাহার নিয়ম তত্তৎ স্থানে বলা হইবে।

নিঃশোক: নিঃশ্লোকো

দুঃখীল: দুঃখীলো

(খ) বিসর্গের পর কোন বর্ণের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়, এবং সেই স্থানে ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

পুনঃপুনর্ পুনঃপুন

দুঃখং দুঃখং

(গ) সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত বিসর্গের লোপ হয়। যথা—

বয়ঃস্বঃ বয়ঃস্বো

দুঃস্বঃ দুঃস্বো

১১। সংস্কৃতের সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর পালিতে প্রায়ই * হ্রস্ব হয়। যথা—

দীর্ঘস্বর = হ্রস্বস্বর

তাক্ষিক: তক্ষিকো উত্তীর্ণ: উত্তিস্থো

মাক্ষিক: মাক্ষিকো বাহ্যায়ন: বাহ্যায়নো, (বাহ্যায়নো)

মার্কং মার্কং পরাক্রম: পরাক্রমো

* নিম্নলিখিত স্থলে হয় নাই—

হাসং	হাসং	আর্জবং	আর্জবং
মাষ্যং	মাষ্যং	মায়্যং	মায়্যং

<u>तीर्थं</u>	<u>तिथं</u>	धार्मिकः	धर्मिको
प्रक्रान्तः	पकन्तो	मार्जारः	मज्जारी
धान्यं	धञ्जं	जीर्णः	जिष्णो
<u>शून्यं</u>	<u>सुञ्जं</u>	<u>दीव्यति</u>	<u>दिव्यति</u>
	<u>कार्यं</u>	<u>कर्वं</u>	

समास-श्रुते ऐह नियमाभ्यामारे कथन कथन कार्यं ह्य ना । यथा—

तथाक्रमः	तथाक्रमो
वेदनास्कन्धः	वेदनाकस्त्रन्धो
संज्ञास्कन्धः	संज्ञाकस्त्रन्धो

उपसर्गस्य सहित धातुर्यो गे अतिविबल श्रुते ऐ नियमस्य
वाञ्छितार देखा बाय । यथा—

आस्फोटयति	आस्फोटति
आस्तरति	आस्तरति
आच्छादयति	आच्छादति
आख्यतः	आख्यातो

कथन कथन छन्दोरङ्गार छत्र दीर्घ श्रुत इत्य ह्य । यथा—

“यिद्धं व (वा) हुतं व (वा) लोके ;”

“यदि व (वा) सावके ;”

“भोवादि (दी) नामको होति ;”

“यथाभावि (वी) गुणेन सो ।”

महारूपसिद्धि, १६ पृ. ।

“संयोगपूर्वो ह्रस्वः,” “दीर्घादिषु वा,”—प्रा. प्र. (Appendix A) ३, ४ ।

১২। পালিতে রেফের প্রয়োগ নাই। সংস্কৃতে
শব্দের কোন অবয়বে রেফ থাকিলে, পালিতে—

(ক) ঐ রেফের লোপ হয়;

(খ) যে বর্ণে রেফ থাকে, প্রায়ই তাহার দ্বি-
হয়; *

(গ) দ্বিত্ব হইলে সন্ধির নিয়মানুসারে সন্ধি হয়; †

(ঘ) অন্তস্থ ব স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

<u>কর্ম</u>	<u>কম্</u>	নির্জল:	নিজ্জলো
সর্ব:	সব্বো	মার্জার:	মজ্জারো
<u>বর্তমান:</u>	<u>বত্তমানো</u>	<u>নির্বাণ</u>	<u>নিব্বান</u>
অর্ক	অক্কো	গর্ম:	গম্মো
বিচর্চিকা	বিচচ্চিকা	<u>অর্থ:</u>	<u>অত্তো</u> ‡
বর্ষণ	বস্সন	<u>তোর্থ</u>	<u>তিত্ত</u>
নির্জজ:	নিজ্জজো	নির্যাতন	নিয়্যাতন §

* সংস্কৃত শব্দটি পূর্বেই দ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়া থাকিলে আর দ্বি-
হয় না।

† বর্ণের চতুর্থ বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বেস্থিত চতুর্থ বর্ণস্থানে ঐ বর্ণের
তৃতীয় বর্ণ, এবং দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বেস্থিত দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে
ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হইবে।

‡ অক্কো ও অত্তো পদও হয়।

§ ১.৫১২ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

নির্জন:	নিজ্ঞানো	<u>নির্ভার:</u>	<u>নিজ্জারো</u>
বর্গ:	বগ্নো	নির্নাদ:	নিব্বাদো
নির্বাদো	নিগ্বোমো	জীর্ণ:	জিষ্মো *

১৩। রেফ যদি হকারে থাকে, তবে ঐ রেফ স্থানে প্রায়ই র (অকারান্ত), এবং ক্চিৎ রি হয়। † যথা—

তর্হি	তরহি	মহার্হ:	মহারহো
এতর্হি	এতরহি	গর্হণ	গরহণ

* প্রাকৃততেও এই নিয়ম, প্রা. প্র. ৩. ২।

নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায় :—

প্রকারা = সক্সরা, এখানে কী = ক্স হইয়াছে। গর্দম: = গদ্রমো, এখানে রেফ রফলায় পরিণত। পরামর্ঘ: = পরামাসো, এখানে রেফ লোপ হইলেও সকারের দ্বিত্ব হয় নাই; কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী বলিয়া মকারে যে গুরুস্বর ছিল, আকার প্রদান করিয়া তাহা বৃদ্ধিত হইয়াছে; এরূপ বহু প্রয়োগ আছে, যথা—কর্ত্ত্য = কাতব্য, এখানেও বেক লোপ করিয়া ও আকার প্রদান করিয়া ককার-স্থিত গুরুস্বরকে বক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপ, আবিষ্কর্ত্ত্য = আবীকাতব্য, ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য-১.১১৪) আর্ঘম: = আস্রমো, এখানে কেবল রেফের লোপ করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী আকার গুরু স্বর বলিয়া অপর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। এইরূপ জর্মি: = জমি, ইত্যাদি। নিম্নলিখিত প্রয়োগ কয়টি লক্ষণীয়—

অর্ঘ্য: অরিসো, আর্ঘ আরিস্ত, আবর্ত্তিক বৈয়াবটিক।

† সংস্কৃত পদ সমূহ পালিতে কিরূপ পরিবর্তিত হয়, 'সাধারণ কল্পে' তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে, অতএব সূত্রে বা নিয়মে ঐ শব্দস্বরের

গর্হতি	গরহতি	অর্হতি	অরহতি
অস্হতি:	অসরহতি	বর্হি	বরিহঁ
অর্হিত:	অরহিত	✓বর্হী	বরিহী

১৪। নির-উপসর্গের রকারের সহিত হকারের সংযোগ থাকিলে, ঐ রকারের লোপ হয় ও নি-স্থানে নী হয়। যথা—

নির্হরণ'	নীহরণ'	<u>নিহার:</u>	<u>নোহারী</u>
নিহঁত:	নীহত	নিহারক:	নীহারক

১৫। পালিতে পদের আদিবর্ণ-গত রফলার প্রায়ই লোপ হয়। * যথা—

ক্রীত:	কীত	<u>ক্রুথ্যতি</u>	<u>কুম্ভ্রতি</u>
✓ <u>গহুথ্যং</u>	<u>গহুথং</u>	ত্রিপিটকং	তিপিটকং
ত্রিফলং	তিফলং	✓ <u>গ্রাম:</u>	<u>গামো</u>
ব্রীহি:	বীহি:	<u>ব্রতং</u>	<u>ব্রতং</u>
স্রব:	সব	স্রোত:	সোত (সোতং)
দ্রব:	দব	✓ <u>দ্রুম:</u>	<u>দ্রুমো</u>

উল্লেখ না থাকিলেও বৃদ্ধিতে হইবে যে, সংস্কৃত শব্দেরই পালিতে পরিবর্তন বিষয়ে তত্ত্ব নিয়ম বলা হইতেছে।

* ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দের হয় না; যথা—ব্রাহ্মা, ব্রাহ্মণী, ইত্যাদি। তুল্য:—ব্রুহ: = ব্রুহরী।

প্রেত:	পেতো	প্রায়:	পায়ো
ভ্রমর:	ভ্রমরো	ভ্রান্ত:	ভ্রন্তো
শ্রুতং	শ্রুতং	✓ শ্রাবক:	শ্রাবকো
শ্রেয়:	শ্রেয়্যো	শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধা
সন্ধানং	সন্ধানং	ক্ৰেপা	হেসা *

১৬। পদের মধ্যে রফলা থাকিলে, তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে রফলা থাকে, তাহার দ্বিগু হইয়া যথোচিত মক্ষিকার্য্য (১.১১২) হয়। † যথা—

পক্ষম:	পক্ষমো	✓ প্রক্ষান্ত:	পক্ষন্তো
সময়:	সময়্যো	✓ নিদ্রা	নিদ্রা
নিগ্ৰহ:	নিগ্ৰহ্যো	চপ্রত্যয়:	চপ্পশ্চয়ো
আঘাত:	অঘাতো	অপ্রধান:	অপ্যধানো
ছত্ৰং	ছত্ৰং	অপ্রমাণং	অপ্যমাণং
✓ সূত্রং	সূত্রং	অভ্রং	অব্রং
✓ সমুদ্র:	সমুদ্রো	পরিভ্রমণং	পরিব্রমণং

* কিল্ল, হ্রী: = হ্রী, ঋ: = সুরী; এখানে রফলা স্থানে 'উ' হইয়াছে। বজ্র: = বজিরো, এখানেও ঐরূপ হইয়াছে। তুল:—হস্ত: = রক্ষো।

† "হৃদাহিহি ত-তন্ম" ৪.৬ ইহ, কাভায়াবনের এই শ্রুতান্ত্রসারে নিম্ন-

বহুব্রীহি: বহুব্রীহি অস্র: অস্মা
 বৈশ্রবণ: বৈশ্রবণো বিশ্রাম: বিশ্রামো *

১৭। পদের মধ্যে বা অন্তে একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণের পরে রফলা থাকিলে, ঐ রফলার লোপ হয়, এবং অপর কোন কার্য্য হয় না। যথা—†

লিখিত পদগুলি পালিতে উভয়রূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু 'ত্রণ'-প্রত্যয়ান্ত পদগুলি সচরাচর দেখা যায় না। যথা—

	ভ্রুত্	ভ্রুত্	ভ্রুত্		
চিত্রং	চিত্তং	চিত্রং	যোক্তং	যোক্তং	যোক্তং
সূত্রং	সুত্ৰং	সূত্রং	বৃত্ৰং	বৃত্ৰং	বৃত্ৰং
নেত্রং	নেত্ৰং	নেত্রং	মিত্রং	মিত্ৰং	মিত্রং
পবিত্রং	পবিত্তং	পবিত্রং	মাত্রং	মত্ৰং	মাত্রং
পাত্রং	পত্ৰং	পাত্রং	পুত্রং	পুত্ৰো	পুত্রো
তন্ত্রং	তন্ত্ৰং	তন্ত্রং	কলত্রং	কলত্ৰং	কলত্রং
যন্ত্রং	যন্ত্ৰং	যন্ত্রং	বরত্ৰং	বরত্ৰং	বরত্ৰং
অত্ৰং (৭)	অত্ৰং	অত্ৰং	বত্ৰং	বেত্ৰং	বত্ৰং
মত্ৰং (৭)	মত্ৰং	মত্ৰং	গুত্ৰং (৭)	গুত্ৰং	গুত্ৰং
গোত্ৰং	গোত্ৰং	গোত্ৰং	দাত্ৰং	দত্ৰং	দাত্ৰং

(৭) চিহ্নিত পদ কয়টি যথাক্রমে √অদ, √মদ, ও √গুপ্ হইতে নিষ্পন্ন।

* কিন্তু ঘাত্রো=ঘাত্রী ; ১১১২ টীকা (১১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

† কিন্তু ভ্রুত্ৰঃ=ভ্রুত্ৰো, এখানে কোন পরিবর্তন নাই।

ব্ৰহ্ম:	ব্ৰহ্মো	ব্রহ্ম	ব্রহ্ম
তন্ম	তন্ম	মন্ময়তি	মন্ময়তি
উত্থাস:	উত্থাসো	মস্তা	মস্তা
ব্রহ্ম	ব্রহ্ম *	উল্লম:	উল্লম: †

১৮। পালিতে আত্র ও তাত্র শব্দের স্থানে যথা-
ক্রমে অশ্ব ও তশ্ব হয়। ‡ যথা—

আশ্ব:	অশ্বো	তাম্র:	তম্বো
আশ্বাতক:	অশ্বাতকো		

১৯। রেফ যকারে থাকিলে তাহাদের উভয়ের
স্থানে পালিতে প্রায়ই ‘রিয়’ হয়; অথবা পূর্ব নিয়মানু-
সারে (১০ § ১২) ঐ রেফের লোপ হয়। § যথা—

ক্রিয়ং	করিয়ং	ক্রয়ং	পর্যঙ্ক:	পরিয়ঙ্কো
আর্য:	অরিয়ো	অর্যো	কদর্যং	কদরিয়ং

* ক্ত=ক্ত, ১, § ৫১।

† ক্ত=ক্ত, ১, § ৩০।

‡ “আশ্বতাম্রয়োর্ব:”, প্র. প্র. ১.৫৩। তুল:—অশ্ব=অশ্বিলং,

১. § ৩৭ টীকা।

§ নিম্ন-উপসর্গের রকারের সহিত যকারের সংযোগ থাকিলে
প্রায়ই দ্বিতীয় নিয়মানুসারে কার্য হইতে দেখা যায়। যথা—

নির্যাণ্	নির্যান্	নির্যাণিক:	নির্যানিকো
নির্যাসি	নির্যাতি	নির্যাতয়তি	নির্যাৎসি
নির্যাস:	নির্যাশ্য	নির্যাতনং	নির্যাৎসনং

<u>ভাৰ্য্য</u>	<u>মৰিয়া</u>	<u>মৰ্য্য</u>	<u>পর্যাদানং</u>	<u>পরিয়াদানং</u>
<u>চৰ্য্য</u>	<u>চরিয়া</u>		<u>পর্যায়ঃ</u>	<u>পরিয়ায়ো</u> *
<u>সূর্যঃ</u>	<u>সুরियो</u>		<u>तिर्यक्</u>	<u>तिरियो</u>

২০। পদের আদিস্থিত ককার স্থানে প্রায়ঃ
'থ', এবং কখন কখন 'চ' বা 'ছ' হয়। যথা—†

* কিঙ্ক—

<u>पर्यदाह्वः</u>	<u>परिबदाह्वंस</u>
<u>पर्यपासति (उपास्ते)</u>	<u>परिपासति</u>
<u>पर्यस्तः</u>	<u>परिरत्तो</u>

এতাদৃশ স্থলে 'যা' 'রিয়' ইত্যাদি পরে বর্ণবিপর্যয় বশত 'রি' ইহা হইয়াছে। ১৯৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

পরি-উপসর্গের যোগে 'যা' কেবল নিম্নলিখিত স্থলে 'ব্য' হইতে দেখা যায়; যথা—पर्येयणा = पर्येयना।

নিম্নলিখিত স্থলে রকার লকার ইত্যাদি দ্বিপ্রাপ্ত হইয়াছে (১৯২৬)—

<u>पर्यस्तिका</u>	<u>परस्तिका</u>
<u>पर्यङ्कः</u>	<u>परङ्कः</u>
<u>विपर्यासः</u>	<u>विपस्तাসो</u>

† সংস্কৃতের ✓ কৈ ও ✓ কপ-মূলক পালি পদগুলির আদিস্থিত ককার স্থানে বকার, এবং মধ্য বা অন্তস্থিত ককার স্থানে জকার হয়। যথা—

<u>आमः</u>	<u>आमो</u>	<u>आपनं</u>	<u>आपनं</u>
	<u>आपयति</u>	<u>आपयति</u>	

ઘ = ઘ, ઘ = ઘ, ઘ = ઘ

તીરં	ઘીરં	ઘય:	ઘયો
ઘિય:	ઘત્તિયો	ઘિપતિ	ઘિપતિ
ઘન્તિ:	ઘન્તિ	ઘેમ:	ઘેમો

ઘણ:	ઘણો	ઘણો	
ઘુલ:	ઘુલો	ઘુલો	ઘુલો
ઘુદ્ર:	ઘુદ્રો	ઘુદ્રો	(ઘુદ્રો)

૨૧। પદેર મધ્ય વા અભ્ય-ઘિત 'ઘ'-ઘાને
માલિતે કથન કથન 'ઘ', વા 'ઘ' હય। યથા—

ઘ = ઘ

ઘક્ષિણ:	ઘક્ષિણો	ઘક્ષ્યામિ	ઘક્ષ્યામિ
ઘણં	ઘક્ષણં	ઘિચક્ષણ:	ઘિચક્ષણો
ઘક્ષણં	ઘક્ષણં	ઘક્ષરોઘં	ઘક્ષરિક્ષં
ઘક્ષેપ:	ઘક્ષેપો	ઘક્ષિકા	ઘક્ષિકા
ઘતિત્ત્વા	ઘતિત્ત્વા	ઘોઘ:	ઘોઘો

ઘ = ઘ

પઘ:	પઘો	પઘો
-----	-----	-----

ઘ = ઘ

ઘિચાયતિ	ઘિચાયતિ	ઘિચાયતિ	ઘિચાયતિ
ઘિચાયેતુ	ઘિચાયેતુ	ઘિચાયેતુ	ઘિચાયેતુ

অচ্চি
অচ্চ:

অচ্ছ
অচ্ছো

অচ্ছি
অচ্ছো *

তচ্চক:

তচ্ছকো

তচ্চু:

তচ্ছু

তচ্চু:

তচ্ছু

২২। পালিতে পদের আদিস্থিত 'দ্য'-স্থানে 'জ',
এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'দ্য'-স্থানে 'জ্জ' হয়। যথা—

দ্য = জ

জুতি:
জুতিমান
জ্যোতকং

জতি
জতিমা
জ্যোতকং

দ্য = জ্জ

অব্য
অব্যত

অব্য
অব্যত

অনব্য
অনব্যত

অনব্য
অনব্যত

* এস্থানে দ্য = ক হইয়াছে ; আবার স্থলবিশেষে দ্য = ক হয়, যথা—
জ্জান: = ঘজ্জো ।

কখন কখন পদমধ্যগত ককার স্থানেও থকার হয়। যথা—জাঅা
জাঅা ; সঅ্জ = সুঅ্জ (১. § ৬৭) ; পঅ্জ = পঅ্জম = পঅ্জ (১. §
টীকা) । পঅ্জ, এস্থলে ককারের একবারে লোপ হইয়াছে ।

মধ্য	মজ্জ	বিদ্যা	বিজ্ঞা
মধ্যঃ	মজ্জা	অপরিদ্রুঃ	অপরিজ্ঞা *

২৩। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'ঝ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ধ্য'-স্থানে 'জ্ঞা' হয়। † যথা—

ধ্য = ভ্জ

ধ্যান	ভ্জান
ধ্যায়তি	ভ্জায়তি
ধ্যায়ী	ভ্জায়ী

ধ্য = জ্ঞ

বুধ্যতে	বুজ্ঞতে	সিধ্যতি	সিজ্ঞতি
---------	---------	---------	---------

* উৎ-উপসর্গের তকার ও পরবর্তী বকার লইয়া যে 'দ্য' হয়, গাঁহার স্থানে 'জ্ঞ' না হইয়া 'য্য' হয়। যথা—

দ্য = য্য

উদ্যান	উদ্যান	উদ্যতি	উদ্যতি
উদ্যোগঃ	উদ্যোগী	উদ্যুক্তি	উদ্যুক্তি
উদ্যুতঃ	উদ্যুতী	উদ্যুক্তঃ	উদ্যুক্তী
উদ্যান	উদ্যান	উদ্যামঃ	উদ্যামী
	উদ্যোধিক	উদ্যোধিক	

† পদের মধ্যে বা অন্তে বর্ণান্তরের সহিত সংযুক্ত বকারের পর বকল। থাকিলে, ঐ 'ধ্য'-স্থানে 'ঝ' না হইয়া 'ঝ' হয়। যথা—

সম্ভ্রা	সম্ভ্রা	সম্ভ্রাঃ	সম্ভ্রা
---------	---------	----------	---------

বিধতি	বিজ্ঞতি	কুধ্যতি	কুজ্ঞতি
মুধ্যতি	মুজ্ঞতি	বিরাদ্যতি	বিরজ্ঞতি
মধ্যমং	মজ্জিমং	<u>বধ্য:</u>	<u>বজ্জো</u>

২৪। পালিতে প্রায়ই পদের আদিস্থিত 'ত্'-'জ্ঞানে 'চ', এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'ত্'-'জ্ঞানে 'চ্' হয়।* যথা—

ত্য় = চ

<u>ত্যাগ:</u>	<u>চাজো</u>	<u>ত্য়জতি</u>	<u>চজতি</u>
	<u>ত্যাগবান্</u>	<u>চাগবা</u>	

ত্য় = চ্

প্রত্যয়:	পশ্যযো	নৃত্যং	নশ্চং
<u>মৃত্যু:</u>	<u>মশ্চু</u>	ইত্যনেন	ইশ্চনেন
<u>অপত্যং</u>	<u>অপশ্চং</u>	সত্যং	সশ্চং
<u>জাত্বা</u>	<u>জশ্চা</u>	কৃত্যং	কশ্চং
অত্যয়:	অশ্যযো	অমাত্ব:	অমশ্চো
অত্যবদাত:		অশ্চোদাতো †	

* মশাক্রপজিকি, ১৮৭. ৪১ নং. জট্টব্য।

† কিঙ্ক অত্যয়ঃ = অত্যয়ো. (২.৯১); দাতৃহঃ = দাতৃহী ; একপ প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল।

২৫। পালিতে পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'থ্য'-স্থানে
'চ্ছ' হয়। * যথা—

থ্য = চ্ছ

নেপথ্য'

নেপচ্ছ'

তথ্য'

তচ্ছ'

মিথ্যা

মিচ্ছা

২৬। তবর্গ, গ, হ ও র ভিন্ন অপর কোন ব্যঞ্জন
বর্ণের পর যকার থাকিলে, পালিতে প্রায়ই ঐ যকারের
লোপ হয়, তৎসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয়, সম্ভাবিত
হইলে যথানিয়মে (১.১১২, টী.) সন্ধি হয় এবং অন্তস্থ
ব-স্থানে বর্গীয় ব হয়। যথা—

শ্রব্ধতি	সুজ্জতে	সম্ভ্য:	সম্ভো
শ্রব্ধ:	সজ্জো	দুম্ভ্য:	দুম্ভো †
শ্রাব্ধ্যাতং	অজ্জাতং	দম্ভ্যতে	দম্ভ্যতে
যোগ্য'	যোগ্য'	রম্ভ্যতে	রম্ভ্যতে
পশ্যতি	পশ্চতি	বৈপুল্য'	বৈপুল্য'
মুশ্যতি	মুশ্চতি	কৌশল্য'	কৌশল্য'
ভোজ্য'	ভোজ্য'	বিশল্য'	বিশল্য' †

* মহাকল্প সিদ্ধি ১৮ পৃ., ৪১ শ্ল. দ্রষ্টব্য।

† 'ল্য'-স্থানে পালিতে কখন কখন বিকল্পে 'ল' দেখা যায়। যথা—

শ্রল্য'

সল্য'

বল্য'

রাজ্যং	রজ্জং	দৃশ্যতে	দিস্সতে
অপ্যেবং	অপ্পেবং	বিদ্যতে	বিস্সতে
<u>কাব্যং</u>	<u>কব্বং</u> *	<u>শিষ্যঃ</u>	<u>সিস্সো</u>
ভব্য়ং	ভব্বং	করিষ্যতে	করিস্সতে
দাতব্যং	দাতব্বং	তস্য	তস্স
দীব্যতি	দিব্বতি	ঘটস্য	ঘটস্স

২৭। 'হ'-স্থানে পালিতে 'য্' হয়।† যথা—

হ্য = য্

<u>অসহ্যঃ</u>	<u>অস্যহ্যো</u>	মহং	ময্হং
গুহ্যং	গুয্হং	মুহ্যতি	মুয্হতি
দহ্যতে	দয্হতে	অসহ্যং	অস্যহ্যং
অবিবাহ্যঃ	অবিবাহ্যো	বুহ্যতি (উহ্যতে)	বুয্হতি § ;

কল্যাণং

কল্লাণং

কল্যাণং

শল্যকঃ

সল্লকো

শল্যকো

কল্যং

কল্লং

কল্যং

* কাব্যং ও পালিতে হয় ; এইরূপ—অপসব্যং = অপসব্যং ; বাক্যং = বাক্যং ; মাধ্যং = মাধ্যং । এস্থলে ঐ নিয়ম খাটে নাহে ।

† কিন্তু পুণ্যেব আদিত্তে 'হ'-স্থানে 'হীয' হয় । যথা—হ্যঃ = হীযো = হিয্যো (১. § ১১) ; হ্যস্তনী = হীযস্তনী । কখন কখন 'হ'-স্থানে 'য' দেখা যায়, যথা—লেহ্যং = লেয্যং ।

§ বিকল্পে 'বুহ্যতি' হয় ; "হবিপরিয়যে লো বা," (১. ৪. ৬)

২৮। পালিতে পদের আদিস্থিত 'ন্য' প্রায়ই 'ঞ', এবং পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ন্য' ও 'ণ্য' 'ঞ-ঞ' হয়। যথা—

ন্য = অ

ন্যায়;

জাযো *

ন্য = ঙ

ধান্য

ধন্ম

শূন্য

মুন্ম

কন্যা

কন্ম

অন্য;

অন্ম

কৌণ্ডন্য:

কৌণ্ডন্ম

বিহন্যতে

বিহন্মতে

মন্যতে

মন্মতে

ন্য = ঙ

দ্বিরণ্য

দ্বিরন্ম

অরণ্য

অরন্ম

কাকণ্য

কাকন্ম

২৯। পদের আদিস্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ', এবং মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ঞ-ঞ' হয়। যথা—

কাত্যায়নের এই সূত্রানুসারে য প্রত্যয় চইলে হকারের স্থান বিপর্যয় হয়, (তুলঃ—১. § ৪১), ও বিকল্পে 'য'-স্থানে 'ল' হয়। এতদনুসারে 'অসন্ম' এই পদস্থানে পালিতে 'অসন্ম', 'অসন্ম' এই উভয় পদই হইতে পারে। স্থানান্তরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পদ সাধারণত দেখা যায় না।

* কিন্তু, ন্যাস: = ন্যাসো; ন্যগোঘ: = নিগোঘো (১. § ৬০)।

স্ব = জ

<u>জ্ঞাতি:</u>	<u>জাতি</u>	<u>জ্ঞান'</u>	<u>জাণ'</u>
জ্ঞাতক:	জাতকো	জ্ঞাত:	জাতী

স্ব = জ্ঞ

সংজ্ঞা	সংজ্ঞা	অভিজ্ঞা	অভিজ্ঞা
<u>পজ্ঞা</u>	<u>পজ্ঞা</u>	<u>বিজ্ঞান'</u>	<u>বিজ্ঞাণ'</u>
বিজ্ঞমি:	বিজ্ঞমি	বিজ্ঞ:	বিজ্ঞো
	<u>আজ্ঞা</u>	<u>অজ্ঞা</u> *	

৩০। টকার ও তকারের পর কোন বর্ণের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে, তাহাদের স্থানে সেই বর্ণের প্রথম বর্ণ হয়। যথা—

ষট্কার্ণ:	জ্ঞজ্ঞস্বো †	ষট্‌পদ:	জ্ঞপদো
ষট্‌পদ্মায়ত্ত	জ্ঞপদ্মাস	ষট্‌ত্ৰিংশ:	জ্ঞত্ৰিংশো

* কখন কখন পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'জ্ঞ'-স্থানে 'ণ' দেখা যায় ;
'জ্ঞা' ভিন্ন অস্ত্রত্ব এ নিয়ম দেখা যায় না। যথা—

স্ব = য়

<u>আয়্য</u>	<u>আয়্যা</u>	<u>আয়্যম'</u>	<u>আয়্যন্ত'</u>
আয়্যমি:	আয়্যমি	প্রায়্যমি:	<u>প্রায়্যমি</u> , <u>প্রায়্যমি</u>

তুলনীয়—রাজ্ঞী = রাণী। আবার কখন 'জ্ঞ'-স্থানে 'জ' দেখা যায়,
যথা—প্রজ্ঞান' = প্রজ্ঞান'।

† কিন্তু, ষট্‌কার্ণ: (ষট্‌কার্ণ') = জ্ঞজ্ঞস্বো ; তদ্বিতকল্পের দ্বিতীয় নিয়ম দ্রষ্টব্য।

সন্ধার:	সন্ধারো	ইসন্ধারং	ইসন্ধারং
সন্ধাষ্ট	সন্ধাষ্ট	সন্ধাষ্টপণং	সন্ধাষ্টপণং
তদ্যুৎসব:	তদ্যুৎসবো	সন্ধাষ্ট	সন্ধাষ্ট
	মহাষ্টাষ্ট	মহাষ্টাষ্ট	*

৩১। গকার, ডকার, ও দকারের সহিত কোন বর্ণের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণের যোগ থাকিলে, তাহাদিগের স্থানে ঐ বর্ণের তৃতীয় বর্ণ হয়।† যথা—

প্রাঙ্গমার:	প্রাঙ্গমারো	মহাষ্টাষ্ট:	মহাষ্টাষ্টো
সন্ধি:	সন্ধি	সন্ধি:	সন্ধি
দুগ্ধ	দুগ্ধ	মহাষ্টাষ্ট:	মহাষ্টাষ্টো
দিগ্ধ	দিগ্ধ	মহাষ্টাষ্ট:	মহাষ্টাষ্টো
মুগ্ধ:	মুগ্ধো ‡	মহাষ্টাষ্ট:	মহাষ্টাষ্টো §
মহাষ্টাষ্ট:	মহাষ্টাষ্টো	মহাষ্টাষ্ট:	মহাষ্টাষ্টো §

* ককার সম্বন্ধেও এই নিয়ম; যথা—বন্ধিকপথঃ = বন্ধিপথঃ ;
প্রা. প্র. ২. ১।

† প্রা. প্র. ২. ১।

‡ কিস্ত, দগ্ধ = দ্ধ । দ্রষ্টব্য—১. § ৫৪।

§ ‘বর্ণ’ ও ‘বিশ’ শব্দের বকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, এখানে তাহা বর্ণীয় বলিয়া গণ্য গিয়াছে। পালিতে বকার ও বকারের বিপর্যায় ভূমি-ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্ততি:	উগতি	মহত্তয়	মহত্তময়
<u>উদঘোষ:</u>	<u>উঘোষো</u>	<u>অত্ততং</u>	<u>অত্তমুতং</u>
মহদ্বন:	মহদ্বনো	উত্তত:	উত্তমুতী
মৌল্লরিক:	মৌল্লরিকো	মহত্তল	মহত্তল
<u>মৌল্ললায়ন:</u>	<u>মৌল্ললায়নো</u>	<u>বুদ্বদং</u>	<u>বুদ্বলং</u> *

৩২। পদেত্র যথ্য বা অলু-স্থিত 'ঋ' ও 'ঌ'-স্থানে
পানিতে 'ট্ঠ' হয়।† যথা—

ঋ = ট্ঠ

তুঋ:	তুট্ঠো	কট্ঠং	কট্ঠং
পুঋ:	পুট্ঠো	অট্ঠ	অট্ঠ
ঋঋ:	পুট্ঠো	দ্রট্ঠব্যং	দ্রট্ঠব্যং
নঋ:	নট্ঠো	দ্রট্ঠকং	দ্রট্ঠকং ‡

ঌ = ট্ঠ

ষট্ঠ:	ষট্ঠো	শ্বেট্ঠ:	শ্বেট্ঠো
বাসিট্ঠ:	বাসিট্ঠো	জ্যেট্ঠ:	জ্যেট্ঠো
<u>কনিট্ঠ:</u>	<u>কনিট্ঠো</u>	<u>নেদিট্ঠ:</u>	<u>নেদিট্ঠো</u>

৩৩। পদেত্র আদিস্থিত 'ঋ'-স্থানে 'থ', এবং যথ্য

* Cf. Bubble.

† প্রা. প্র ২. ১।

‡ কখন কখন 'ট্ঠ' স্থানে 'ট্ঠ' দেখা যায়; যথা—অবট্ঠং = অবট্ঠং।

ও অন্ত-স্থিত 'স্ত'-স্থানে 'থ', ও কখন কখন 'ত'
হয় ।* যথা—

স্ত = থ †

স্তম্ভ:	থম্ভো	স্তূপ:	থূপো
স্তম্ভ:	থম্ভো	স্তোকং	থোকং
স্থির:	থিরো	স্থিতি:	থিতি
স্তোন:	থেনো	স্তনয়তি	থনয়তি

স্ত = ত ‡

হস্তিন:	হস্তিনো	বস্ত্রীয়তি	বস্ত্রীয়তি
প্রস্তর:	পত্বরো	হস্ত:	হস্তো
প্রস্তাবনা	পত্যাবনা	স্বস্তি	সোস্তি
বিস্তৃতো	বিত্তৃতো	অস্তি	অত্টি
আবস্তিক:	সাবস্তিকো	বস্ত্রং	বত্ৰং
প্রস্তারয়তি	পত্য়ারয়তি	কপিলবাসু:	কপিলবত্
পর্যস্তিকা	পত্ন্তিকা	প্রাস্ত:	পত্ন্তো

* প্রা. প্র. ৩. ১২।

† কখন কখন আদিস্থিত 'স্ত'-স্থানে 'ছ' দেখা যায় ; যথা—
স্তম্ভিতত্বং = স্তম্ভিতত্বং ।

‡ কিছু উল্লেখ্য: = উল্লেখ্য, এখানে একটি তকারের লোপ ভিন্ন অপর
কোন পরিবর্তন হয় না। আবার 'স্ত'-স্থানে কখন কখন 'ট্ঠ'
দেখা যায় ; যথা—পরিবস্ত্রয়: = পরিবস্ত্রয়ো ।

স্ত = ত

অস্ত:	অস্তো	<u>দস্তরং</u>	<u>দস্তরং</u>
ভদ্রমুস্তং	ভদ্রমুস্তং	<u>হ্যাস্তনী</u>	<u>হীযস্তনী</u>

৩৪। পদের আদিস্থিত 'হ'-স্থানে 'থ', ও কখন কখন 'ঠ', * এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত 'হ'-স্থানে 'থ', ও 'টে' * হয়। যথা—

স্থ = য

স্থগনং	যগনং	<u>স্থবির:</u>	<u>যেরো</u>
স্থূল:	যূলো	স্থাৱর:	যাৱরো

স্থ = ঠ

স্থানং	ঠানং	স্থানী	ঠানী
<u>স্থিতি:</u>	<u>ঠিতি</u>	স্থানাস্থানং	ঠানাঠানং
স্থানান্তরং	ঠানান্তরং	স্থানীয়:	ঠানীযো

স্থ = ত্য

বানপ্রস্থ:	বানপত্যো	<u>অবস্থা</u>	<u>অবত্যা</u>
অবস্থাপনং	অবত্যাপনং	অবস্থানং	অবত্যানং†

* সাধারণত √স্থা নিম্ন পদসমূহেই এই নিয়ম দেখা যায়।

† প্রা. প্র. ৩. ১। কোন কোন স্থলে আবার 'হ'-স্থানে 'ত' দেখা যায়; যথা—

স্থ = ত

হস্তপ্রসং	হস্তপসং	<u>মধ্যস্থা:</u>	<u>মন্ত্যস্তো</u>
-----------	---------	------------------	-------------------

স্থ = ঙ

উপস্থাপয়তি	উপহাপয়তি	<u>প্রস্থায়</u>	<u>পহায়</u>
প্রমাদস্থান'	পমাদহান'	বয়:স্থ:	বয়হৌ
	<u>অস্থি</u>	<u>অস্থি</u>	

৩৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত 'ৎস'-স্থানে প্রায়ই 'চ্ছ' হয়। * যথা—

ল = ল্

<u>মল্ল্য:</u>	<u>মল্ল্যো</u>	<u>বল্ল্য:</u>	<u>বল্ল্যো</u>
<u>বল্ল্যর:</u>	<u>বল্ল্যরো</u>	<u>কুল্ল্য:</u>	<u>কুল্ল্যো</u>
<u>দিল্ল্যতি</u>	<u>দিল্ল্যতি</u>	<u>জিল্ল্য:</u>	<u>জিল্ল্যো</u>
<u>চিকিল্ল্যতি</u>	<u>চিকিল্ল্যতি</u>	<u>বীমল্ল্য:</u>	<u>বীমল্ল্যো</u>
	<u>মল্ল্যরী</u>	<u>মল্ল্যরী</u>	†

৩৬। লকারের পর বর্গের (ক) প্রথম বা দ্বিতীয়

* প্রা. প্র. ২. ৪০। পদের আদিস্থিত 'ৎস' স্থানে 'থ' হয়; যথা—
ল্ল্যথ: = থথ।

† 'উৎ'-উপসর্গের তকারের পর সকার থাকিলে, ঐ 'ৎস'-স্থানে প্রায়ই 'নৃস' হয়, এবং অতি অল্প স্থানে 'চ্ছ' হইতে দেখা যায়। যথা—

ল = ল্

<u>উল্ল্যব:</u>	<u>উল্ল্যবো</u>	<u>উল্ল্যক:</u>	<u>উল্ল্যকো</u>
<u>অল্ল্যক্য</u>	<u>অল্ল্যক্য</u>	<u>উল্ল্যারথ</u>	<u>উল্ল্যারথ</u>
<u>উল্ল্যতি</u>	<u>উল্ল্যতি</u>	<u>উল্ল্যতি</u>	<u>উল্ল্যতি</u>

বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্ণের প্রথম বর্ণ হয় ;
 (খ) তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, লকার-স্থানে ঐ বর্ণের
 তৃতীয় বর্ণ হয় ; (গ) এবং এতদ্ভিন্ন লকার যে বর্ণের
 পূর্বে থাকে, লকার-স্থানে সেই বর্ণই হয়, ও তাহা
 হইলে অন্তস্থ ব-স্থানে বর্ণীয় ব হয় । * যথা—

(ক)

উল্কা	উক্কা	বল্কলং	বল্কলং †
কিস্কল্ক:	কিস্কল্কো	খিল্পং	খিল্পং
কল্ক:	কল্কো	অল্য:	অল্যো
	জল্য:	জল্যো	

(খ)

ফল্‌	ফল্‌	ফল্‌	ফল্‌
বলাতি	বল্‌গতি	প্রগল্‌:	প্রগল্‌

উল্‌স:	উল্‌সো	উল্‌সাহ:	উল্‌সাহো
	উল্‌সোটি	উল্‌সোহি	

নিম্নলিখিত স্থানে 'চ্ছ' হইয়াছে :—

উল্‌স্‌হ;	উল্‌স্‌হো	উল্‌স্‌হং	উল্‌স্‌হং
বুল :—	‘নোত্মকোত্মবথো:’	প্রা. প্র. হ. ৪২।	

* প্রা. প্র. হ. ২।

† কিস্ক, বল্কলং = বাকং (বল্কলং = বাকং = বাকং ১.১১০. টীকা); খিল্পং = খিল্পং।

(গ)

বল্মীক:	বল্মীকো	উল্লুক	উল্লুক*
জাল্ম:	জাল্মো	কিল্বিধ	কিল্বিসং †

৩৭। লকার ল-ভিন্ন ঙ যে বর্ণের শেষে থাকে, পালিতে ঐ বর্ণে প্রায়ই ইকার যোগ হয়, এবং ঐ বর্ণস্থিত স্বর লকারে যুক্ত হয়। যথা—

ক্লিন্ন:	কিলিন্ণো	গ্লান:	গিলানো
ক্লেশ:	কিলেসো	ক্লাম্যতি	কিলামতি
ক্লিস্থতি	কিলিস্থতি	ক্লাঘা	কিলাঘা

* কখন কখন 'ল্ম'-স্থানে 'ম্ব' দেখা যায়; যথা—

ল্ম = ম্বো

গল্ম:	গম্বো
নির্গল্ম:	নির্গম্বো
প্রাভল্মী	সিম্বলী

† 'ল্ব'-স্থানে অনেক সময়ে 'ল্ল' দেখা যায়; যথা—(১.৯৩৯)

ল্ব = ল্ল

বিল্ব:	বিল্লো
পল্বলং	পল্ললং
খল্বাট:	খল্লাটো
কিল্ব	কিল্লো
উরুবিলা	উরুবেলা

‡ পল্লব, উল্লাস, মল্লক, মল্লিকা, মল্লিকো, মল্লো ইত্যাদি পদে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।

স্লোক:	সিলোকো	স্লেষা	সিলেসুমা, (সোম্বা)
স্লিষ্টং	সিলিষ্টং	অস্লেষা	অসিলেসা
স্লাদতি	স্হিলাদতি	স্লাদ:	স্হিলাদো
স্লব:	পিলব্বো	স্লব:	পিলবো, (স্লবো) *

৩৮। পদের আদি বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে পালিতে প্রায়ই † তাহার লোপ হয়। ‡ যথা—

জুল্লতি	জল্লতি	ত্বরতি (তি)	তরতি
কথিতং	কথিতং	দ্বীপ:	দ্বীপো
ধ্বজ:	ধ্বজো	ধ্বনি:	ধ্বনি

* এইরূপ—স্লবজ্জমো, স্লবগো, স্লবতি; এখানে পূর্বোক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। নিম্নলিখিত পদগুলি উঠেযা :—

অন্মং	অন্মিহং	(তুল:—৩১পৃ.*টাকা)
স্নীহা	পিহ্বাং	
স্লিষ্ট:	সিলব্বো	
স্লবতি (তি)	পিলুব্বতি, স্লবতি	
স্লুক:	সুক্কো	

† নিম্নলিখিত প্রভৃতি স্থানে এই নিয়মে কার্য্য হয় নাই :—

দ্বাপরং	দ্বাপরং
দ্বারং	দ্বারং, (দুবারং)

‡ ‘বি’-সংযুক্ত শব্দসমূহের অধিকাংশ স্থানেই সংযুক্ত বকারের লোপ হয় না, অতি অল্প স্থানেই হয়; আবার স্থল বিশেষে ব-স্থানে ‘উ,’ বা ‘উব’ হয়; যথা—

দ্বিস্তং	দ্বিস্তং	দ্বিজ:	দ্বিজো, দ্বিজো
----------	----------	--------	----------------

ধ্বংসতি (তি)	ধংসতি	ত্বয়া	তয়া
ত্বয়ি	তয়ি	ত্বচ: (ক্)	তচো
<u>স্বা</u>	<u>সা</u> ‡	<u>স্বামী</u>	<u>সামী</u>
	ধ্বাঙ্ক:	ধঙ্কো	

৩৯। পদের মধ্যে বা অন্তে কোন বর্ণে বকার যুক্ত থাকিলে, পালিতে তাহার লোপ হয়, এবং যে বর্ণে ঐ বকার যুক্ত থাকে, তাহার দ্বিত্ব হয়, ও সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয় (১.১১২ টীকা)। ‡ যথা—

দ্বিরহ:	দ্বিরদো	দ্বিগুণ:	দ্বিগুণো
দ্বিপ:	দ্বিপো	দ্বিতীয়:	দ্বিত্যো
দ্বিজিহ্ব:	দ্বিজিহ্বো	দ্বিবিধ:	দ্বিবিধো
দ্বি	দ্বি, দুবে	দ্বিরান:	দ্বরানো

* পদের আদিস্থিত শ ও সকারের পর বকার থাকিলে স্থানে স্থানে তাহার লোপ, ও স্বরবিশেষে তাহার স্থানে ‘উব’ বা ‘অব’ প্রভৃতি (১.১৫৭ দ্রষ্টব্য) হয়। নিম্নপ্রদর্শিত উদাহরণে তাহা কতকটা বুঝা যাইবে :—

<u>স্বা</u>	<u>সা</u> , <u>সুনো</u> , <u>সানো</u> , <u>স্বানো</u> , <u>সুবানো</u>
<u>স্ব:</u>	<u>সুবে</u> , <u>স্বে</u>
<u>স্বামী</u>	<u>সামী</u> , <u>স্বামী</u>
<u>স্বস্তি</u>	<u>সোস্তি</u> , <u>স্বস্তি</u>
<u>স্বর্গিক:</u>	<u>সোবর্গিকো</u>
<u>স্বর্গ্য</u>	<u>সোবর্গ্য</u> , <u>স্ববর্গ্য</u>

† প্রা. প্র. ২.২।

পদ্ধাং	পদ্ধাং	পল্ললং	পল্ললং
কিণ্ণঃ	কিণ্ণো	বৈশ্বানরঃ	বৈশ্বানরো
সাপেক্ষত্বং	সাপেক্ষত্বং	বিশ্বাসঃ	বিশ্বাসো
একত্বং	একত্বং	তপস্বী	তপস্বী
গমকত্বং	গমকত্বং	তেজস্বী	তেজস্বী
<u>শাহলং</u>	<u>সহলং</u>	অশ্বঃ	অশ্বো
বিদেপঃ	বিদেপো	বিশ্বং	বিশ্বং
বিধ্বংসঃ	বিধ্বংসো	মনস্বী	মনস্বী
<u>অধ্বা</u>	<u>অধ্বা</u>	রক্ষঃ	রক্ষা*

৪০। সন্ধিজাত বকারের বহু স্থলে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। † যথা—

* কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই :—

সরস্বতী	সরস্বতী
<u>বিদ্বান</u>	<u>বিদ্বা</u>
<u>বন্ধুং</u>	<u>বন্ধুং</u>

লক্ষণীয় :—চত্বরং = চত্বরং। মহাদীপঃ = মহাদীপো ; বরদীপঃ = বরদীপো ; ইত্যাদি স্থলে ‘ব’ প্রভৃতি বস্তুত পদমধ্যবর্তী হইলেও উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য হয় নাই ; এখানে প্রথমে ‘দীপ’ স্থানে ‘দীপ’ করিয়া তাহারপর সমাস করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতঃপর এইরূপ। পিতৃজ্ঞানশব্দ পালিতে পিতৃজ্ঞান হয়।

† ‘ব’ ও ‘দ্বান’ (জ্ঞা) প্রত্যয়ের বকারেরও কোন পরিবর্তন হয় না ; যথা—সুত্বা = সুত্বা, সুত্বান ইত্যাদি।

স্বল্য:	স্বল্যো	স্বাগতং	স্বাগতং, (সাগতং)
অন্ব্যেতি	অন্ব্যেতি	স্বাখ্যাত:	স্বাখ্যাতো
ধাত্বন্তস্য	ধাত্বন্তস্ম	অন্ব্যচয়:	অন্ব্যচয়ো
	অন্ব্যেষণা	অন্ব্যেষণা	*

৪১। হকারের পরবর্তী বকার পালিতে প্রায়ই সরহীন হইয়া হকারের পূর্বের গমন করে, এবং হকার পরবর্তী সর-যুক্ত হইয়া তাহার পরে থাকে। † যথা—

হ = ন্

জিহ্বা	জিহ্বা	আজ্জান	আজ্জান
সাহ্য়:	সাহ্য়ো	আহ্য়া	আহ্য়া
	সমাহ্য়:	সমাহ্য়ো	‡

৪২। বর্গীয় বকারের পর কোন বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, বকার-স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। § যথা—

* কিন্তু, সমন্বিত:	সমন্বিতো
সমন্বাগত:	সমন্বাগতো
সমন্বেষতি (দৃশ্যতি)	সমন্বেষতি

† তুল:—১.১২৭।

‡ কিন্তু গঙ্করং = গব্ধরং; গঙ্করং = গব্ধরং = গব্ধরং;

হ = ম, (১.১০০. খ)।

§ প্রা. প্র. ২. ২।

স্বন্দ:	স্বদ্বো	কুজ:	কুজ্জো
লুন্ড:	লুদ্বো	লন্ড:	লদ্বো
স্বন্ড:	স্বদ্বো	স্বারন্ড:	স্বারদ্বো

৪৩। পদের আদিস্থিত ‘ক’ ও ‘খ’ এর সকারের লোপ হয়, এবং ‘ক’-স্থানে ‘খ’ হয়। যথা—

স্ক = স্ব

স্কন্ড:	স্বন্ডো
স্কন্দ:	স্বন্দো *
স্কন্ডাবার:	স্বন্ডাবারো

স্ব = খ

স্বলতি স্বলতি স্বলন্তি স্বলন্তি

৪৪। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত ‘ক’-স্থানে প্রায়ই ‘ক্খ’, এবং কখন কখন ‘ক’, ও ‘খ’ হয়। যথা—

স্ক = ক

পুস্ক্কার:	পুস্ক্কারো	তিরস্ক্কার:	তিরস্ক্কারো
উপস্ক্কার:	উপস্ক্কারো	<u>পস্কন্দতি</u>	<u>পস্কন্দতি</u>

* স্কন্দ শব্দের পালিতে স্বন্দ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; হয় ত প্রাচীন ভুলক্রমে স্বন্দ হইয়া গিয়াছে। অভিধানপদীপিকা-প্রভৃতি সর্বত্র স্বন্দ শব্দই দেখা যায়। (Cf. Childers).

प्रस्फन्दनं	पक्वन्दनं	प्रस्फन्दिका	पक्वन्दिका
वेदनास्फान्धः	वेदनाक्वन्धो	रूपस्फान्धः	रूपक्वन्धो

स्फ = क

मनस्कारः	मनकारो	नमस्कारः	नमकारो
	संस्कृतं		सकृतं, (संखतं)

स्फ = ख

संस्कारः संस्वारो संस्कृतं संखतं, (सकृतं) *

४६ । अदेर गथा वा अलु-स्थित 'क' स्थाने हल-
विशेषे 'क', वा 'क्थ' इय । यथा—

ष्क = क

निष्केशः	निक्केसो	निष्कामी	निक्कामी
दुष्करं	दुक्करं	निष्काहः	निक्काहो
निष्कषायः	निक्कसायो	निष्केशः	निक्किलेसो
चतुष्कं	चतुक्कं	निष्कर्मः (†)	निक्कम्भो

ष्क = क्व

निष्क्रमः	निक्कमो	परिष्कारः	परिक्कारो
पुष्करं	पुक्करं	शुष्कं	सुक्खं
	नैष्किकः		निक्किको †

* किङ्, भास्करः = भाकरो ।

† प्रा. प्र. ३. २ तु ।

৪৬। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত ‘শ্চ’ ও ‘শ্ছ’-স্থানে
প্রায়ই * ‘চ্ছ’ হয়। † যথা—

স্ব = চ্ছ

আশ্চর্য্যঃ	অচ্ছুরিয়ং	পশ্চাত্	পচ্ছা
ভূমিকঃ	বিচ্ছিকো	তিরস্বঃ (তির্যক্)	তিরচ্ছো
নিষ্বয়ঃ	নিচ্ছয়ো	দুস্বরিতঃ	দুচ্ছরিতো
	নিষ্বরতি	নিচ্ছরতি	

শ্চ = চ্ছ

নিশ্চলঃ	নিচ্ছলো	নিশ্চন্দঃ	নিচ্ছন্দো
---------	---------	-----------	-----------

৪৭। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত ‘শ্চ’ স্থানে ‘চ্ছ’
হয়। ‡ যথা—

শ্চ = চ্ছ

অশ্চরাঃ	অচ্ছরা	লিষতি	লিচ্ছতি
জগুশ্চতি	জিগুচ্ছতি	বীশা	বিচ্ছা §

* নিষ্বিতঃ = নিষ্বিতো; নিশ্চলঃ নিচ্ছলো; এখানে স্ব = চ্ছ
হইয়াছে।

† তুলঃ—“অ-ত্ম-শ্চা ছঃ ;” প্রা. প্র. ২. ৪০।

‡ প্রা. প্র. ২. ৪০।

§ পদের আদিস্থিত ‘শ্চ’ স্থানে ‘চ্ছ’ হয়। যথা—স্বাতঃ = ছাতো।

৪৮। পদের আদিশ্রিত ‘ক্ষ’ ও ‘ক্ষ্’ প্রায়ই *
‘ক্ষ’ হয়; এবং মধ্য ও অন্ত-স্থিত ‘ক্ষ’, ‘ক্ষ্’ ও
‘ক্ষ’ স্থলবিশেষে ‘ক্ষ’ ও ‘ক্ষ্’ হয়।† যথা—

ক্ষ = ক্ষ

	<u>ক্ষয়ঃ</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>	
<u>ক্ষয়তি</u>	<u>ক্ষয়তি</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>
ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ

ক্ষ = ক্ষ

<u>ক্ষয়ঃ</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>
ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ

ক্ষ = ক্ষ ; ক্ষ = ক্ষ

ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ
ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ

ক্ষ = ক্ষ ; ক্ষ = ক্ষ

<u>ক্ষয়ঃ</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>	<u>ক্ষয়ঃ</u>
ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ	ক্ষয়ঃ

* ক্ষয়ঃ = ক্ষয়ঃ ; ক্ষয়ঃ = ক্ষয়ঃ ; এখানে কেবল সকারের
লোপ হইয়াছে।

† প্রা. প্র. ২. ২২।

‡ পদের মধ্যস্থিত ‘ক্ষ’ স্থানে ‘ক্ষ’ দেখা যায় না।

पुष्पितः पुष्पितः *

४९। अदेर आदिश्रित 'अ' कथन कथन 'य' इय ।†
यथा—

प = फ

परशुः	फरसु	पुष्पितः	फुष्पितो (पुष्पितो)
पुष्पः	फुस्सो	पशुका	फस्सुका
परुषः	फुरुसो	पलितः	फलितो

५०। अदालुर्गत अमश्रुतः ‡ 'य' कथन कथन 'य'
इय । यथा—

कार्तिकेयः	कत्तिकेयो	कत्तिकेयो
वेनतेयः	वेनतेयो	वेनतेयो
रोहिणेयः	रोहिणेयो	रोहिणेयो
गङ्गेयः	गङ्गेयो	गङ्गेयो
कापेयः	कापेयो	कापेयो
देयं	देयं	हेयं हेयं
जेयं	जेयं	चेयं चेयं
नेयं	नेयं	श्रेयः सेयो

* प्रा. प्र. ३. ३५ ।

† “परशु-परिघ-परिखासु फः ;” “पनसेऽपि ;” प्रा. प्र. ३. ३६-३७ ।

‡ अश्रुत 'य' शाने इय ना ; यथा—आलस्यं = आलस्यं, हेतादि ।

रुद्ध “प्रसार्य = पसारय्य ; प्रसार्य = पसारिय = पसारय्य ।

मेयं	मेय्यं	ज्यायः	जेय्यो
स्तेयं	थेय्यं	भूयः	भिय्यो, (भोयो)
नैयायिकः	नेय्यायिको	वेयाकरणः	वेय्याकरणो

५१ । पदान्तर्गत 'ऊ'-स्थाने 'उ' इय । यथा—

भुक्तं	भुत्तं	सिक्तं	सित्तं
रक्तं	रत्तं	युक्तं	युत्तं
भक्तिः	भत्ति	वक्ति	वत्ति
भक्तं	भत्तं	उक्तं	उत्तं
शुक्तिः	सुत्ति	मुक्तिः	मुत्ति
विविक्तं	विवित्तं	विभक्तं	विभत्तं *

५२ । पदान्तर्गत 'क्थ'-स्थाने 'थ' इय । † यथा—

क्थ = थ

सिक्थं	सित्थं
सक्थ	सत्थ

५३ । पदान्तर्गत 'क्ष'-स्थाने 'त्त' इय । यथा—

क्ष = त्त

सप्त	सत्त	तप्तं	तत्तं
------	------	-------	-------

* किञ्च, शक्तः = सक्तो ; प्रतिसुक्तः पतिसुक्तो (Cf. Childers).

तुल्यः—प्रा. प. ३. १ ।

† प्रा. प. ३. १ ।

দ্বিসং	স্বিসং	দীসং	দিসং
মুসং	মুসং	<u>গুসং</u>	<u>গুসং</u>

৫৪। পদান্তগতি ‘ক্’ ‘ধ্’ ও ‘ক্’-স্থানে কখন কখন
‘ড্’ দেখা যায়। * যথা—

ক = ক্, ধ = ধ্, গ = গ্

<u>বৃদ্ধি:</u>	<u>বৃদ্ধি, বৃদ্ধি</u>	<u>বৃদ্ধ:</u>	<u>বৃদ্ধী</u>
<u>বৃদ্ধ;</u>	বৃদ্ধী	বর্ধমানো	বৃদ্ধমানো
<u>বর্ধয়তি</u>	<u>বৃদ্ধি</u> তি	বিদগ্ধতা	বিদবৃদ্ধতা
	<u>দগ্ধ</u>	<u>দবৃ</u>	

৫৫। পদের মধ্য বা অন্ত-স্থিত ‘ট’ অধিকাংশ
স্থলেই ‘লুহ্’ (ळ्ह) হয়। যথা—

ট = ল্‌হ্

<u>কট:</u>	<u>দলহী</u>	বাট	বাল্‌হ্
<u>আকট:</u>	<u>আকলহী</u>	পরিবৃট:	পরিবৃল্‌হী
<u>ভক্কাতি:</u>	<u>ভক্কাळ्ह</u>	বিবৃটি:	বিবৃল্‌হি

* তুল:—১.১৩১। √বৃদ্ধ-নিম্পন্ন পদ ভিন্ন অত্যাএকরূপ প্রয়োগ
অতি অল্পই দেখা যায়, যথা—

<u>বৃদ্ধ:</u>	<u>বৃদ্ধী</u>	<u>বৃদ্ধ:</u>	<u>বৃদ্ধী</u>
<u>বৃদ্ধি</u>	<u>বৃদ্ধ</u>	<u>বৃদ্ধ:</u>	<u>বৃদ্ধী</u>

ইত্যাদি।

বিরুহঃ বিরুহো দ্রুহয়তি দহুহয়তি *

৫৬। পদান্তর্গত 'ড' প্রায় সর্বত্রই ল (ळ) হয়
দেখা যায়। যথা—

ড = ळ

বডমি:	বळमि	বডবা	बळबा
এডক:	एळको	এডমুক:	एळमूको
গুডুচী	गोळोची	গরুড:	गरुळो
জড:	जळो	কডার:	कळारो †

৫৭। পদান্তর্গত 'অয়'-স্থানে বিকল্পে 'এ,' এবং
'অব' স্থানে বিকল্পে 'ও' হয়। যথা—

अय = ए

কারয়তি	कारेति	চিন্তয়তি	चिन्तेति
জয়তি	जेति	নয়তি	नेति

* মিলিন্দ প্রশ্নের (১৪৪) সিংহল-সংস্করণে “বাळवनমলুপ্পবিহু”
স্থানে “বালং” আছে; এখানে বাळ বা বাল শব্দের সংস্কৃত বাট,
অতএব ট = ळ, বা ল হইয়াছে বলিতে হইবে।

† নিম্নলিখিত স্থানে 'ড'কারই পঠিত হয়। যথা—জুডবঃ = জুডবো ;
জুডমলঃ = জুডমলো ।

পদের আদিস্থিত 'ড' কখন কখন 'দ' হয়, যথা—ডিডিমঃ = দেডিমো
(আ. ১. ২৫৬) ; ডুডুমঃ = দেডুমো (১. § ৮৭.)

গণয়তি গণেতি

বিকল্পে কারয়তি প্রভৃতি হয় ।*

অব = অণি (১.১৯৭)

লবণং	লোণং	যবনকঃ	যোনকো
অবনতঃ	অণতো	ব্যবহরতি	বোহরতি
	ব্যবহারিকঃ	বোহারিকো †	

৫৮। পদান্তর্গত 'য' কখন কখন লুপ্ত হয়। যথা—

মৌগলায়নঃ	মোগলাণো	মোগলায়নো
কাত্যায়নঃ	কচ্চানো	কচ্চায়নো
উপস্থায়কঃ	উপষ্টাকো	উপষ্টায়কো

৫৯। পদান্তর্গত 'য' স্থানে কখন কখন 'ইয়' হয়।

যথা—

য = ই

সামর্থ্যং	সমথিয়ং	সৌম্যং	সৌমিয়ং
কল্যঃ	কপিয়ো	দণ্ডঃ	দণ্ডিয়ো

* কারেতি প্রভৃতি স্থলে যেমন অয স্থানে য হইয়াছে, সেইরূপ কখন কখন অযি স্থানেও য হয়। যথা—আচ্ছর্থ = অচ্ছরিয়ং = অচ্ছরিয়ং (১.১১৯) = অচ্ছেরং (১.১৪৪. টীকা দ্রষ্টব্য)।

† এখানে প্রথমে অবহার শব্দ স্থানে বোহার করিয়া তাহার পর তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মত্বা	মতিয়া	রাত্রা	রুতিয়া
<u>জ্যা</u>	<u>জিয়া</u>	মহাব্যঃ	মহগ্ব্যো
	পিণ্ড্যালোপঃ	পিণ্ডিয়ালোপো	

৬০। পদের আদিস্থিত ‘ব্য’ ও ‘ঘ’ এর যকার-স্থানে কখন কখন ইকার হয়; এবং স্থলবিশেষে ঐ ইকার দৌর্ঘ হয়। যথা —

ব্য = ঘী

ব্যবদাতঃ	বীবদাতো	<u>ব্যতিক্রমঃ</u>	<u>বীতিক্রমো</u>
<u>ব্যতিহারঃ</u>	<u>বীতিহারো</u>	ব্যতিপততি	বীতিপততি
	ব্যতিবৃচ্চঃ	বীতিবৃচ্চো	

ন্য = নি

ন্যগ্রোধঃ নিগ্রোধো (১.১২৮),

৬১। পদের আদিস্থিত ‘ব্য’ এর ‘য’ কখন কখন লুপ্ত হয়। যথা—

ব্য = ব

ব্যালঃ	বাভো	ব্যঙ্গঃ	বঙ্গো
ব্যায়ামঃ	বাযামো	ব্যবক্লেষ্টঃ	ববক্লেষ্টো
	<u>ব্যবস্থাপনং</u>	<u>ববদ্বাপনং</u>	

নিম্নলিখিত স্থলসমূহে লোপ হয় নাই :—

ব্যাঙ্কুলঃ	ব্যাঙ্কুলো	ব্যাপারঃ	ব্যাপারো
------------	------------	----------	----------

ব্যাপকঃ ব্যাপকো ব্যচ্চনং ব্যচ্চনং

৬২। পদান্তগতি 'ন্' ও 'ন্ম' স্থানে 'ন্ম' হয়।

যথা—

সম = সম

সমসাসঃ সমসাসো

সম = সম

সম্মার্গঃ সম্মাগো সম্মাত্তো সম্মাত্তো

সম্মুখঃ সম্মুখো সম্মাদঃ সম্মাদো

সম্মূলয়তি সম্মূলয়তি *

৬৩। সকারের পর নকার থাকিলে, কোন কোন স্থলে 'স' স্থানে 'সি' হয়, এবং নকার পরস্থিত স্বরকে গ্রহণ করে। আবার কখন কখন সকার-স্থানে হকার হয়, এবং নকার হকারের পূর্বে গমন করে; এবং 'স'-স্থানে 'হ' হইলে 'ন'-স্থানে 'ণ' হয়। নিম্নলিখিত পদগুলি লক্ষণীয়—

সেহঃ সিনেহো, (সেহো, সেনহো)

নিসেহঃ নিসিনেহো

স্মানং স্মিনানং নম্মানং

স্মিগ্ধঃ স্মিনিহো, (মিহো)

স্বা স্বাণিসা, স্বা, (হসা)

জ্যোত্স্না জহ্না, (দোমিনা) -

কত্ভ: কিল্লো, (মিসো, কসিণো) *

৬৪। পদান্তর্গত 'স্ব' এর শকার স্থানে হকার, ও ন-স্থানে ণকার বা ঞ্কার হয়; এবং উভয়ের স্থান-বিপর্যয় হয়। যথা—

স্ব = হ্, অথবা হ্

দৃশ্বি: পশ্বি প্রশ্ব: পজ্বো

৬৫। পদান্তর্গত 'স্ব' এর যকার প্রায়ই হকার হয়, এবং হকারের সহিত ণকারের স্থান-বিপর্যয় হয়; আবার কখন কখন 'স্ব' স্থানে 'সিণ' বা 'মাণ' হয়। যথা—

স্ব = হ্

স্ব = সিণ, বা মাণ

ভৃশ্বা: ভৃশ্বো

তৃশ্বাণী তৃশ্বো

ভৃশ্বাণীং ভৃশ্বাণীসং

তৃশ্বা

তৃশ্বা

তৃশ্বাণী

* কিছু কায়: = সিনেহ। প্রাকৃত স্ব, ঘা, স্ন, দ্বা, ও হ্ স্থানে হ্ হয়। প্র. প্র. ২. ২২।

ক্ৰমঃ	ক্ৰমো	কসিন্যো
পাশ্বিঃ	পশ্বি	পাস্বি *

৬৬। বর্ণের কোন বর্ণ ণ পূর্বে থাকিলে, পরবর্তী 'ন'-স্থানে প্রায়ই পূর্ববর্তী বর্ণের আদেশ হয়, সন্ধির সম্ভাবনা থাকিলে সন্ধি হয়, এবং কখন কখন বা উভয় বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন স্বর গ্রহণ করে। যথা—

যজ্ঞোতি সজ্ঞোতি সজুনতি

* নিম্নলিখিত পদ কয়টি দ্রষ্টব্য :—

স্বহ্মঃ	সহ্ম
তীক্ষ্ণাঃ	তিক্ষ্ণ্যো, তিক্ণো, তিহ্মো
অমীক্ষ্যং	অমিক্ষ্যং, অমিহ্ম

১. §§ ৬৩, ৬৪, ৬৫ ও ৬৮ সূত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ, ষ, স এবং স্ব এর যথাক্রমে শ, ষ ও স স্থানে হ হইয়াছে, এবং ন বা ণকারাদির সহিত তাহার স্থানবিপর্যয় হইয়াছে। যথা— চৃশ্বিঃ = চৃহ্মিঃ ; পশ্বি = পহ্মি ; উষ্মাঃ = উহ্মো = উহ্মো ; জ্যোত্স্না = জ্যোত্স্না = জ্যোত্স্না ; অস্মি = অস্মি = অস্মি ইত্যাদি। স্বহ্মা = সহ্মা, এখানে পরবর্তী ব-স্থানে হ হইয়াছে, ২৩ পূর্ববর্তী স্মু বিলিষ্ট হইয়াছে মাত্র। শকারাদির স্থানে হকার হওয়া জৈনপ্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাতে স্প্রসিদ্ধ।

† 'ম'-ভিন্ন ; যথা—

নিম্নঃ	নিম্নো	নিম্নগা	নিম্নয়া
--------	--------	---------	----------

অ প্রাকৃতে স্ম হয় ; প্র. প্র. ২. ৪৪।

নম্ন:	নম্নো*	অগ্নি:	অগ্নি, অগ্নিনি, গিনি
ভগ্ন:	ভগ্নো	বিঘ্ন:	বিঘ্নো*
বিলগ্ন:	বিলগ্নো	সপত্ন:	সপত্নো*
উদ্বিগ্ন:	উদ্বিগ্নো	রত্ন	রতন
নিমগ্ন:	নিমগ্নো	গৃহপত্নো	গৃহপতানী
	প্রাপ্নোতি	পপ্নোতি	পাপুণোতি †

৬৭। পদস্থিত অক্ষর-স্থানে প্রায়ই ‘উ’ ইহতে
দেখা যায়। যথা—

ম = উম্

রক্তম্	রক্তম্, রক্তম্	সম্	সদুম্
কুটুম্	কুটুমল্	ইধম্	ইধুম্
বলম্	বটম্	শ্রেষা	সিলেসুমা, সেন্দো (১.১৬৮)

* প্রা. প্র. ই. ২।

† যম্ স্থানেও যম্ হয়; যথা—সরযম্ = সুরম্নো।

ইহারে পত্র ‘ন’ বা ‘ণ’ থাকিলে তাহারে স্থান-বিপর্যয় হয়, ও
কখন কখন ‘ক্’ স্থানে ‘হন্’ হয়। যথা—

যজ্ঞাতি	গণ্হাতি	পূর্বাঙ্গ:	পূম্বাঙ্গো
মধ্যাঙ্গ:	মন্মন্হো	স্বায়াঙ্গ:	স্বায়ন্হো †
শিক্ত	শিন্হ	জুতে	জুতে

আজ্জা	আতুমা, অজ্জা*	ওজ্জা	ওসুমা, ওজ্জা
পয়্য	পদুমং	সুজ্জং	সুজ্জমং
	পজ্জা	পজ্জমং,	পজ্জং

৬৮। শ, ষ, ও সকারে মফলা থাকিলে, পূর্বোক্ত নিয়ম ভিন্ন, (ক) কখন কখন তাহাদের স্থানে ‘ম্হ’ হয় ; (খ) কখন কখন সকারের দ্বিত্ব হইয়া সকারের লোপ হয় ; (গ) আবার কখন স্থলবিশেষে † তাহারা অবিকৃতই থাকে। যথা—

(ক) জম = জ্হ, অম = জ্হ, স্ম = জ্হ

অজ্জমময়:	অজ্জমময়ী	অজ্জি	অজ্জি §
খীষ:	গিম্হী	তজ্জাত	তজ্জাত, তজ্জা †
সেজ্জা	সেজ্জী, সিলেসুমী	অজ্জাকং	অজ্জাকং ‡

(খ) স্ম = স্ম

অনুস্মরতি

অনুস্মরতি

* এইরূপ—জ্জম = জ্জমং ; ওজ্জান = ওজ্জানং ; (সংস্কৃতে ওজ্জান শব্দও আছে) প্রা. প্র. ২. ২। আবার পাজ্জা = পাদিসা ; এখানে ম = হসু হইয়াছে।

† শ ও ষ স্থানে কেবল সকার হওয়া ভিন্ন।

§ এতাদৃশ ভূরি উদাহরণের অজ্জ নামকরের পঞ্চমী ও সপ্তমীর রূপাবলী দ্রষ্টব্য।

‡ প্রাকৃতে ‘অ’ ও ‘অ’ স্থানে ‘ম্হ’ (প্রা. প্র. ৩.৩২), এবং ‘অ’ ও কখন কখন ‘অ’ স্থানে ‘স্’ হয়। প্রা. প্র. ৩.২।

অনুস্মৃতিঃ	অনুস্মৃতি
জাতিস্মরঃ	জাতিস্মরো

(গ) স্ম ইত্যাদি অপরিবর্তিত ।

ঘস্মরঃ	ঘস্মরো
বেশ্ম	বেস্ম
অশ্মরী	অস্মরী
অশ্মা	অস্মা
রশ্মিঃ	রশ্মি *

* নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষ্যঃ—

স্মিতং	স্মিতং, মিহিতং	স্মস্ম	মস্ম
স্মরতি	সরতি, সুমরতি	অপস্মারঃ	অপস্মারো
স্মৃতিঃ	স্মৃতি	রশ্মিঃ	রশ্মি
স্মশানং	মসানং, সুসানং (১.১৬৯ গ.)		

এইগুলি আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এতাদৃশ স্থলে কোথাও কোথাও আদিশ্রুত স বা শকারের লোপ হইয়াছে, যথা—অপ-স্মারঃ=অপস্মারো, এস্থলে প্রথমে স্মার=মার হইয়া তাহার পর অপ-যুক্ত হইয়াছে; কোথাও স্থানবিপর্যায় হইয়াছে, যথা—স্মিতং=মিহিতং =মিহিতং (স=হ); রশ্মিঃ=রমৃশি=রশ্মি; কোথাও বা ১.১৬৭ অনুসারে স্ম স্থানে ভম্ব হইয়াছে, যথা—স্মরতি=সুমরতি ।

সাধারণ কল্পের পরিচিষ্ট

পালিতে কখন কখন—

৬৯। (ক) অ=আ, * যথা—

অলকা আলকা অলিন্দঃ আলিন্দো

প্রত্যমিষঃ পশ্চামিত্তো

(খ) ^আঅ=ই, যথা—

চন্দ্রমাঃ চন্দিমা রাজস্বী রাজিত্যি †

(গ) অ=উ, যথা—

অসূয়া উসূয়া অসূয়তি উসূয়তি

মতিঃ মুতি সম্মতিঃ সম্মুতি

মতং মুতং নিমজ্জতি নিমুজ্জতি

নিমগ্নঃ নিমুগ্নো পুঙ্কশঃ পুঙ্কসো

অদাচন অদাচন নবতিঃ নবুতি

(ঘ) অ=এ, যথা—

একশূয়া একসেয়া ফলু ফেগু

৭০। (ক) আ=অ, § যথা—

লাসিকা লসিকা

* তুলঃ—আ=অ ; ১.১১০. ক।

† রাজ+ইতি=রাজিত্যি ; সন্ধিকল্প (২.১১) জড়ব্য।

§ তুলঃ—অ=আ ; ১.১৬২. ক।

(থ) ঞা = এ, যথা—

✓ ৭১। মাটকা মেটিকা
(ক) ই = ঞ, যথা—

কৌণ্ডিন্য: কোণ্ডম্নো দিত্রি(ম)কৃত্ব: হসিকবস্তু

(থ) ই = উ, যথা—

ইযু: উসু ইযু: উক্ষু
শিশুক: সুসুকো পিচুমন্দ: পুচিমন্দো

(গ) ই = এ, যথা—

অগ্নমহিষী অগ্নমহেসী ডিণ্ডিম: দেণ্ডিমো
নিষাদ: নেসাদো

(ঘ) ই = ঞো, যথা—

ইন্দ্রাক: অ্যোজাকো *

৭২। ই = ঞ, যথা—

কীসীষ কীসজ্জ *কীসজ্জ*

৭৩। (ক) উ = ঞ, যথা—

গুব: গব মুকুলং মকুলং, (মুকুলং)

* Childers ও George Turnour (Maháwanso, Index and Glossary, p. 19) মনে করেন সংস্কৃত ইন্দ্রাক হইতেই পাণি অ্যোজাক হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় ইন্দ্রাক হইতে তাহা হইয়াছে।

ସ୍ଫୁରତି ଫରତି * ଫୁଲ୍ଲତି ଫଳ୍ଲତି
 ବାୟୁ: ବାୟୋ ତନ୍ତୁବାୟ: ତନ୍ତବାୟୋ

(ଥ) ଓ = ଝ, ଯଥା—

ପୁରୁଷ: ପୁରୁଷୋ †
 ପୌରୁଷ ପୌରୁସି
 କୁଟୁମ୍ବ କୁଟିମ୍ବ, (କୁଟୁମ୍ବ)

(ଗ) ଓ = ଇ, ଯଥା—

ଡୁଣ୍ଡୁଭ: ଦେଢ୍ଢୁଭୋ

* (ଘ) ଓ = ଙ, ଯଥା—

ପ୍ରାମୁଖ୍ୟ	ପାମୋକ୍ଷ	ଗୁଡୁଚୀ	ଗୋଢ଼ୋଚୀ
ଗୁଚ୍ଛକ:	ଗୋଚ୍ଛକୋ	✓କୁଢ଼ିମ:	କୋଢ଼ିମୋ
କୁଢ଼ିକା	କୋଢ଼ିକା	ଓଢ଼:	ଘୋଢ଼ୋ
ପୁଷ୍କର	ପୋକ୍ଷର	ପୁଷ୍କରିଣୀ	ପୋକ୍ଷରିଣୀ
ଗୁଲ୍ଫ:	ଗୋଲ୍ଫୋ	ସୁତମ	ସୋତମ

* ତୁଳ:—“ପର୍ଫରୀକା (କିମ୍ବଦନ୍ତୀ)”; “ପର୍ଫରୀକାଦ୍ୟନ୍ତ” (ମାଳିନୀ, ଉପାଦି, ୪୭୮) ଏହି ଶ୍ରୀକାବ୍ୟରେ √ ସ୍ଫୁର ଶବ୍ଦେତେ ପର୍ଫର କରନ୍ତି। ଇକନ୍ ଥିତାରେ ପର୍ଫରୀକା ଗମ ଗାଧନ କରା ହୁଏ। ବାଂଂନା ‘ଫର୍-ଫର୍’ ଓ ‘ଝର୍-ଝର୍’ ଅର୍ଥ ଏହି √ ସ୍ଫୁର ଶବ୍ଦେତେହି ଶବ୍ଦଗାଢ଼େ।

† ଶ୍ରୀକାବ୍ୟେତେ ଏହି ଗମ ହୁଏ। “ହତୁପୁରୁଷେ ରୋ:”, ପ୍ରା. ପ୍ର. ୧.୧୧।
 ମାମଗୌ ଶ୍ରୀକାବ୍ୟେତେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀମେ ପୁରୁଷା ହୁଏ।

१४ । (क) ज=झ, यथा—

कूर्परः कप्परो

(थ) ज=ञो, यथा—

गुडूची गोळोची

१५ । (क) ए=इ, * यथा—

लङ्गेन्द्रः लङ्किन्दो लङ्गेश्वर लङ्किस्सरो

देवेन्द्रः देविन्दो महेन्द्रः महिन्दो

(थ) ए=ओ, यथा—

द्वेषः दोसो

१६ । ओ=उ, यथा—

होत्रं हुतं तोत्रं तुत्तं

१७ । (क) क=ख, यथा—

कीलः खीलो इन्द्रकीलः इन्द्रखीलो

कुजः खुज्जो

(थ) क=ग, † यथा—

मूकः मूगो शाकलं सागलं

(ग) क=ट, यथा—

कळोलं टळोलं

* मङ्गिकन्न (१.९१) लङ्गेव ।

† “कुजे खः”, प्रा. प्र. २.३४ ।

‡ तुलः—ग=क, १.९१८. क ।

(घ) क=क, यथा—

भिषक् भिसक्को

(ङ) क=य, यथा—

स्वके पुरे सये पुरे

(च) क=व, यथा—

लकुचं लवुजं शुकः सुवो

१८ । (क) ग=क, * यथा—

भृङ्गारः भिङ्गारो स्थगनं थकनं

छागलः छाकलो हस्तोपगः हत्यपको †

(थ) ग=घ, यथा—

गृहं वरं गृहिणी वरणी

शृङ्गाटकं सिङ्गाटकं

१९ । घ=ङ, यथा—

लघुः लहु प्राघुणः पाहुणो ‡

२० । (क) ञ=ज, ‡ यथा—

लकुचं लवुजं

* तुलः—क=ग, १.९११. थ ।

† C. D., p. 21.

‡ “काश्च पाहण विरहं दाकण”—विद्यापति ।

‡ तुलः—ज=घ, १.९८२. क ।

(থ) চ = ত, যথা—

চিকিৎসা

তিকিৎসা

৮১। চ্ছ = স্খ, * যথা—

সমুচ্ছয়ঃ

সমুস্কয়ো

সমুচ্ছয়তি

সমুস্কয়তি

৮২। (ক) জ = চ, † যথা—

প্রাজয়তি

পাচেতি ‡

(খ) জ = দ, § যথা—

প্রসেনজিত্

পসেনদি

জিঘক্সা

দিগচ্ছা, (জিঘচ্ছা)

জাজ্বল্যতে

দাদল্লতে

✓ জ্যোত্স্না

দ্যোহিনা

(গ) জ = য, যথা—

নিজং

নিয়ং

৮৩। (ক) ট = ঠ, যথা—

কণ্টকং

কণ্ঠকং, (কণ্টকং)

* ১.১১০৫ দ্রষ্টব্য।

† চ = জ, ১.১৮০।

‡ ১.১৬৭ দ্রষ্টব্য। ✓ অজ্ অর্থ গতি। বাংলায় রাখালের যষ্টিবাচক 'পাটনৌ' (সংস্কৃত প্রাজনী) শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন।

§ সিংহনী ভাষাতেও এই রূপ দেখা যায়। যথা—দুর্জন = দুহন।

(थ) ट=ड, यथा—

लेष्टुः (लोष्टुः) लेड्डु, निघण्टुः निघण्डु

(ग) ट=ल, यथा—

स्फटिकः फलिको

(घ) ट=ळ, यथा—

आटविकः आळविको खेटः खेळो
पेटा पेळा

८४। (क) ण=न, यथा—

चिरेण चिरेन

(थ) ण=ळ, यथा—

वेणुः वेळु मृणालं मुळालं

८५। (क) तु=ट, * यथा—

✓ प्रति	पटि	✓ घातः	घटो
वृत्तं	वण्टं	आम्नातकः	अम्बाटको
वर्त्तिः	वट्टि	अनावृत्तं	अनावटं
वर्त्तिका	वट्टिका	व्यावृत्तः	व्यावटो
वर्त्तुलं	वट्टुलं	निर्वृत्तः	निवटो
वर्त्त	वट्टुमं	✓ कृतः	कटो, (कतो)
✓ विवर्त्तः	विवटो	✓ कौवर्त्तः	कौवटो
	(विवत्तो)		

* "तस्य टः", "प्रत्तने", "न धूर्तादिषु", प्रा. प्र. ३.२२-२४।

হরীতকী হরীটকী *

(থ) ত=থ, যথা—

তুষ: থুসো কুন্ত: কুন্যো †

(গ) ত=দ, ঙ যথা ।

ভত ভদ বিতস্তি: বিদস্তি
পুষত: পসদো কলন্তক: কলন্দকো

৮৬ । (ক) থ=ট, যথা—

অথ: অটো, (অটো)

(থ) থ=ঠ, যথা—

পৃথিবী পঠবী পন্থি: গণিঠ

৮৭ । (ক) দ=ট, যথা—

প্রাভুর্ভাব: প্রাটুর্ভাবী প্রাভুর্ভবতি প্রাটুর্ভবতি†

✓(থ) দ=ড, যথা—

দাহক: ডাহকো দহতি ডহতি
দংশ: ডংশো

* উল্লিখিত উদাহরণসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তকারের সহিত বাবহিত বা অব্যবহিত 'র' বা 'ধ' সংযুক্ত থাকিলে স্থানে স্থানে 'ত' 'ট' হয়। অনুবৃতি: = অনুবৃতি, অনুবর্ত্তে = অনুবর্ত্তে, ইত্যাদি স্থলে হয় নাই।

† বিত্সাসি (বি + √ ত্স, ত্স, মধ্যম, একবচন)।

‡ দ=ত, ১.১৮৭. গ।

(ग) द=त, * यथा—

कुसीदः	कुसीतो	जमदग्निः	जमतग्नि
	खादनाय	सातनाय	

(घ) द=य, यथा—

खादितः	खायितो	खादनीयः	सायनीयो
--------	--------	---------	---------

(ङ) द=ळ, यथा—

परिदाहः	परिळाहो	✓वैदूर्यं	वेळुरियं
बुद्बुदं	बुळ्ळं	✓दोहदः	दोहळो
कोविदारः	कोविळारो	✓उदारः	उळारो

औदारिकः औळारिको

८८। (क) ध=भ, † यथा—

राजाधिराजः	राजाभिराजो	अधिरोहणे	अभिरोहणं
------------	------------	----------	----------

(थ) ध=ल, यथा—

गृहगोधिका	घरगोलिका
-----------	----------

(ग) ध=ह, यथा—

साधु	साहु
अत्यादधति (-धाति)	अत्तादहति
अभिअदधति (-धाति)	अभिसहति

† त=द, १.५८६. ग।

† भ=घ, १.५८७. क।

(घ) ध=ळ्ह, यथा—

सैधकं

डैळ्हकं

८९। (क) न=ण, यथा—

सम्यन्नं

सम्यणं

अवनतं

ओणतं

विज्ञानं

विज्ञाणं

(थ) न=ल, * यथा—

एनः

एलं

नैनः

नेलं

९०। (क) प=क, यथा—

✓ पिपीलकः

किपिप्लको

(थ) प=व, यथा—

पिपासति

पिवासति

कपिः

कवि, (कपि)

कपित्थः

कवित्थो

गोपेन्द्रः

गोविन्दो

पूपकं

पूवकं

(ग) प्प=प्फ, यथा—

पिप्पलः

पिप्फलो

पिप्पलो

पिप्फली

९१। फ=प, † यथा—

कफोणिः

कफोणि

स्फोटयति

पोटेति

* ल=न, १.९२७; ण=ल, १.९४८. थ।

† प=फ, १.९४२।

৯২। (ক) ব=প, যথা—

অলাব:

(খ) ব=ম, যথা—

বুসং

(গ) ব=ব, যথা—

পিব

অলাবু

মুসং

পিব

৯৩। (ক) ম=ঘ, * যথা—

অভিপ্রায়:

অধিপ্পাযো

✓ অভিপ্রেত:

অধিপ্পেতো

(খ) ম=হ,† যথা—

প্রভবতি

পহোতি §

প্রভবন:

পহবনো,

পহোনো

প্রভূত:

পহুতো §

৯৪। (ক) য=অ, যথা—

প্রতিসংলয়নং

পতিসজ্জানং

কতিপয়াহং

কতিপাহং

(খ) য=হ, যথা—

ব্রহ্ম:

তিহো

লয়নং

লেনং

(তুলঃ— ১.১১৫৭)

(গ) য=জ, যথা—

গবয়:

গবজো, (গবযো)

* ঘ=ম, ১.১১৮৮. ক।

† হ=ম, ১.১১০০. খ।

§ সন্ধীর্ণকল্প, অব-উপসর্গ জ্ঞেয়।

‡ অপর উদাহরণের অল্প আখ্যাতকল্পে ভূষাতুর পদসমূহ জ্ঞেয়।

(घ) य=ल, यथा—

यष्टिः लङ्घि द्योतयति जोतलति

(ङ) य=व, अथवा व, यथा—

अवश्यायः ओस्मावो आयुधं आवुधं, (आयुधं)

जरायुः जरावु जरायुजः जरावुजो

कण्डूयनं कण्डुवनं पूयः (ः) पुब्बो

२५ । र्=', यथा—

शर्वरी संवरी संप्रहर्षयति संपहंसेति

संप्रहर्षणं संपहंसनं विदर्शयति विदंसेति

समुत्कर्षिकः समुक्कंसिको अकाप्पुः अकंसु

✓ २६ । ल=न, * यथा—

ललाटं नलाटं लाङ्गलं नङ्गलं

देहली देहनी

२७ । व=उ,† यथा—

यवमकः योमको लवणं लोणं

२८ । (क) श=छ, यथा—

शक्तृ छक् ✓ शावः छापो

शावकः छापको शवः छवो

* न=ल, १.५२०. क ।

† जडेव्यः—१.५६१ ।

(थ) य=ड, यथा—

शाकं डाकं, (शाकं)

२९। (क) ष=छ, * यथा—

<u>षट्</u>	<u>छ</u>	<u>षष्ठः</u>	<u>छट्ठा</u>
षड्दिशः	छद्दिशो	षड्विंशति	छव्विंसति

✓ (थ) ष=ट, यथा—

✓ आकर्षणं	आकर्द्धनं	✓ आकर्षति	आकर्द्धति
अनुकर्षणं	अनुकर्द्धनं	अपकर्षति	अपकर्द्धति

१००। (क) ह=ध, † यथा—

इह	इध	इहलोकः	इधलोको
	विमहति (-इयति)	विमधति	

✓ (थ) ह=भ, ‡ यथा—

इंहो	इभो	<u>मित्तद्रोही</u>	<u>मित्तद्रुभो</u>
	गह्वरं	गम्भरं	

* प्रा. प्र. २. ४१।

† ष=ह, १.१८८. क।

‡ भ=ह, १.१२०. थ।

সন্ধিকল্প

১। স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, (ক) কখন কখন পূর্ব স্বরের ও (খ) কখন কখন পর স্বরের লোপ হয়। * যথা—

(ক)

নো হি + এতং = নো হিতং, (নো হৈতত্) ।

যস্ম + ইন্দ্রিয়াণি = যস্মিন্দ্রিয়াণি, (যস্যেন্দ্রিয়াণি) ।

মহা + ইচ্ছো = মহিচ্ছো, (মহেচ্ছো) ।

লঙ্কা + ইন্দো = লঙ্কিন্দো, (লঙ্কেন্দ্র :) ।

মহা + ঘোঘো = মহোঘো, (মহৌঘ :) ।

মে + অস্মি = মস্মি, (মেস্মি) ।

কতমো + অস্ম = কতমস্ম, (কতম : স্যাৎ) ।

সাধু + আবুসো = সাধাবুসো

তুখী + অস্ম = তুখস্ম, (তুখীক : স্যাৎ) ।

সীলবন্তো + এত = সীলবন্তেত, (সীলবন্তোঃ) ।

মনসি + ইচ্ছতি = মনসিচ্ছতি, (মনসীচ্ছতি) ।

(খ)

চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে, † (চত্বার ইমে) ।

* সাধারণত, পরবর্তী স্বর গুরু হইলে পূর্ববর্তী স্বরের (গুরু হটলেও),

এবং পূর্ববর্তী স্বর গুরু হইলে পরবর্তী লঘু স্বরের লোপ হয় ।

† সন্ধি না হইলে চত্তারো ইমে, মোগজানো অস্মি, ইত্যাদি অপরিবর্তিতই থাকে ।

মোগল্লনো + অসি = মোগল্লানোসি, (মৌদ্গল্লানোসি)।

তে + ইমে = তেমে, (ত ইমে)।

তে + অপি = তেপি, (তেপি)।

সচে + অজ্জ = সচেজ্জ, (সচেদয়)।

সজ্জা + ইতি = সজ্জাতি, (সংজ্ঞেতি)।

তে + অহং = তেহং, (তেহং)।

যো + অহং = যোহং, (যোহং)।

সো + অহং = সোহং, (সোহং)।

ছায়া + ইব = ছায়াব, (ছায়েব)।

অকতজ্জু + অসি = অকতজ্জুসি, (অকতজ্জোসি)।

আকাশে + ইব = আকাশেব, (আকাশ ইব)।

বন্দে + অহং = বন্দেহং, (বন্দেহম্)।

বসলো + ইতি = বসলোতি, (বসল ইতি)।

অস্সমণী + অসি = অস্সমণীসি, (অস্সমণ্যসি)।

* পূর্বে ও পর-স্থিত উভয় স্বরকে লঘু হইলে অঙ্কতর স্বরের লোপ
হইতে দেখা যায় ; যথা—

ইতি + অপি = ইতিপি, ইত্বপি, (ইত্বপি)।

গচ্ছামি + অহং = গচ্ছামহং, (গচ্ছাম্যহং)।

দসছি + উপগতং = দসছুপগতং, (দশমিহুপগতং)।

কিমু + ইমা = কিমুমা, (কিম্মিমা:)।

অত্তারি + ইমানি = অত্তারিমানি (অত্তারীমানি)।

২। সংস্কৃতের ন্যায় কোন কোন স্থলে অকার বা আকারের সহিত পরস্থিত ইকার ও ঐকার স্থানে এ, এবং উকার ও ঊকার স্থানে ও হয়। যথা—

অব + হৃষ = অবিষ, (অবিত্য)।

অপ + হৃতো = অপিতো (অপিতঃ)।

অপ + হৃক্ণতি = অপেক্ষতি, (অপেক্ষতে)।

জিন + হ্রিতং = জিনেহিতং।

মুখ + উদকং = মুখোদকং।

চন্দ + উদযো = চন্দোদযো, (চন্দ্রোদয়ঃ)।

তীক্ষি + ইমানি = তীক্ষিমানি, (তীক্ষীমানি)।

মাতু + উপস্থানং = মাতুপস্থানং, (মাতুরপস্থানং)।

বত + অর্থং = বতর্থং (বতার্থং)।

দস + অপি = দসপি, (দশাপি)।

যদি + ইমস্ব = যদিমস্ব, (যদিমস্ব)।

উভয় স্বরই গুরু হইলে অন্ততর স্বরের লোপ হয় ; যথা—

নে + আগতা = নাগতা, (ত আগতাঃ)।

সীলবন্তো + এত্ব = সীলবন্তেত্ব, (সীলবন্তোঃ)।

এস্থলে পূর্বস্বর নৃপ্ত হইয়াছে।

কথা + যব = কথাব, (কথৈব)।

পাকো + যব = পাকৌব, (পাক যব)।

সখে + অজ্ঞ = সখেজ্ঞ, (সখেদ্য)।

এস্থলে পরস্বরের লোপ হইয়াছে।

যথা + উদকে = যথোদকে ।

ন + উপেতি = নোপেতি, (নোপেতি) ।

বন্মুস্স + ইব = বন্মুস্সেব, (বন্মোরিব) । *

৩। অবর্ণ, ইবর্ণ ও উবর্ণের পর যথাক্রমে ঐ সকল বর্ণ থাকিলে সংস্কৃতের ন্যায় কখন কখন উভয়ে মিলিত হইয়া দোষ হয়। যথা—

তত্র + অয়ং = তত্রায়ং,

বুদ্ধ + অনুস্সতি = বুদ্ধানুস্সতি, (বুদ্ধানুস্মৃতি:) ।

১) সম্ভাৱা + অস্স = সম্ভাৱাস্স, (সম্ভাৱান্ স্যাৎ) ।

পরবর্তী স্বর যদি সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব বলিয়া গুরু হয়, তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্বস্বর লোপ হইতে দেখা যায়; ইহার ব্যভিচার অল্প স্থলে।
জ্ঞেয়া :—

সম্ভাৱা + অস্স = সম্ভাৱাস্স, (সম্ভাৱান্ স্যাৎ) ।

তথ্হা + অস্স = তথ্হাস্স, (তথ্হা স্যাৎ) ।

কস্সা + অস্স = কস্সাস্স, (কস্সাদস্স) ।

মা + অস্স = মাঅস্স, (মান্যত্)

See T. D., vol. I., p. 4, note 2.

* নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই; যথা—

যস্স + ইন্নিয়াণি = যস্সিন্নিয়াণি, (যস্সেন্নিয়াণি) ।

তন্ন + ইমে = তন্নিমে, (তন্নেমে) ।

মহ্হা + ইহ্বিকো = মহ্হব্বিকো, (মহ্হব্বিক:) ।

তথা + উপস্স = তথূপস্স, (তথোপস্স) ।

তেন + উপসসস্সমি = তেণুপসসস্সমি, (তেণোপসসস্সম) ।

तदा + अयं = तदायं ।

नायक + आचारो = नायकाचारो, (नायकाचारः) ।

२) सम्मन्ति + इध = सम्मन्तीध, (शाम्यन्तीह) ।

यानि + इध = यानीध, (यानीह) ।

५) बहु + उपकारं = बहुपकारं ।

मधु + उदकं = मधूदकं ।

४. १०८ । पूर्व अत्र नूतुं इहेल, परवर्त्तौ इत्थं अत्र कथन
कथन दीर्घ इय । यथा—

सद्वा + इध = सद्दीध, (अद्देह) ।

तथा + उपमं = तथूपमं, (तथोपमं) ।

अप्यस्सुतो + अयं = अप्यस्सुतायं, (अप्यस्सुतोऽयं) ।

दुक्खो + अयं = दुक्खायं, (दुःखोऽयं) ।

इतर + इतरो = इतरीतरो, (इतरेतरः) ।

योपि + अयं = योपायं, (योऽप्ययं) ।

सर्चे + अहं = सचाहं, (सचेदहं) ।

कम्प + उपनिस्सयो = कम्पुपनिस्सयो, (कर्मोपनिस्सयः) ।

रत्ति + उपरतो = रत्तुपरतो, (रात्तुपरतः) ।

तद्वा + उपसम्मन्ति = तदूपसम्मन्ति, (तदोपशाम्यन्ति) ।

निम्नलिखित ज्ञाने इय नाहे—

पञ्चहि + उपालि = पञ्चहुपालि, (पञ्चभिरुपाले) ।

নত্যি + অজ্ঞ = নত্যজ্ঞ, (নাস্ত্যন্যত্) ।

তব্ + ইদং = তব্দিদং, (তব্বেদং) ।

৫। পরস্বরের লোপ হইলে পূর্বস্বরও কচিৎ দীর্ঘ হয়। যথা—

স্তু + ইধ = স্তুধ, (স্থিহ) ।

সাধু + ইতি = সাধুতি, (সাধ্বিতি) ।

লোকস্স + ইতি = লোকস্সাতি, (লোকস্সেতি) ।

দেব + ইতি = দেবাতি, (দেবেতি) ।

বি + অতিসারেতি = বীতিসারেতি, (ব্যতিসারয়তি) ।

বি + অতিপততি = বীতিপততি, (ব্যতিপততি) ।

বি + অতিনামেত্তি = বীতিনামেত্তি (ব্যতিনাময়ত্তি)

সংঘাটি + অপি = সংঘাটীপি, (সংঘাটিরপি) ।

জীবিতহেতু + অপি = জীবিতহেতুপি (জীবিতহেতুরপি) ।

বিজ্জু + ইব = বিজ্জুব, (বিজ্জুদিব) ।

কিস্তু + ইধ = কিস্তুধ, (কিংস্তুদিহ) ।

নিম্ননিখিত স্থানে হয় নাই; যথা—

ইতি + অস্স = ইতিস্স, (ইত্থস্স) ।

যস্স + ইদানি = যস্সদানি, (যস্সেদানী) ।

ইদানি + অপি = ইদানীপি, (ইদানীমপি) । / য়া

চক্কু + ইন্দিয়ং = চক্কুন্দিয়ং, (চক্কুরিন্দিয়ং) ।

৬। স্বরবর্ণ (সাধারণত অকার) পরে থাকিলে

পূর্বস্থিত একার* স্থানে কখন কখন যকার^{= ২৫} হয়, এবং তাহা হইলে পরবর্তী অকার স্থানে আকার হয়। যথা—
মে + অয়ং = ম্যায়ং, (মেঃয়ং)।

তে + অহং = ত্যাহং, (তেঃহং)।

য়ে + অস্ম = য্যাস্ম, (য়েঃস্ম)।

পব্বতে + অহং = পব্বত্যাহং (পর্বতেঃহং)।

পব্বতে + অস্ম = পব্বত্যাস্ম, (পর্বতে স্যাৎ)।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই; যথা—

ন + আগতা = নাগতা, (ন আগতা:)।

তে + অনাগতা = তেনাগতা, (তেঃনাগতা:)।

৭। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত ওকার † ও

উকার স্থানে ‡ কখন কখন ব্ হয়। যথা— (a : u : i : e : o)

যাবতকো + অস্ম = যাবতক্স (যাবতক: স্যাৎ)

তাবতকো + অস্ম = তাবতক্স, (তাবতক: স্যাৎ)।

কো + অত্যো = ক্যত্যো, (কোঃর্য:)।

যো + অয়ং = য্যায়ং, (য়োঃয়ং)। §

* প্রায়ই তে, মে, ও য়ে পদের একার।

† সাধারণত ক, খ, ঘ, ঙ তকারের পরস্থিত ওকার; মহাক্রপ-
সিদ্ধি, ৯পৃ. ২০ সূ.।

‡ উকারের পর অসমান স্বরবর্ণ থাকিলে।

§ ও স্থানে ব হইলে কখন কখন পরস্থিত অকার আকার হয়।

সো + অস্স = স্বাস্স, (সোঃস্স) ।

সো + এব = স্বেব, (স এব) ।

যতো + অধিকারং = যত্বাধিকারং, (যতোঃধিকারং) ।

অথ খো + অস্স = অথ খুস্স, (অথ খলু স্সাৎ) ।

খো + অজ্জ = খুজ্জ, (খল্লজ্জ) ।

দু + আকারো = দ্বাকারো, (দ্বাঃকারো) ।

বত্থু + এব = বত্থেব, (বস্সেব) ।

সু + আগতং = স্বাগতং ।

অনু + এতি = অন্বেতি ।

নতু + এব = নত্বেব ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাহি ; যথা—

কো + অথ্যো = কোথ্যো, (কোঃথ্যো) ।

সো + অয়ং = সোয়ং, (সোঃয়ং) ।

চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে, (চত্বার ইমে) ।

হোতু + ইতি = হোতুতি, (ভবত্বিত্তি) ।

সাধু + আবুসো = সাধাবুসো ।

কিন্তু + ইমা = কিন্ভুমা, (কিন্ভিমাঃ) ।

সু + আগতং = সাগতং (স্বাগতং) ।

৮। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত ইবর্ণ
স্থানে প্রায়ই যকার হয় । যথা—

বি + অজ্জং = অজ্জং ।

বি + আকতো = ব্যাকতো, (ব্যাক্ততঃ) ।

বুত্তি + অস্ = বুত্য়স্, * (বুত্তিরস্) ।

বুত্তি + অনুভূয়তে = বুত্য়নুভূয়তে, (বুত্তিরনুভূয়তে) ।

অগ্নি + আগারং = অগ্ন্যাগারং, (অগ্ন্যাগারং) ।

নিম্নলিখিত স্থানে হয় নাই । যথা—

গচ্ছামি + অহং = গচ্ছামহং, (গচ্ছাম্যহং) ।

পশ্বেহি + অহ্নেহি = পশ্বেহ্নেহি, (পশ্বেহ্নিহ্নেহি) ।

৯ । অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্বস্থিত ইবর্ণ স্থানে 'ইয়', এবং উবর্ণ স্থানে 'উব' হয় । যথা—

তি + অন্তং = তিয়ন্তং, (ত্যন্তং) ।

তি + অহং = তিয়হং, (ত্যর্হং) ।

অগ্নি + আগারি = অগ্নিয়াগারি অগ্ন্যাগারি, (অগ্ন্যাগারি) ।

পশ্চমী + অত্যে = পশ্চমিয়ত্যে, (পশ্চম্যর্থ্যে) ।

সত্তমী + অত্যে = সত্তমিয়ত্যে, (সত্তম্যর্থ্যে) ।

বি + অজ্ঞনা = বিয়জ্ঞনা, অজ্ঞনা ।

বি + অকাসি = বিয়াকাসি, ব্যাকাসি, (ব্যাকার্ষীত্) ।

পরি + এসনা = পরিয়েসনা, (পর্যেষণা) ।

* তন্ম প্রভৃতির ন্ন ভিন্ন তিনটি বর্ণ একত্র হইলে মধ্যস্থিত বর্ণটির গোপ হয় ।

পরি + আদানং = পরিয়াদনং, (পর্যাদানং) ।*

ভিক্ষু + আসনে = ভিক্ষুवासনে, (ভিক্ষাসনে) ।

পুথু + আসনে = পুথুवासনে, (পুথুগাসনে) ।

সযম্ম + আসনে = সযম্মवासনে, (স্বয়ম্মাসনে) ।

দু + অঙ্গিকং = দুবঙ্গিকং, (দ্ব্যঙ্গিকং) । †

১০। দীর্ঘস্বরের ঃ পরবর্ত্তী ‘এব’ শব্দের একার

স্থানে বিকল্পে ‘রি’ হয়, এবং পূর্ব্ব স্বর হ্রস্ব হয়। যথা—

যথা + এব = যথরিব, যথেষ, যথা এব, (যথেষ) ।

তথা + এব = তথরিব, তথেষ, তথা এব, (তথেষ) ।

১১। স্বথোচ্চারণ ও ছন্দোচ্চারণ জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের

পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বর কখন কখন দীর্ঘ হয়। § যথা—

সম্ম + ধম্মো = সম্মাধম্মো, (সম্ম্যধর্মঃ) ।

মুনি + চরে = মুনী চরেণ, (মুনিষরেৎ) ।

* বি, পরি, ও নি উপসর্গের যোগে এতাবৃশ রূপ বহুল দেখা যায়। লক্ষণীয়ঃ—ইতি + এব = ইত্বেব ।

† স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের পর বকার আগম হয়। যথা—তি + অঙ্গলং = তিবঙ্গলং ; তি + অঙ্গিকং = তিবঙ্গিকং ; “মিগী মন্বাবুদিক্ষতি (মন্নে + উদিক্ষতি;,” প + উচ্চতি = পবুচ্চতি ।

‡ সাধারণত ‘যথা’ ও ‘তথা’ শব্দের আকারের পর ।

§ তুলনীয়ঃ—ঐবদিক প্রয়োগ, তিস্ত + ন = তিস্তা নঃ (ঋ. স. ১. ২০. ৬ ; ইত্যাদি) ।

¶ “যুৎ গামে মুনী চরে ।” ১০০ ৬৮৫

खन्ति + परम = खन्ती परम, * (खान्तिः परम) ।

जायति + सोको = जायती सोको, † (जायते शोकः) ।

১২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ‘সো’ ও ‘এসো’
শব্দের ওকার স্থানে অকার হয়। ঃ যথা—

सो + सीलवा = स सीलवा, (स शीलवान्) ।

सो + पञ्चावा = स पञ्चावा, (स प्रज्ञावान्) ।

एसो + धर्मो = एस धर्मো, (एष धर्मः) ।

কখন কখন আবার হয় না। যথা—

सो + मुनि = सो मुनि, (स मुनिः) ।

एसो + धर्मो = एसো धर्मো, (एष धर्मः) ।

১৩। অনুস্বার যে বর্ণের পূর্বে থাকে, তাহার
স্থানে ঐ বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়; § এবং লকারের পূর্বে
থাকিলে তাহার স্থানে লকার হয়। যথা—

तण्ड + करो = तण्डकरो, (तण्डाकरः) ।

* “खन्ती परमं तपो तितिक्षा ।”

† “कामतो जायती सोको कामतो जायती भयं ।”

‡ কখন কখন স্বরবর্ণও পরে থাকিলে ‘এসো’ শব্দের ওকার
স্থানে অকার হয়; যথা—एसो + अत्यो = एस अत्यो; एसो + आभोगो
= एस आभोगो; एसো + इदানि = एस इदानि ।

§ এই নিয়ম স্থানবিশেষে নিত্য, এবং স্থানবিশেষে বৈকল্পিক;
উল্লিখিত উদাহরণসমূহের তন্ময়কর প্রভৃতি চারিটি ও তৎসদৃশ স্থলে

রণ + জহো = রণজহো ।

সং + ঠিতো = সণ্ঠিতো, (সংস্থিত:) ।

জুতিং + ধরো = জুতিম্বরো, (যুতিধর:) ।

সং + মতো = সম্মতো, (সম্মত:) ।

সং + লাণো = সম্মাণো, (সংলাপ:)

সং + লক্খণং = সম্মলক্খণং, (সংলক্খণং) ।

পুং + লিঙ্গং = পুল্লিঙ্গং, (পুংলিঙ্গং) ।

১৪ । ‘এব’ শব্দের ‘এ’, এবং ‘হি’ শব্দের ‘হ’ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত অনুস্বার-স্থানে বিকল্পে ‘ঞ’ হয়। যথা—
পঞ্চসং + এব = পঞ্চসঞ্জেব, * পঞ্চসং য়েব, † (প্রত্যাत्मমেব) ।

তং + এব = তঞ্জেব, তং য়েব, (তদেব, তমেব) ।

এবং + হি = এবজ্জি, एवं हि ।

তং + হি = তজ্জি, तं हि, (तहि, तं हि) ।

‘এব’ ভিন্ন অপর শব্দের ‘এ’ পরে থাকিলে অনুস্বার-স্থানে ‘ঞ’ হয় না। যথা—

এবং + এতং = एवं एतं (एवमेतत्, एवमेतं)

তাহা নিত্য, এবং অপর স্থানে তাহা বৈকল্পিক; যথা—তং করোতি, তঙ্করোতি; তংস্বয়ং, তঙ্স্বয়ং; সংগতো, সঙ্গতো; ইত্যাদি ।

* ‘এব’ পরে অনুস্বার-স্থানে ‘ঞ’ হইলে তাহার দ্বিভ হয় ।

† ‘এব’ পরে পূর্ববর্তী অনুস্বারের স্থানে য়েবার ‘ঞ’ হয় না, সেইবার অনুস্বারের পরে ‘ব’ আগম হয় ।

১৫। অনুস্বারের পর যকার থাকিলে উভয়ে
 মিলিত হইয়া বিকল্পে 'ঞ' হয়। যথা—
 { সং + যোগঃ = সঙ্যোগো, সংযোগো, (সংযোগঃ) ।
 { সং + যুক্তং = সঙ্যুক্তং, সংযুক্তং, (সংযুক্তং) ।
সং + যোজনং = সঙ্যোজনং, সংযোজনং, (সংযোজনং) ।
সং + যতো = সঙ্যতো, সংযতো, (সংযতঃ) ।
সং + যাচিকায় = সঙ্যাচিকায়, সংযাচিকায়,
 (সংযাচিকয়া) ।

অনুস্বার সর্বনামগত হইলে হয় না। যথা—
একং + যোজনং = একং যোজনং ।

তং + যাতং = তং যাতং, (তদ্যাতং, তং যাতং) ।

১৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে (সাধারণত ক্লীবলিঙ্গে
 যৎ, তৎ ও এতৎ শব্দের পরস্থিত) অনুস্বার স্থানে
 বিকল্পে দকার হয়। যথা—

তং + অন্তা = তদন্তা, (তদনাট্মা) ।

যং + অনিচ্ছং = যদনিচ্ছং, (যদনিত্যং) ।

এতং + অবোচ = এতদবোচ, (এতদবোচত্) ।

অন্যত্র 'ম্' হয়। যথা—

যং + আতু = যমাতু, (যদাতুঃ) ।

ধনং + এব = ধনমেব ।

নিন্দিতুং + অরহতি = নিন্দিতুমরহতি, (নিন্দিতুমর্হতি) ।

১৭। সাধারণত 'ইদম্' শব্দের পদ ও 'এব' পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বরাস্ত শব্দের পর 'য' আগম হয়। *
যথা—

মা + ইদং = মায়িদং (মেদং) ।

ন + ইদং = নয়িদং, (নেদং) ।

ন + ইমস্স = নয়িমস্স, (নায্য) ।

ন + ইমানি = নয়িমানি, (নেমানি) ।

ছ + ইমানি = ছয়িমানি, (ষডিমানি) ।

নব + ইমে = নবয়িমে, (নবেমে) ।

বা + এব = বায়েব, (বৈব) ।

ন + এব = নয়েব, (নৈব) ।

বোধি + এব = বোধি য়েব, (বোধিরেব) ।

তেসু + এব = তেসু য়েব, (তেস্বেব) ।

তে + এব = তে য়েব, (ত এব) ।

সো + এব = সো য়েব, (স এব) ।

১৮। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরের পর 'ম্' আগম হয়।† যথা—

লঘু + এস্সতি = লঘুমেস্সতি, (লঘুৎথতি) ।

* পাটি + যক্কং = পাটিয়েক্কং, (প্রতি + যক্ক + য) ; এখানে অপর শব্দ পরে থাকিলেও হইয়াছে ।

† ছন্দোরক্ষা ও স্মৃতিসংরক্ষণের জন্য ।

গুরু + এস্সতি = গুরুমেস্সতি, (গুর্বেষ্যতি) ।

কসা + ইব = কসামিব, (কশেব) ।

ইধ + আহু = ইধমাহু, (ইহাহু:) ।

গিরি + ইব = গিরিমিব, (গিরিরিব)

জিয্য + অচ্চানং = জিয্যমচ্চানং, (জেয়াত্মানং) ।

~~এক~~ + এক্সস = একমেক্সস, (একৈকস্য) ।

য়েন + ইধ = যেনমিধ, (যেনেহ) ।

হায়তি + এব = হায়তিমেব, (হীযত এব) ।

হোতু + এব = হোতুমেব, (ভবত্বেব) ।

আকাশে + অভিপূজয়ি = আকাশেমভিপূজয়ি, (আকাশেভ্য-
পূজয়ত্)* ।

১৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী

স্বরের পর 'দ' আগমন হয় । যথা—

সম্মা + অজ্ঞা = সম্মদজ্ঞা, (সম্যগাজ্ঞা) ।

সম্মা + অল্যো = সম্মদল্যো, (সম্যগল্যো:) ।

সম্মা + এব = সম্মদেব, (সম্যগেব) ।

সম্মা + অক্বাतो = সম্মদক্বাतो, (সম্যগাক্বাतो:) ।

মনসা + অজ্ঞা = মনসা^১দজ্ঞা, (মনসাজ্ঞা) ।

* ভুল:—“সুমেক: (সু+এক:) ;” শতপথব্রাহ্মণ, ১.৫.৫.২৬ ।

+ জেত্ব শব্দে সম্মা শব্দের আকারস্থানে অকার ইহেদা যায় ।

অস্তু + অত্যং = অস্তুদত্যং, * (আত্মার্থ*) ।

বহু + এব = বহুর্দেব, (বহুবেব) ।

পুন + এব = পুনর্দেব, † (পুনরেব) ।

২০। স্বর পরে থাকিলে ঃ পূর্ববর্তী স্বরের পর কখন কখন 'ন' আগম হয় + যথা—

চিরং + আয়তি = চিরং নাযতি, চিরন্নাযতি, (চিরমায়তি:) ।

ইতো + আয়তি = ইতো নাযতি, (ইত আয়তি:) ।

অবিজ্ঞা + অহোসি = অবিজ্ঞা নীহোসি, (অবিজ্ঞা অমূত) ।

২১। স্বর পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্বরের পর কখন কখন 'ত' আগম হয় । § যথা—

যস্মা + ইধ = যস্মাতিধ, (যস্মাদিহ) ।

তস্মা + ইধ = তস্মাতিধ, (তস্মাদিহ) ।

অজ্জ + অগ্নে = অজ্জতগ্নে, (অজ্জায়ে) ।

২২। 'ইব' ও 'এব' শব্দ পরে থাকিলে কখন কখন

* বিকল্পে অস্তুত্য়ং হয় ।

† পুন + এব = পুনরেব, ইহাও হয় । পুন + অপরং = পুনাপরং ।

‡ 'আয়তি' প্রভৃতি শব্দের ;—মহাক্রপসিদ্ধি, ১২-১৩ পৃ. ৩৩ স্থ. ।

§ যস্মা, তস্মা ও অজ্জ প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেই এই নিয়ম—মহাক্রপসিদ্ধি ।

ছন্দোবিকার জন্য পূর্ববর্তী স্বরের পর রকার আগম হয়।
যথা—

- রাজা + ইব = রাজারিব, (রাজেব)।
 বিজ্ঞু + ইব = বিজ্ঞুরিব, (বিদ্যাদিব)।
 আরোগ্যে + ইব = আরোগ্যেব, (আরোগ্য ইব)।
 সাসপো + ইব = সাসপোরিব, (সর্ষপ ইব)।
 সন্ধি + এব = সন্ধিরিব, (সন্ধিরিব)।
 উসমো + ইব = উসমোরিব, (ঋষম ইব)। *

২৩। ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে কখন কখন পূর্ববর্তী
স্বর স্থানে ওকার হয়। যথা—

- পগে + খলু = পগো খলু, (প্রগে খলু)।
পর + সহস্র = পরাসহস্র, (পর:সহস্র)।

২৪। স্বর বা ব্যঞ্জন পরে থাকিলে স্থখোচ্চারণের
জন্য কখন কখন পূর্ববর্তী স্বরের পর অনুস্বার (ং) আগম
হয়। যথা—

- ত + সম্ময়ুতা = তংসম্ময়ুতা, (তস্মম্ময়ুতা)।
 ত + খণি = তংখণি, (তত্খণি)।
 ত + সম্ভাবো = তংসম্ভাবো, (তস্ম্ভাবো:)।

* শ্রীকামেশ্বরমূহ যথা — “নবস্তররাজারিব তারকার্ণ;” “বিজ্ঞু-
রিবম্ভকুটে;” “উসমোরিব;” “আরোগ্যেব সাসপো;” “সাসপোরিব
আরোগ্যে;” “সন্ধিরিব সমাসেথ।”

চক্ৰ + উদপাদি = চক্ৰং উদপাদি, (চক্ৰুদপাদি) ।

অব + সিরো = অবসিরো, (অবাক্শিরা:) ।

যাব + চিধ = যাবচ্চিধ, (যাবচ্চেহ) ।

পুৰিম + জাতি = পুৰিমজাতি, (পূৰ্ণা জাতি) ।

অনু + থূলানি = অনুথূলানি, (অনুস্থূলানি) ।

পুন্স + গমা = পুন্সগমা, (পূৰ্ণগমা) ।

২৫। ছন্দোবন্ধ ও স্থখোচ্চারণের জন্য কখন

কখন পূৰ্ববর্তী অনুস্বারের লোপ হয়। যথা—

এবং + অহং = এবাং, * (এবমহং) ।

কথং + অহং = কথাহং, (কথাহং) ।

কং + অয়ং = ক্বাযং, (কময়ং) ।

তাসং + অহং = তাসাহং, (তাসামহং) ।

বিদ্বনং + অগং = বিদ্বনগং, (বিদাময়ং) ।

পরিয়সজ্ঞানং + দস্সনং = পরিয়সজ্ঞানদস্সনং

(আর্যসত্যানাং দর্শনং) ।

বুধানং + সাসনং = বুধানসাসনং, (বুধানাং শাসনং) ।

সং + রক্তো = সারক্তো, (সরক্ত:) ।

সং + রাগো = সারাগো, (সরাগ:) ।

সং + রম্যো = সারম্যো, (সরম্য:) ।

সং + হারো = সাহারো, (সহার:) ।

* বিকল্পে এবমহং হেতুপিও হয়।

— ২৬। অনুস্বারের পরবর্তী স্বরের কখন কখন লোপ হয়। * যথা—

অভিনন্দু + ইতি = অভিনন্দুন্তি, (অভ্যনন্দিপুৰিতি)।

কৃতং + ইতি = কৃতন্তি, (কৃতমিতি)।

কিং + ইতি = কিনিতি, (কিমিতি)।

উত্তমং + ইব = উত্তমংব, (উত্তমমিব)।

বীজং + ইব = বীজংব, (বীজমিব)।

চক্রং + ইব = চক্রংব, (চক্রমিব)।

কলিং + ইব = কলিংব, (কলিমিব)।

ইদং + অপি = ইদম্, (ইদমপি)।

উত্তরিং + অপি = উত্তরিম্, (উত্তরমপি)।

দাতুং + অপি = দাতুম্, (দাতুমপি)।

কিং + ইদানি = কিন্দানি, (কিমিদানী)।

হলং + ইদানি = হলন্দানি, (অলমিদানী)

উত্তমং + এব = উত্তমংব, (উত্তমমিব)।

সদিসং + এব = সদিসংব, (সদৃশমিব)।

ত্বং + অসি = ত্বংসি, (ত্বমসি)।

বিকল্পে কিমিতি, দাতুমপি ইত্যাদি পদ হয় :

* ইতি, ইব, অপি, ইদানি, এব, অসি প্রভৃতি ভিন্ন শব্দে স্বর পরে থাকিলে লোপ হয় না ; যথা—অহং + এত = অহমেত ।

২৭। অনুস্বারের পরবর্তী ‘অস্স’ ‘অস্সা’ প্রভৃতি
 শব্দের ‘অস্’ ভাগের কখন কখন লোপ হয়। যথা—
 एवं + অস্স = एवंস, (এবমস্স)।
 पुष्क + अस्सा = पुष्कसा, (পুক্ষমস্সাঃ)।
 অন্ত্র এবমস্স ইত্যাদি হয়।

নামকল্প

১। বাংলার গ্রাম্য পালিতে দ্বিবচনের পৃথক্
 বিভক্তি নাই; তাহার স্থানে বহুবচনের বিভক্তি প্রয়োগ
 করিতে হয়।

২। নামের উত্তর প্রয়োজ্য বিভক্তিগুলি এই—

	एकवचने	बहुवचने
প্রথম	सि	यो
দ্বিতীয়া	अं	यो
তৃতীয়া	ना	हि
চতুর্থী	स	नं
পঞ্চমী	स्मा	हि
ষষ্ঠী	स	नं
সপ্তমী	स्मिं	सु
সম্বোধন	सि	यो

নামবিশেষের পরে এই সকল বিভক্তির কোন কোন-
টির বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

৩। তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের বিভক্তি ছি
স্থানে বিকল্পে মি হয়; এবং পঞ্চমীর একবচনে ম্মা ও
সপ্তমীর একবচনে ম্মি স্থানে বিকল্পে যথাক্রমে ম্মা ও
ম্মি হয়।

স্বরাস্ত

পুংলিঙ্গ

৪। অকারাস্ত ব্রহ্ম শব্দ।

এক.

বহু.

প্র.

ব্রহ্মী

ব্রহ্মা, (ব্রহ্মসে)*

দ্বি.

ব্রহ্মং

ব্রহ্মে, ^{ব্রহ্ম}ব্রহ্মত্।

ত্ৰ.

ব্রহ্মণঃ

ব্রহ্মেহি, ব্রহ্মেভি

ব্রহ্মত্।

ব্রহ্মেহি; ব্রহ্মেভি

* বন্ধনীর অন্তর্গত পদগুলি সাধারণত প্রচলিত নহে।

† কচায়েন “সো বা” (২. ১. ৫৪) এই শ্লোকে অকারাস্ত শব্দের তৃতীয়ার
একবচনে বা বিভক্তির স্থলে বিকল্পে সো হয় লিখিয়াছেন; যথা—
অসো, অজ্ঞানসো, মদসো, ইত্যাদি। তদনুসারে ব্রহ্ম শব্দের তৃতীয়ার
একবচনে ব্রহ্মসো পদও হইবে। কখন কখন তৃতীয়ার একবচনে বা
দেখা যায়; যথা—বাসো, অজসো, ইত্যাদি। “মা কাষি মুখস্য
দার্য।”

চ.	বুদ্বায় * বুদ্বস্স †	বুদ্ধান
প.	{ বুদ্বা বুদ্বস্সা, বুদ্বস্সা	বুদ্ধেহি, বুদ্বেহি
ফ.	বুদ্বস্স	বুদ্ধান
স.	{ বুদ্বে বুদ্বস্সি, বুদ্বস্সি	বুদ্ধেসু
সম্বোধ.	বুদ্ব বুদ্বা ধী	বুদ্ধা

৫। ধম্ম (ধর্ম), § সম্ব, সুগত, নর, সুর, অসুর, উরগ, নাগ, যক্খ (যক্ষ), গম্বস্স (গম্বস্ব), কিস্কর, মনুস্স (মনুষ্য), পিসাচ (পিশাচ), পেত (প্রেত), ইত্যাদি সমস্ত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার।

* ক. বৃ. ২. ১. ৫৮; বাজ. ১১ পৃ.।

† কেহ কেহ বলেন বুদ্ব শব্দের চতুর্থীর একবচনে বুদ্বস্স হয়, অপর কোন শব্দের এরূপ হয় না। T. D. p. 60; না. মা. p. 1.

‡ মহাক্রপসিদ্ধি ও তাহার টীকায় লিখিত হইয়াছে যে, অকারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনে উভয় রূপের মধ্যে অদূরবর্তী লোককে সম্বোধন করিতে হইলে প্রথম রূপই ব্যবহার্য। ম. সি. ৩১ পৃ. ৭৪ নং।

§ ধম্ম শব্দ কখন কখন ক্রীতলিঙ্গে প্রযুক্ত হয়; যথা—“ধম্মানি সুখা”।

৬। ইকারাস্ত্র অগ্নি (অগ্নি) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	অগ্নি <i>অগ্নী Pkt.</i>	অগ্নী <i>অগ্নী Pkt.</i>
	(অগ্নিনি, গিনি)*	অগ্নয়ো, (অগ্নিয়ো)*
দ্বি.	অগ্নি	অগ্নী অগ্নয়ো
ত্ৰ.	অগ্নিনা	অগ্নীহি, অগ্নীমি †
চ.	অগ্নিনো	অগ্নোন
	অগ্নিস্থ	
য.	অগ্নিনা	অগ্নীহি, অগ্নীমি †
	<i>অগ্নীক-৫-১৫ Pkt.</i> অগ্নিস্থা, অগ্নিস্থা	
ষ.	অগ্নিনো	অগ্নীন
	অগ্নিস্থ	
স.	(অগ্নিনি*)	
	<i>অগ্নীক Pkt.</i> অগ্নিস্থি, অগ্নিস্থ, অগ্নীসু	

* কেবল অগ্নি শব্দেরই কখন কখন এইরূপ হয় ।

† কচ্চারনের “সুগৃহিস্থ চ” (২.১.২২) এই হ্রস্বস্বসারে স্থ, ন ও হি বিভক্তিতে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হইলেও ইকার ও উকার কখন কখন দীর্ঘ হয় না। ম. সি. ৩২ পৃ. ৮৭ সূ.। এতদ্ব্যসারে অগ্নীহি, অগ্নীমি এই দুই পদ হয় ।

সম্বোধন.

অগ্নি

অগ্নী

অগ্নয়ো, (অগ্নিয়ো)

৭। ইতি (ইতি), মুনি, বোধি, সম্মি, রাসি (রাশি),
গিরি, রবি, কবি, অরি, তিমি, জ্যোতি (জ্যোতিস্)
সম্মাধি, প্রভৃতি সমস্ত পুংলিঙ্গ ইকারান্ত শব্দের রূপ এই
প্রকার।

৮। প্রথম ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে কোন কোন
ইকারান্ত শব্দের অন্তে যো না হইয়া নো হয়; যথা—
সারমতিনো, সম্মাদিষ্টিনো, মিচ্ছাদিষ্টিনো, বজ্রবুদ্ধিনো,
অধিপতিনো, জানিপতিনো, ইত্যাদি। কোন কোন
শব্দের দুই রকমই হয়; যথা—সেনাপত্যো, সেনাপতিনো;
গৃহপত্যো, গৃহপতিনো। লক্ষণীয় :—কপিয়ো; এখানে
ইকার স্থানে অকার হয় নাই; এতাদৃশ প্রয়োগ বিরল।
কপ্যো পদও হয়।

৯। ইতি (ইতি) শব্দের সম্বোধনের একবচনে
ইতি (ইতি) এই একটি অতিরিক্ত পদ হয়।

মুনি শব্দের সম্বোধনে মুনি পদও দেখা যায়। যষ্টির
একবচনেও মুনি হয়।

১১। আদি শব্দের সপ্তমীর একবচনে এই কয়টি
অতিরিক্ত পদ দৃষ্ট হয়; যথা—আদো (আদী), (আদু), আদি
(অতিবিরল)। কেহ কেহ বলেন আদিনি পদও হয়।

১২। গিরি শব্দের মপ্তমীর একবচনে গিরি ; এবং রংসি (রশ্মি) শব্দের তৃতীয়ার একবচনে রংসি পদ কচিৎ দৃষ্ট হয় ।

১৩। অকারান্ত সখ (ইকারান্ত সখি) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	সখা	{ সখায়ো সখানো, সখিনো * W ২৮ সখায়ো
দ্বি.	<u>সখারং</u>	সখানো
	{ সখানং	সখিনো ‡
	{ সখং†	
ত্রি.	সখিনা	{ সখেহি, সখেমি সখারেহি, সখারেমি
চ.	সখিস্স	সখীনং
	সখিনো	সখারানং
প.	<u>সখিনা §</u>	সখেহি, সখেমি সখারেহি, সখারেমি

* সখা পদও হয়—C. D., T. D.

† সখায়ং পদও হয়—F. F.

‡ সখী পদও হয়—F. F.

§ সখারা, সখারস্মা, পদও হয়—C. D., T. D., না. মা. ।

	एक.	बहु.
घ.	सखिस्स सखिणो	सखीनं सखारानं
स.	सखे	सखेसु सखारेसु
सम्बो.	सख सखे सखा सखि सखी	सखायो सखानो सखिनो

१४ । जेकांराख गामनी (यामणी) भव ।

	एक.	बहु.
प्र.	गामनी	गामनी गामनिनो
द्वि.	गामनीनं गामनिं	गामनी गामनिनो
तृ.	गामनिना	गामनीहि, गामनीभि
च.	गामनिनो गामनिस्स	गामनीनं

	એક.	બહુ
પ.	ગામનિના	ગામનોહિ, ગામનોભિ
ષ.	ગામનિનો ગામનિસ્સ	ગામનીનં
સ.	ગામનિન્નિ, ગામનિન્હિ	ગામનીસુ
સંખો.	ગામનિ	ગામનો ગામનિનો

૧૫. સેનાનો, સુધી, ઇંદ્રિતિ શબ્દોના રૂપ એકે
અંકાર । *

૧૬. ઉકારાંશ મિલ્લુ (મિલ્લુ) શબ્દ ।

	એક.	બહુ.
પ્ર.	મિલ્લુ PKt ડિફ	મિલ્લુ ડિફૂ PKt.
દિ.	મિલ્લું	મિલ્લુવો મિલ્લુ મિલ્લુવો
ટ.	મિલ્લુના	મિલ્લુહિ, મિલ્લુભિ
ચ.	મિલ્લુનો મિલ્લુસ્સ	મિલ્લુનં

* કેહ કેહ વળેલ—સેટ્ટી, ચારથી, ચક્રવર્તી & સામી શબ્દોના
રૂપ એકે અંકાર । T. D. p. 74. હજી શબ્દોના રૂપ અદેશ ।

	এক.	বহু.
ঘ.	ভিক্বুনা ভিক্বুস্মা ভিক্বুন্হা	ভিক্বুহি, ভিক্বুমি
য.	ভিক্বুনো ভিক্বুস	ভিক্বুন'
স.	ভিক্বুস্মি, ভিক্বুন্হি	ভিক্বুস
সম্বো.	ভিক্বু	ভিক্বু ভিক্ববো ভিক্ববে

১৭। কৈতু, ভাণু, রাহু, সঙ্ঘু (যঙ্ঘু), উচ্ছু (হ্চ্ছু),
বেলু (বেণু), মম্বু (মৃত্যু), সিন্ধু, বম্বু, মেরু, কারু, সেতু,
প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার ।

১৮। হৈতু শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে হৈতু,
হৈতবো, হৈতুযো এই তিন পদ হয়; কেহ কেহ বলেন হৈতুনো
পদও হয় । সপ্তমীর একবচনে হৈতো পদও হইয়া থাকে ।

১৯। জন্তু শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে
জন্তু, জন্তবো, জন্তুযো, ও জন্তুনো এই চারিটি পদ হয় ।

২০। গরু (গুরু) শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার
বহুবচনে গরু, গরবো, ও গরুনো হয় । *

* “ভিক্বুপ্য়ভূতিতো নিচ্চ’ বো য়োনং, হৈতু-ব্যাদিতো ।

বিম্বাচ্চা, ন চ বো নো চ অস্তুপ্য়ভূতিতো ভবং ॥” ম. সি. ৪৮ পৃ. ।

২১। উকারাস্ত্র অভিভূ শব্দ।

এক.	বহু.
প্র. অভিভূ	অভিভূ অভিভূবো
দ্বি. অভিভূ'	অভিভূ অভিভূবো
ত্ৰ. অভিভূনা	অভিভূহি, অভিভূমি
চ. অভিভূনো অভিভূস্ত	অভিভূনং
প. অভিভূনা	অভিভূহি, অভিভূমি
ষ. অভিভূনো অভিভূস্ত	অভিভূনং
স. অভিভূক্ষি', অভিভূন্হি	অভিভূসু
সম্বো. অভিভূ	অভিভূ অভিভূবো

২২। সযন্মু (স্যযন্মু), বিস্মমু (বিস্মমু) পরাভিভূ, প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

২৩। সম্বমু শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের বহুবচনে সম্বমুনো এই অতিরিক্ত পদ হয়।

২৪। সম্বমু শব্দের প্রথমা, দ্বিতীয়া ও সম্বোধনের

বহুবচনে সব্বস্সু, সব্বস্সুনো এই দুই পদ হয়; অথবা অমিসু শব্দের ত্রায় রূপ।

২৫। মগ্গস্সু (মার্গস্স), ধম্মস্সু (ধর্মস্স), অতিস্সু (অর্থস্স), কালস্সু (কালস্স), বিস্সু (বিস্স), বিদু (বিদ্), বেদগু (বেদগ), পারগু (পারগ), প্রভৃতি শব্দের রূপ সব্বস্সু শব্দের ত্রায়।

২৬। উকারান্ত পিতু (ঋকারান্ত পিত) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	পিতা	পিতরো, (পিতা)
দ্বি.	পিতরং	পিতরো পিতরে
ত্ৰ.	পিতরা *	পিতরেহি, পিতরেমি
	পিতুনা { S PKT ১০৬৮৮ M PKT ১০৬৮৮	পিতুহি, পিতুমি
চ.	পিতু	পিতরানং
	পিতুনো	পিতানং
	পিতুস্স	পিতুনং, <u>পিতুস্সং</u>
প.	পিতরা *	পিতরেহি, পিতরেমি
	পিতুনা	পিতুহি, পিতুমি

* যতাস্তরে পিত্বা ও পেত্বা পদও হয়। মাতু (মাত্) শব্দের রূপ জটিল।

	एक.	बहु.
प.	पितु	पितरान'
	पितुनो	पितान'
	पितुस्स	पितूनं, पितुस्त्रं
स.	पितरि	{ पितरेसु (पितुसु, पितूस्सु
	Pkt. 1) ४२४३	
स.	पित	पितरो
	पिता	

૨૯ । માતૃ (માટ), જામાતૃ (જામાટ) પ્રજ્ઞિત શબ્દોના રૂપ એકે પ્રકારે ।

૩૦ । ઉકારાણ કક્તુ (ચકારાણ કક્તૃ) શબ્દ ।

	एक.	बहु.
प्र.	कत्ता	कत्तारो
द्वि.	कत्तारं	कत्तारो
		कत्तारे
तृ.	कत्तारा	कत्तारेहि, कत्तारेभि
	कत्तुना	
च.	कत्तु	कत्तारान'
	कत्तुनो	कत्तान'
	कत्तुस्स	(कत्तून')

এক.	বহু.
প. কস্তারা	কস্তারিহি, কস্তারিभि
জ. কস্ত	কস্তারান্
কস্তনো	কস্তান্
কস্তুস্স	(কস্তুন')
স. কস্তরি	কস্তারিসু
	(কস্তুসু)
সম্ব্যো. কস্ত	কস্তারো
কস্তা *	

২৯। কথন কথন কস্ত শব্দের অকারান্ত শব্দের
ন্যায় রূপ হয় ; যথা—সস্তকস্ত (শস্যকর্ত) শব্দের প্রথমার
একবচনে সস্তকস্তো ।

✓ ৩০। সত্য (শাস্তৃ),† ভস্তু (ভর্তৃ), নেতু (নেতৃ)

* “উত্তে হি কস্তে অতরমানো গম্বা বেস্বান্নরং বদ ;” এখানে কস্ত
(কর্তৃ) শব্দের সন্ধোধনে কস্তে ইহোঁছে । “তেন হি ভো খস্তু যেন
সম্যেথ্যকা ব্রাহ্মণা গহপতিকা তেহুপসঙ্কম ;” এখানে খস্তু (কস্তৃ)
শব্দের সন্ধোধনের একবচনে খস্তু ইহোঁছে ।

† কেহ কেহ সত্য শব্দের এডে কয়টি পদ অধিক দেন—তৃতীয়া ও
পঞ্চমীর একবচনে সত্য্য (F. F., C. D.), চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনে
সত্যন (F. F.) । মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতিতে ইহাদের কোন উল্লেখ
নাই ।

ভাত (ভ্যা), জত (জে), ছেত (ছে), দাত (দা),
প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার ।

৩১। ওকারান্ত গো শব্দ ।

	एक.	बहु.
प्र.	गो	गावो गवो
द्वि.	गावं गवं *	गावो गवो
तृ.	<u>गावं †</u> <u>गावेन ‡</u> गवेन §	गोहि, गोभि
च.	गावस्म गवस्म	{ गोनं गुनं गवं

* দ্বিতীয়া হইতে যষ্ঠী পর্য্যন্ত সর্বত্রই একবচনে, এবং সপ্তমীর উভয় বচনে গো শব্দ স্থলে গা ও গ আদিষ্ট হয়, এবং তাহাদের রূপ ওকারান্ত শব্দের ভায়ে হয় ।

† গ পদ পদ হয় (T. D.) ।

‡ কচিং গ পদ পদ হয় ।

বিকল্পে গু ও গবয় আদেশও হয়। * গো শব্দের জ্যোতিষে গাবী হয়, ইহার রূপ জ্যোতিষ জৈকারন্ত স্ত্রী শব্দের আয়। † গো শব্দ জ্যোতিষেও ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার রূপ ঠিক পুংলিঙ্গের আয়। ‡

জ্যোতিষ

৩৩। আকারান্ত কল্পা (কন্যা) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	কল্পা	কল্পা <u>কল্পায়ো</u>
দ্বি.	কল্প'	কল্পা <u>কল্পায়ো</u>
ত্ৰ.	কল্পায়	কল্পাচ্চি, কল্পাভি

* জঃ—ক. বৃ. ২.১.৩০; এখানে গুম' ও গবয়েচ্চি এই দুইটি পদ ঐকান্ত হইয়াছে।

† ম. সি. ৫৮ পৃ. ১৮৯ সূ.।

‡ “তস্মা পুষ্টিজ্জৈ গোষহস্যে ব রূপনয়ো”—ম. সি. ৬১. ৫.

“অ্যোকারন্তং ই ত্যজিঙ্গ' গোষহ্যোতি বিভাবয়ে।

গোষহস্যে ব পুষ্টিজ্জৈ রূপমস্মাদু কেচন ॥”

জ্যৈষ্ঠা—৩.১৫৩, টীকা, ১১১ পৃ.।

	এক.	বহু.
চ.	কস্সায়	কস্সান'
প.	কস্সায়	কস্সাহি, কস্সাভি
ষ.	কস্সায়	কস্সান'
স.	কস্সায় কস্সায়ং	কস্সাসু কস্সায়ো
সম্বো.	কস্সে	কস্সা

৩৪। সস্সা (অস্সা), মেধা, পস্সা (প্রস্সা), তস্সা (তস্সা), বিস্সা (বিদ্যা), পুস্সা (পুষ্সা), চিন্তা, নিস্সা (নিশা), * ইত্যাদি সমস্ত জ্বীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

৩৫। পালিতে অস্সা, অস্সা, অস্সা ও তাতা (তাত শব্দের জ্বীলিঙ্গে) এই চারিটি শব্দ মাতৃবাচী। ইহাদের সম্বোধনে আকার-স্থানে একার হয় না; যথা—ভোতি অস্সা, ভোতি অস্সা, ভোতি অস্সা, ভোতি তাতা। কখন কখন তাহাদের সম্বোধনে যথাক্রমে এই পদগুলি হয়—অস্স, অস্স, অস্স, তাত। কেহ কেহ বলেন ভোতি শব্দ

* “নিষে অস্সীত্ব মাষতি”—ইত্যাদি স্থলে নিস্সা শব্দের সপ্তমীর একবচনে নিষে পদও দেখা যায়। সংস্কৃত পরিঘত শব্দ পালিতে পরিষা হয়। এই পরিষা শব্দের স. যক. পরিষতি পদ অতিরিক্ত দেখা যায়।

পূর্বে না থাকিলেই শেষোক্ত রূপগুলি হয়। প্রথমোক্ত পদসমূহ ভীতি শব্দ পূর্বে না থাকিলেও হয়।

৩৬। সংস্কৃত ঔকারান্ত নী শব্দ-স্থানে পালিতে নাবা হয়; অতএব ইহার রূপ কল্পা শব্দের ন্যায়।

৩৭। ইকারান্ত রক্তি (রাক্তি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	রক্তি	রক্তী
		রক্তিয়ো, ৫৫৩৪
দ্বি.	রক্তিং	রক্তী
		রক্তিয়ো, ৫৫৩৪
ত্ৰ.	রক্তিয়া ৩১	রক্তীহি, রক্তীমি
চ.	রক্তিয়া ১১	রক্তীন'
প.	রক্তিয়া ১১	রক্তীহি, রক্তীমি
ষ.	রক্তিয়া ১১	রক্তীন'
স.	রক্তিয়া ১১	রক্তীসু'
	রক্তিয়ং, ৫৫৩৫	
সম্বো.	রক্তি	রক্তী
		রক্তিয়ো, ৫৫৩৬-১

এই সাধারণ রূপ ভিন্ন রক্তি শব্দের কয়েকটি বিশেষ রূপ আছে। যথা—প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. রক্তো; ত্ৰ. চ. প.

ঘ. স. এক. রত্না ; * এবং স. এক. রত্নং, রত্তি, ও রত্তৌ
পদ হয় ।

৩৮। সংস্কৃত ক্তি প্রত্যয়ান্ত যুক্তি (যুক্তি) প্রভৃতি
শব্দ, রক্ষি (রক্ষি), নন্দি, সন্দি, ভূমি, † পালি,
যুবতি, ধূলি প্রভৃতি ইকারান্ত দ্বীলিঙ্গ শব্দের রত্তি
শব্দের সাধারণ রূপের স্থায় রূপ হয় ।

৩৯। জাতি ও বোধি শব্দের রূপও এই প্রকার,
তবে কিছু বিশেষ আছে । যথা, জাতি শব্দ—প্র. দ্বি.
সম্বো. বহু. জন্তো, জন্তৌ ; হ. চ. প. ঘ. স. এক. জন্তা,
জন্তা; স. এক. জন্তং, জন্তং । বোধি শব্দ—প্র. দ্বি. সম্বো.
বহু. বোজ্জো ; ‡ দ্বি. এক. বোধিয়ং ; হ. প. এক. বোজ্জা ;
এবং স. এক. বোজ্জা* । উভয়েরই এই সকল অতিরিক্ত
প্রদ কখন কখন দৃষ্ট হয় ।

* মহারূপসিদ্ধিতে (৫৬ পৃ. ১৮৫-১৮৬ সূ.) রত্তা আছে ; রত্তি + অ্যা
= রত্তা ; কিন্তু অন্য, তন্ত্র প্রভৃতি শব্দের ন্ন ভিন্ন পালিতে তিনটি
বর্ণ একত্র সংযুক্ত থাকে না, এই নিয়মামুসারে একটি তকারের লোপ
হওয়ায় রত্না পদ হয় ; এবং তাহার পর ১.১১২৪ অনুসারে এখানে
আর রত্না হয় না ।

† “ভূম্মা স পত্তিতং পাষং গীবাথ পটিসুসত্তি”—ইত্যাদি প্রয়োগে
ভূম্মি শব্দের সপ্তমীর একবচনে ভূম্মা পদ দেখা যায় ।

‡ বোজ্জো = বোজ্জো. অ্যা = ক্ত. ১. ১১২৩ ।

৪০। ঐকারাস্ত্র নদী শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	নদী	নদী নদियो নজ্জো #
দ্ব.	নদিং (১) (নদিয়ং)	নদী নদियो নজ্জো ১২১৫
তৃত.	নদিয়া	নদীহি, নদীমি
	নজ্জা † cf. SK. forms ১৩৭:	
চ.	নদিয়া	নদীন'
	নজ্জা	
প.	নদিয়া } ১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১ } পক্ষ.	নদীহি, নদীমি
	নজ্জা	
ষ.	নদিয়া	নদীন' ‡
	নজ্জা	

* নদ্যো = নজ্জো, দ্য = জ্জ, ১.১ ২২।

† কেহ কেহ বলেন তৃত. চ. প. ষ. ও স. এক. নদ্যা, এবং স. এক. নদ্য' পদও হয়।—F. F., C. D.

‡ কখন কখন বজ্জীর বহুবচনে নদীযান' পদও পৃষ্ট হয়।—C. D.

	এক.	বহু.
স.	নদিয়া	নদীসু
	নজ্জা	
	নজ্জং	
সম্বো.	নদি	নদী
		নদিয়ো
		নজ্জো

৪১। মহী, বৈতরণী (বৈতরণী), বাপী, পাটলো, কদলী, ঘটী, নারী, কুমারী, তরুণী প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৪২। ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বক্ষ্যমাণ অতিরিক্ত রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, ব্রাহ্মণী শব্দ—
 প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. ব্রাহ্মণ্যো, ত. চ. প. ষ. স. এক. ব্রাহ্মণ্যা, এবং স. এক. ব্রাহ্মণ্যং হয়, (অর্থাৎ ১.১২৮ অনুসারে স্য এখানে ঞ হয় না)। এইরূপ দাসী শব্দ—
 প্র. দ্বি. সম্বো. বহু. দাস্যো, ত. চ. প. ষ. স. এক. দাস্যা, এবং স. এক. দাস্যং হয় (অর্থাৎ ১.১২৬ অনুসারে স্য এখানে স্য হয় না; দ্রষ্টব্য ১.১১১)।

৪৩। পোক্বরীণী (পুষ্করিণী) শব্দ—প্র. এক. পোক্বরীণী, বহু. পোক্বরণী, পোক্বরণিয়ো, পোক্বরন্নো (পোক্বরন্নো = পোক্বরন্নো, স্য = ঞ, ১.১২৮); ইত্যাদি নদীবৎ।

४४ । अकारलु इत्थी (स्त्री) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	इत्थी	इत्थी इत्थियो
द्वि.	इत्थियं इत्थिं	इत्थी इत्थियो
तृ.	इत्थिया	इत्थोहि, इत्थोभि
च.	इत्थिया	इत्थोनं
प.	इत्थिया	इत्थोहि, इत्थोभि
ष.	इत्थिया	इत्थोनं
स.	इत्थिया	इत्थीसु
सम्बो.	इत्थि इत्थी	इत्थी इत्थियो

४५ । संस्कृत स्त्री शब्द पालिते इत्थी* ७ थो रूपे पठित ह्य । थो शब्देर रूप यथा—प्र. एक. थो, बहु. थियो ; तृ. च. प. ष. एक. थियं (†), च. ष. बहु. थोनं ; स. बहु. थीसु ; सम्बो. थि, थियो । अगत्र रूप देखा याय ना । †

४६ । पुठवी (पृथिवी), गावी, गुणवन्ती गुणवती,

* समासश्ले कथन कथन इत्थ हेकार ह्य ; यथा—इत्थिभावो. (स्त्रीभावः), इत्थिपुरिससहो (स्त्रीपुरुषशब्दः) हेतादि ।

† F. F., Childers.

জুলবতী, শীলবতী, যসবতী, মহন্তী মহতী, মোতী (মবতী), মিক্সুনী, মাতুলানী, পথ্যকানী, মহপতানী, রাজিনী, দণ্ডিনী, যক্সিনী, সীহিনী, ইত্যাদি শব্দের রূপ স্ত্রী শব্দের রূপের গায়। *

৪৭। উকারান্ত যাগু (উকারান্ত যবাগু) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	যাগু	যাগু যাগুয়ো
দ্বি.	যাগুং	যাগু যাগুয়ো

* পালিতে জৌলিঙ্গ আকারান্ত, ইকারান্ত, ঐকারান্ত, উকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের পর সপ্তমীতে নামের উত্তর প্রযোজ্য স্ত্রী বিভক্তি (৩.১২) স্বরূপত প্রযুক্ত না হইলেও, কখনো কখনো তাহা দেখা যায়। যথা—
বলাকযোনি শব্দের স. এক. বলাকযোনিহি; কুসাবতী শব্দের স.
এক. কুসাবতিহি। বৈয়াকরণগণ বলেন :—

“গাথায়” শৃঙ্গিষে চাপি না-স-স্মাদি সরূপতো।

নাকারান্ত-ইবর্ণ্যান্ত-ইত্যৌহি পরস্তো গতা ॥

হি-সহো পন গাথায় ইবসন্তিত্বিভি সহ ॥

যাতো পরতমেতস্ম পযোগানি ভবন্তি হি ॥

যথা বলাকযোনিহি ন বিজ্জতি পুমো যদা ॥

কুসাবতিহি নগরে রাজা স্মাসৌ মহীপতি ॥”

	एक.	बहु.
ढ.	यागुया	यागूहि, यागूभि
च.	यागुया	यागूनं
प.	यागुया	यागूहि, यागूभि
ष.	यागुया	यागूनं
स.	यागुया	यागूसु
	यागुयं	
सम्बो.	यागु	यागू यागुयो

४८ । धातु, * धेनु, दद् (दद्रु), कण्डु (कण्डु),
कच्छु, कणेक (करेणु), प्रियङ्गु (प्रियङ्गु), सस्सु (श्वस्सू),
अङ्गुति शब्દને રૂપ એએકાર ।

४૯ । ઉકારાંશુ વધૂ શબ્દ । †

	एक.	बहु.
प्र.	वधू	वधू वधुयो

* “धातु-सहो जिनमते इत्यलिङ्गत्तने मतो ।

सत्ये पुल्लिङ्गभावस्त्रिं कच्चायनमते हिंसु ॥”

† લૌર્થ ઉકારાંશુ શબ્દને રૂપ ઠિક ઉકારાંશુ શબ્દને છાંય, કેવલ
અર્થમાત્ર એકવચને અસ્ત્યશ્વર લૌર્થ થાકે ।

	एक.	बहु.
द्वि.	वधुं	वधू वधुयो
तृ.	वधुया	वधूहि, वधूभि
च.	वधुया	वधूनं
प.	वधुया	वधूहि, वधूभि
ष.	वधुया	वधूनं
स.	वधुया वधुयं	वधूसु
सम्बो.	वधु	वधू वधुयो

૫૦ । જમ્બૂ, સરમ્બૂ, સરવ્બૂ, સુતનૂ, ચમ્બૂ, વામોરૂ,
નાગનાસોરૂ, પ્રૌઢિતિ શબ્દોરૂ રૂપ એજે પ્રકાર ।

૫૧ । ઉકારાણુ માતૃ (શકારાણુ માતૃ) શબ્દ ।

	एक.	बहु.
प्र.	माता	माता मातरो
द्वि.	मातरं	माता मातरे

ઢ.	માતરા માતુયા મત્યા *	માતરેહિ, માતરેભિ માતૂહિ, માતૂભિ
ચ.	માતુ માતુયા મત્યા માતુસ્સ	માતાનં માતૂનં † માતૂસ્સ માતરાનં
પ.	માતરા માતુયા મત્યા	માતરેહિ, માતરેભિ માતૂહિ, માતૂભિ
ઘ.	માતુ માતુયા મત્યા માતુસ્સ	માતાનં માતૂનં † માતૂસ્સ માતરાનં
સ.	માતરિ માતુયા મત્યા માતુયં, મત્યં	માતૂસુ માતરેસુ

* કેહ કેહ મત્યા નામ જ્ઞાને માત્યા પાઠ કરેન, ગ. ઝિ.; T. D.; •

C. D.; Childers. “મત્યા ચ પેત્યા ચ કતં સુસાધુ।”

† કેહ કેહ માતૂનં એ અધિક નામ દેન; જરૂર—પિટ નકા।

	এক.	বহু
সম্বোধ.	মাত	মাতা
	মাতা	মাতরো *

৫২। দুহিতু (দুহিহ) শব্দের রূপও এই প্রকার ;
 যথা প্র. এক. দুহিতা, বহু. দুহিতা, দুহিতরো ; ইত্যাদি ।
 পালিতে দুহিতু শব্দ প্রায় ধীতু রূপে ব্যবহৃত হয় ।
 ইহারও রূপ মাতু শব্দের জায়, কিঞ্চিৎ বিশেষ
 আছে । যথা—

৫৩। <u>ধীতু</u> (দুহিহ) শব্দ ।		
	এক.	বহু
প্র.	ধীতা	ধীতা, ধীতরো
দ্বি.	ধীতরং	ধীতরো
	ধীতং	ধীতরে
ত্ৰ.	ধীতরা	ধীতরেহি, ধীতরেমি
	ধীতুয়া	ধীতুহি, ধীতুমি
চ.	ধীতু	ধীতানং
	ধীতুয়া	ধীতুনং
		ধীতরানং

* সমাসে পূর্বাঙ্কিত মাতৃ শব্দ স্থানে পালিতে কখন কখন মাতু,
 মাতি, বা মত্তি হয় । যথা—মাতৃয়ামঃ=মাতুগামো, মাতৃগোত্রং=
 মাতিগোত্রে, মাতৃসম্ববঃ=মাতিসম্ববো ।

	এক.	বহু.
প.	ধীতরা	ধীতরেহি, ধীতরেমি
	ধীতুয়া	ধীতুহি, ধীতুমি
ষ.	ধীতু	ধীতান'
	ধীতুয়া	ধীতুন'
		ধীতরান'
স.	ধীতরি	ধীতুসু
	ধীতুয়া	ধীতরেসু
	ধীতুয়	

ইহা ভিন্ন প্র. দ্বি. বহু. ধীতু, এতৎ চ. ষ. এক. ধীতায়
পদ হয়। *

* ওকারাস্ত্র জ্যোতিষ গো শব্দের রূপের জ্ঞান প্রদেয়া ৩ঃ১৩২।
নামমালায় ওকারাস্ত্র জ্যোতিষ গো শব্দের রূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে :—

	এক.	বহু.
প্র.	গো, গাবী	গাবী, গাবো, গবো
দ্বি.	গাবিঁ, গাবঁ, গবঁ	গাবী, গাবো গবো
ত্ৰ.	* *	গোহি, গোমি
চ.	* *	গবঁ, গোনঁ, গুমঁ
প.	* *	গোহি, গোমি
ষ.	* *	গবঁ, গোনঁ, গুমঁ
স.	* *	গোসু
সম্বো.	গো *	গাবী, গাবো, গবো

কৌবলিঙ্গ

৫৪। অকারান্ত চিত্ত শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	চিত্তং	চিত্তা চিত্তানি
দ্বি.	চিত্তং	চিত্তে চিত্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক অকারান্ত পুংলিঙ্গ বুদ্ধ শব্দের-
ন্যায় রূপ।*

৫৫। ভান (ধ্যান), পুঙ্ক (পুঙ্ক), পদুম (পদ্ম),
চীঘর, সীল (শীল), ইন্দ্রিয়, সুসান (স্মশান),
ইত্যাদি শব্দের রূপ এই প্রকার।

* লক্ষণীয়ঃ—“চিত্তো ঘম্মো ;” “সত্তারো সতিপট্টানা ;” “সত্তারো
সম্মাযধানা” (চিত্তো ঘর্ম্ম ; সত্তারি স্মৃতিপ্রস্থানানি ; সত্তারি সম্মক-
প্রধানানি) ; এতাদৃশ স্থলে চিত্ত, সতিপট্টান ও সম্মাযধান পুংলিঙ্গে
প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ; পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে তাহা
না হইলে সত্তারি পদ অবশ্য দিতে হইত ।

৫৬। ইকারাস্ত্র অঙ্কি (অঙ্কি) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	অঙ্কি *	অঙ্কী
		অঙ্কীনি
দ্বি.	অঙ্কি'	অঙ্কী
		অঙ্কীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ইকারাস্ত্র পুংলিঙ্গ অঙ্কি (অঙ্কি)
শব্দের ন্যায় রূপ।

৫৭। স্কি (সকি), দধি, বারি, অক্লি অক্লি
(অক্লি), অচ্চি (অচ্চি, অচ্চিস্), ইত্যাদি শব্দের রূপ
এই প্রকার।

৫৮। ঐকারাস্ত্র গামনী (গামণী) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গামনি	গামনী
		গামনীনি
দ্বি.	গামনি'	গামনী
		গামনীনি

* কখন কখন প্রথমার একবচনেও দ্বিতীয়ার একবচনের স্থান
অঙ্কি' পদ দেখা যায়। এইরূপ অক্লি শব্দের প্র. এক. অক্লি' পদ হয়।
অত্র প্র. এইরূপ। দ্রষ্টব্য—২.১২৪; ৩.১২১, ১৩৭ পৃ. টীকা (*)।

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঙ্কারান্ত পুংলিঙ্গ গামনী শব্দের
ন্যায় রূপ।

৫৯। স্তম্বী প্রভৃতি শব্দের ক্রীবলিঙ্গে রূপ এই
প্রকার।

৬০। উকারান্ত মধু শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	মধু	মধু
		মধুনি
দ্বি.	<u>মধুং</u> mark ১	মধু
		মধুনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারান্ত ভিক্ত্ব (ভিক্ত্ব)
শব্দের ন্যায় রূপ।

৬১। দাস, বস্তু (বস্তু), জতু, বস্তু, অস্তু, অস্তু
(অস্তু) প্রভৃতি শব্দের রূপ এই প্রকার।

৬২। উকারান্ত গোত্রমু শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গোত্রমু	গোত্রমু
		গোত্রমুনি

	এক.	বহু.
দ্বি.	গোত্রম্	গোত্রমু গোত্রমুনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গ উকারাস্ত্র অভিমু শব্দের
ন্যায় রূপ ।

৬৩। সরমু (সরমু), অভিমু, সয়মু (সয়মু)
ধম্মমু (ধর্মমু), প্রভৃতি শব্দের ক্রোবলিঙ্গে রূপ এই
প্রকার ।

৬৪। ওকারাস্ত্র চিত্তগো (উকারাস্ত্র চিত্রগু) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	চিত্তগু	চিত্তগু চিত্তগুনি
দ্বি.	চিত্তগুং	চিত্তগু চিত্তগুনি

তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিতে ঠিক উকারাস্ত্র ক্রোবলিঙ্গ
মধু শব্দের ন্যায় রূপ ।

ব্যঞ্জনাস্ত *

পুংলিঙ্গ

৬৫। উকারাস্ত গুণ্যবন্তু (তকারাস্ত গুণ্যবন্তু)

শব্দ।

এক.

বহু.

ম.

গুণ্যবা †

গুণ্যবন্তী

গুণ্যবন্তা ‡

* পালিতে ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ নাই, ইহা পূর্বে (১.১৭) বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে লিখিত শব্দরূপ পালিব্যাকরণে সাধারণত পুংলিঙ্গাদির মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। পাঠকগণের সুবিধার জ্ঞত সংস্কৃত-অনুসারে শব্দগুলিকে পৃথক্ করিয়া লিখিয়া ব্যঞ্জনাস্ত সংস্কৃত শব্দগুলিও পাশে পাশে লিখিত হইল।

† তুলঃ—“কৃষ্যবা,” বৈদিক প্রয়োগ, তৈ. স. ৬. ৩. ১০. ৩।

“সিহ্মি বা” এই শ্রুত্যানুসারে (ক. বু. ২. ১. ৪) ন্ত্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে ন্ত্ স্থানে বিকল্পে ন্ত হয়, এবং তাহা হইলে গুণ্যবন্তু শব্দের প্রথমার একবচনে বিকল্পে গুণ্যবন্তী পদ হইতে পারে; কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে ঐ শ্রুতের ব্যাখ্যায় (৩৬ পৃ. ১০৫ শ্রু.) উক্ত হইয়াছে যে, কেবল সিহ্মবন্তু শব্দেরই এই নিয়ম, অত্বে একরূপ হইবে না; “পুন বালাহ্মকরেষা সিহ্মবন্তুসহত্য অস্ত্রম নিষিঘনত্য, তেন গুণ্যবন্তাদিস্ত সাত্মিয়সঙ্গী।” কচ্চায়নবৃত্তিতে উদাহরণ স্বরূপ সিহ্মবন্তী পদই প্রদর্শিত হইয়াছে। F. F. গুণ্যবন্তী পদও দিয়াছেন *ad. M. W. H.*

‡ মূলনিকৃতি ও শব্দনীতি ব্যাকরণ-মতে প্রথমা ও সম্বোধনের বহুবচনে বিকল্পে গুণ্যবা পদও হইয়া থাকে।

	এক.	বহু
দ্বি.	গুণবন্তং *	গুণবন্তে
ত্ৰ.	গুণবতা গুণবন্তেন	গুণবন্তেহি, গুণবন্তেभि
চ.	গুণবতো গুণবন্তস্মা	গুণবতং গুণবন্তানং
প.	গুণবতা গুণবন্তা	গুণবন্তেহি, গুণবন্তেभि
	গুণবন্তস্মা, গুণবন্তান্	
ষ.	গুণবতো গুণবন্তস্মা	গুণবতং গুণবন্তানং
স.	গুণবতি গুণবন্তে গুণবন্তস্মি, গুণবন্তান্হি	গুণবন্তেসু

* “সব্বস্স বা অসেসু” এই সূত্রানুসারে (ক. বৃ. ২. ১. ৪২; ম. সি. ৩৭ পৃ. ১০৬ সূ.) দ্বিতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে সমগ্র ন্তু স্থানে বিকল্পে অ হয়; তাহা হইলে গুণবন্তু শব্দের ঐ সকল বিভক্তিতে যথাক্রমে গুণবং, গুণবস্স, গুণবন্ত পদ হইতে পারে; কিন্তু মহাকরণ-সিদ্ধিকার বুদ্ধপ্রিয় বলেন যে, এই নিয়ম কেবল সতিমন্তু (সমৃতিমন্তু) ও বস্তুমন্তু (বস্তুমন্তু) শব্দ-মত্রে। অতএব সতিমন্তু শব্দের দ্বি. এক. সতিমন্তং, সতিমং; চ. ষ. এক. সতিমন্তো, সতিমন্তস্সা, সতি-

	एक.	बहु.
सम्बो.	<u>गुणवं</u>	गुणवन्तो
	<u>गुणव</u>	गुणवन्ता
	गुणवाः*	

૬૬ । કુલવન્તુ (કુલવત્), યસવન્તુ (યસસ્વત્)
 શીલવન્તુ (શીલવત્), ભગવન્તુ (ભગવત્), હિમવન્તુ
 (હિમવત્), બન્ધુમન્તુ (બુદ્ધિમત્), ચક્ષુમન્તુ (ચક્ષુષત્)
 હૈતાદિ મગ્ધલ વન્તુ (વત્), ઓ મન્તુ (મત્) અત્રાશ્ચ
 પૂર્ણિન્ન શબ્દરૂપ એ છે અકાર ।

૬૭ । અકારાશ્ચ ગચ્છન્ત (તકારાશ્ચ ગચ્છત્) શબ્દ ।

	एक.	बहु.
प्र.	गच्छं	गच्छं †
	गच्छन्तो	गच्छन्तो
		<u>गच्छन्ता</u>
दि.	गच्छन्तं	गच्छन्ते

મસ્યં ; એવં વત્સુમન્તુ નાજેર દિ. ઇ. વત્સુમન્તં, વત્સુમં ; ય. ઘ. એક.
 વત્સુમતો, વત્સુમન્તસ્ય, વત્સુમસ્ય ; એ છે જકળ પદ રૂપ ।

* “તુય્હં ધીતા મહાવીર પશ્ચાવન્ત જુતિશ્વર” ; એશને પશ્ચાવન્તુ
 નાજેર સમ્બો. એક. પશ્ચાવન્ત પદ તેથી યાંચ ।

† “તે ગચ્છં ચક્ષં જામમાના ;” —તે ગચ્છન્તસ્ય ચક્ષુર્જામમાના ; ;
 “તુય્હે આયસન્તો જાનં પસ્યં વિહરથ ;” —યર્યં આયસન્તો જાનન્ત ;

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক গুণবন্তু শব্দের ন্যায় রূপ ।

৬৮। চরন্ত (চরত্), তিষ্টন্ত (তিষ্টত্), বদন্ত (বদত্), সৃণন্ত (সৃণত্), পচন্ত (পচত্), প্রভৃতি সমস্ত অন্ত (অত্-শত্) ও স্মন্ত (স্মত্-শত্) প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ এই প্রকার ।

৬৯। মহন্ত (মহত্) ও অরহন্ত (অর্হত্) শব্দের প্রথম্যর একবচনে যথাক্রমে মহা, ও অরহা এই অতিরিক্ত পদ হয় ।

৭০। भवन्त (भवत्) শব্দের রূপ गच्छन्त (गच्छत्) শব্দের ন্যায়, কেবল বিশেষ এই :—প্র. बहु. भवन्तो,

पश्यन्तो विहरथ ; ইত্যাদি বহুস্থলে (अरहन्त প্রভৃতি কয়টি শব্দ ভিন্ন) गच्छन्त প্রভৃতি অন্ত (शत্) প্রত্যয়ান্ত শব্দের বহুবচনে गच्छन् প্রভৃতি পদ দেখা যায় ; गच्छन्तो প্রভৃতি সাধারণত দেখা যায় না, যদিও ইহা স্মৃতিসম্মত । আচার্য্যগণ বলেন—

“बन्धत्ये कथञ्चि ठाने जानमिच्छादयो यथा ।

दिस्सन्ति नेवं बन्धत्ये गच्छन्तो इति-आदयो ॥

बन्धत्ये कथञ्चि ठाने सन्तो इच्छादयो पि च ।

दिस्सन्ति नेवं बन्धत्ये गच्छन्तो इति दिस्सति ॥

अरहन्तोति बन्धत्ये एकन्तेनेव दिस्सति ।

नेवं दिस्सति बन्धत्ये गच्छन्तो इति आदयो ॥

अनेकसतपठेसु विहरन्तोति-आदिस्सु ।

एकस्स पि बहुकत्ते पवन्ति न तु दिस्सति ॥” ইত্যাদি ।

মোন্তো, भवन्ता ; द्व. एक. भवता, भोता, भवन्तेन ; च. ष. एक. भवतो, भोतो, भवन्तस्स ; सम्बो. एक. भो, भन्ते, भोन्त, बहु. भवन्तो, भोन्तो, भवन्ता, भोन्ता ।*

৭১। সন্ত (সত্) শব্দের রূপও গচ্ছন্ত শব্দের
জ্যায়, কেবল द्व. बहु. सम्भि (सं सम्भिः, ১.১৩১) পদ
বিকল্পে হয়।†

* भोता প্রভৃতি পদ দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ১.১৫৭
(अव=आ) স্বত্বাংশসারে, অথবা ১.১২৭ (व=उ) স্বত্বাংশসারে भवता
প্রভৃতি শব্দই भोता প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। মহারূপসিদ্ধি-
কারের মতে উল্লিখিত চারিস্থানেই এইরূপ পরিবর্তন হয়। কিন্তু
“ओभावो कश्चि योसु वकारस्त” (म. जि. ७१ पृ. १०२ ; क. वृ. २.४.३४)
এই স্বত্বের বোগবিভাগে অন্তর্ভুক্ত এইরূপ হয়। ব্যাকরণান্তরে এইজন্ত
দ্বিতীয়া ও পঞ্চমীতেও এতাদৃশ রূপ দৃষ্ট হয়, যথা—द्व. एक. भोतं,
बहु. भोन्त ; प. एक. भोता ;—F. F. केह केह बलेन सम्बो. बहु.
भन्ते পদও হয় (भहन्त শব্দেরও सम्बो. भन्ते, भहन्त, भहन्त, ও भहन्ता
পদ হয়)। কচ্ছায়নবৃত্তিতে (২.৪.৩৩) উক্ত হইয়াছে যে, भवन्त
শব্দস্থানে मह আদেশও হয়। কিন্তু কোথায় ইহা হয়, তাহা
লিখিত নাই ; সম্ভবত জীলিঙ্গে সম্বোধনের অববচনেই তাহা হইবে।
Cf. T. D. p. 70.

† কখন কখন বঙ্গায়াণ পদগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে ;=जीवन्त .
(जीवत्) শব্দের প্র. एक. जीवतो, “मा ते सुचिन्त्य जीवतो ;” वजन्त
(वजत्) শব্দের द्व. एक. वजतं, “पथ्यसिं वजतं जगं ;” असन्त
(असत्) শব্দের क्रीव. द्व. एक. असतं, (जष्टव्य ०.१.२८), “असतं योध

१२। अकारांशु अत्ता (नकारांशु आत्मन्) शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	अत्ता	(अत्ता)# अत्तानो
द्वि.	अत्तानं अत्तं	अत्तानो (अत्ते)#
तृ.	अत्तना (अत्तेन)	अत्तनेहि, अत्तनेभि (अत्तेहि, * अत्तेभि #)
च.	अत्तनो (अत्तस्म)	अत्तानं
प.	अत्तना (अत्तस्मा, अत्तन्हा)	अत्तनेहि, अत्तनेभि (अत्तेहि, * अत्तेभि #)
ष.	अत्तनो (अत्तस्म)	अत्तानं

पञ्चति ; "अनुकुर्वन्त (अनुकुर्वत्) शब्देन य. एक. अनुकुर्वन्स, "किञ्चा-
नुकुर्वन्स करेय्य अत्यं।"—E M. "सा जानं येव आह न जानामीति,
पस्सं येव आह न पस्सामीति"—एथाने ज्ञानिज्ज्ञे जानन्तो पस्सन्तो
ज्ञाने जानं पस्सं ; "सङ्खम्भो गह कातब्भो सरं बुद्धानं सासनं"—
एथाने तृतीयार्थे सरं श्वेसाहे ।

* अत्रगृहीतं जीका (*) जडेय ।

	এক.	বহু.
স.	অন্তনি (অন্তে #) অন্তসিঁ, অন্তম্হি)	অন্তনেসু
সম্বো.	অন্ত অন্তা	অন্তানো অন্তা #

৭৩। সংস্কৃত আত্ম শব্দ পালিতে অন্ত ও আতুম হয়। আতুম শব্দের রূপ প্রথমা ও দ্বিতীয়াতে অন্ত শব্দেরই ন্যায়, এবং তৃতীয়া প্রভৃতিতে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়, † কিন্তু সাধারণত ইহার এই কয়টি রূপ দেখা যায়; যথা—প্র. এক. আতুমা, বহু. আতুমানো; দ্বি. এক. আতুমানং; চ. ঘ. বহু. আতুমানং।

৭৪। অকারান্ত রাজ (নকারান্ত রাজন্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	রাজা	রাজানো রাজা ধঃ

* মৌলগান্ননব্যাকরণ-মতে; কাত্যায়ন, মহারূপসিদ্ধি ও বাণাব-
তারে এ সকল নাই।

† প্র. এক. আতুমা, বহু. আতুমানো; সম্বো. এক. আতুম, আতুমা,
বহু. আতুমানো; দ্বি. এক. আতুমানং, আতুমং, বহু. আতুমানো; ত্র.
এক. আতুমেণ, ইত্যাদি। ম. সি. ৪২ পৃ. ১০৫ শৃ.

‡ মৌলগান্নন প্রভৃতি মতে।

	এক.	বহু.
দ্বি	রাজানং রাজং	রাজানো
ত্ৰ	রজ্ঞা রাজিন (রাজিনা)*	{ রাজুহি, রাজুभि রাজেহি, রাজেभि
চ	রজ্ঞো রাজিনো (রাজস্স)*	{ রজ্ঞং রাজুনং রাজানং
প	রজ্ঞা (রাজস্সা, রাজস্সহা)	{ রাজুহি, রাজুभि রাজেহি, রাজেभि
ষ	রজ্ঞো রাজিনো (রাজস্স)* †	{ রজ্ঞং রাজুনং রাজানং
স	রজ্ঞে রাজিনি (রাজস্সি, রাজস্সিহি)	{ রাজুসু রাজেসু
সম্বো.	রাজ রাজা	রাজানো রাজা #

* মৌদগল্যায়ন প্রভৃতি মতে।

† কখন কখন ঘ. এক. রজস্স পদও দেখা যায়—E. M.

৭৫। অকারান্ত ব্রহ্ম (নকারান্ত ব্রহ্মন্) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	ব্রহ্মা	ব্রহ্মানো
দ্বি.	ব্রহ্মানং ব্রহ্মা'	ব্রহ্মানো
ত্ৰ.	ব্রহ্মণা *	ব্রহ্মোহি, ব্রহ্মোমি
চ.	ব্রহ্মস্ম ব্রহ্মণো	<u>ব্রহ্মানং</u> <u>ব্রহ্মানং</u>
প.	ব্রহ্মণা	ব্রহ্মোহি, ব্রহ্মোমি
ষ.	ব্রহ্মস্ম ব্রহ্মণো	<u>(ব্রহ্মানং)</u> <u>ব্রহ্মানং</u>
স.	ব্রহ্মণি ব্রহ্মে †	ব্রহ্মোমু
সম্বো.	<u>ব্রহ্মে</u>	ব্রহ্মানো

* কেহ কেহ বলেন ত্ৰ. প. এক. ব্রহ্মণা, এবং বহু. ব্রহ্মোহি, ব্রহ্মোমি পদও হয়—C. D. ; না. যা. ।

† “ঘন্ম’ পয়ীতঁ মনুজেসু ব্রহ্মে ;” হেতাদি স্থলে ব্রহ্ম শব্দের স্ব. এক. ব্রহ্মে পদ দেখা যায়; আবার ব্রহ্মস্মি, ব্রহ্মন্দি পদও হয় ।
কেহ কেহ বলেন প্র. ও সম্বো. বহু. ব্রহ্মা পদও হয়—C. D. ; T. D.

૧૭ । અકારાંતુ અહ (નકારાંતુ અહ્યન્) શબ્દ ।

	एक.	बहु.
प्र.	अह	अह अहानो
द्वि.	अहानं	अहानि
तृ.	अहुना	अहानिहि, अहानेभि
च.	अहुनो	अहानं
प.	अहुना	अहानिहि, अहानेभि
ष.	अहुनो	अहानं
स.	अहनि अहानि	अहानिसु
संख्यो.	अह	अह अहानो

૧૮ । અકારાંતુ યુવ (નકારાંતુ યુવન્) શબ્દ ।

	एक.	बहु.
प्र.	<u>युवा</u> *	(युवा) <u>युवानो</u> युवाना
द्वि.	युवानं	युवानि
	युवं	युवे

	एक.	बहु.
छ.	<u>युवाना</u> युवानेन युवेन	युवानेहि, युवानेभि युवेहि, युवेभि
च.	युवानस्म युवस्म	युवानानं युवानं
प.	युवाना युवानस्मा, युवानम्हा	युवानेहि, युवानेभि युवेहि, युवेभि
झ.	युवानस्म युवस्म	युवानानं युवानं
स.	युवाने युवानस्मिं, युवानन्हि युवे युवस्मिं, युवन्हि	युवानेसु <u>युवासु</u> युवेसु
सम्बो.	युव युवा युवान युवाना	<u>युवानो</u> युवाना

૧૮ । મઘવ (મઘવન) શબ્દેર રૂપ યુવ (યુવન્)

શબ્દેર ન્યાય ; યથા—પ્ર. એક. મઘવા, બહુ. મઘવાનો, મઘવાના હેત્યાદિ । એહે શબ્દ ટિ વિકલ્પે વન્તુ (વત્)

প্রত্যয়ান্ত করিয়া মঘবন্তু রূপে পরিগণিত হয়, এবং তখন তাহার রূপ গুণবন্তু (গুণবন্) শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে ।

৭৯। মুহ (মূর্ছন্) শব্দের রূপ :—প্র. এক. মুহা, বহু. মুহা, মুহানো ; দ্বি. এক. মুহং, বহু. মুহানি ; ত্রি. প. এক. মুহনা ; চ. এক. মুহনি, বহু. মুহানিসু ; অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ ।

৮০। আকারান্ত সা (নকারান্ত স্বন্) শব্দের রূপ এই প্রকার :—

	এক.	বহু.
প্র.	সা	{ সা সানো
দ্বি.	সং সান্	{ সে (সানি)
ত্রি.	সেন (সানা)	{ সেহি, সেমি * সানেহি, সানেমি
চ.	সচ্ছ	সান'
	<u>সায়</u>	

* কেহ কেহ বলেন ত্রি. প. বহু. সাহি, সামি হয়—
E.M. ; F.F. ; T.D. ; য. সি.

	এক.	বহু.
প.	সা সন্মা, সন্হা (সানা)	সেহি, সেমি সানেহি, সানেমি
ষ.	সস্স *	সান } সাসু }
স.	সে সস্মি, সস্মি (সানি)	
সম্বো.	স	সা সানো গ.

৮১। দল্হধম্ম (দল্হধর্মন্) শব্দের রূপ সস্স
(সানন্) শব্দের ন্যায় ইহলেও কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে;
যথা—প্র. এক. দল্হধম্মা, বহু. দল্হধম্মা, দল্হধম্মানো;
দ্বি. এক. দল্হধম্মানং, বহু. দল্হধম্মানি; ত্র. প. এক.
দল্হধম্মিনা; অপর সর্বত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের
ন্যায় রূপ। কোন কোন স্থলে প্র. এক. দল্হধম্মো পদও
দেখা যায়। ‡ পস্সকল্হধম্ম (পস্সকল্হধর্মন্), গাণ্ডীযধম্ম

* শব্দনীতির মতে স. ষ. এক. সাস্স পদ হয়। না. বা.

† স (সন্) শব্দের প্র. এক. সানো, সানো, সুবানো, সোণো, ও ২.
রূপো পদও দেখা যায়।

‡ যথা “বারাণসিয়ং দল্হধম্মো নাম রাজা রক্ষং কারেষি।”

(গাণ্ডীবধন্বন্) প্রভৃতি শব্দের রূপ সা (স্বন্) শব্দের ন্যায় ।

৮২। সংস্কৃত অন্-ভাগান্ত শব্দের পালিতে কখন কখন অকারান্ত শব্দের ন্যায় রূপ হয় । বিম্বকম্ব (বিম্ব-কর্মন্), বিবস্তুচ্ছদ * (বিবস্তুচ্ছদন্), পৃথুলোম (পৃথু-লোমন্) শব্দের অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ হয় । সংস্কৃত অথর্বন্ শব্দ পালিতে অথর্বন রূপ ধারণ করে, ও অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় তাহার রূপ হয় ।

৮৩। বস্তুহ (বস্তুহন্) শব্দের প্র. এক. বস্তুহা, বহু. বস্তুহানো ; দ্বি. এক. বস্তুহং, বহু. বস্তুহে ; ত্রি. প. এক. বস্তুহাস্তা, বহু. বস্তুহানিহি, বস্তুহানিভি ; চ. প. এক. বস্তুহিনো ; স. এ. বস্তুহানি, বহু. বস্তুহানিস্তু । অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গের ন্যায় । †

* নামমালায় বিবটচ্ছদ (বিবটচ্ছদ ?) শব্দের উল্লেখ আছে । ইহার প্র. এক. বিবটচ্ছদা পদ হয় ।

† পালি-বৈয়াকরণগণ অস্তু শব্দের রূপ দেখাইয়া বলেন—‘হবঁ
“রাজা ব্রহ্মা সখা চেব আতুমা সা পুমা রহা
দম্বুদধম্মা চ পম্বক্কধম্মা চ বিবটচ্ছদা ।
বস্তুহা চ তথা বস্তুসিরা চেব যুবা পি চ
মঘবা অহু-মুহাদি বিম্বাতম্মা বিম্বাবিনা ॥”’

८४ । अकारान्त पुम (अकारान्त पुमस्) शब्द ।

एक.

बहु.

प्र.

पुमा

(पुमा)

(पुमो)

पुमानो

द्वि.

(पुमान्)

पुमानो

पुमं

२ (पुमाने)

(पुमे)

तृ.

पुमाना

पुमानेहि, पुमानेभि

पुसुना

(पुमेहि, पुमेभि)

पुमेन

च.

पुसुनो

पुमान्

पुमस्स

प.

(पुमाना)

पुमानेहि, पुमानेभि

पुसुना

पुमेहि, पुमेभि

(पुमा

पुमस्सा, पुमस्सा)

रह (प्रापार्थक) शब्देन रूप एवै प्रकारं देखा यात्र—प्र. एक.

रहा ; प्र. सम्बो. बहु. रहा, रहिनो ; द्वि. एक. रहानं, बहु. रहाने ;

तृ. एक. रहिना, बहु. रहिनेहि, रहिनेभि ; प. बहु. रहानेहि,

रहानेभि ; स. बहु. रहानेसु ; अत्रापि पूर्णतः अकारान्त शब्देन ज्ञाय ।

	এক.	বহু.
ম.	পুমনো পুমস্	পুমানং
স.	পুমানি পুমে পুমস্টিং, পুমস্টি	(পুমানিসু) পুমানু পুমেসু
সম্বো.	পুমান্ পুম	পুমানো পুমানা *

৮৫। সুমনস্, সুবচস্ প্রভৃতি সংস্কৃত অস-ভাগান্ত শব্দগুলির সকারের পালিতে লোপ হইয়া যায় (১.১১২), এবং তাহারা অকারান্ত বলিয়া গণ্য হয়। অতএব ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। যথা—সুমনো (সুমনস্, সুমনাঃ); সুমেধো (সুমেধস্, সুমেধাঃ), (প্র. এক. সুমেধসো পদও দেখা যায়); বিমনো (বিমনস্, বিমনাঃ); দুব্বচো (দুর্ব্বচস্, দুর্ব্বচাঃ)। ইহাদের রূপ অকারান্ত পুংলিঙ্গের ন্যায়। কিন্তু চন্দ্রমস্ শব্দের প্র. এক. চন্দিমা; অন্যত্র অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ন্যায় রূপ। সংস্কৃত অক্ষরস্ শব্দ পালিতে অকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ অক্ষরা হয়।

* এই সমুদয় রূপ দেখিলে স্পষ্টই বুঝাযাইবে যে, পুম শব্দের রূপ বিকল্পে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের জায় হইয়াছে।

૮૭ । એકારાંત્ર દણ્ડી (દેન્તાગાંત્ર દણ્ડિન્) ચન્ ।

	એક.	બહુ.
પ્ર.	દણ્ડી	દણ્ડી દણ્ડિનો *
દ્વિ.	દ્વણ્ડિન્ દ્વણ્ડિં	દણ્ડી દણ્ડિનો (દણ્ડિને)†
ત્ર.	દણ્ડિના	દણ્ડીદિ, દણ્ડીભિ
ચ.	દણ્ડિનો દણ્ડિસ્મ	દણ્ડીનં
પ.	દણ્ડિના દણ્ડિસ્મા, દણ્ડિમ્હા	દણ્ડીદિ, દણ્ડીભિ
ષ.	દણ્ડિનો દણ્ડિસ્મ	દણ્ડીનં
સ.	દણ્ડિનિ (દણ્ડિને)† દણ્ડિર્મિ, દણ્ડિમ્હિ	દણ્ડીસુ (દણ્ડિનેસુ)†
સન્ધ્યો.	દણ્ડિ	દણ્ડી, દણ્ડિનો

* કથન કથન એકારાંત્ર પૂર્ણિત્ર અક્ષર અસૂત્રે પ્ર. બહુ. દણ્ડિયો ;
દ્વિ. એક. દણ્ડિયં, બહુ. દણ્ડિયે પદ દેખાં વાંચ—C. D.

† અસૂનોતિ-અસૂત્રે ।

৮৭। ঘন্টী (ধর্মিন্), সঙ্ঘী (সঙ্ঘিন্), জাণী (জানিন্), গণী (গণিন্), মেধাবী (মেধাবিন্);
ময়দস্সাবী, ইত্যাদি (সংস্কৃত ইন্, বিন্-ভাঙ্গাঙ্ক) শব্দের
রূপ এই প্রকার ।

ক্রৌবলিঙ্গ

৮৮। অকারাঙ্ক মন (সকারাঙ্ক মনস্) শব্দ ।

	এক.	বহু.
প্র.	<u>মনো</u>	মনা
	মনং	মনানি
দ্বি.	<u>মনো</u> *	মনে
	মন'	মনানি

তৃতীয়া প্রভৃতি সর্বত্র ঠিক চিত্ত শব্দের স্থায় ;
কেবল বিকল্পে এই সকল পদ অধিক হয়, যথা—ত. প.
এক. মনসা ; চ. ষ. এক. মনসো ; স. এক. মনসি । †

* শব্দনীতি-অনুসারে ।

† সংস্কৃতে যে সকল শব্দ অমৃ-ভাঙ্গাঙ্ক, অতএব সকারাঙ্ক, পালিতে
সেই সকল শব্দ অকারাঙ্ক (১.১৭) বলিয়া গঠিত হয় ; যথা—মনস্
শব্দ পালিতে মন । অতএব চিত্ত প্রভৃতি শব্দও অকারাঙ্ক এবং
মন প্রভৃতি (সংস্কৃত অমৃ-ভাঙ্গাঙ্ক) শব্দও অকারাঙ্ক ; অথচ চিত্ত
প্রভৃতির রূপ হইতে মন প্রভৃতির রূপ কিছু পৃথক্ হইয়া থাকে ।
এইজন্য পালিভাষাকরনিকগণ মনোগণ্য নামে একটি গণের স্রষ্টি

৮৯। সির (শিরস্), উর (উরস্), তেজ (তেজস্),
পয় (পয়স্) যস (যয়স্) চেত (চেতস্), ইত্যাদি
(সংস্কৃত অম্-ভাগান্ত) ক্রীবলিঙ্গ শব্দের রূপ এই
প্রকার । *

করিয়া যস (যয়স্), পয় (পয়স্) প্রভৃতি শব্দকে ঐ গণের
অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে মনোগম্য-অন্তর্গত শব্দসমূহ
পুংলিঙ্গ, তবে নপুংসক লিঙ্গও হইয়া থাকে । তাঁহারা বলেন, যে সকল
শব্দের অন্তে তৃতীয়া, (মতান্তরে পঞ্চমী), চতুর্থী-ষষ্ঠী ও সপ্তমীর
একবচনে যথাক্রমে সা, সো ও সি দেখা যায় (যথা—মনসা, মনসী,
মনসি), এবং সমাস ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে মধ্যো হেকার দৃষ্ট হয় (যথা—
মনসিকারো, মানসিকং), সেই সকল শব্দ মনোগম্য মধ্যো বৃত্তিতে হইবে ।
উক্ত হইয়াছে—

“যে চেতে না-স-সি-বিসয়ে সা-সো-স্যন্তা ভবন্তি চ ।

সমাসতদ্ধিতন্ত্বো মন্মেকারা ভবন্তি চ ॥

সোকারন্তুপযোগা চ ক্রিয়াযোগন্ধি দিস্সরে ।

এবংবিচা চ তে সছা মেথ্যা মনোগম্যে ইতি ॥

* * * *

মনোগম্যে বৃদ্ধনযো ইতিলিঙ্গে ন লম্ভতি ।

পুন্মপুংসকলিঙ্গেসু লম্ভন্তি চ যথারহং ॥”

অতএব সংস্কৃত ক্রীবলিঙ্গ অম্-ভাগান্ত শব্দগুলির পালিতে উত্তর
লিঙ্গেই রূপ হয় । মনু শব্দের রূপ দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে ।

* পালিতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, বাহাদের অর্থভেদে
প্রতিক্রম সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; যথা—পালি বয় শব্দের

৯০। অকারান্ত কন্ম (নকারান্ত কর্মন্) শব্দ।

কন্ম শব্দের রূপ ঠিক চিত্ত শব্দের জায়; কেবল
 ড. এক. কন্মনা, কন্মুনা; চ. ঘ. এক. কন্মুনো; প.
 এক. কন্মুনা; * স. এক. কন্মনি; এই পদ সকল অধিক
 হয়।

৯১। থাম (স্থামন্) শব্দের রূপ ঠিক মন
 (মনস) শব্দের জায়; † কেবল কয়েকটি পদ কন্ম
 শব্দের অনুসারে হইয়া থাকে। যথা—ড. এক. থামেন,
 থামুনা, থামসা; চ. এক. থামুনো, থামস্স, থামসো; প.
 এক. থামুনা, থামা, থামসা; ঘ. এক. থামুনো, থামস্স,
 থামসো; স. এক. থামে, থামস্মি, থামস্মি।

৯২। পব্ব (পর্বন্), ঘম্ম (ঘর্ম), বেস্স (বেশ্মন্),*

অর্থ হানি বা ক্ষয় ধরিলে সংস্কৃত হইবে অয়, তখন ঠেহার রূপ অকারান্ত
 পুংলিঙ্গ শব্দের জায়; বয়স অর্থ করিলে সংস্কৃত হইবে বয়স্, তখন
 ইহার রূপ মন শব্দের জায়। এইরূপ পালি স্বর শব্দের অর্থভেদে
 এই সকল সংস্কৃত হইতে পারে, যথা—স্বরস্, ঘার, স্বর। অতএব এতাদৃশ
 স্থলে অর্থভেদ চিন্তা করিয়া রূপ করিতে হইবে।

* কেহ কেহ বলেন কন্মনা পদও হয়।

† প্রথমার একবচনে সাধারণত থামো পদই দেখা যায়, থামে
 দেখা যায় না। Childers এই শব্দের রূপ দেখিয়া মনে করেন যে,
 ইহার সংস্কৃত অপ্রচলিত স্থামস্ শব্দ হইতে পারে; অপর পক্ষে অজ্ঞান
 কতকগুলি পদ মূল স্থামন্ শব্দকেও প্রকাশিত করিতেছে।

চন্ম (চর্মন্), বন্ম (বর্মন্) প্রভৃতি শব্দের রূপ চিত্ত শব্দের ন্যায়। কেবল চন্ম, বেস্স ও ঘন্ম শব্দের যথাক্রমে
স. এক. চন্মনি, বেস্সনি, ও ঘন্মনি পদ হয়। *

৯৩। জেকারান্ত সুখকারী (সুখকারিন্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	সুখকারি	সুখকারী সুখকারীনি
দ্বি.	সুখকারিঁ সুখকারিনঁ	সুখকারী সুখকারীনি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে পূর্বোক্ত দণ্ডী (দণ্ডিন্) শব্দের
ন্যায় রূপ।

৯৪। সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত সমস্ত শব্দের ক্রৌবলিঙ্গে
রূপ এই প্রকার।

৯৫। আয়ু (আয়ুস্), চক্খু (চক্কুস্), বপু
(বপুস্) প্রভৃতি শব্দের রূপ ঠিক মধু শব্দের ন্যায়,

* “চন্ম বেস্স ঘন্ম—ইমানি একধা ভিঞ্জনতি। কন্ম থামঁ
ইতি—ইমানি অনেকধা ভিঞ্জনতি।”

† কখন কখন আয়ু শব্দের পুংলিঙ্গে অযোগ্য দেখা যায়, যথা—
“পুনরায়ু য মে লঙ্কো, एवं जानाहि मारिच ;” “আয়ু চক্ষ পরিকল্পীণো
অহোষি।”

কেবল তৃতীয়া প্রভৃতির একবচনে বিকল্পে আয়ুস্মা, প্রভৃতি পদ হয়। * ১৯৮

৯৬। উকারান্ত গুণবন্তু (গুণবত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গুণবৎ	গুণবন্তা
	গুণবন্ত†	গুণবন্তানি
		গুণবন্তি
দ্বি.	গুণবন্ত	গুণবন্তে
		গুণবন্তানি
		গুণবন্তি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের স্থায়।

৯৭। বন্তু, মন্তু (বত্, মত্) প্রত্যয়ান্ত শব্দ-সমূহের ক্লীবলিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

* “আয়ুস্মাতি মনোগম্মাদিতা সিদ্ধা”—ম. বি. ৬২ ট.। অষ্টব্য ৩১৮৮, টীকা। কখন কখন অকল্প শব্দের প্র. এক. অকল্প পদ দেখা যায়। বৈয়াকরণিকেরা বলেন ইহা সন্ধির নিয়মে (২.১২৪) হইয়াছে। এইরূপ ঘনু শব্দেরও প্র. এক. ঘনু পদ দৃষ্ট হয়।

† মৌকলায়নবৃত্তিতে।

৯৮। অকারান্ত গচ্ছন্ত (তকারান্ত গচ্ছত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	গচ্ছং	গচ্ছন্তা
	গচ্ছন্তং	গচ্ছন্তানি
দ্বি.	গচ্ছন্তাং	গচ্ছন্তে
		গচ্ছন্তানি

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গ যায়।

৯৯। অন্ত (মহ) প্রত্যয়ান্ত সমস্ত শব্দের স্ত্রীবা-
লিঙ্গে রূপ এই প্রকার।

১০০। মহ (মহত্) শব্দের রূপ—প্র. এক. মহং,
মহন্তং, মহা, বহু. মহন্তা, মহন্তানি; দ্বি. এক. মহন্তাং,
বহু. মহন্তে, মহন্তানি। তৃতীয়া প্রভৃতিতে পুংলিঙ্গের
যায়।

मर्दनाम *

१०१ । सव्व (सर्व) शब्द ।

शृङ्गलिङ्ग

	एक.	बहु.
प्र.	सव्वो	सव्वे
द्वि.	सव्वं	सव्वे
तृ.	सव्वेन	सव्वेहि, सव्वेभि
च.	सव्वस्स	सव्वेसं
		सव्वेसानं
प.	सव्वस्सा, सव्वन्हा,	सव्वेहि, सव्वेभि
ष.	सव्वस्स	सव्वेसं
		सव्वेसानं
स.	सव्वप्पिं, सव्वप्पिहि	सव्वेसु
सम्बो.	सव्व	सव्वे
	सुव्वा	

* महाशक्ति-मते मर्दनाम शब्द २१ टि, यथा—सव्व (सर्व), कतर, कतम, उभय, इतर, अज्ज (अन्य), अज्जतर (अन्यतर), अज्जतम (अन्यतम); पुब्ब (पूर्व), पर, अपर, दक्खिण (दक्षिण), उत्तर, अधर; य (यद्) त (तद्), एत (एतद्), इम (इदम्), किं (किम्), एक; उभ, द्वि, ति (त्रि), चतु. (चतुर्); तुम्ह (तुम्हाद्), अम्ह (अस्माद्); इति सप्तवीर्यसि सव्वनामानि । वाणाव-

১০২। সম্ব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত কম্বা শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল অধিকের মধ্যে বিকল্পে স্ব. ঘ. এক. সম্বস্মা, বহু. সম্বাসং, সম্বাসানং ; * এবং স. এক. সম্বস্ম পদ হয়। †

১০৩। সম্ব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্র. দ্বি. এক. সম্বং, বহু. সম্বানি ; সম্বো. এক. সম্ব, সম্বা, বহু. সম্বানি ; অন্যত্র পুংলিঙ্গে ন্যায় রূপ।

১০৪। কতর, কতম, ভুময়, ইতর, অস্ম (অন্য), অস্মতর (অন্যতর), অস্মতম (অন্যতম) শব্দের তিন লিঙ্গেই সম্ব শব্দের ন্যায় রূপ। ‡

১০৫। পুস্ব (পূর্ব), পর, অপর, দক্ষিণ (দক্ষিণ), সম্বতর শব্দের সর্বত্রই সম্ব শব্দের ন্যায় রূপ, কেবল প্র. সম্বো. বহু. ও প. স. এক. বিকল্পে সুহ শব্দের ন্যায় ;

তারে (২৪ পৃ.) অঘর ও ভুম শব্দ পঠিত হয় নাই, এবং দ্বি. তি ও স্তু শব্দও সর্কানামের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

* চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনের রূপ দুইটি নিত্যই হয়।

† শব্দনীতি-মতে ল. ঘ. স. এক. সম্বস্মা পদও হয়।

‡ “অস্মতরো পুরিসো অস্মতরিস্সা ইতিয়া পটিবহ্বচিশো হোতি” (অন্যতরঃ পুরবো অন্যতরস্সাং স্মিয়াং প্রতিবহ্বচিশো ভবতি)—ইত্যাদি হলে অস্মতরস্সা স্থানে অস্মতরিস্সা পদের ন্যায় ইতর, এক, ত (তৎ), য়ত (য়তৎ), ও অস্ম (অন্য) শব্দেরও তৃতীয়া চতুর্থী প্রভৃতিতে ইকো বৃত্ত পদও হয়, যথা—ইতরিস্সা, ইতরিস্সং; একিস্সা, একিস্সং ইত্যাদি।

জ্যোতিঙ্গে চ. ষ. স. এক. বিকল্পে কল্পা শব্দের আয়; এবং
ক্লীবলিঙ্গে প. স. এক. বিকল্পে চিত্ত শব্দের আয় রূপ হয়।

১০৬। য (যদ্) শব্দ।

য (যদ্) শব্দের রূপ সর্বত্রই সম্ব শব্দের আয়; *
যথা—পুংলিঙ্গে, প্র. এক. যো, বহু. যে; দ্বি. এক. যং, বহু.
যে; ত্র. এক. যেন, বহু. যেহি, যেমি; ইত্যাদি। †

১০৭। ত (তদ্) শব্দ।

ত (তদ্) শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সো,
এবং জ্যোতিঙ্গে প্রথমার একবচনে সা হয়, অন্যত্র সর্বলিঙ্গে
ও সর্ববিভক্তিতে সম্ব শব্দের আয় রূপ; বিশেষণ এই,

* শব্দনীতি-অনুসারে এখানেও জ্যোতিঙ্গে ত্র. প. স. এক. যস্মা পদ
অতিরিক্ত হইয়া থাকে; এবং ক্লীবলিঙ্গে প্র. বহু. যা; ও দ্বি. বহু. যে
পদও হয় (তুল:—চিত্ত শব্দের রূপ); “যা পুন্বে.....নিমিত্তানি
পদিস্বন্তি, তানি অস্ম পদিস্বরে।”

† য (যদ্) শব্দের এই সকল সন্ধি সাধারণত দৃষ্ট হইয়া থাকে :—
যো+অযং=যাযং (যোঃয়ং); যো+অহং=যাহং (যোঃহং); জঃ—২.১১৬.৭,
যে+অস্ম=যাস্ম (যেঃস্ম) যং+তং=যন্তং (যন্তত্); যং+ম্ন=
যম্নন (যম্ননং); যং+যং+এব=যম্নদেব (যাং যামেব); জঃ—
২.১১৬.১৫-১৬; যং+আয়সং=যদায়সং; এখানে সংকৃত (যদ্) রূপই
ব্রহ্মাংছ।

যে, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের প্রথমার একবচন ভিন্ন সর্বত্রই
 ত শব্দের ত স্থানে বিকল্পে ন হইয়া থাকে। যথা—

পুংলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র.	সো	তে
		নে
দ্বি.	তং	তে
	নং	নে
ত্ৰ.	তেন	তেহি, তেভি
	নেন	নেহি, নেভি

ইত্যাদি।

১০৮। কাম্বায়ন প্রভৃতি ব্যাকরণ মতে ত শব্দের
 পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের স্ব. ঘ. এক. অস্মা ; প. এক. অস্মা ;
 ও স্ব. এক. অস্মি ; এই পদগুলি অতিরিক্ত হয়। *

১০৯। মৌগল্লাল, পয়োগসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ
 অনুসারে ত (তৎ) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিভক্তিবিশেষে আরও

* অর্থাৎ ত স্থানে বিকল্পে অ হয় ; (অথবা এই সকল স্থানে বিকল্পে
 হ্রস্ব (হ্রস্ব) শব্দের সাধারণ রূপ হয় ; তুলঃ—হ্রস্ব শব্দের রূপ) এ সম্বন্ধে
 কাম্বায়ন-স্বত্র দুইটি এই—‘স্বা-স্মা-স্মি-সং-স্বাস্বল্লং’ ; ” ‘হ্রস্বস্বস্ব স্ব’ ; ”
 ২. ২. ১৬-১৭।

কয়েটি অতিরিক্ত রূপ হয়। অতএব তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
ত. প.	তস্মা, নস্মা তায়, নায় অস্মা	তাহি, তাভি নান্হি, নাভি
ত. ঘ.	তস্মায়, তস্মা নস্মায়, নস্মা তায়, নায় অস্মায়, অস্মা তিস্মায়, তিস্মা *	তাসং, তাসানং নাসং, নাসানং আসং, আসানং সানং
স.	তসসং, তস্মা † নসসং, নস্মা অসসং, অস্মা তিসসং, তিস্মা তায়ং, তায় নায়ং, নায় ‡	

* জট্টবা ৩.১১০৪, টীকা।

† কখন কখন জটিলিঙ্গে. স. এক. তাসং পদও দেখা যায়; আবার পুংলিঙ্গে ঘ. এক. তসসস্মা পদও কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।—E. M.

‡ পালিব্যাকরণে সর্বনাম শব্দের মধ্যে গঠিত না হইলেও ত (তদ্) শব্দের সমানার্থক ত্ব (ত্বদ্) শব্দ পালিতে আছে; যথা—“অথ বিস্মা-
সতে ত্বম্হি গৃহ্যৎ” অস্ম ন রক্ণতি; “রতি ত্বাসু পতিভিতা;” বীজানি

১১০। এত (এতদ্) শব্দ।

এত (এতদ্) শব্দের পু. প্র. এক. এসো ; স্ত্রী প্র. এক. এসা ; অন্ত্র সর্বলিঙ্গে ও সর্ববিভক্তিতে সম্ব শব্দের জায় রূপ, কেবল জুলিঙ্গের তৃতীয়া প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে ; যথা—

৬. প.	এক.	এতায়	এতিস্সা	
স. স.	এক.	এতায়	এতিস্সা	এতিস্সায়*
স.	এক.	এতায়	এতিস্সং	এতস্সং
				এতায়ং †

১১১। ইম (ইদম্) শব্দ।

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অয়ং	ইমে
দ্বি.	ইমং	ইমে

অস্ম কুহন্তি।” ইহার রূপ ত শব্দের জায় যথা—পু. প. এক. স্যো ; স্ত্রী. প্র. এক. স্যা ; জ্ঞা. প্র. এক. ত্বং ; ইত্যাদি। ইহার প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল।

* কখন কখন এতস্সা শব্দও দেখা যায় ; ভূগ:—“এতিমাসমি” ; —ক. বু. ২. ১. ১২।

† ‘অবাদেশ’ বুঝাইলে সংস্কৃতের জায় পালিতেও দ্বিতীয়, তৃতীয়, একবচনে ও বহু-সপ্তমীর দ্বিবচনে এত (এতদ্) শব্দের তকারস্থানে নকার হয় ; যথা—দ্বি. এক. এনং, ইত্যাদি।

	एक.	बहु.
ढ.	अनेन	एहि, एभि
	इमिना *	इमेहि, इमेभि
च. ष.	अस्स	एसं
	इमस्स	एसानं
		इमेसं
		इमेसानं
प.	अस्मा †	एहि, एभि
	इमस्मा	इमेहि, इमेभि
स.	अस्मि ‡	एसु
	इमस्मि, इमन्हि	इमेसु

द्वौनिष्ठ

	एक.	बहु.
प्र.	अयं	इमा
दि.	इमं	इमायो
		इमा
		इमायो
ढ. प.	इमाय	इमाहि, इमाभि

* लङ्प्रत्यय—तदमिना (= तदिमिना, तदनेन)—E. M.

† अस्मा षष्ठ्ये इति ।

‡ अस्मि षष्ठ्ये इति ।

চ. ঘ.	ইমায় ইমিস্সা, ইমিস্সায় অস্সা, অস্সায়	ইমাসং ইমাসানং
স.	ইমায়ং ইমিস্সং অস্সং	ইমাসু
ক্রৌণিক		
	এক.	বহু.
গ্র. দ্বি.	ইদং ইদং	ইমানি

অন্যত্র পুংলিঙ্গের ন্যায় ।

১১২ । কোনো কোনো মতে * ইম (ইদম্) শব্দের পূর্বোক্ত রূপ ভিন্ন ক্রৌণিক ল. প. এক. অস্সা, ইমিস্সা ; চ. ঘ. বহু. আসং ; এবং স. এক. ইমায় ; এই পদগুলি অধিক হয় । †

১১৩ । অমু (অদস্) শব্দ ।

* মোগলানবৃত্তি, পয়োগসিদ্ধি ইত্যাদি ।

† E. Müller স. এক. ইমাসং পদ অধিক দিগছেন ।

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	অসু *	অসু অসুযো
দ্বি.	অসুং	অসু, অসুযো
ত্ৰ.	অসুনা	অসুহি, অসুমি
চ.	অসুনো	অসুসং
	অসুস্স †	অসুসানং
প.	অসুনা	অসুহি, অসুমি
	অসুস্মা, অসুস্মা	
ষ.	অসুনো	অসুধং
	অসুস্স †	অসুসানং
স	অসুস্মি, অসুস্মি	অসুসু ঃ
	জৌলিঙ্গে	
প্র.	অসু (সুস্ম)	অসু অসুযো

* প্রয়োগসিদ্ধি ও বাস্তবতাব্যবহার-মতে অসু পদও হয়। জেবা ক. বৃ.
২. ৩. ১৩; ম. সি. ৭১ পৃ., ২০৫ পৃ.।

† মহাকল্পসিদ্ধি মতে অসুস্স হয়; আবার সহস্রাব্দ-মতে অসু
পদও হয়।

‡ লক্ষণীয়—প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বহুবচন ভিন্ন মর্কসই মিলিত
শব্দের আয় রূপ হইয়াছে।

	এক.	বহু.
দ্বি.	অমং	অমু অসুযো
ত্ৰ.	অসুযা	অমুহি, অমুভি
চ.	অসুযা	অমুসং
	অমুস্সা	অমুসানং
প.	অসুযা	অমুহি, অমুভি
ঘ.	অসুযা	অমুসং
	অমুস্সা	অমুসানং
স.	অসুয়ং	অমুস * অমুস্সং

১৪৮২১ অমুস্সং

কোবলিঙ্গ

	এক.	বহু.
প্র. দ্বি. (অসু)	অমুস্সা	অমুস্সা

তৃতীয়া প্রভৃতিতে ঠিক পুংলিঙ্গের যায়। †

* পয়োগসিদ্ধি-মতে ত্ৰ. প. এক. অসুস্সা, এবং স. এক. অসুযা পদও হয়।

† “সম্বতো কো” (ক. ভূ. ২. ৩. ১৮) এই হ্রজ্যায়সারে সর্বনাম শব্দের উত্তর বিকল্পে ক প্রত্যয় হয়। অসু শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় করিলে অসুক ও অসুক পদ হয়। মহাক্সপণ্ডিতে (৭১ পৃ. ২৪০ জ.)

১১৪। কিং (কিম্) শব্দ ।

কিং (কিম্) শব্দ স্থানে সর্বত্র ক আদেশ করিয়া
সম্ম শব্দের আয় রূপ করিতে হয় ; বিশেষ এই যে,
পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে চতুর্থী ও ষষ্ঠীর একবচনে
কিম্ ; এবং সপ্তমীর একবচনে কিম্, ও কিম্ পদ
অধিক হয় ।* যথা —

পুংলিঙ্গে

	এক.	বহু.
প্র.	কী	কি
দ্বি.	কং	কি
ত্ৰ.	কেন	কেহি, কেমি
চ.	কস্ম	কিসং
	<u>কিম্</u>	কিসানং
প.	কস্মা, কস্মা	কেহি, কেমি
ষ.	কস্ম	কিসং
	<u>কিম্</u>	কিসানং

ইহার রূপ এই প্রকার দেওয়া হইয়াছে—প্র. এক. অসুকো, বহু. অসুকা
(অসুকে নহে) ; দ্বি. এক. অসুকং, বহু. অসুকে ; এইরূপ প্র. এক.
অসুকো, বহু. অসুকা (অসুকে নহে) ; দ্বি. এক. অসুকং । অতএব
বলিতে হয় যে, উক্ত গ্রন্থের মতে ইহাদের রূপ ব্রহ্ম শব্দের আয় ।

* মহাকল্পবিদ্বি ও পয়োগবিদ্বি প্রভৃতি মতে ।

	এক.	বহু.
স.	কস্মি, কস্মি	কেসু
	কিস্মি, কিস্মি	

জ্বলিন্সে ঠিক সৰ্ব্ব শব্দের আয়। * জ্বলিন্সে
প্র. দ্বি. এক. কং, বহু. কে, কানি পদ হয়; কেহ কেহ
বলেন প্র. দ্বি. এক. কিং পদ হইয়া থাকে। † অন্তত
পুংলিঙ্গের আয়। ‡

* কেবল মতান্তরে স. এক. কায় পদ অতিরিক্ত হয়।

† পয়োগসিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতি মতে।

‡ পালিতে কণন কথন কো পদ গণ্যমার্থ ও প্রকারার্থে প্রযুক্ত
হইতে দেখা যায়। যেমন—“কো তে বলং মহারাজ?” এখানে কো
শব্দের অর্থ ক্র অর্থাৎ কোথায়; এইরূপ “কো নু ত্বং সাম জীবসি?”
এখানে কো শব্দের অর্থ কথং অর্থাৎ কি প্রকারে; অতএব একাদশ স্থলে
কো শব্দ একটি নিগাত অবায় বৃদ্ধিতে হইবে। উক্ত হইয়া থাকে—

“কো তে বলং মহারাজ ইতি-আদিমু পালিসু।

ক-সহস্র্যে বস্তুতীতি অথ্যা কো ইচ্ছয়ং সুতি ॥

পেতন্তং সামমহাবিস্ব কো নু ত্বং সাম জীবসি।

ইতি পাঠে কথং-সহ্যামিধ্যৈ বস্তুতীতি চ ॥

এতেসু দিসু অত্থেসু দিট্টো কো ইচ্ছয়ং রবো।

নিপাতীতি গহেতম্মো সুতিসামস্কতো রতো ॥”

কং শব্দের সহিত নাম পদের সমাগ হইলে কিংনাম ও কোনামো এই

উভয় পদ হয় :—

১১৫। তুম্হ (যুস্মত্) শব্দ।

	এক.	বহু.
প্র.	ত্বং	তুম্হে
	তুवं	
দ্বি.	ত্বং	তুম্হে
	তুवं	তুম্হাকং
	তবং	
	তং	
ত্ৰ.	ত্বয়া	তুম্হেহি, তুম্হেভি,
	তয়া	
চ.	(৫), তব, ৩৫ (M. ১১৫)	তুম্হাকং,
	<u>তুম্হ</u>	
	<u>তুম্হ</u> Mac. ১০২	
প.	ত্বয়া	তুম্হেহি, তুম্হেভি
	তয়া	

“কিং-সহস্র সমাসস্হি সঙ্ঘি নামরবেণ বে।

কিন্নামো ইতি কোনামো ইতি শ্বেবং গতি দিধা ॥

কোনামো তে উপল্লায়ো ইচ্ছাদেহ্য নিদক্ষনং।

সহস্রেন সমাসস্হি কিং কিং ইচ্ছিব ম্যতে ॥”

কিং শব্দের উত্তর সংস্কৃতির গ্রায় চি (চিত্) ও চন ভিন্ন পাতিতে •
 চনং প্রত্যয় ও ইহেরা থাকে ; যথা—কোপি (কচ্চিত্), কেচন, কিচ্চনং,
 ইত্যাদি।

এক.

বহু.

ঘ. (৫) তব, ৩৫

তুম্হাকং :

(৫)

তুম্হং *

তুম্হং

স. ত্বয়ি

নয়ি

তুম্হেসু

মতালুরে ণ দ্বি. এক. ও বহু. তুম্হং ; এবং প. এক.

তুম্হা পদ হয়।

ইহা ভিন্ন ত্ব. ঃ চ. ঘ. এক. তে ; এবং প্র. দ্বি. ত্ব. চ.

ব. বহু. वो ; § এই পদদ্বয় হয়। ৭।

* সংস্কৃত অর্থোৎসর্গ—

“অপ্রমেয়ং বলং তুম্হং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ।” রামা. বাজ. ৫৪.১৫।

“যজ্ঞিকায়ৈ বর্ষতে নাম তুম্হম্”—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩.৩৩.৩।

† মৌল্যস্তানবুত্তি।

‡ জহেবা সংস্কৃত অর্থোৎসর্গ—

“হাতযো যদি বাবদ্বয়ং প্রিয়ায়ে তে বরঃ প্রভো।

কিমর্থং তে প্রতিজ্ঞাতং রামস্ত্যাপ্যমিবেচনম্ ॥”

“হা বৃশস ক রামস্তে নীত ইত্যপি.চাত্ৰবনু।” রামায়ণ, অযোধ্যা.।

ইত্যাদি ভূরি অর্থোৎসর্গ আছে ; জঃ—ভাষা. অরণ্য. ৩.৪৯।

§ এষ্ট সমস্ত পদ সংস্কৃতের ভাষ্য বাক্যের পূর্বে প্রযুক্ত হয় না।

¶ তুম্হ (তুম্হ) শব্দের এষ্ট সন্ধিগুলি সাধারণত দেখা যায়—

ত্বং+ইতি=ত্বমিতি (ত্বমিতি, ত্বামিতি ইত্যাদি)।

११७ । अन्ह (अस्माद् शब्द ।

	एक.	बहु.
प्र.	अहं	मयं, अहं अन्हे
द्वि.	{ मं ममं	{ अन्हाकं अन्हे
तृ.	मया	अन्हेहि, अन्हेभि
च.	मम	अस्माकं, अन्हाकं
	{ ममं मय्यं *	
	{ अन्हं	
प.	मया	अन्हेहि, अन्हेभि

तं+एव = तस्मैव, तं येवः (त्वामेव) ।

तया+अय्य = तय्य (त्वयाय) ।

ते+अहं = त्वाहं (तेऽहं) ।

ते+अय्य = तय्य (तेऽय्य) ।

* गङ्गात अशोभ—“साधवो दुदयं मय्यं साधूनां दुदयन्त्वाहं ॥”

ओमङ्गावत. १. ४. ५१ ।

“एतद् ब्रूहि महान् कामो मय्यं शुश्रूषवे पितः ।” तत्रैव १०. २४. ३ ।

ଏକ.	ବହୁ.
ସ. ମମ	ଅସ୍ମାକାଂ
ମମଂ	ଅସ୍ମାକାଂ, ଅସ୍ମାକାଂ
ମୟଂ	
ଅସ୍ମଂ	
ସ. ମୟି	ଅସ୍ମେସୁ

ସତାରରେ ମ. ବହୁ. ଅସ୍ମା ; ଦ୍ଵି. ଏକ. ଅସ୍ମଂ, ବହୁ. ଅସ୍ମଂ, ଅସ୍ମା ; ଓ ସ. ବହୁ. ଅସ୍ମାସୁ ; ଏହି ମମ ଶୁଣିବୁ ହୁଏ । *

ହେ! ଭିନ୍ନ ଟ. ଚ. ସ. ଏକ. ମେ ; ଏବଂ ମ. ଦ୍ଵି. ଟ. ଚ. ବହୁ. ନୋ ; ଏହି ମଦଦ୍ଵୟ ହୁଏ । †

* ମୋଗ୍ଧଜ୍ଞାନବୃତ୍ତି-ପ୍ରଭୃତି ଯତେ ।

† ଅସ୍ମ (ଅସ୍ମ) ଶବ୍ଦର ଏହି କଣ୍ଠଟି ମନ୍ଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ଦାୟ—

ମୋ + ଅସ୍ମଂ = ମୋସ୍ମଂ (ମୋହମ୍) ।

ତାସଂ + ଅସ୍ମଂ = ତାସାସ୍ମଂ (ତାସାମହମ୍) ।

ହନ୍ଦ + ଅସ୍ମଂ = ହନ୍ଦାସ୍ମଂ (ହନ୍ଦାହମ୍) ।

ସସ୍ମେ + ଅସ୍ମଂ = ସସ୍ମାସ୍ମଂ (ସସ୍ମେହମ୍) ।

ସସ୍ମେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାଲୋଚନାର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରବଣ-ସମ୍ପାଦିତ ମିଳିତାଦ୍ୟ
(୧ ପରିମିତେ, ୧୦ ପୃ.) ଉପେକା ।

সংখ্যাশব্দ

এক শব্দ ।

১১৭। সৰ্ব্বত্রই সম্ব শব্দের ত্রায় রূপ । *

উভ শব্দ ।

১১৮। উভ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন
লিঙ্গেই ইহার রূপ সমান । যথা—

	বহু.
প্র. দ্বি.	উভো উভে
ত্ৰ. ণ.	উভোহি, উভোমি উভেহি, উভেমি
চ. ষ.	উভিস্বাং
স.	উভোসু উভেষু

* পালিসাহিত্যে এক শব্দের অর্থ সংখ্যা, অতুলা, অসংহার ও অন্ত
 (“একসহো সংখ্যানুখ্যাসছাযস্সবচনো”)। উহাদের মধ্যে যখন
 সংখ্যা অর্থ বুঝাটবে, তখন এক শব্দ সৰ্বত্র একবচনে ব্যবহৃত হইবে,
 অন্ত্র এক ও বহু উভয় বচনই হইতে পারে। ম. সি. ৭২ পৃ.। সংস্কৃত
 সাহিত্যে এক শব্দের আরও অপর অর্থ আছে, যথা—

“एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा।

साधारणे समानेऽल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते ॥”

১১৯। কতি শব্দ।

কতি শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিঙ্গেই ইহার
রূপ সমান। যথা—

		বহু.
প্র.	দ্বি.	কতি
তৃত.	প.	কতীহি, কতীমি
চ.	প.	কতীনং, কতিন্নং
স.		কতীসু

১২০। দ্বি শব্দ।

দ্বি শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এবং তিন লিঙ্গেই ইহার
রূপ সমান। যথা—

		বহু.
প্র.	দ্বি.	দুবি
		দুই
তৃত.	প.	দ্বীহি, দ্বীমি,
চ.	প.	দুবিন্ণং, দ্বিন্ণং *
স.		দ্বীসু

* অহনীতি ও অকলিহতি ব্যাকরণে দ্বিন্ণং পদ দেখা যায়।

১২১। তি (ত্রি) শব্দ । *

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র. দ্বি.	<u>তথ্যো</u>	<u>তিস্ম্যো</u>	<u>তীণি</u> †
ত্ব. প.	তীহি	তীহি	তীহি
	তীভি	তীভি	তীভি
স্ব. ষ.	তিস্ম্	তিস্মন্ন ‡	তিস্ম্
	তিস্মন্ন		তিস্মন্ন
স.	তীসু	তীসু	তীসু

১২২। চতু (চতুর্) শব্দ ।

	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ
প্র. দ্বি.	চত্ভারো	<u>চতস্ম্যো</u>	চত্ভারি
	চতুরো		চত্ভারি
ত্ব. প.	চতুহি	চতুহি	চতুহি
	চতুভি §	চতুভি	চতুভি

* ইহা ও বক্ষ্যমাণ চতু (চতুর্) প্রভৃতি শব্দ নিত্যবহুবচনান্তঃ ।

† তুলনীয়—“ই বা তি বা উদকপুসিতানি ;” এখানে তীণি স্থানে তি হইয়াছে ।

‡ ব্যাকরণবিশেষে তিস্ম্, তিস্মন্ন, পদও দেখা যায় ।

§ তিন লিঙ্গেই বিকল্পে চতুভি পদ দেখা যায় ।

ব. ঘ.	চতুর্ন	চতস্সন * <small>Chattasana</small>	চতুস'
স.	চতুস	চতুস	চতুস

১২৩। পঞ্চ (পঞ্চন্) শব্দ।

ত্রিলিঙ্গে সমান রূপ।

প্র.	দ্বি.	পঞ্চ
ত.	প.	পঞ্চহি, পঞ্চমি
চ.	প.	পঞ্চং
স.		পঞ্চসু

১২৪। ছ (ষষ্), † সত্ত (সমন্), ঞ্চ (অষ্টন্), ‡ নব (নবন্), দশ (দশন্), একাদস (একাদশন্), দ্বারস বা দ্বাদস বা বারস (দ্বাদশন্), তেরস বা তেঠস (ত্রয়ো-দশন্), চতুদস বা চতুদস বা চৌদস (চতুর্দশন্), পঞ্চদস বা পসুরস (পঞ্চদশন্), সোরস বা সোঠস (ষোড়শন্), § সত্তদস বা সত্তরস (সমদশন্), ও অদ্বাদস বা অদ্বারস (অষ্টাদশন্) শব্দের রূপ পঞ্চ শব্দের ন্যায়।

* 'চতুর্ন' পদও হয়, এবং কেহ কেহ বলেন 'চতস্সন' পদও হইয়া থাকে।

† স. বহু. বৃক্ষ পদ দেখা যায়; “বৃক্ষ, লোকো সমুপ্যমো।”

‡ তুলঃ—প. বহু. “ইমেহি অষ্টীহি তমগ্গপুগলং।”

§ ছ-দস (ষড়-দশ) হইতে সোঠস পদ হয় (ক. বু. ২. ৮. ৩১, ৩২, ৩৬)। অতএব দস শব্দের দ্বাণে যে ঠ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা

১২৫। একুনবীসতি (একোনবিংশতি) শব্দ । *

এক.

প্র. সম্বো.	একুনবীসতি
দ্বি.	একুনবীসতি
ত্ৰ. চ. }	একুনবীসতিয়া
প. ঘ. }	
স.	একুনবীসতিয়া
	একুনবীসতিয়ং

তৃতীয়া প্রভৃতিতে বিকল্পে একুনবীসত্যা পদও হইয়া থাকে ।

১২৬। বীসতি (বিংশতি), একবীসতি (এক-

বাহিতেছে । ক. বু. ২. ৮. ৩৬ স্বত্রানুসারে দ স্থানে ল হয় । এবং এই ল প্রকৃত স্থানে নিতাই ল হয় । তেরস, চত্বাশীষ শব্দে তাহা বিকল্পে হয় । সোরস শব্দও আছে । কিন্তু আচার্যগণ বলেন—“লো নিষ” সোলসেবাস চত্বাশীষে চ তেরসে । অস্মত্ব্য ন চ ছোতায় ববল্ল্যিত-বিমাসতো ॥” ম. সি. ১৬৬ পৃ. ; জটবা ঐ টীকা, p. 102 ।

* বীসতি (বিংশতি) হইতে নবতি (নবতি.) পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সকল সংস্কৃতের আয় একবচনে প্রযুক্ত হয় ; বিংশতি প্রভৃতির দ্বি বা বহুব বিবক্ষা হইলে সংস্কৃতে যেরূপ তাহাদের দ্বিবচন বা বহুবচনেও প্রয়োগ হইয়া থাকে, পালিতেও সেইরূপ বহুবচনে প্রযুক্ত হয় । বীসতি হইতে নবতি পর্য্যন্ত সমস্ত শব্দই দ্বীলিঙ্গ । অতএব ইহাদের রূপ দ্বীলিঙ্গ শব্দের আয় হইবে । একুনবীসতি শব্দের রূপ রুচি শব্দের আয় ।

বিংশতি), দ্বিংশতি বা দ্বাবিংশতি বা বাবিংশতি (দ্বাবিংশতি) ইত্যাদি সমস্ত তি-ভাগান্ত স্ত্রীলিঙ্গ সংখ্যা শব্দের রূপ এই প্রকার।

১২৭। বিংশতি প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের স্থানে পালিতে বীসতি, বীসা; একবীসতি, একবীসা; দ্বাবীসতি, দ্বাবীসা; তিসতি, তিসা; চত্বালীসতি, চত্বালোসা; ইত্যাদি উভয় রূপই হইয়া থাকে। ইহাদের রূপ যথাক্রমে ইকারান্ত ও আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায়। কিন্তু বীসা, একবীসা ইত্যাদি আকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে বীসা, একবীসা প্রভৃতি পদের স্থানে সাধারণত বীসং, একবীসং ইত্যাদিই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। *

১২৮। সত (যত), সহস্র (সহস্র), লক্ষ (লক্ষ), প্রভৃতি ক্রৌণলিঙ্গ শব্দের চিত্ত শব্দের ন্যায়, এবং কোটি, পকোটি, (প্রকোটি) প্রভৃতি শব্দের বচি শব্দের ন্যায় রূপ হয়।

* লক্ষ্য—“অন্তে নিম্নাঙ্গীতম্”, ক. বু. ২. ৮. ২৪। সুমাসে বীসা প্রভৃতির আকারের লোপ হয়, যথা—বীসথোলানি, অত্রও এই রূপ।

১২৯। পালিতে বীসতি (বিংশতি) ইহেত সংখ্যা-
শব্দগুলি এই :—

২০	বীসতি *	৩৩	তেতিংসতি
২১	একবীসতি	৩৪	চতুতিংসতি
২২	দেবীসতি	৩৫	পঞ্চতিংসতি
	দ্বাবীসতি	৩৬	ছতিংসতি
	ত্রাবীসতি	৩৭	সত্ততিংসতি
২৩	ত্বেবীসতি	৩৮	অষ্টতিংসতি
২৪	চতুবীসতি	৩৯	একুনচতালীসতি
২৫	পঞ্চবীসতি	৪০	চত্বারীসতি
	পষুবীসতি		চত্বালীসতি
২৬	ছব্বীসতি		তালীসতি
২৭	সত্তবীসতি	৪১	একচত্বারীসতি
২৮	অষ্টবীসতি		একচত্বালীসতি
২৯	একুনতিংসতি	৪২	দ্বিচত্বারীসতি
৩০	তিংসতি		দ্বিচত্বালীসতি
৩১	একতিংসতি *		ত্রিচত্বারীসতি
৩২	দ্বিতিংসতি		ত্রিচত্বালীসতি
	ত্ৰিতিংসতি		চত্বচত্বারীসতি

* বিকল্পে বীসা অর্থতি ; গ্রন্থে—৩. ১২৭।

	द्वेवत्तालीसति	५२	द्वेपञ्चासा
४३	तेचत्तारीसति		द्वेपञ्चासा
	तेचत्तालीसति		द्विपञ्चासा
	तिवत्तारीसति		द्विपञ्चासा
	तिवत्तालीसति	५३	तिपञ्चासा
४४	चतुवत्तारीसति		तिपञ्चासा
	चतुवत्तालीसति	५४	चतुपञ्चासा
४५	पञ्चवत्तारीसति		चतुपञ्चासा
	पञ्चवत्तालीसति	५५	पञ्चपञ्चासा
४६	छवत्तारीसति		पञ्चपञ्चासा
	छवत्तालीसति	५६	छपञ्चासा
४७	सत्तवत्तारीसति		छपञ्चासा
	सत्तवत्तालीसति	५७	सत्तपञ्चासा
४८	अट्टवत्तारीसति		सत्तपञ्चासा
	अट्टवत्तालीसति	५८	अट्टपञ्चासा
४९	एकूनपञ्चासा		अट्टपञ्चासा
५०	<u>पञ्चासा</u>	५९	एकूनसट्ठि
	पञ्चासा	६०	<u>सट्ठि</u>
५१	एकपञ्चासा	६१	एकसट्ठि
	एकपञ्चासा	६२	द्विसट्ठि

द्वेसद्वि	७५ पञ्चसत्तति
द्वासद्वि	७६ छसत्तति
६३ तिसद्वि	७७ सत्तसत्तति
तेसद्वि	७८ षट्सत्तति
६४ चतुसद्वि	७९ एकून-असीति
६५ पञ्चसद्वि	८० असीति
६६ छसद्वि	८१ एकासीति
६७ सत्तसद्वि	८२ द्वियासीति
६८ षट्सद्वि	द्वे-असीति
६९ एकूनसत्तति *	द्वासीति
७० सत्तति	८३ ते-असीति
७१ एकसत्तति	त्रियासीति
७२ द्वेसत्तति	८४ चतुरासीति
द्विसत्तति	चुल्लासीति
द्वासत्तति	८५ पञ्चासीति
७३ तिसत्तति	८६ छासीति
तेसत्तति *	८७ सत्तासीति
७४ चतुसत्तति	८८ षट्ठासीति

* विकल्पे अङ्कितं तं ज्ञाने रि इय ; यथा—एकूनसत्तति, एकून-सत्तरि ; सत्तति, सत्तरि ; एकसत्तति, एकसत्तरि ; द्वेत्तादि ।

८८ एकूननवति

८९ नवति

९० एकनवति

९१ द्विनवति

द्वानवति

९२ तिनवति

तेनवति

९३ चतुनवति

९४ पञ्चनवति

९५ छनवति

९६ सत्तनवति

९७ अटनवति

९८ एकूनसतं

१०० सतं

१०० । सतं (एकेर पत्र २ शून्य)

सहस्रं

”

”

७

”

नहुतं

”

”

८

”

लखं

”

”

९

”

सतसहस्रं

”

”

१०

”

कोटि

”

”

११

”

पकोटि

”

”

१२

”

कोटिपकोटि

”

”

१३

”

नहुतं

”

”

१४

”

निनहुतं

”

”

१५

”

पक्खोहिणी

”

”

१६

”

बिन्दु

”

”

१७

”

अब्जदं

”

”

१८

”

নিরল্লুদং	(একের পর	৬৩	শূন্য)
অহহং	" "	৭০	"
অববং	" "	৭৭	"
অটটং	" "	৮৪	"
সোগন্ধিকং	" "	৯১	"
উপ্পলং	" "	৯৮	"
কুমুদং	" "	১০৫	"
পুণ্ডরীকং	" "	১১২	"
পদুমং	" "	১১৯	"
কথানং	" "	১২৬	"
মহাকথানং	" "	১৩৩	"
অসংখ্যং	" "	১৪০	"

* ইহা এক মতে ; ইহা বলায়—শত হইতে লক্ষপর্যন্ত ক্রমশ দশ-দশ গুণ বাড়াইতে হইবে, এবং কোটি হইতে অসংখ্য পর্যন্ত ক্রমশ শতলক্ষগুণ (১০০, ০০,০০০) বাড়াইতে হইবে। যথা—“এতাসু সংখ্যাসু কামেন সত্যাদিলক্ষ্যপরিযন্তং দশছি গুণিতং ভবতি। কোত্যাদিকং অসংখ্য-পরিযন্তং সত্যলক্ষ্যেছি সত্যলক্ষ্যেছি গুণিতং ভবতি।” উক্ত ইহা থাকে—

“দশাদি যাব কোত্যা স্তা মুক্তিকৈর্বা চ বহুযে ।

অবসেসু সন্ধ্য সত্য সত্যে বহুরে ॥

সত্য মুক্তা ভবে কোটি উত্তরি সত্য স্তো গুণে ।

সত্যলক্ষ্যসত্যং মুক্তা অসংখ্যন্তি বুভতি ॥”

୧୩ । ଶୂରଗବାଠୀ ଶବ୍ଦ ।

ପଠମୋ, ପଠମା, ପଠମଂ ; ଦୁତ୍ୟୋ, ଦୁତ୍ୟା, ଦୁତ୍ୟଂ ;
ତତ୍ୟୋ, ତତ୍ୟା, ତତ୍ୟଂ ; ଚତୁର୍ଥୋ, ଚତୁର୍ଥା, ଚତୁର୍ଥା, *
ଚତୁର୍ଥଂ (ତୁରୋ, ତୁରୀୟା, ତୁରୀୟଂ) ; ପଞ୍ଚମୋ, ପଞ୍ଚମୀ-
ପଞ୍ଚମା, ପଞ୍ଚମଂ ; ଛତ୍ରୋ, ଛତ୍ରୀ-ଛତ୍ରା, ଛତ୍ରଂ ; ଛତ୍ରମୋ, ଛତ୍ରମୀ-

ଆବାସ କୋନୋ କୋନୋ ଆଚାରୀ ବଳେନ, ଶତ ହେତେ ଅମଂସୋଽସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମର୍ଦ୍ଦୟାନ୍ତେ କ୍ରମେନ ଦଶ-ଦଶ ଗୁଣ କରାନ୍ତେ ହେବେ ; ଯେ କାହାଣୀକାର ଅଭିମତ—
“ଯାବ ତଦୁତ୍ତରଃ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତଂ ଚ”, କ. ବ. ୨. ୮. ୫୧ । ଯେବା—“ପଞ୍ଚାୟାଃ ପ୍ରତ-
ସଂସ୍ଥାଦି କ୍ରମାଦ୍ ଦଶଗୁଣୋତ୍ତରମ୍ ;” “ଏକଂ ଦଶ ପ୍ରତସ୍ତେବ ସଂସ୍ଥମୟତଂ ତଥା ।
ଲକ୍ଷଂ ଚ ନିୟତଂ ଚୈବ କୋଟିରବୁଦ୍ଧିମେବ ଚ ॥ ଚନ୍ଦ୍ରଃ ଶର୍ବୋ ନିଶ୍ଚର୍ବଂସଃ ପ୍ରାଚ୍ଛ-
ପନ୍ନାଂ ଚ ସାଗରଃ । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିଧ୍ୟଂ ପରାଧିଷ୍ଠାୟାନ୍ତଃ ପ୍ରାଚ୍ଛାପନ୍ନମ୍ ॥”
ଅକ୍ଷୋହିଣୀ ହେତେ ଗଣନାଂ ସଂଖ୍ୟାମକ୍ଷେର ମୌର୍ଖ୍ୟାମର୍ଯ୍ୟୋ ମତ୍ତେନ ଆହେ ;
କେହ କେହ ବଳେନ,—ଅକ୍ଷୋହିଣୀ, ବିନ୍ଦୁ, ଅବ୍ଭୁଦଂ, ନିରବ୍ଭୁଦଂ, ଅବର୍ବଂ,
ଅଟଟଂ, ଅହର୍ହଂ, କୁସୁଦଂ, ସୋଗନ୍ଧିକଂ, ଉପ୍ପଜଂ, ପୁଞ୍ଜରୀକଂ, ପଦୁମଂ, କଥାନଂ,
ମହାକଥାନଂ, ଅସଂଖ୍ୟଂ ; କେହ କେହ ଏହିକ୍ରମେ ଗଣନା କରନ୍ତେ,—ସତଂ,
ସହସ୍ରଂ, ଅୟତଂ, ଲକ୍ଷଂ, ପ୍ରୟତଂ, କୋଟି, ଅବ୍ଭୁଦଂ, ପଦୁମଂ, ଶବ୍ଦୋ,
ମହାଶବ୍ଦୋ, ମହାପଦୁମଂ, ସଂଜ୍ଞା, ସମୁଦ୍ଧୋ, ଅନନ୍ତଂ, ମନ୍ତ୍ରଂ, ପରଂ, ଅମତଂ,
ସଂଖ୍ୟଂ, ଅସଂଖ୍ୟମ୍ । ଶେଷୋକ୍ତିକାର ଗଣନା ସଂସ୍କୃତମାନ୍ତୋ ଶ୍ରେୟଃ ।
ଆବାସ—“ସତଂ ସହସ୍ରଂ ଅୟତଂ ପ୍ରୟତଂ ନିୟତଂ ତଥା । କୋଟିରବ୍ଭୁଦ୍ଧିମେବ
କ୍ରମାଦ୍ ଦଶଗୁଣୋତ୍ତରମ୍ ॥”

* “ନଦାଦିତୋ ବା ଇତି ଇଂସ୍ୟାସ୍ୟୋ, ...ଇତ୍ୟୟମତୋ ଆପଞ୍ଚ୍ୟୋତି
ଆପଞ୍ଚ୍ୟେ ପଞ୍ଚମା”—ମ. ବି. ୧. ୮. ୫୧୦ ଛ. ।

ছট্ঠমা, ছট্ঠমং ; সত্তমী, সত্তমী-সত্তমা, সত্তমং ; অষ্টমী, অষ্টমী-অষ্টমা, অষ্টমং ; দশমী, দশমী-দশমা, দশমং ; একাদশমী, একাদশী, * একাদশমং ; বারসমী-দ্বাদশমী, দ্বাদশী, বারসমং-দ্বাদশমং ; তেরসমী, তেরসী, তেরসমং ; চতু-
দশমী, চতুদশী-চাতুদশী, চতুদশমং ; পঞ্চদশমী-পঞ্চরসমী,† পঞ্চদশী-পঞ্চরসী, পঞ্চদশমং-পঞ্চরসমং ; সোড়সমী, সোড়সী, সোড়সমং ; সত্তরসমী-সত্তদশমী, সত্তদশী-সত্তরসী, সত্ত-
দশমং-সত্তরসমং ; অষ্টাদশমী-অষ্টারসমী, অষ্টাদশী-অষ্টারসী, অষ্টাদশমং-অষ্টারসমং ; একুনবীসতিমী, একুনবীসতিমী-
একুনবীসতিমা, একুনবীসতিমং । অতঃপর সংখ্যাবাচক
তত্ত্ব শব্দের উত্তর ম যোগ করিলেই তৎসমুদয়
পূরণবাচক হইবে, যথা—বীসতিমী, একবীসতিমী,
ইত্যাদি । ‡

* এক প্রভৃতি শব্দের পর মন শব্দ থাকিলে পূরণার্থে ক্রোলিঙ্গে
ই প্রত্যয় হয়—“একাদিতো দসস্বী,” ক. বু. ২. ৮. ৩৩ ; ম. সি. ১৫৬
৫. ৩৬৬ স্ত. । এতদনুসারে একাদশমা বা একাদশমী প্রভৃতি পদ
হইবে না ।

† কিন্তু “অষ্টপোসথো পঞ্চরসী ;” এখানে পূরণার্থে পঞ্চরসী
হইয়াছে । বশাক্ষপনিক্স টীকাকার বলেন (p. 102) ইহা নিগাতনে
নিক্স ।

‡ “স্বস্ত্যাপুরণো মো”—ক. বু. ২. ৮. ৩০ । C. D. বলেন (p.
114, §§ 274-275) পঞ্চ প্রভৃতি শব্দের এই কয়টিও পূরণবাচক পদ
।

১৩২। অর্ধদ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের
অর্থে পালিতে এই কয়টি শব্দ প্রযুক্ত হয়—

অর্ধদ্বিতীয়ঃ = দিবন্তো, দিয়ন্তো, (দেড়) ।

অর্ধতৃতীয়ঃ = অকৃত্তিঅ্যো, অকৃত্তিঅ্যো, (আড়াই)

অর্ধচতুর্থঃ = অকৃত্তো, (সাড়ে তিন) ।

আখ্যাতকম্প

১। পালিতে আত্মনেপদ (অন্তনোপদ) ও পরস্মৈ-
পদ (পরস্মপদ) উভয়ই আছে ; কিন্তু আত্মনেপদের
প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প ।

২। পালিতে সংস্কৃতের আত্মনেপদী ধাতুগুলিকে
প্রায়ই পরস্মৈপদে ও পরস্মৈপদী ধাতুগুলিকে কখন কখন
আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, সংস্কৃত
√ম্, মরতি ; √বৃধ্, বৃদ্ধতি ; √মন্, মম্বতি ; √মু,
মম্বতি ; ইত্যাদি ।

৩। কর্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে, ও কর্মকর্তৃবাচ্যে
আত্মনেপদ হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম ; কিন্তু বস্তুত পালিতে

কর্ম—দম্বথ, ক্ৰম, ও মন্য । কিন্তু ইহা কাত্যায়ন বা মহারূপসিদ্ধিতে
স্বচিতও হয় নাট। “অনুস্মেহি যতা” —ক. বৃ. ২. ৮. ৪১ ; ম. স্বি.
১৬৪ পৃ. ২২১ ক্র. ।

ইহা বৈকল্পিক । যথা—√পচ্, পশ্বতে ঐদনো দেবদসেন,
পশ্বতি বা ; পশ্বতে ঐদনো সয়মেব, পশ্বতি বা ; এইরূপ
√লভ্, লবমতে, লবমতি ; √মন্, মম্বতে, মম্বতি ; ইত্যাদি ।

৪ । পালিতে ভাদি, রুধাদি, দিবাদি, স্বাদি, ত্র্যাদি,
তনাদি ও চুরাদি, এই সপ্ত গণে ধাতুসমূহ বিভক্ত
হইয়াছে । * অদাদি, জুহোত্যাди ও তুদাদি ধাতুসমূহকে
ভাদিগণেরই অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে,† যদিও ইহা-
দের রূপ বিভিন্ন দৃষ্ট হয় ।

৫ । পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা সংস্কৃতের
শ্রায় দশ গণেই ধাতুসমূহকে বিভক্ত করিব ।

৬ । পালিতে প্রযুক্ত ধাতুরূপ গুলি সাধারণত
সংস্কৃতানুযায়ী, কেবল স্বর বা ব্যঞ্জননের ন্যূনাধিক পরি-

* ‘ভূবাদি চ রুধাদী চ দিবাদি স্বাদযো গম্যা ।

ক্রিয়াদী চ তনাদী চ চুরাদী চিঘ সন্তঘা ॥” ম. সি. ২১৪ পৃ.
ধাতুমঞ্জুষাতেও (১১ পৃ.) এই কবিতাটি ধৃত হইয়াছে, কিন্তু জুহোত্যাदि
নামেও এখানে ধাতু উল্লিখিত হইয়াছে । মহাক্লপসিক্তিকার জুহোত্যাदि
গণ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াও ভাদিগণের অবাস্তবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ।

† অব্যুহিকা তুদাদী চ ভূবাদি চ তথা পরো ।

জুহোত্যাदि चतुह्रिवं अन्यो भूवादयो ह्य ॥”

বর্তন দেখা যায়। স্থূলত সংস্কৃত পদের সাদৃশ্য দেখিয়া পালিতে ধাতুরূপ ঠিক করা অধিক কঠিন নহে।

৭। সংস্কৃতে কালাদি-অনুসারে ধাতুগণ দশ প্রকারে প্রযুক্ত হয়, যথা—লট্, বিধিলিঙ্, লোট্, লঙ্, লিট্, আশীলিঙ্, লুট্, লৃট্, লৃঙ্ ও লুঙ্। পালিতে আশীলিঙ্ ও লুটের ব্যবহার নাই। অতএব পালিতে ধাতুসমূহ আট প্রকারে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১	বর্তমানা (বর্তমানা)	=	লট্ -
২	সম্মী (সম্মী)	=	বিধিলিঙ্
৩	পশ্চমী	=	লোট্
৪	হীযত্তনী (হ্যস্তনী)	=	লঙ্
৫	পরোক্ষা (পরোক্ষা)	=	লিট্ -
৬	ভবিষ্যন্তী (ভবিষ্যন্তী)	=	লৃট্
৭	কালান্তিপত্তি	=	লৃঙ্
৮	অজ্ঞাতনী (অজ্ঞাতনী)	=	লুঙ্

৮। পালিতে পরোক্ষা বা লিট্ লকারের প্রয়োগ

অত্যন্ত অল্প।

৯। লঙ্ ও লুঙ্ এই উভয় লকারের মধ্যে বস্তুত ভেদ থাকিলেও অর্বাচীন সংস্কৃতির ঞায় পালিতেও তাহাদিগের ভেদ দেখা যায় না, অবিশেষে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতেই তাহাদের প্রয়োগ হয়।

১০। গুণ হইলে ই ঙ্গ স্থানে এ, উ উ স্থানে ও ; এবং বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের স্থানে যথাক্রমে ঐ ঔ, এবং অকারস্থানে আকার হয়। স্থানে স্থানে সংস্কৃতির এই গুণ-বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া পালিতে ধাতুরূপ করিতে পারা যায়।

বর্তমানা (বর্তমানা)

লট্

১১। লটের বিভক্তি যথা—

পরৈশ্বপদ		আত্মনেপদ	
এক.	বহু	এক.	বহু.
প্রথ. তি	অন্তি	তি	অন্তো (২)
ম. সি	থ	সি	ল্লে same. (৪)
স্ত. মি	ম	য	ল্লে ১২-

(ক) ভাদি

১২। ভাদি ও তুদাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর অকার আগম হয়। এবং ভাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্য স্বর ও উপাস্ত লঘু স্বরের গুণ হয়।

১৩। বিভক্তির ব ও ম পরে থাকিলে পূর্বস্থিত
অকার আকার হয়।

১৪। বিভক্তির অ বা ণ পরে থাকিলে পূর্ববাস্তব
অকারের লোপ হয়।

১৩। √ভূ

পর্যায়পদ

আত্মনেপদ

এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ. ভবতি	ভবন্তি	ভবতি	ভবন্তে
ম. ভবসি	ভবথ	ভবসে	ভবাহে
ত. ভবামি	ভবাম	ভবে	<u>ভবাহে</u> *

১৪। √ভূ স্থানে বিকল্পে হ্র আদেশ হয়। তখন
তাহার রূপ এই প্রকার—

	এক.	বহু.
প্রথ.	হোতি	হোন্তি
ম.	হোসি	হোথ
ত.	হোমি	হোম

১৫। √পচ, √যজ, √বহ, √ধম (ধা) প্রভৃতির
রূপ এই প্রকার; যথা—পচতি, পচন্তি; ইত্যাদি।

১৬। √ঠা (স্থা)

√ঠা স্থানে বিকল্পে তিহ্র আদেশ হয়; তখন তাহার
রূপ এইপ্রকার—তিহ্রতি, তিহ্রন্তি; তিহ্রসি, ইত্যাদি।
“অপর পক্ষে—

* ব্রহ্ম:—“তবানাগমনে স্বল্পে মর্যমক্ষীভবামহি।

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>ঠাতি</u>	<u>ঠন্তি</u>
ম.	ঠামি	ঠাথ
ভ.	ঠামি	ঠাম

১৭। জুহোত্যাদিগণীয় কয়েকটি ধাতু ভিন্ন সমস্ত আকারান্ত ধাতুরই এই দ্বিতীয় প্রকারোক্ত রূপের স্থায় রূপ হইয়া থাকে। *

১৮। কখন কখন (প্রায়ই সং, ভূ, প্রতি, ভ, নি উপসর্গ পূর্বের থাকিলে) √ঠা স্থানে ঠহ আদেশ হয়, যথা—সম্ভটহতি, সম্ভটহন্তি; ভট্ঠহতি, ভট্ঠহন্তি; ইত্যাদি। সম্ভট্ঠাতি, নিট্ঠাতি, ইত্যাদি পদও হয়। †

১৯। কখন কখন (প্রায় অধি ও ভূ উপসর্গ পূর্বের থাকিলে) ঠা ধাতুর আকার স্থানে একার হয়; যথা—অধিট্ঠতি, অধিট্ঠন্তি; ভট্ঠতি, ভট্ঠন্তি; ইত্যাদি।

২০। √ঘা

ঘা ধাতু স্থানে বিকল্পে পিথ আদেশ হয়; যথা—

* √গা (গৈ) ধাতুর গায়তি, গায়ন্তি; ইত্যাদিও হয়। এইরূপ / ভ্ৰা (ঘ্যৈ) ইহতে ভ্রায়তি, ভ্রায়ন্তি; ইত্যাদি।

† কেহ বলেন—প্রতি (প্রতি) ও ভ (ভূ) পূর্বক ঠা ধাতুর প্রাক্রমে এই পদও হয়—প্রতিট্ঠতি, ভট্ঠতি।—C. D.

পিবতি, পিবন্তি ; ইত্যাদি । অণ্ড পক্ষে—পাতি, পন্তি ; ইত্যাদি । পিব এতৎ ব বিকল্পে ব হয় ।

২১। √দিস (দৃশ)

দিস স্থানে বিকল্পে পস্, দিস্, ও দক্ আদেশ হয় ;
যথা—পস্সতি, পস্সন্তি ; দিস্সতি, দিস্সন্তি ; দক্সতি,
দক্সন্তি ; ইত্যাদি ।

২২। √গম

গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গচ্ছ ও ঘম্ আদেশও হয় ;
যথা—গচ্ছতি, গচ্ছন্তি ; * ঘম্তি, ঘম্ন্তি ; গমেতি,
গমেন্তি ; † ইত্যাদি ।

* যে সমস্ত ধাতুর উপাস্ত স্বর গুরু, তাহাদের পরস্থিত লটের
প্রথম পুরুষের বহুবচনে অন্তি ও অন্তি স্থানে (অর্থাৎ উভয়পক্ষে)
বিকল্পে (অথবা কখন কখন) রে আদেশ হয় ; “গচ্ছপুণ্ড্রস্বরতো পরস্ব
পঠমপুণ্ড্রস্ববহুবচনস্ব রে বা ছোতি”—ম. সি. ১৩৬ পৃ. ৪২৬ সূ. ;
১৩৮ পৃ. ৪২১ সূ. । এতদনুসারে গচ্ছন্তি, গচ্ছন্তী স্থানে বিকল্পে
গচ্ছরে পদ হইবে । এখানে গম স্থানে গচ্ছ আদেশ করিয়া লক্ষণ
সম্বয় করা গিয়াছে ।

† “লৌপঘ্ণৈতমকারো” (ক. বু. হ. ৪. ২১ ; ম. সি. ১৬৩
পৃ. ৪৩২ সূ.) এই স্বত্রানুসারে ভাদিগণীয় ধাতুর উত্তরস্থিত (বিকরণ)
অকারের বিকল্পে লোপ হয়, ও তাহার স্থানে একার হইয়া থাকে । এই
নিয়মানুসারে ভু ধাতুর ভবেতি, ভবেন্তি ইত্যাদি পদও হইতে পারে ।
F. F. গমতি, গমন্তি প্রভৃতি পদও বিরাজেন ।

২৩। √বদ

বদ ধাতুস্থানে বিকল্পে বজ্জ আদেশ হয়; রূপ যথা—
বজ্জতি, বজ্জন্তি; বজ্জেতি, বজ্জেন্তি; বদতি, বদন্তি;
বদেতি, বদেন্তি; ইত্যাদি।

২৪। √যম

যম ধাতুস্থানে বিকল্পে যচ্ছ আদেশ হয়; যথা—
যচ্ছতি, যচ্ছন্তি; যমতি, যমন্তি; ইত্যাদি।

২৫। √সদ

সদ ধাতুস্থানে সীদ আদেশ হয়; যথা—সীদতি,
সীদন্তি; ইত্যাদি।

২৬। √জি

ইহার রূপ যথা—জয়তি, জয়ন্তি; ইত্যাদি। আবার
জেতি, জেন্তি; জেমি, জেথ; জেমি, জেম। * জি ধাতু
পালিতে ক্র্যাদিগণীয়রূপেও প্রযুক্ত হয়, তখন ইহার রূপ
এই প্রকার—†

* অয়=য়; ১.১৫৭।

† জঃ—৪.১৭৭। সংস্কৃতের জায় পালিতেও কোন কোন ধাতু
একাধিক গণে পঠিত হয়, ও তদনুসারে তাহাদের রূপ হইয়া থাকে।
যথা √বিদ ভাদি, কখাদি, দিবাদি, ও চুরাদি গণের মধ্যে পালিতে
পঠিত হয়, এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে বেদতি, বিদতি, বিজ্ঞতি,
ও বেদতি বা বেদ্যতি হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে গণভেদে অর্থভেদও √
হইয়া থাকে।

	एक.	बहु.
प्रथ.	जिनाति	जिनन्ति
म.	जिनासि	जिनाथ
उ.	जिनामि	जिनाम

২৭। √নী, নয়তি, নয়ন্তি ; নেতি, নেন্তি ; ইত্যাদি।

২৮। সর (सृ) ; সরতি, সরন্তি ; ইত্যাদি।

অপরগণের অন্তর্গত হইলেও অধিকাংশ সংস্কৃত
ঋকারান্ত ধাতুর রূপ বিকল্পে এই প্রকার হইয়া থাকে।

২৯। সংস্কৃতে লট্, বিধিলিঙ্, লোট্ ও লঙ্ এই
চারি লকারেই গম্ প্রভৃতি ধাতুর স্থানে গচ্ছ্ প্রভৃতি
আদেশ হয়, কিন্তু পালিতে সমস্ত লকারেই এবং কখন
কখন কৃৎপ্রত্যয়েও ঐ সমস্ত আদেশ দেখিতে পাওয়া
যায়। বিকরণ (অর্থাৎ ভাদিগণের উত্তর অ, দিবাди-
গণের উত্তর য, ইত্যাদি) সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

(খ) অদাদি *

৩০। √ इ ण

* পালিব্যাকরণমতে এই সমস্ত ধাতু ভাদিগণেরই অন্তর্গত।

† পালিব্যাকরণে ই ধাতু একটিমাত্র, এবং গতি ও অধ্যয়ন উভয়
অর্থেই তাহা প্রযুক্ত হয়।

	এক.	বহু.
প্রথ.	এতি	এন্তি, যন্তি
ম.	এসি	এথ
ভ.	এমি	এম *

৩১। √যা, যাতি, যন্তি ; ইত্যাদি। √বা,
√ভা, √পা প্রভৃতির রূপ এই প্রকার।

৩২। √ব্রু

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	ব্রুতি, ব্রুৱীতি	ব্রুবন্তি
ম.	ব্রুসি	ব্রুথ
ভ.	ব্রুমি	ব্রুম

পরস্মৈপদে প্রথম পুরুষের এক ও বহুবচনে যথাক্রমে,
ব্রু ধাতুর আহ ও আহু এই দুই পদও হয়। †

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	ব্রুতে	ব্রুবন্তে
ম.	ব্রুসে	ব্রুন্তে ‡
ভ.	ব্রুৱে	ব্রুন্তে

* কচিৎ অযতি, ও সমুদয়ন্তি পদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভাদি-
গণীয় √অয (গতিন্দি, ঘা. ম. ৫৩) হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

† ম. সি. ২০০ চ. ৪৮৮ সূ. । জটবা—৪.১১২২।

‡ মহারূপসিদ্ধিতে ব্রুবন্তে পদ আছে।

৩৩। √সী (শী), সেতি, সেন্টি; সেতি, সেন্টি; ইত্যাদি।
পক্ষে সযতি, সযন্তি; ইত্যাদি।

৩৪। √অস

	এক.	বহু.
প্রথ.	অতি	সন্তি
ম.	অসি, অহি	অথ
উ.	অসি, অহি	অস, অহ *

৩৫। √আস

	এক.	বহু.
প্রথ.	অচ্ছতি	অচ্ছন্তি
ম.	অচ্ছসি	অচ্ছথ
উ.	অচ্ছামি	অচ্ছাম

উপ উপসর্গপূর্বক আস ধাতুর রূপ এই প্রকার—
উপাসতি, উপাসন্তি; ইত্যাদি।

৩৬। √হন

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>হনতি, হন্তি</u>	হনন্তি
ম.	হনসি †	হনথ
উ.	হনামি	হনাম

* “ন পি তে ভতকম্ভসে” এখানে উ. বহু. অম্ভসে এই বিচিত্র পদ হয়।

† কিছু “মন্তো ক্বাং হনসি।”

ইন ধাতুস্থানে বিকল্পে সর্বত্র বধ আদেশ হয় ;
তখন তাহার রূপ—বধতি, বধন্তি, ইত্যাদি ।

৩৭। √বচ, বচতি, বচন্তি, ইত্যাদি । *

৩৮। √দুহ, দুহতি, দুহন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে
দৌহতি, দৌহন্তি ; ইত্যাদি ।

৩৯। √লিহ, লিহতি, লিহন্তি ; ইত্যাদি ।
পক্ষে লেহতি, লেহন্তি ; ইত্যাদি ।

৪০। √রুদ, রুদতি, রুদন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে
রোদতি, রোদন্তি ; ইত্যাদি ।

৪১। √বিদ, বিদতি, বিদন্তি ; ইত্যাদি ।

(গ) তুদাদি

৪২। √পুচ্ছ (প্রচ্ছ), পুচ্ছতি, পুচ্ছন্তি ; ইত্যাদি ।

৪৩। √ইম (ইম্)

ইম ধাতুস্থানে বিকল্পে ইচ্ছ আদেশ হয়, যথা—
ইচ্ছতি, ইচ্ছন্তি ; ইত্যাদি । পক্ষে এমতি, এমন্তি ;
ইত্যাদি ।

* কখন কখন প্রথম পুরুষের একবচনে বক্তি (বক্তি)
পদও দেখা যায় । তি বিভক্তি পরে থাকিলে কখন কখন পূর্নস্থিত অ •
প্রত্যয়ের লোপ হয় ; “তিম্হি ক্বচি অয্যস্বযো লোপো”—ম. সি. ২০০
ট ৪৮৮ ম. ।

୫୫ । √ଗିର-ଗିର (ଗୃ), ଗିରତି, ଗିରନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି ।
ଗିରତି, ଗିରନ୍ତି ; ଶୈତ୍ୟାଦି ।

୫୬ । √ମର (ଋ)

ମର ଧାତୁ ଶାନ୍ତେ ବିକଳେ ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟ * ଓ ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଦେଶ ହୁଏ ।
ଯଥା—ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟତି, ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟନ୍ତି; ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟତି, ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟନ୍ତି; ମରତି,
ମରନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି (୫.୫୬୭) ।

୫୭ । √ସିଚ, ସିଚତି, ସିଚନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି ।

୫୮ । √ଲିପ, ଲିପ୍ତିତି, ଲିପ୍ତିନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି ।

୫୯ । √ସୁଚ, ସୁଚତି, ସୁଚନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି ।

୬୦ । √ବିଦ, ବିନ୍ଦତି, ବିନ୍ଦନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି ।

୬୧ । √ଫୁସ (ଫୁସ୍), ଫୁସତି, ଫୁସନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି ।

(ଘ) ଦିବାଦି

୬୨ । ଦିବାଦିଗଣିତ ଧାତୁର ଉକ୍ତର ଯ ଶୈତ୍ୟ ହୁଏ ।

୬୩ । √ଦିବ, ଦିବ୍ଧତି, ଦିବ୍ଧନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି । †

୬୪ । √ସିବ, ସିବ୍ଧତି, ସିବ୍ଧନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି ।

୬୫ । √ଯୁଧ, ଯୁଧ୍ନତି, ଯୁଧ୍ନନ୍ତି; ଶୈତ୍ୟାଦି । ‡

* କେହ କେହ ବଳେନ ମିଥ୍ୟ ।

† ଦି = ଦିବ୍ଧ ; ୫.୫୬୨ ।

‡ ଦି = ଦିବ୍ଧ ; ୫.୫୬୩ ।

৫৫। √বুধ, বুজ্জতি, বুজ্জন্তি; ইত্যাদি।

√বুধ (বুধ্) ও √বিধ (ব্যধ্) এইরূপ।

৫৬। √পদ, পজ্জতি, পজ্জন্তি; ইত্যাদি। †

৫৭। √নহ, নহতি, নহন্তি; ইত্যাদি। ‡

৫৮। √তুস (তুষ্), তুস্জতি, তুস্জন্তি; ইত্যাদি। §

৫৯। √মন, মজ্জতি, মজ্জন্তি; ইত্যাদি। ¶

৬০। √সম (সম্), সম্জতি, সম্জন্তি; ইত্যাদি। §

৬১। √জন, জন ধাতু স্থানে জা আদেশ হয়;
যথা—জায়তে, জায়ন্তে; ইত্যাদি।

৬২। √দা, দীযতি, দীযন্তি; ইত্যাদি। **

৬৩। √জর (জৃ), †† ইহার রূপ এই প্রকার—
জীযতি, জীযন্তি; ‡‡ জীযতি, জীযন্তি; জীরতি, জীরন্তি;
আবার জরতি, জরন্তি; ইত্যাদিও হয় (ঋ: ৪.১৪৫)।

* ঘ্র=জ্ঞ; ১.১২০। † দ্য=জ; ১.১২২।

‡ স্য=যহ; ১.১২৭। ¶ ন্য=জ্ঞ; ১.১২৮।

§ স্য=স্ম; ন্য=ম্ম; ১.১২৬।

** মহাকরণসিদ্ধিতে এই দা ধাতু (দানার্থক) দিবাदिগণে পঠিত
হইয়াছে। ম. সি. ২০৫ পৃ. ৩৯৭ম্.। জুহোত্যাদিগণে √দা দ্রষ্টব্য। ধাতু-
মঞ্জরী দানার্থক √দা ভাদি, দিবাदि ও জুহোত্যাদি গণে পঠিত হইয়াছে।

†† পালিবাচরণমতে ইহা ভাদিগণীয়।

‡‡ কেহ কেহ বলেন জীযতি জীযন্তি।

(ঙ) রুধাদি

৬৪। রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয়, এবং ধাতুস্থিত পূর্বস্বরের পর নিগাহীত বা অনুস্বার আগম হয়, এবং ঐ অনুস্বারস্থানে পরবর্তী বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়।

৬৫। √কষ

পরস্মৈপদে^(১) কন্ধতি, কন্ধন্তি; ইত্যাদি। আত্মনে-
পদে কন্ধতি, কন্ধন্তি; ইত্যাদি।

৬৬। রুধাদিগণীয় ধাতুর উত্তর পূর্বকথিত অ প্রত্যয় স্থলে বিকল্পে হ, ই, এ ও ঐ হইয়া থাকে।
অতএব কষ ধাতুর পূর্বোক্ত ভিন্ন এই সকল রূপও হইয়া থাকে—

কন্ধতি	কন্ধন্তি
কন্ধীতি	কন্ধন্তি
কন্ধেতি	কন্ধন্তি
কন্ধোতি	কন্ধন্তি

৬৭। √মিহ, মিহতি, মিহন্তি, মিহীতি,
মিহেতি, মিহোতি, ইত্যাদি।

৬৮। √ছিদ, ছিহতি, ছিহন্তি, ছিহীতি,
ছিহেতি, ছিহোতি, ইত্যাদি।

৬৯। √মুজ, মুজ্জতি, মুজ্জতি, মুজ্জতি, মুজ্জতি, মুজ্জতি, ইত্যাদি।

৭০। √যুজ, যুজ্জতি, যুজ্জতি, যুজ্জতি, যুজ্জতি, যুজ্জতি, ইত্যাদি।

(চ) আদি

৭১। আদিগণীয় ধাতুর উত্তর (ধাতুবিশেষে) যু, যা, ও ভাষা প্রত্যয় হয়। গুণ হইলে যু স্থানে যো হয়।

৭২। √মু (মু)

(ক)

	এক.	বহু.
প্রথ.	মুণোতি	মুণোন্তি
ম.	মুণোচি	মুণোথ
ভ.	মুণোমি	মুণোম

(খ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	মুণ্যতি	মুণ্যন্তি
ম.	মুণ্যচি	মুণ্যথ
ভ.	মুণ্যামি	মুণ্যাম

৭৩। √হি, হ্যাই প (প্র) পূর্সক, পহিণোতি-
পহিণাতি, পহিণন্তি ; ইত্যাদি ।

৭৪। √বু (বু), বুণোতি-বুণাতি, বুণন্তি ; ইত্যাদি ।
বুণোতি পদও হয় । * √মি (মি), † মিনোতি-
মিনাতি, মিনন্তি ; ইত্যাদি । ‡

৭৫। প + √অপ (প্র + √আপ্)

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>পাপুণাতি</u>	পাপুণন্তি
ম.	পাপুণাসি	পাপুণাথ
ত.	পাপুণামি	পাপুণাম
বিকল্পে	<u>পাপুণোতি</u> , <u>পপ্যোতি</u> ;	ইত্যাদি ।

৭৬। √সক (শক্)

* বু (বু) ধাতু ভাদিগণেও আছে, এবং তাহা হইতে এই সকল
পদ হয়—বিবরতি, সংবরতি, পাপুরতি, পারুপতি, অবপুরতি, অবা-
পুরিয়তি (তুল্য:—অবাপুরণ) ।

† মহাকরণসিদ্ধিতে (২০৭ পৃ. ৪২৮ সূ.) “মি পেম্ময়ি” বহিষ্যছে ।
ধাতুমণ্ড্যায় “মি হিঁলনে” ও “মী পম্ময়ি” লিখিত হইয়াছে (১২১) ;
কিন্তু উভয়ই ক্রাদিগণীয়, ত্র :—৪.১১৭, ৮৪ ।

‡ এখানে গকার, নকার, ইহাও আছে—অজ্ঞাত স্থানে গকারের অস্ত
সংস্কৃত রূপ চিহ্ননীয় ।

সক্ণাতি, সক্ণন্তি ; ইত্যাদি । বিকল্পে সক্কীতি,
সক্কন্তি ; ইত্যাদি । *

(ছ) ক্র্যাদি

৭৭। ক্র্যাদিগণায় ধাতুর উত্তর না প্রত্যয় হয়, ণ ও
পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয় ।

৭৮। √কী (ক্রী)

	এক.	বহু.
প্রথ.	কিণাতি	কিণন্তি
ম.	কিণাসি	কিণাথ
ভ.	কিণামি	কিণাম

৭৯। √ধু, ধুনাতি, ধুনন্তি ; ইত্যাদি ।

৮০। √লু, লুনাতি, লুনন্তি ; ইত্যাদি ।

৮১। √অস (অশ্, ভক্ষণ), অস্জাতি, অস্জন্তি ;
ইত্যাদি ।

৮২। √জা (জ্ঞা), জা ধাতু স্থানে জা আদেশ হয় ;
যথা—জানাতি, জানন্তি ; ইত্যাদি ।

* কোন কোন স্থানে সক্ণাতি ও সক্কতি পদও দৃষ্ট হয় । আবার
কখন কখন সক্কুনাতি (দন্ত্য ন) পঠিত হয় । এইরূপ √ শি হইতে
শিনোতি, শিনোন্তি ইত্যাদি ।

† হলবিশেষে এই না স্থানে জা হয় ।

৮৩। √গহ (যহ), গহাতি, গহন্তি ; (গহতি, গহন্তি) ইত্যাদি। আবার ঘেপতি, ঘেপন্তি ; ইত্যাদি।

৮৪। √মা (মান), মা ধাতুর আকার স্থানে ইকারে হইয়া যায়, যথা—মিনাতি, মিনন্তি ; ইত্যাদি।

(জ) তনাদি

৮৫। তনাদিগণীয় ধাতুর উত্তর ও (ঔণ করিলে ঔ) প্রত্যয় হয়। *

৮৬। √তন

পরস্মৈপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	তনোতি	তনোন্তি
ম.	তনোসি	তনোথ
উ.	তনোমি	তনোম

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.
প্রথ.	তনুতে	তন্বন্তে
ম.	তনুসে	তনুন্হে
উ.	তনুমে	তনুন্হে

* পালিব্যাকরণমতে ও-প্রত্যয় করিয়া তাহার স্থানে উকার করা হয়।

৮৭। √কর (ক)

পরস্মৈপদ

এক.	বহু.	
প্রথ.	করোতি	করোন্তি, কুব্ভন্তি
ম.	করোসি	করোথ
উ.	করোমি *	করোম

আত্মনেপদ

এক.	বহু.	
প্রথ.	কুরুতে	কুব্ভন্তে
ম.	কুরুসে	কুরুন্হে
উ.	কুরুমে	কুরুন্হে

কর (ক) ধাতুর উত্তর বিকল্পে যির প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে রকারের লোপ হইয়া থাকে ; যথা—
কয়িরতি, কয়িরন্তি; কয়িরসি, কয়িরথ; ইত্যাদি । †

* কখন কখন কুম্ভি দেখা যায় ; তুলঃ—“অম্ললি কুম্ভি কৈকেয়ি”
 —রাമായণ, অযোধ্যাকাণ্ড ; “হা ঘিক্ কোঃসি সহায় কিঞ্চ কুরুমি”—
 ললিতবিস্তর, ২৭০ পৃ. ।

† ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি পদ পাওয়া যায়, যথা—পরস্মৈপদ
 প্রথ. এক. কুব্ভতি ; আত্মনে. এক. কুব্ভতে, বহু. কুব্ভন্তে ; ম. এক.
 কুব্ভসে, বহু. কুব্ভন্হে ; উ. বহু. কুব্ভান্হে । F. F. ; Childers.

(ब) जूहोतादि

८१। √ हु

	एक.	बहु.
प्रथ.	जुहोति	जुहोन्ति
म.	जुहोसि	जुहोथ
उ.	जुहोमि	जुहोम

अट्ठ

	एक.	बहु.
प्रथ.	जुहति *	जुहन्ति
म.	जुहसि	जुहथ
उ.	जुहामि	जुहाम

८८। √ हा

	एक.	बहु.
प्रथ.	जहाति	जहन्ति
म.	जहासि	जहाथ
उ.	जहामि	जहाम

* कथन कथन १.९४१ अश्यात्त्र जुहति, जुहन्ति हेतादि हेशा
वाक्ये ।

৮৯। √ দা

	এক.	বহু.
প্র	দদাতি	দদন্তি
ম.	দদাসি	দদাথ
চ.	দদামি	দদাম

পট্

প্রথ.	দজ্জতি *	দজ্জন্তি
ম.	দজ্জসি	দজ্জথ
চ.	দজ্জামি	দজ্জাম

আবার

প্রথ.	দেতি	দেন্তি
ম.	দেসি	দেথ
চ.	দেমি, দন্মি	দেম, দন্ম †

৯০। √ ধা, দধাতি, দধন্তি ; ইত্যাদি। পট্
ধেতি, ধেন্তি ; ইত্যাদি। ধ্

* বিকল্পে ৪.১২ ২২ টীকা অশূষারে দজ্জতি, দজ্জন্তি ; ইত্যাদি।

† আশ্বনেপদে এই কয়েকটি পদও পাওয়া যায়—উ. এক. দদে, বহু. দামসে, দদামসে, দদন্হ (তুল্য:—মজ্জন্হ)। পরট্-প্র. এক. দাতি, পদও কটিৎ পৃষ্টে হয়।—E. M.

‡ কখন প্র. এক. দধতি পদও হয় ; তুল্য: উপজ্ঞাতায়া অন্তরা-
ধায়তি বিশ্বো।

✓ উপসর্গ ও অব্যয় যোগে দ্বিদ্ধাবস্থায় ধা ধাতুর পরভাগের ধা স্থানে কখন কখন হ হয; যথা—পিদহতি, পিদহন্তি; ইত্যাদি। সহহতি (সহধাতি), সহহন্তি, ইত্যাদি।

(ঞ) চুরাদি

৯১। চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অয প্রত্যয় হয়, এবং ১.১৫৭ অনুসারে অয স্থানে বিকল্পে ণ হয়। *

৯২। √চুর, চোরয়তি, চোরয়ন্তি; চোরিতি, চোরিন্তি; ইত্যাদি। †

৯৩। এইরূপ—

√চিন্ত, চিন্তয়তি, চিন্তেতি।

√গণ, গণয়তি, গণেতি।

√মন্ত (মন্ত), মন্তয়তি, মন্তেতি।

√বিদ, বেদয়তি, বেদেতি। ‡

√ঘট, ঘাটয়তি, ঘাটেতি; ঘটয়তি, ঘটেতি; ইত্যাদি।

* পালিব্যাকরণমতে যি ও যয প্রত্যয় হয়।

† চুরাদিগণীয় ধাতুর যথাসম্ভব ঞ্ণ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

‡ বেদয়তি, বেদয়ন্তি; ইত্যাদিও হয়। তুলঃ—“কর্মিণ্য; প্রবেদয়ন্তি”—সুওকোপনিষৎ, ১.২.৯।

পঞ্চমী

লোট্

৯৪। লোটের বিভক্তি যথা—

পরস্মৈ.

আত্মনে.

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	তু	অন্তু	তং (১)	অন্যং
ম.	হি	য	স্মু (২)	স্বী
ত.	মি (৩)	ম	য	স্বামস্বী

৯৫। লট্ লকারের ঞায় ধাতুর শেষে উল্লিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লোটের রূপ হয়।

৯৬। মধ্যম পুরুষের একবচনে হি বিভক্তির পূর্বে অকার থাকিলে বিকল্পে তাহার লোপ হয়। যেবার লোপ হয় না, সেবার পূর্বস্থ অকার স্থানে আকার হয়।*

৯৭। √মু

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	भवतु	भवन्तु
ম.	भव, भवाहि	भवथ
ত.	भवामि	भवाम

* এখানে আদর্শরূপ কয়েকটিমাত্র ধাতুর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

આગ્રાને.

	૧ક.	વહુ.
પ્રથ.	ભવતં	ભવન્તં
મ.	ભવન્તુ	ભવન્તો
ઉ.	ભવે	ભવામસે

મૂ જ્ઞાને ક્ક રહેને, હોતુ, હોન્તુ ; હોદિ, હોય ;
 હેત્યાદિ રહેજા થાકે ।

૯૮ । √ અસ (અનાદિ)

	પ્રથ.	વહુ.
પ્રથ.	અત્યુ	સન્તુ
મ.	અહિ	અત્ય
ઉ.	અસ્મિ, અસ્મિ	અસ્મ, અસ્મ

૯૯ । √ ગમ, ગચ્છતુ, ગમેતુ, ગમ્સતુ, હેત્યાદિ ।

૧૦૦ । √ દિષ (દૃષ), પાસ્યતુ, દિક્ષતુ, દક્ષતુ, હેત્યાદિ ।

૧૦૧ । √ બ્રૂ

પરસ્મે.

	૧ક.	વહુ.
પ્રથ.	બ્રૂતુ	બ્રુવન્તુ
મ.	બ્રૂહિ	બ્રૂથ
ઉ.	બ્રૂમિ	બ્રૂમ

आञ्जनेपदे ब्रूतं, ब्रुवन्तं ; इत्यादि ।

१०२ । √दा

परस्मै.

	एक.	बहु.
प्रथ.	ददातु	ददन्तु
म.	ददाहि	दूदाथ-
उ.	ददामि	ददाम
परस्मै	देतु, देन्तु ; दज्जतु, दज्जन्तु ; इत्यादि ।	

आञ्जने.

	एक.	बहु.
प्रथ.	ददतं	ददन्तं
म.	<u>ददस्म</u>	<u>ददन्वो</u>
उ.	ददे	ददामस

१०७ । √हु, जुहोतु, जुहोन्तु जुह्वन्तु ; इत्यादि ।

१०८ । √कर (क्त्वा)

परस्मै.

	एक.	बहु.
प्रथ.	करोतु, कुरुतु	करोन्तु, कुब्बन्तु
म.	करोहि, कुरु	करोथ
उ.	करोमि	करोम

আত্মনে.

প্রথ.	কুরতং	কুৰ্ব্বন্তং
ম.	কুরস্তু, কুরস্তু	কুরন্তো
উ.	<u>কুৰ্ব্বে</u>	<u>কুৰ্ব্বামসে</u>

১০৫। √গহ (যহ), গহ্বাতু, গহ্বন্তু ; ইত্যাদি।

১০৬। √জা (জা) পরস্মৈ. প্রথ. এক. জানাতু, বহু. জানন্তু ; ম. এক. জান, জানাহি, বহু. জানাথ ; ইত্যাদি। আত্মনে. প্রথ. এক. জানতং, বহু. জানন্তং ; ইত্যাদি।

সত্তমী (সপ্তমী)

বিধিনির্দেশ —

১০৭। বিভক্তিগুলি যথা —

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	এয্য, এ	এয্যুং	এথ	এরং
ম.	এয্যাসি, এ	এয্যাথ	এথো	এয্যন্তো
উ.	এয্যামি, এ *	এয্যাম	এয্যং, এ	এয্যান্ধে

* পালিগ্রন্থমালা-মতে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম তিন পুরুষেই একবচনে প্রথমত যয্য প্রভৃতি বিভক্তি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু হ-অন্ত বহু পদ পাওয়া যায় বলিয়া এখানে তাহাকেও একটি পৃথক বিভক্তি গণ্য করা

১০৮। √মু

পরস্মৈ.

এক.	বহু.
প্রথ. भवेय्य, भवे	भवेय्यं
ম. भवेय्यासि, भवे	भवेय्याथ
উ. भवेय्यामि, भवे *	भवेय्याम

আত্মনে.

এক.	বহু.
প্রথ. भवेथ	भवेवं
ম. भवेथो	भवेय्यन्हो
উ. भवेय्यं, भवे	भवेय्यान्হে

মু হানে হু হইলে তাহার রূপ এই প্রকার হয়—

হইয়াছে। বুদ্ধপ্রিয় বলিয়াছেন—“एय्य, एय्यासि, एय्यामि इच्छेतेसं विकल्पेन एकारादेशो”—ম. সি. ১৮০ পৃ. ২৩৮ স্.। কখন কখন পরস্মৈপদে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের একবচনেও एय्य দেখা যায়; যথা—(ম. এক.) “स चे त्वं यस्मै याजेय।” লক্ষণীয়—প্রথ. এক. “जाने-य्याति”, এখানে এয়্যাতি হইয়াছে (E. M.); আবার উত্তম পুরুষের বহুবচনে एमसि, एसু ও एम কখন কখন দেখা যায়; যথা—উ. বহু-বিঘমেমসি, पस्सेसु, जानेसु, दक्खेम। আত্মনেপদে উত্তম পুরুষের এক বচনেও কখন কখন विकल्पे ए বিভক্তি হয়।

* भवेय্য পদও হয়; পূর্বটীকা দ্রষ্টব্য।

পর্যায়.

এক.	বহু.
প্রথ. হ্রিয়্য #	হ্রিয়্যু
ম. হ্রিয়াসি	হ্রিয়াথ
ত. হ্রিয়ামি †	হ্রিয়াম ঙ

১০৯ । √গম

পর্যায়.

এক.	বহু.
প্রথ. গচ্ছ্যেয়, গচ্ছ্যে	গচ্ছ্যেয়্যু
ম. গচ্ছ্যেয়াসি, গচ্ছ্যে	গচ্ছ্যেয়াথ
ত. গচ্ছ্যেয়ামি, গচ্ছ্যে	গচ্ছ্যেয়াম

এইরূপ গমেয়্য গমে, গমেয়্যু ; ইত্যাদি । §

আশ্রয়ে.

এক.	বহু.
প্রথ. গচ্ছ্যেথ	গচ্ছ্যেথং

* হ্রুবেয়্য ও হ্রুপেয়্য পদও দেখা যায়—E. M.

† কখন হ্রুবেয়্যামি পদও দৃষ্ট হয়—E. M.

‡ হ্রিয়্য পদও হয়—ম. সি. ১৯৬ পৃ. ১

§ কখন কখন (প্রয়োগানুসারে) পর্যায়গণে প্রথম পুরুষের এক-বচনে যথ্য স্থানে তং হয় ; এবং তদনুসারে গচ্ছ্যে, গমু প্রভৃতি পদও হইয়া থাকে । ম. সি. ১৮১ পৃ. ১

এক.	বহু.
ম. গচ্ছেথ্যো	গচ্ছেথ্যন্বো
উ. গচ্ছেথ্য', গচ্ছে	গচ্ছেথ্যান্মহে

ইত্যাদি । *

১১০। √ঠা (স্মা)

তিঠেথ্য, তিঠেথ্যুং ; ইত্যাদি । ঠেথ্য, ঠেথ্যুং ; ইত্যাদি ।

১১১। √দা

পরস্মৈ.

এক.	বহু.
প্রথ. দদেথ্য, দদে †	দদেথ্যুং
ম. দদেথ্যাসি	দদেথ্যাথ
উ. দদেথ্যামি	দদেথ্যাম

এইরূপ দেথ্য, দেথ্যুং ; ইত্যাদি । দন্ম আদেশ হইলে—

এক.	বহু.
প্রথ. দন্মেথ্য, দন্মে	দন্মেথ্যুং
ম. দন্মেথ্যাসি	দন্মেথ্যাথ
উ. দন্মেথ্যামি	দন্মেথ্যাম

* বহু প্রভৃতি ধাতুর রূপও এই প্রকার । কিন্তু বহু ধাতুর প্রথ. বহু-
বহু (অথবা বহু), এবং ম. এক. বহুসি ও বহুসি পদও দৃষ্ট হয় ।

† কুচিৎ ই পদও দেখা যায় ।

প্রথ. এক. দজ্জা (দজ্জাত্), বহু. দজ্জং, এবং ত.
এক. দজ্জং (দজ্জাম্) পদও হইয়া থাকে ।

আত্মনেপদে দদেথ, দদেহং ; ইত্যাদি । * দ্বিত্ব না
হইলে দেথ, দেথুং ; দেথ্যসি, ইত্যাদি ।

১১২ । √ধা, দধেয়, দধে, ইত্যাদি ; অপি-উপসর্গ-
পূর্বক পিদহেয়, পিদহে, ইত্যাদি ।

১১৩ । √ভু, জুহেয়, জুহে, জুহেয়ুং ; ইত্যাদি ।

১১৪ । √জা, জহেহ, জহে, জহেয়ুং ; ইত্যাদি ।

১১৫ । √অস (অদাদি) অসং = ১১১১৬

	এক.	বহু.
প্রথ.	অস্ম, সিয়া	অস্মু, সিয়ং
ম.	অস্ম	অস্মথ
ত.	অস্মাং	অস্মাম

১১৬ । √ব্রু

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ব্রুবেয়, ব্রুবে	ব্রুবেয়ুং

* ঐরোগীভূতসারে কখন কখন আত্মনেপদে মধ্যম পুরুষের একবচনে
একো বিভক্তি স্থানে বিকল্পে যৎ হয় । তদনুসারে হৃদেযো, হৃদেয এই
ভিন্ন পদই হইয়া থাকে ।

एक.	बहु.
म. ब्रुवेय्यासि	ब्रुवेय्याथ
उ. ब्रुवेय्यामि	ब्रुवेय्याम

आश्रमेनपदे ब्रुवेथ ईत्यादि ।

११९ । √तन, तनेय्य तने, तनेय्युं ; ईत्यादि ।

११८ । √कर (क)

कर धातुर कस्येक प्रकार रूप इहेषा थाके, यथा—

परस्मै.

(क)

एक.	बहु.
प्रथ. करेय्य, करे	करेय्युं
म. करेय्यासि	करेय्याथ
उ. करेय्यामि	करेय्याम

(थ)

एक.	बहु.
प्रथ. कयिरा	कयिरुं
म. कयिरासि	कयिराथ
उ. कयिरामि	कयिराम

(গ)

প্রথ.	কুব্বেথ্য, কুব্বে	কুব্বেয়্য* #
ম.	কুব্বেথ্যাসি	কুব্বেথ
উ.	কুব্বেথ্য	কুব্বেথ্যাম

আশ্রনে.

প্রথ.	কুব্বেথ, কুব্বেথ	কুব্বেরং
	কথিরাত	
ম.	কুব্বেথো	কুব্বেথ্যন্থো
উ.	কুব্বে, করি	করিত্থান্ধে
	করিত্থং	কুব্বেথ্যান্ধে

১১৯। √কী (কী), কিত্তেয়্য কিত্তে, কিত্তেয়্যং ;
ইত্যাদি।

১২০। √গহ (গহ), গহিত্তেয়্য গহিত্তে, গহিত্তেয়্যং ;
ইত্যাদি।

১২১। √জা (জা), জানিত্তেয়্য, জানিত্তেয়্যং ; ইত্যাদি।
ইহা ভিন্ন প্রথ. এক. জানিত্তা, জজ্জা ও জানিত্তাত্তি, এবং
উ. এক. জানিত্তিসু পদও হয়।

* করিত্তেয়্য, কথিরং ও কুব্বেয়্যং এই তিন স্থানে Charles Duro-
selle বর্ণাক্রমে করিত্তেয়্য, কথিরং ও কুব্বেয়্যং পাঠ করিয়াছেন। ইনি
বলেন (খ) অগাণীর রূপে মধ্যম ও উচ্চম গুরুবের একবচনেও কথিরা
পদ হয়।

১২২। √ছিদ, ছিন্দেয়্য ছিন্দে, ছিন্দেয়্যুং; ইত্যাদি।

১২৩। √যা, প্রথ. এক. যায়েয়্য; √নহ (স্বা),
প্রথ. এক. ন্বায়েয়্য; নি + √বা, প্রথ. এক. নিব্বায়েয়্য
(লক্ষণীয়—পরিনিব্বয়ে); ইত্যাদি।

পাক্ষা (পরোক্ষা)

লিট্

১২৪। বিভক্তিগুলি যথা—

পরস্মৈ.

আত্মনে.

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অ	ভ	অ	ই
ম.	এ	ত্ব	ত্বী	ন্ত্বী
ভ.	অ	ন্ত্হ	ন্ত্হ	ন্ত্হে

পূর্বের বলা হইয়াছে পালিতে লিট্ লকারের
প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। এজন্য মূল পালি ব্যাকরণের
ন্যায় আমরাও প্রয়োগানুসারে * কয়েকটি মাত্র ধাতুর
রূপ প্রদর্শন করিব।

* মহারূপ সিদ্ধিকার বলিয়াছেন—লিট্ ও লঙের রূপ প্রয়োগানু-
সারে করিতে হইবে—“পরোক্ষস্বীয়ত্বনীতি পুন রূপানি স্বস্বত্ব পয়োগ-
মহুগম্ম পয়োজেন্ণানি”—ম. সি. ১১০ পৃ.।

১২৫। এই লকারের মোটামুটি নিয়ম সংস্কৃতেরই
 ন্যায়, যথা—জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর ন্যায় ধাতুর দ্বিত্ব ;
 পূর্ববর্ত্তী দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব ; পূর্ববর্ত্তী কবর্গ স্থানে যথাক্রমে
 চবর্গ, ও বর্গের দ্বিতীয় বর্গ স্থানে প্রথম, ও চতুর্থ বর্গ
 স্থানে তৃতীয়বর্গ, এবং হ স্থানে জ হয়। বাজ্জনাদি প্রত্যয়
পরে ধাতুর উত্তর ইকার আগম হয়।

১২৬। √মু

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অমূষ	অমূষু
ম.	অমূষে ঐ	অমূষিত্য
স্ত.	অমূষ	অমূষিন্হে

আত্মনে.

প্রথ.	অমূষিত্য	অমূষিরে
ম.	অমূষিত্যো	অমূষিন্হো
স্ত.	অমূষি	অমূষিন্হে

১২৭। √পচ

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	পপচ	পপচু

	एक.	बहु.
म.	पपचे	पपचित्य
उ.	पपच	पपचिन्ह

आश्चने.

प्रथ.	पपचित्य	पपचिरे
म.	पपचित्यो	पपचिन्हो
उ.	पपचि	पपचिन्हे

१२८ । √गम

अत्रेष्ट.

	एक.	बहु.
प्रथ.	जगम, जगाम *	जगमु
म.	जगमे	जगमित्य
उ.	जगम	जगमिन्ह

आश्चने.

प्रथ.	जगमित्य	जगमिरे
म.	जगमित्यो	जगमिन्हो
उ.	जगमि	जगमिन्हे

* कथन कथन उपास्य अकारेण वृत्ति इति । म. सि. १८४ पृ. ४६१ सू. ।

১২৯। ব্রু ধাতুর প্রথ. এক. আহ, এবং বহু. আহু,
ও আহঁসু পদ হয়। *

মবিস্সন্তী (মবিষন্তী) *future*
লট্

১৩০। বিভক্তিগুলি যথা—

পরস্মৈ.		আত্মনে.	
এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ. স্মতি	স্মন্তি	স্মতে	স্মন্তে
ম. স্মসি	স্মথ	স্মসে	স্মহে
৩. স্মামি	স্মাম	স্মাং	স্মাহে

১৩১। লট্ লকারে ধাতুর উত্তর প্রায়ই ইকার
আগম হয়।

১৩২। √মূ

পরস্মৈ.

এক.	বহু.
প্রথ. মবিস্সতি	মবিস্সন্তি
ম. মবিস্সসি	মবিস্সথ
৩. মবিস্সামি	মবিস্সাম

* উদেব্য—৪.১১৩২ ; ম. সি. ১৮৩ পৃ. ৪৪৫ হ্র. ; ২০০ পৃ. ৪৮৮ হ্র. ।

আত্মনে.

	এক.	বহু.
প্রথ.	ভবিষ্যতে	ভবিষ্যন্তে
ম.	ভবিষ্যসে	ভবিষ্যন্তে
উ.	ভবিষ্যং	ভবিষ্যন্তে

১৩৩। √মু স্থানে হু আদেশ হইলে নিম্নলিখিত
রূপগুলি * হইয়া থাকে—

(ক)

(খ)

	এক.	বহু.	এক	বহু.
প্রথ.	/হেতি	হেন্তি	হেস্মতি	হেস্মন্তি
ম.	হেসি	হেথ	হেস্মসি	হেস্মথ
উ.	হেমি	হেম	হেস্মামি †	হেস্মাম

(গ)

(ঘ)

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	হেহিতি	হেহিন্তি	হেহিস্মতি	হেহিস্মন্তি
ম.	হেহিসি	হেহিথ	হেহিস্মসি	হেহিস্মথ
উ.	হেহামি	হেহাম	হেহিস্মামি	হেহিস্মাম

(১৩৩৩)

P. 177

* হু এর উকার স্থানে বিকল্পে য়, যছ ও ঔছ আদেশ হয়, এবং
তাঁহা হইলে বিভক্তির স্ম অংশের বিকল্পে লোপ হয়।

† আত্মনেপদে হেস্ম হয়।

प्रथ. (६)	होहिति	होहन्ति	होहिस्सति	होहिस्सन्ति
म.	होहिसि	होहिय	होहिस्ससि	होहिस्सय
उ.	होहामि	होहाम	होहिस्सामि	होहिस्सामः

१७४ । √दिस (इश्)

दक्खिति	दक्खन्ति
दक्खिस्सति	दक्खिस्सन्ति †
दक्खति	दक्खन्ति ‡
पस्सिस्सति	पस्सिस्सन्ति

१७५ । √सक, सक्खिस्सति, सक्खिस्सन्ति ; आश्रमे.
सक्खिते, सक्खिन्ते ।

१७७ । √वच, वक्खति वक्खन्ति । §

१७९ । √मुच, मोक्खति मोक्खन्ति ।

* केह केह बलेन—उ. एक. हेव्यामि ओ होयामि एवम् बहु.
हेव्याम ओ होव्याम पदं द्वय—F. F. ; आवार प्र. एक. हेतिति ओ
होतिति पदं द्वय थाके—C. D.

† उः—४ §§२१, २२ ।

‡ एतादृशं श्रुते संस्कृतं रूपं ओ साधारणकालेन निगम्य चिन्तनीयं ;
‘च’=वक्ख, १.९२१ ; ‘क’=चिन् प्रथ. एक. दिक्खति पदं पृष्ठं द्वय ।

§ लक्षणीय—आश्रमे. उ. एक. पवक्खिस्स’ ; उः—दक्खिस्सति ।

१७८ ।	√भुज,	भोक्वति	भोक्वन्ति ।
१७९ ।	√वस,	वच्छति	वच्छन्ति । *
१८० ।	√रुद,	रुच्छति	रुच्छन्ति *
		रोदिस्सति	रोदिस्सन्ति । P. 179
१८१ ।	√लभ,	लच्छति	लच्छन्ति ; †
		लभिस्सति,	लभिस्सन्ति ।
१८२ ।	√गम,	गच्छिस्सति	गच्छिस्सन्ति ;
		गमिस्सति	गमिस्सन्ति ।
१८३ ।	√छिद,	छच्छति	छेच्छन्ति ;
		छिन्दिस्सति	छिन्दिस्सन्ति ।
१८४ ।	√रुध,	रुन्धिस्सति	रुन्धिस्सन्ति ।
१८५ ।	√जन,	जायिस्सति	जायिस्सन्ति ; ‡
		जनिस्सति	जनिस्सन्ति ।
१८६ ।	√जा (घ्रा),	जस्सति	जस्सन्ति ;
		जानिस्सति	जानिस्सन्ति । §

* एषाने ण १७ हेटे-आगम ठु नहि; ल=च्छ, १.९०६ ।

† सं. लप्पते, ल=च्छ, १.९४१ ।

‡ ४.९७१ ।

§ ४.९८२ ।

- ૧૪૧ । √જિ, જેસ્યતિ જેસ્યન્તિ ;
જિનિસ્યતિ જિનિસ્યન્તિ । *
- ૧૪૮ । √કૌ (કૌ), કેસ્યતિ કેસ્યન્તિ ;
કિણિસ્યતિ કિણિસ્યન્તિ । †
- ૧૪૯ । √સુ (ચુ) સોસ્યતિ સોસ્યન્તિ ; ‡
સુણિસ્યતિ સુણિસ્યન્તિ । §
- ૧૫૦ । √ગહ (ગહ), ગણ્હિસ્યતિ ગણ્હિસ્યન્તિ ; ¶
ગહ્હિસ્યતિ ગહ્હિસ્યન્તિ ;
ગહેસ્યતિ ગહેસ્યન્તિ । **
- ૧૫૧ । √દા, દસ્યતિ દસ્યન્તિ ;
દદિસ્યતિ દદિસ્યન્તિ ;
દજ્ઞિસ્યતિ દજ્ઞિસ્યન્તિ ††
- ૧૫૨ । √ઘા, ઘસ્યતિ (? ધસ્યતિ),
અપિ-પૂર્વક પિદહિસ્યતિ, પરિ-પૂર્વક √પરિદહેસ્યતિ । ‡‡

* ૪.૬૨૭ ।

† ૪.૬૧૮ ।

‡ આશ્વને. હ. ઇક. સુસ્ત' પત્ત દેવતાં વાગ્ન । + ૮૬૧૫૨

§ ૪.૬૧૨ । એક્રમ—પહ્નિસ્યતિ, (પ+√હિ) ; પાપુનિસ્યતિ, (પ+આપ) ; પળહિસ્યતિ, (પ+√હા) ; પરિદધસ્યતિ, (પરિ+√ધા) ;

હઃ—૪.૬૧૫૨ ।

¶ ૪.૬૧૩ ।

** અથાને હેકાર એકાર હહેગ્રાહ્ ; હહેવા—પરિદહેસ્યતિ, ૪.૬૧૫૨ ।

†† ૪.૬૧૭ ।

‡‡ મ. ગિ. ૨૦૭ પૃ. ૪૨૪ ચ. ।

১৫৩। √ই (গতি), ~~এ~~স্মিতি ~~এ~~স্মন্তি।

১৫৪। √জর (জ), জীর্স্মিতি জীর্স্মন্তি।

১৫৫। √মর, মর্স্মিতি মর্স্মন্তি।

১৫৬। √কর (ক)

(১) কর্স্মিতি কর্স্মন্তি

ইহা ভিন্ন ভিন্ননিখিত পদসমূহ দৃষ্ট হয়—

এক.	বহু.
প্রথ. (২) কাহতি	কাহন্তি
ম. কাহসি	কাহথ
উ. কাহামি	কাহাম

ইকার-আগম পক্ষে—^(৩)কাহতি, কাহন্তি।

১৫৭। √নহ (হা), নহায়িস্মিতি ; পরি+নি+
√বা, পরিনিব্বায়িস্মিতি ; কিন্তু আত্মনে. উ. এক. পরি-
নিব্বিস্মি* । †

* প্রথ. এক. হহিতি পদও দেখা যায়। আবার আত্মনে. উ. এক.
হসং (হসং হহেতে) পদও হয়।

† “হৃষ্মৈম মখিনো অামং”—এখানে হন ধাতুর উ. বহু. হৃষ্মৈম*
(হনিষ্মাম) পদ দেখা যায়।

কাল্পাতিপত্তি (কাল্পাতিপত্তি:)

লুঙ্

১৫৮। বিভক্তিগুলি যথা—

পরস্মৈপদ

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	স্মা	স্মাসু	স্মথ	স্মাসু
ম.	স্মে	স্মথ	স্মসে	স্মহে
ভ.	স্মাং	স্মান্হা	স্মাং	স্মান্হসে .

১৫৯। কখন কখন পরস্মৈপদে প্রথ. এক. স্মা ও ম. এক. স্মে স্থানে স্ম, * এবং ভ. বহু. স্মান্হা স্থানে স্মান্হ হয়।

১৬০। লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে অকার আগম হয়, কিন্তু কখন কখন ঐ অকারের লোপ হইয়া যায়।
অপর সমস্ত কার্য্য লুট্ লকারের ন্যায়।

কখন কখন অতীত কাল অর্থেও भविष्यन्ती প্রযুক্ত হয়, যথা—
‘সন্ধ্যাবিস্ম’, “অনেকজাতিসংসারং [সন্ধ্যাবিস্ম] অনিষিসং।” বৈশ্বাকর-
নিকগণ বলেন—

“অতীতেऽপি भविष्यन्ति” তদ্ধ্বালাবচনিচ্ছ্যৎ।

অনেকজাতিসংসারং সন্ধ্যাবিস্মন্তি-আদিম্ ॥”

অ :—৪. § ১৭৬, টীকা।

* তুলঃ—সংস্কৃত রূপ।

১৬১। √মু

পর্যন্তে.

এক.

বহু.

প্রথ.	অভবিস্সা, অভবিস্স	অভবিস্সংসু
ম.	অভবিস্সে, অভবিস্স	অভবিস্সথ
ত.	অভবিস্সং	অভবিস্সন্হা, অভবিস্সন্হ

অকারের লোপ হইলে ভবিস্স, ভবিস্সংসু ; ইত্যাদি ।

আত্মনে.

এক.

বহু.

প্রথ.	অভবিস্সথ	অভবিস্সিংসু
ম.	অভবিস্সে	অভবিস্সন্হে
ত.	অভবিস্সং	অভবিস্সান্হে

১৬২। √গম

এক.

বহু.

প্রথ.	অগচ্ছিষা, অগচ্ছিষ	অগচ্ছিষংসু
ম.	অগচ্ছিষে, অগচ্ছিষ	অগচ্ছিষথ
ত.	অগচ্ছিষং	অগচ্ছিষন্হা

অনাং খাডুরূপও এই প্রকার।

হীযসনী (হযসনী) -

লঙ্*

১৬৩। মূল বিভক্তিগুলি যথা—

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	আ	জ	ত্ব	ত্বু'
ম.	মী	ত্ব	মি	ম্ব'
ত.	অ	ম্বা	হু'	ম্বমি

১৬৪। লঙের পরস্মৈপদে কখন কখন প্রথ. এক. আ স্থানে অ, বহু. জ স্থানে ত ও ত' ; ম. এক. মী স্থানে অ ; এবং ত. এক. অ স্থানে অং হয়। অতএব পরস্মৈ-পদের বিভক্তিগুলিকে এইরূপে লিখিতে পারা যায়—

* অতীতকাল বুঝাইতে পালিতে অধিকাংশ স্থলেই বঙ্গমাণ অজ্ঞানী বা লঙ্ প্রযুক্ত হয়, লঙ্ লকারের প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। দাতার্বস নামক পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৬৯ শ্লোকের মধ্যে কেবল দুই স্থানে (৪৫ ও ৫৫ শ্লোকে) লঙের প্রয়োগ দেখিয়াছি, অতীত কাল বুঝাইতে লঙ্ প্রযুক্ত হইয়াছে।

	এক.	বহু.
প্রথ.	আ, অ	জ, ড, ড'
ম.	আ, অ	ত্ব
ত.	অ, ঐ	ন্থা

আত্মনেপদে কখন কখন প্রথ. এক. ত্ব স্থানে য
আদেশও হইয়া থাকে । *

১৬৫ । লঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বের অকার আগম
হয় । এই অকার পদ্যে ছন্দের অনুরোধে কখন কখন
লুপ্ত হইয়া থাকে । †

১৬৬ । √ মু

	পরস্মৈ.		আত্মনে.	
	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ	অভবা	অভবু	অভবত্য	অভবত্যু
ম.	অভবো	অভবত্য	অভবসে	অভবন্
ত.	অভব, অভব	অভবন্	অভবিন্	অভবন্

* বখা—“স্বা গম্বাসন্নমর্যং স্বামণিরমণোষ্য ;” দিম্বদেহো
অদ্ব্যয ;” এতেন্নগ স্বীয়য, অজায়য ।

† ভূগনীর সংকৃত প্রয়োগ—সুখীবায ন তব সর্ব্বং শ্রীশ্রদ্ধ রামো
ভদ্রমতঃ—রামায়ণ, বা. ১.৫৫ । অষ্টব্য—৪.§§১৬০, ১৭৮ ।

১৬৭। মূ ধাতু স্থানে ক হইলে—

পরস্মৈ.

আত্মনে.

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অকুবা	অকুবু, অকুবু	অকুবত্য	অকুবত্যু
ম.	অকুবো	অকুবত্য	অকুবসে	অকুবহ্
ত.	অকুবং	অকুবহ্মা	অকুবিসি	অকুবহ্মসে

১৬৮। √ পচ

পরস্মৈ.

আত্মনে.

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
প্রথ.	অপচা	অপচু	অপচত্য	অপচত্যু
ম.	অপচো	অপচত্য	অপচসে	অপচহ্
ত.	অপচং	অপচহ্মা	অপচিসি	অপচহ্মসে

১৬৯। √ গম

পরস্মৈ.

অগচ্ছা

অগচ্ছু

অগমা

অগমু

আত্মনে.

অগচ্ছত্য

অগচ্ছত্যু

অগমত্য

অগমত্যু

১৭০। √ দিস (দৃষ্), প্রথ. এক. অহসা, অথবা
অদিস্মা ; ত. এক. অহস, অহসং ; ইত্যাদি । *

* কখন কখন ত. এক. অহসামি গদ্যে লিখিত হয়—E. M.

১৭০। √ বচ

এক.

বহু.

প্রথ.	অবচা, অবচ	অবচু, অবচুঁ
ম.	অবচৌ, অবচ	অবচুত্য়
ত.	অবচঁ, অবচ	অবচন্হা *

১৭১। √ ব্রু, অব্রুবা, অব্রুবু।

১৭২। √ কর (ক্র)

এক.

বহু.

প্রথ.	অকরা, অকা	অকর
ম.	অকরৌ	অকরৌত্য়, অকত্য়
ত.	অকরঁ, অকঁ	অকরন্হা, অকন্হ

আত্মনে. প্রথ. এক. অকরত্য় ; ত. এক. অকরঁ, বহু.

অকরন্হসে।

১৭৩। √ দা

এক.

বহু.

প্রথ.	অদদা	অদদু
ম.	অদদৌ	অদদিত্য়
ত.	অদদঁ	অদদন্হা

* আত্মনেপদে প্রথ. এক. অবচত্য়, অবচৌত্য় এই উভয় পদই
হইয়া থাকে ; ৪.১১৬৪, টীকা ; ম. গি. ১২১ পৃ. ৪২০ নং।

বিকল্পে প্রথ. এক. অদা, বহু. অদুং ; ইত্যাদি ।
 আত্মনে. প্রথ. এক. অদদত্ব, ত. বহু. অদদত্বসে ।

অজ্ঞাতনী (অজ্ঞাতনী) *Amis*

লুঙ্

১৭৪ । মূল বিভক্তিগুলি যথা—

পরস্মৈ.		আত্মনে.	
প্রথ.	এক.	প্রথ.	এক.
ই	বহু.	আ	বহু.
ত'	ত'	ত'	ত'
ম.	ম.	ম.	ম.
অ	অ	অ	অ
ত.	ত.	ত.	ত.
ই	ই	ই	ই
নহা	নহা	নহা	নহা

১৭৫ । পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচনে ই
 স্থানে কখন কখন হ হয় ।

“সম্বত্তী ত' ইম্বু” (ক. বু. ২. ৪. ২২) এই সূত্রানু-
 সারে সর্বত্রই প্রথম পুরুষের বহুবচনে ত' স্থানে বিকল্পে
 ইম্বু আদেশ হয় ; কিন্তু পালি পুস্তকসমূহে ইম্বু ও ইম্বু
 এই উভয় রূপই দেখা যায় ।

মধ্যম পুরুষের একবচনে অী স্থানে কখন কখন হ,
 এবং উত্তম পুরুষের বহুবচনে নহা স্থানে কখন কখন
 নহ হয় ।

১৭৬। অতএব পরস্মৈপদের বিভক্তিগুলি বস্তুত
এইরূপ দাঁড়ায়—

	এক.	বহু.
প্রথ.	ই, হ্	ওঁ, ইন্ম, হ্ম্*
ম.	আ, হ্	ত্ব
ভ.	ইং	ম্হা, ম্হ

১৭৭। আত্মনেপদে প্রথম পুরুষের একবচনে
কখন কখন আ স্থানে হ্ ত্ব, এবং উত্তম পুরুষের একবচনে
অ স্থানে কখন কখন অং হয়। অতএব আত্মনেপদের
বিভক্তিগুলি এইরূপ—

	এক.	বহু.
প্রথ.	আ, হ্ ত্ব	জ
ম.	মি	ম্হ
ভ.	অ, অং	ম্হে

* প্রথ. এক. অ, এবং বহু. ভ ও অন্ম বিভক্তিও দেখা যায়; জঃব্য
বস্তু ধাতুর রূপ ৪.১১২৪; হা ধাতুর রূপ ৪.১১২৮; তা ধাতুর রূপ,
৪.১২০০; ক্র ধাতুর রূপ, ৪.১২০৮।

† পদ্যে কখন কখন লুঙ্ লকারে উত্তম পুরুষের একবচনে হ্
স্থানে হ্ম্ব ও হ্ম্ দেখা যায়; যথা—মচ্ছিন্নং, বহ্নিস্তং, মম্ববিস্মিতং,
অম্বাবিস্মিতং ইত্যাদি। জঃ—৪.১১৫৭, টীকা।

১৭৮। ব্যঞ্জনাদি বিভক্তি পরে থাকিলে লুঙ্ লকারে
ধাতুর উত্তর প্রায় ইকার আগম হয়।

১৭৮। লুঙ্ লকারে ধাতুর পূর্বে, বিকল্পে অকার
আগম হয়। *

১৭৯। পরস্মৈপদে কখন কখন স্বরান্ত ধাতুর পর
নিম্নলিখিত বিভক্তি যোগ করিলেই সাধারণত লুঙের
পদ পাওয়া যায়,—†

	এক.	বহু.
প্রথ.	সি	সুং
ম.	সি	সিত্য
ত.	সিং	সিন্ধা, সিন্ধ

ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তরও সময়ে সময়ে এই সকল
বিভক্তি প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

১৮০। √ মু

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	অমবী, অমবি	অমবুং, অমবিস্ত
ম.	অমবো, অমবি	অমবিত্য
ত.	অমবিং	অমবিন্ধা, অমবিন্ধ

* ভ্রঃ—৪.১১১৬০, ১৬৫।

† অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিভক্তির পূর্বে ই আগম হয়; ব্যঞ্জনাদি

আত্মনে.

এক.	বহু.
প্রথ. অমবা, অমবিত্য	অমবু
ম. অমবিসে	অমবিন্ধে
ত. অমব, অমবং	অমবিন্ধে

অকার আগম না হইলে প্রথ. এক. ভবী, ভবি, বহু. ভবং, ভবিস্তু ; ইত্যাদি । সর্বত্র এইরূপ বৃদ্ধিতে হইবে ।

১৮১ । ভূ স্থানে হ্র আদেশ হইলে এই প্রকার রূপ হয়—

এক.	বহু.
প্রথ. <u>অহোসি</u> , অহু *	অহিসুং, অহবু*
ম. অহোসি	অহোসিত্য
ত. অহোসিং, অহুং	অহোসিন্ধ, অহুহ্

১৮২ । √ পচ

এক.	বহু.
প্রথ. অপচী, অপচি	অপচুং, অপচিস্তু
ম. অপচো, অপচি	অপচিত্য <i>See 181</i>
ত. অপচিং	অপচিন্ধা, অপচিন্ধ

বিভক্তিতে এই স্ব হেকারের পূর্বে আগম হইয়া থাকে । ম. সি. ১৯৬ পৃ. ৪৭৪ নং ।

* অহু গদ্যে হয় ; অহু + এব = অহুদেব, ২. § ১৯১ ।

১৮৩। √ গম

(ক)

এক.	বহু.
প্রথ. <u>অগচ্ছ</u>	অগচ্ছুং, অগচ্ছিসু
ম. অগচ্ছো, অগচ্ছ	অগচ্ছিত্য
স. অগচ্ছিঁ	অগচ্ছিন্ধা, অগচ্ছিন্ধ

(খ)

এক.	বহু.
প্রথ. অগমী, <u>অগমি</u> অগমাসি	অগমুং, অগমিসু অগমিসুং *
ম. অগমো, অগমি	অগমিত্য, অগমুত্য়
স. অগমিঁ	অগমিন্ধা, অগমিন্ধ অগমুন্ধ

(গ)

এক.	বহু.
প্রথ. <u>অগচ্ছি</u>	অগচ্ছিং, অগচ্ছিসু
ম. অগচ্ছো, † অগচ্ছি	অগচ্ছিত্য
স. অগচ্ছিঁ	অগচ্ছিন্ধা, অগচ্ছিন্ধ

* অগমিসু পদও কচিৎ দৃষ্ট হয়।

† মধাক্রপসিক্রিতে অগচ্ছা লিখিত আছে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ না পাওয়ার উচিত বোধে অগচ্ছো পদই লিখিত হইল। Frank Furterও ইহাই দিরাছেন।

(ঘ)

লুঙ্ লকারে গম ধাতু স্থানে বিকল্পে গা আদেশ
হয়, * এবং তখন তাহার রূপ এই প্রকার—

পরস্মৈ.

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>অগা</u>	অগং
ম.	অগা	অগত্য

আত্মনে.

ভ.	অগং	অগুন্টে †
----	-----	-----------

১৮৪। √ লম্, ইহার পরবর্তী প্রথম ও উত্তম ...
পুরুষের একবচনের বিভক্তিস্থানে বিকল্পে যথাক্রমে
ত্ব ও ত্বং হয়। যথা—

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>অলত্ব</u> , অলমি	অলমিস্ত, অলমিস্ত'
ম.	অলমি ঃ	অলমিত্ব
ভ.	<u>অলত্বং</u> , অলমি	অলমিন্হা

* তুলঃ—সংস্কৃত √ হৃণ্, অগাত্ ইত্যাদি।

† Frank Furter ভ. বহু. অগুন্হ পদ দিয়াছেন, ইহা পরস্মৈ-
পদের।

‡ অলত্ব পদও হয়, E. M., F. F. ; কিন্তু কাণ্ডায়নবৃত্তিও
মহাক্রপসিদ্ধিতে তাহার কোন সূচনা পাওয়া যায় না।

১৮৫। √ দিস (দৃশ্)

এক.

বহু.

প্রথ. অপস্সী, অপস্সি অপস্সিসু

ম. অপস্সি, ३।।।।। অপস্সিত্য

ত. অপস্সি অপস্সিন্হ

এইরূপ প্রথ. এক. অহকি বহু. অহকিসু, অহকিসু

,, ,, অহক্বাসি ,, অহক্বাসু

,, ,, অহসাসি ,, অহসাসু, অহসু *

১৮৬। √ সক (শক্), অসকি অসকিসু

১৮৭। √ কুস (কৃশ্), অক্বোসি অক্বোসিসু

অক্বোচ্ছি অক্বোচ্ছিসু। †

* আবার অহসু পদও দেখা যায়, ম. সি. ১৫০/১১১

† এ সম্বন্ধে কচ্ছায়ন লিখিত সূত্রটি এই—“কুসস্মাদী চ্ছি”

হ. ৪. ১৩। কিন্তু মহারূপসিদ্ধিতে (১৯২পৃ. ৪৬৫ স্.) কুস (কৃশ্) স্থানে কুঘ (কৃঘ্) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে ভ্রম, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কেন না, কুস ধাতুর রূপত্রয়কে ঐ সূত্র সেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ধন্যপদের “অক্বোচ্ছি মং” এই প্রসিদ্ধ উদাহরণটি লিখিত হইয়াছে, এবং বিকল্পে অক্বোসি পদও প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রীযুক্ত সত্যশঙ্কর বিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্ছায়ন ব্যাকরণেও মহারূপ-সিদ্ধির আশ্রয় লাভ পাঠ দ্রুত হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ঠিক পাঠই আছে। সম্ভবত এই ভ্রম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহার একমাত্র কারণ এই যে, কুস অপেক্ষা কুঘ হইতে অক্বোচ্ছি পদ হইলে সাধন অসঙ্গত হয়। √ কুঘ হইতে ক্বান্টি পদ পাওয়া যায়।

১৮৮। √ গহ (গ্রহ), { অগহি অগহিসু;
 অগাহি অগাহিসু;
 অগহেসি অগহেসুং।

১৮৯। √ কথ, অকথি অকথিসু।

১৯০। √ ছিদ, অচ্ছিন্দি অচ্ছিন্দিসু। ‡

১৯১। নি + √ সদ, নিসীদি নিসীদিংসু, নিসীদিংসু।

১৯২। √ ভাস (ভাষ), অভাসি অভাসিসুং।

১৯৩। অস (অদাদি) †

এক.

বহু.

প্রথ. আসি আসুং, আসিসু ‡

ম. আসি আসিত্য

ভ. আসি আসিন্দ্হা

১৯৪। √ বচ

এক.

বহু.

প্রথ. অবোচি § অবোচুং, অবোচু ॥

~~Mark 3. 12. Let him go. 280~~

* আবার ছিচ্চি প্রভৃতিও হয়।

† চতুর্নকার ভিন্ন অত্র বিকল্পে ভূ খাতুর রূপ হয়।

‡ মহাক্রপসিদ্ধিতে (১৯৯ পৃ. ৪৮৬ পৃ.) আসু আছে, তুলঃ—

বচ খাতুর বহুবচনের রূপ, ৪. § ১৯৪।

§ তুলঃ—সংস্কৃত অবোচত্। উত্তম পুরুষের একবচনে সংস্কৃতের
 জায় অবোচং পদও দেখা যায়—F. F.

¶ ৪. § ১৭৬, ১ম টীকা।


	এক.	বহু.
ম.	অবোধো	অবোধুত্থ
স.	অবোধিঁ	অবোধুন্হা

আত্মনেপদে অবচিত্ত ইত্যাদি ।

- ১৯৫ । √ হ্র, অহ্রবী, অহ্রবি অহ্রবুঁ ।
 ১৯৬ । √ হন, অহধি অহধিসু ;
 অহনি অহনিসু ।
 ১৯৭ । √ হা, অজহাসি অজহিসু, অজহাসুঁ ;
 অজহি অজহুঁ, অজহিসু ।
 ১৯৮ । √ দা, অদদি অদদুঁ, অদদিসু ;
 অদন্নি অদন্নিসু ;
 অদাসি অদাসুঁ । *

১৯৯ । √ ধা, অধাসি † ইত্যাদি ; উপসর্গ-পূর্বক হইলে, যথা অপি উপসর্গ-পূর্বক পিহহি, ইত্যাদি ।

২০০ । √ ঠা, অঠাসি, অঠসু ; * উপসর্গপূর্বক, সং-পূর্বক সগঠহি, সগঠহিসু ; ইত্যাদি ।

২০১ । √ পা, অপিবি, অপাসি । — 

২০২ । √ জা (জা), অজানি অজানিসু ;
 অজাসি অজাসুঁ ।

* ৪.১১৭৬, ১ম টীকা ।

† মহাভাগসিদ্ধিতে অদাসি আছে, সম্ভবত ইহা মুদ্রণদোষ ।

२०७। √ जि, अजिनि अजिनिंसु ;
अजेसि अजेसुं ।

२०८। √ हि, अहिणि, अहिणिंसु ; प (प्र) श्रृंखल,
पाहेसि, पाहेसुं ।

२०९। प + √ आप (प्राप्), पापुणि, पापुणिंसु ।

२०६। √ नी, अनयि अनयिंसु ।

२०७। √ हु, अजुहि अजुहिंसु ; #
अजुहोसि अजुहोसुं ।

२०८। √ कर (क)

(क)

	एक.	बहु.
प्रथ.	अकरि	अकरिंसु, अकंसु † अकर्त्तुं
म.	अकारि	अकारित्य
उ.	अकरिं	अकरिम्ह,

(ख)

प्रथ.	अकासि	अकासुं
म.	अका	अकासित्य
उ.	अकासिं	अकासिम्ह

आत्मनेपदे अकासित्य इत्यादि ।

* जः—४.९२०९ ।

† ४.९२१०, अथय टोका ।

২০৯। চুরাদি ও গিজন্ত খাতুর লুঙে রূপ করিতে হইলে অয স্থানে য করিয়া (১.১৫৭) লুঙের প্রদর্শিত দ্বিতীয় প্রকার (৪.১৭৯) বিভক্তি যোগ করিতে হয়।

২১০। √ চুর

	এক.	বহু.
প্রথ.	অচোরিসি	অচোরিসু'
ম.	অচোরিসি	অচোরিসিত্ব
ভ.	অচোরিসি	অচোরিসিহু, ...

২১১। √ মন্ত (মন্ত), অমন্তেসি অমন্তেসু'।

২১২। ভপ + √ নম (গিজন্ত), ভপনামেসি, ভপনামেসু'।

গিজন্ত

(কারিত)

২১৩। প্রেরণা বা প্রবর্তনা বুঝাইলে খাতুর উত্তর সংস্কৃতে গিচ্ প্রত্যয় হয়, পালিতে তাহার স্থানে অয ও আপ্য প্রত্যয় * হইয়া থাকে, এবং এই প্রত্যয় হইলে

* পালিব্যাকরণমতে এই প্রত্যয় দুইটি অয ও আপ্য। পদবর্তী (৪.১২১৫) রূপসাধনের জন্য বৈয়াকরণিকগণ অি ও আপ্যে নামে আরও দুইটি প্রত্যয় বিধান করেন। ক. বৃ. ৩.২.৭।

যথাসম্ভব ধাতুর গুণ ও বৃদ্ধি হয়। অগাণ্ড কার্য্য
সংস্কৃতির গায়।

২১৪। √ কর (ক)

(ক)

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>কারয়তি</u>	কারয়ন্তি
ম.	কারয়সি	কারয়থ
ত.	কারয়ামি	কারয়াম

(খ)

প্রথ.	<u>কারাপয়তি</u>	কারাপয়ন্তি
ম.	কারাপয়সি	কারাপয়থ
ত.	কারাপয়ামি	কারাপয়াম

২১৫। পূর্বের উক্ত হইয়াছে পদান্তর্গত অয় স্থানে
সময়ে সময়ে এ হয় (১ §৫৬), তদনুসারে প্রত্যেক ধাতুরই
গিজন্তে আর দুই প্রকার রূপ হইবে। যথা কর ধাতুর—

(গ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>কারিতি</u>	কারিন্তি
ম.	কারিসি	কারিথ
ত.	কারিমি	কারিম

(ঘ)

	এক.	বহু.
প্রথ.	<u>কারাপেতি</u>	কারাপেন্তি
ম.	কারাপেসি	কারাপেথ
চ.	কারাপেমি	কারাপেম

অন্যান্য লকারেও যথাসম্ভব এই প্রকার রূপ হইবে।

২১৬। √ পচ, পাচয়তি, পাচেতি ; পাচাপয়তি, পাচাপেতি ।

২১৭। √ গৃহ, * গৃহয়তি, গৃহয়ন্তি ।

২১৮। √ দুস (দুষ), দূষয়তি, দূষয়ন্তি ।

২১৯। √ হন, ঘাতয়তি, ঘাতেতি ; ঘাতাপয়তি, ঘাতাপেতি ; বধেতি, বধাপেতি ।

২২০। √ গম, গময়তি ; গাময়তি, গামেতি ; গম্ভাপয়তি, গম্ভাপেতি ।

২২১। √ সম (শম), সময়তি, সমেতি ।

২২২। √ জন, জনয়তি, জনেতি ।

২২৩। নি + √ যম, নিয়াময়তি, নিয়ামেতি ।

২২৪। √ ঘট, ঘটয়তি ; ঘটাপয়তি, ঘটাপেতি ।

২২৫। √ বুধ, বোধয়তি, বোধেতি ; বুজ্জাপয়তি, বুজ্জাপেতি ।

* গৃহ ও দুস ধাতুর উকার স্থানে উকার হয়।

৪.১২৩৫

আখ্যাতকল্প, মনস্ত

২২৯

* ২২৬। √ গহ (গহ), ^{Mark as gah} গাহয়তি, গাহেতি; গাহাপয়তি,
গাহাপেতি; গণ্ধ্যাপয়তি, গণ্ধ্যাপেতি। *cf. Asoreo edicts*

২২৭। √ হা, জহাপয়তি, জহাপেতি; হাপয়তি,
হাপেতি।

২২৮। √ দা, দাপয়তি, দাপেতি।

২২৯। অপি + √ ধা, পিধাপয়তি, পিধাপেতি;
পিদহাপয়তি, পিদহাপেতি।

২৩০। √ হু, জুহাপয়তি, জুহাপেতি, জুহাবেতি। *

২৩১। √ শু (শ্রু), শ্রাবয়তি, শ্রাবেতি।

২৩২। √ জি, জয়াপয়তি, জয়াপেতি।

২৩৩। √ চুর, চোরাপয়তি, চোরাপেতি।

২৩৪। √ চিন্ত, চিন্তাপয়তি, চিন্তাপেতি

মনস্ত

২৩৫। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে সংস্কৃতে ধাতুর
উভয় মন প্রত্যয় হয়, ও সাধারণত জুহোত্যাদিগণীয়
ধাতুর ণ্ময় কার্য্য হয়। সা ধা র ণ ক ল্পে যে সকল
নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে পালিতে
মনস্ত পদ নির্ণয় করা কঠিন নহে।

২৩৬।

	সংস্কৃত	পালি
✓	ভুজ, বুভুক্ষতি	বুভুক্ষতি
✓	ঘস্ (অদ), জিঘক্সতি	জিঘচ্ছতি
✓	শ্বু, শ্বশ্বুষতি (তে)	শ্বশ্বুসতি
✓	পা, পিপাসতি	পিবাসতি *
✓	জি, জিগীষতি	জিগিস্তি †
✓	হ্র, জিহীর্ষতি	জিগিস্তি

২৩৭। ✓তিজ্, ✓গুপ্, ✓কিত্, ও ✓মান্ ধাতুর
উত্তর স্বার্থে সন্ প্রত্যয় হয়।

	সংস্কৃত	পালি
✓	তিজ্ তিতিক্সতি (তে)	তিতিক্কতি
✓	গুপ্ জুগুপ্সতি (তে)	জিগুচ্ছতি
✓	কিত্ চিকিৎসতি	চিকিচ্ছতি
		ততিকিচ্ছতি
✓	মান্, মোমাংসতি	বীমংসতি

২৩৮। সনন্ত ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করিলে
এইরূপ পদ হয় —

✓ তিজ্, তিতিক্কয়তি ; তিতিক্খাপয়তি।

* ১.১২০, ৭।

† জি ও হ্র বা হ্র ধাতু স্থানে পালিতে শি আদেশ হয়।

৪.১২৪• আখ্যাতকল্প, যঙন্ত-যঙ্‌লুগন্ত ২৩১

✓ কিত্, তিকিচ্ছয়তি, তিকিচ্ছতি ; তিকি-
চ্ছাপয়তি, তিকিচ্ছাপেতি ।

✓ ভুজ্, বুমুক্তয়তি ; বুমুক্তাপয়তি ।

যঙন্ত ও যঙ্‌লুগন্ত

২৩৯। ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ও আতিশয়া অর্থ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর সংস্কৃতে যঙ্ ও যঙ্‌ লুক্ হয়। পালিব্যাকরণে এ সম্বন্ধে বিশেষ* সূত্র দেখা না গেলেও তৎসদৃশ কয়েকটি প্রয়োগ দেখা যায়;† নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা দ্বারা ঐ সকল পদের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

২৪০।

	পালি	সংস্কৃত
✓ দল, ধ্	দাদল্লতি	জাজ্বল্যতি (তি)
✓ কুম্ (ক্লম), চক্কমতি		চক্কমীতি.
✓ গম,	জঙ্গমতি	জঙ্গমীতি

* “কচ্ছাদিঘস্মানমেকস্মরাণং ইভাবো ;” “নিগ্গাহীতশ্চ ;”—

ক. ব. ২. ২. ১, ৬।

† কিন্তু সংস্কৃতে ন্যায় ইহার পৌনঃপুন্য ও আতিশয় অর্থ প্রকাশ করে কি না, তাহা সেখানে উক্ত হয় নাই।

‡ পালির √দল ধাতু সংস্কৃত √জ্বল ধাতুর রূপান্তর; জ=দ,

১.১৮২, খ; তুলঃ—১.১২২।

✓ চল,	চঞ্চলতি	চঞ্চলীতি
✓ লপ,	লালপ্যতি	লালপ্যতি (তি)
	লালপতি	লালপীতি *

নামধাতু

২৪১। নামধাতু-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সমস্তই
সংস্কৃতের ন্যায়।

২৪২। আচরণ অর্থে কর্তৃবাচ্যে উপমান পদের
উত্তর আয় প্রত্যয় হয়। যথা—পম্বত, পম্বতায়তি ; সমুহ,
সমুহায়তি ; চিচ্চিট, চিচ্চিটায়তি ; ধুম, ধুমায়তি,
ইত্যাদি।

২৪৩। আচরণ অর্থে কর্মবাচক উপমান পদের
উত্তর ইয় প্রত্যয় হয়। যথা—ছন্ন, ছন্নীয়তি ; পুন্,
পুন্নিয়তি, ইত্যাদি।†

২৪৪। নিজের ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর ইয়
প্রত্যয় হয়। যথা—অন্নানো পন্নমিচ্ছতি (আন্ননঃ
পান্নমিচ্ছতি) পুন্নিয়তি ; এইরূপ বত্ (বল্ল), বল্লীয়তি ;

* দ্রষ্টব্য—✓কথ, কাকচ্ছতি ; লক্ষণীয়—সাকচ্ছতি।

† ইহার গিজন্ত করিলে পম্বতায়তি, পুন্নিয়তি, ইত্যাদি পদ হয়।

পরিক্কার (পরিক্কার), পরিক্কারোয়তি ; চীবর, চীবরো-
য়তি ; পট, পটীয়তি ; পুত্ (পুত্), পুত্ীয়তি ; ইত্যাদি ।

২৪৫। করণ প্রভৃতি অর্থে, অর্থাৎ ‘তাশা করে,’
বা ‘তাশা দ্বারা করে’ ইত্যাদি অর্থে ধাতুর উত্তর
সংস্কৃতেৱ গ্যায় অয় (বা গিচ্) প্রত্যয় হয়, এবং যথাসম্ভব
গিজন্ত প্রকরণের কার্য্য হয় । যথা—দক্ষ্ণং (দৃষ্টং) কৰোতি
দক্ষ্ণয়তি ; এইরূপ পমাণ (প্রমাণ), পমাণয়তি ;
চিহ্ন, চিহ্নয়তি ; হস্তিনা অতিক্রমতি (হস্তিনা অতি-
ক্রামতি) অতিহস্তয়তি ; বোণায় (বীণয়া) উপগায়তি
উপবীণয়তি , কুশলং পুচ্ছতি (কুশলং পৃচ্ছতি) কুশলয়তি :
আবার বিমুছা হোতি (বিমুছা ভবতি) বিমুছয়তি ।
এইরূপ যথাসম্ভব বহি (বহিঃ), বাহেতি ; বৈর (বৈর),
বৈরয়তি, যেন (স্তেন), যেনেতি * ইত্যাদি । †

* ১.১.৫৭।

† জড়ব্য—পর্য্যোসান, পর্য্যোসানতি ; সারজ্জ, সারজ্জতি ।
আবার কখন কখন আর ও আল প্রত্যয়ও হয়, যথা—সত্তরায়তি
(সত্তরং কৰোতি), উপক্রমায়তি (উপক্রমং কৰোতি) ; ক. বু. ২.২.৮।

কৰ্ম ও ভাব বাচ্য

২৪৬। সংস্কৃতির ন্যায় পালিতেও ধাতুর উত্তর
কৰ্ম, ভাব, ও কৰ্মকর্তৃ বাচ্যে য প্রত্যয় হয়। *

২৪৭। যকার বর্ণান্তরের সহিত যুক্ত হইলে কिरূপ
পরিবর্তন হয়, তাহা সাধারণক ল্পে উক্ত হইয়াছে;
তদনুসারে কৰ্মাদি বাচ্যের পদনির্ণয় সহজ।

২৪৮। কৰ্ম ও ভাব বাচ্যে পালিতে আত্মনেপদ
ও পরস্মৈপদ উভয়ই প্রযুক্ত হয়। যথা—

पच्यते	पचति	पचति
बुध्यते	बुध्यन्ते	बुध्यन्ति
उच्यते	उच्यते	उच्यति
	वृच्यते	वृच्यति

২৪৯। য প্রত্যয় হইলে সমস্ত ধাতুরই উত্তর
বিকল্পে ইবর্ণ (অর্থাৎ ইকার বা ঞ্কার) আগম হয়
যথা—

✓ तृप्त (तृप्),	तृप्सते,	तृप्सियति
✓ पुच्छ (पुच्छ्),	पुच्छते,	पुच्छियति

* কখন কখন কৰ্তৃবাচ্যেও য প্রত্যয় দেখা যায়, যথা—“ভূমিতো
...‘हयो...पोराणं पकतिं हित्वा तस्मैव अनुविधीयति’; এইরূপ
‘सिक्छापदं समादियामि;’ “ततो च उत्तरिं सादियेय।”

✓ दंस (दन्श्),	दसियति
✓ भञ्ज,	भञ्जियति
✓ सुप (स्वप्),	सुपियते
✓ नन्द,	नन्दियते
✓ मङ्ग,	मङ्गीयति
✓ मथ,	मथीयति

२५० । निम्नलिखित रूपानुलि लक्षणे—

✓ इ, ईयते ; ✓ ह, हयते ; ✓ लु, लूयते ; ✓ सु, सूयते ।

✓ भू, भूयते ; ✓ लू, लूयते ; ✓ पू, पूयते ।

✓ जन, जायते, जञ्जते ; ✓ तन, तायते, तञ्जते ।

✓ वह, उव्हते, वुव्हति ; ✓ यज, इज्जते ; ✓ वच, उच्चते, वुच्चते ।

✓ इस (इष्), इस्सते, इस्सति, एसीयति, इच्छीयति ;

✓ दिस (दृश्), दिस्सति, पस्सीयति, दक्खीयति ; ✓ यम,

यमीयति, यच्छीयति ; ✓ गम, गच्छीयति, गच्छीयते ;

✓ वद, वज्जीयति, वदीयति ; नि + ✓ सद, निसज्जते ।

✓ दा, दीयते ; ✓ पा, पीयते ; ✓ ठा (स्था), ठीयते ;

✓ मा, मीयते ; ✓ हा, हीयते ; ✓ धा, धीयते ।

✓ कर (क), करीयति, करिष्यति, करिष्यते, कथिरति,

कथ्यति ; ✓ जर (ज), जीरीयति, जीयति ।

✓ চুর, চোরিয়তি ; ✓ চিন্ত, চিন্টিয়তি ; ✓ মূ+
শিচ্, মাণীয়তি ।

২৫১। অন্যান্য লকারে যথাসম্ভব বিভক্তি যোগ
করিলেই রূপ পাওয়া যাইবে। বাহুল্যভয়ে কেবল
পঞ্চ ধাতুর সমস্ত লকারের সংক্ষিপ্ত রূপ উদাহরণস্বরূপে
প্রদর্শিত হইতেছে ।

✓ পচ

প্রথম পুরুষ

পরস্মৈপদ		আত্মনেপদ	
এক.	বহু.	এক.	বহু.
লট্	পচতি	পচন্তি	পচন্তে
বিধিলিঙ্	পচে	পচেথ	পচেরং
	পচেথ		
লোট্	পচতু	পচন্তু	পচন্তং
লঙ্	অপচা	অপচু	অপচন্তু,
		অপচথ	
লিট্	পপচ	পপচু	পপচিথ
লট্	পচিস্সতি	পচিস্সন্তি	পচিস্সন্তে
লঙ্	অপচিস্সা	অপচিস্সন্তু	অপচিস্সন্তু
	অপচিস্স		

৪.১২৫৩ আখ্যাতকল্প, কৰ্ম ও ভাব বাচ্য ২৩৭

লুঙ্ অপস্বি অপস্বিস্ব অপস্বিত্য অপস্বু
পস্বি পস্বিস্ব পস্বিত্য পস্বু

২৫২। আক্লিধাতুকে কথন কথন য প্রত্যয়ের লোপ
হয় ; যথা—√পচ, ল্ট্, পস্বিস্বতে, পস্বিস্বতে ।

২৫৩। √মূ+গিচ্

অর্থমপূরক

পরস্মৈপদ

আত্মনেপদ

	এক.	বহু.	এক.	বহু.
লট্	भावीयति	भावीयन्ति	भावीयते	भावीयन्ते
विधि.	भावीयेय	भावीयेयुं	भावीयेथ	भावीयेरं
लोट्	भावीयतु	भावीयन्तु	भावीयतं	भावीयन्तं
लङ्	अभावीया	अभावीयु	अभावीयथ	अभावीयथुं,
लृट्	भावीयिस्सति	भावीयिस्सन्ति	भावीयिस्सते	भावीयिस्सन्ते

লুঙ্	अभावीयिस्सा	अभावीयिस्संसु
		अभावीयिस्सथ अभावीयिस्संसु
লুঙ্	अभावीयि	अभावीयिंसु
		अभावीयित्थ अभावीयू

সঙ্কীর্ণকল্প

অব্যয়

উপসর্গ

১। সংস্কৃতের ন্যায় পালিতেও উপসর্গ কুড়িটি।
ধাতুপ্রভৃতির সহিত সংযোগে উপসর্গসমূহের যাদৃশ
পরিবর্তন হয়, তাহা সাধারণ কল্প আলোচনা করিলেই
সম্পর্ক জানা যাইবে। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি
মাত্র পদ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

প (প্র), প্রবলঃ = প্রবলো ; অপ্রদুষ্টঃ = অপ্রদুষ্টো । *

পরা, পরাজিতঃ = পরাজিতো ; পরাক্রমঃ = পরাক্রমো । †

অপ, অপমানঃ = অপমানো ; অপেতঃ = অপেতো ।

সং, সমাসঃ = সমাসো ; সম্বিঃ = সম্বি ।

অব, অবস্থা = অবস্থা ; অবশেষঃ = অবশেষো ;

অবতরণং = অবতরণং ; অববাদঃ = অববাদো । ‡

ব্যবহরতি = ব্যবহরতি, ব্যবচ্ছদতি = ব্যবচ্ছজ্জতি ।

অধি-উপসর্গের সহিত অধ্যবকাশঃ = অক্ষমোকাশো ;

অধ্যবগাঢ়ঃ = অক্ষমোগাঢ়ো ।

অনু, অনুমতঃ = অনুমতো ; অনুপঘাতঃ = অনুপঘাতো ;

অন্বেতি = অন্বেতি ।

* ১.১১৫, ১৬ ।

† ১.১১১ ।

‡ ১.১৫৭ ।

ની (નિર્), નિર્ગતઃ=નિર્ગતો ; નિર્ઘ્નરઃ=નિર્ઘ્નરો ;

નિર્હરણં=નીહરણં ; નિર્હારઃ=નીહારો ।*

દુ (દુર્), દુર્ગમં=દુર્ગમં ; દુર્હારઃ=દૂહારઃ ।†

અભિ, અભ્યાગમનં=અભ્યાગમનં ; અભ્યન્તરં=અભ-
ન્તરં ; ‡ અભીરિતં=અભીરિતં ।

વિ, વિવર્ત્તઃ=વિવર્ત્તો ; વિચિન્નં=વિચિન્નં ; વ્યતિ-
હારઃ=વૌતિહારો ; વ્યતિક્રમઃ=વૌતિક્રમો ;
વ્યતિપતતિ=વૌતિપતતિ ।§ અવ ઉપમર્ગ
પરે થાકિલે વ્યવહારઃ=વૌહારો ।¶

અધિ, અધિશૌલઃ=અધિશૌલો ; અધ્યાયઃ=
અઞ્જાયો ; અધ્યુષમુક્તઃ=અઞ્જિષમુક્તો ॥

સુ, સુહિતઃ=સુહિતો ; સુજાતઃ=સુજાતો ।

ઉ(ઉત્), ઉગાચ્છતિ=ઉગાચ્છતિ ; ઉત્પન્નઃ=ઉત્પન્નો ।**

અતિ, અતીતઃ=અતીતો ; અત્યન્તં=અચ્ચન્તં ।††

* ૧.૬૬૧૨, ૧૪ ।

† ૧૧ ગ્ર. (*) ટીકા જરૂર ।

‡ ૧.૬૨૭ ।

§ ૧.૬૬૭૦-૭૧ ।

¶ ૧.૬૬૯૧ ।

॥ ૧.૬૨૦ ।

** ૧.૬૬૭૦-૭૧ ; § ૨૦ ટીકા ; § ૭૭, (†) ટીકા ।

†† ૧.૬૨૪ ।

পতি (পতি), পতিরূপং = পতিরূপং ; অপতিপত্তিঃ = অপতি-
পত্তি ; প্রত্যেকং = প্রত্যেকং ; প্রতিভানং পটিভানং ;
প্রতিবহঃ = পটিবহো । *

পরি, পরিবৃত্তঃ = পরিবৃত্তো ; পর্যাধানং = পরিয়াধানং ;
পর্যুপাসতি (স্বে) = পরিক্রিয়াসতি । †

অপি, অপিধানং ।

উপ, উপসর্গঃ = উপসঙ্গো, উপেক্ষা = উপেক্ষা ।

আ (আহ), আवासঃ = আवासো ; আক্রোশঃ = অক্রোসো ;
আজ্ঞাতঃ = অজ্ঞাতো । ‡

“ধাত্ব্য’ বাধতে কোচি কোচি তমমুত্ততে ।
তমেবহে বিশেষেন্তি উপসঙ্গগতী তিধা ॥”

সর্বনামধটিত অব্যয়

২। নিম্নলিখিত পদগুলি তত্তৎ সর্বনাম হইতে
সপ্তমার্থে নিম্পন্ন হইয়া থাকে—

কিং, কুছিং, কুচ্ছিন্, কুহং, কহং, কা, কুত, কুত্থ,
কত্থ, কিচ্ছিচ্চি ।

* ১.১১১৫, ১৬, ২৪, ৮৫ (ক) ।

† ১.১১১৯ ; ১৬ পৃ. (ক) টীকা জড়িত ।

‡ ১.১১১১ ।

ত (তত্), তহিঁ, তহঁ, তত্, তত্থ ।

য (যত্), যহিঁ, যত্, যত্থ ।

ইম (ইদম্), ইহ, ইধ ।

এত (এতদ্), এত্, এত্থ, এত্থ ।

সম্ব (সর্বা), সম্বত্, সম্বত্থ, সম্বধি ।

পর, পরত্, পরত্থ ।

অস্ম (অন্য) প্রভৃতি অপরাপর সর্বসামান্য শব্দেরও উত্তর
সপ্তম্যার্থে ত্ ও ত্থ প্রত্যয় হয় ; যথা—অস্মত্, অস্মত্থ ;
ইতরত্, ইতরত্থ ; অসুত্, অসুত্থ ইত্যাদি ।

৩। পঞ্চমী ও কথন কথন তৃতীয়া ও সপ্তমী প্রভৃতি
বিভক্তির অর্থে সমস্ত শব্দেরই উত্তর তো (তস্) প্রত্যয় হয় ;
যথা—কিঁ, কুতো ; ত, ততো ; য, যতো ; ইম, ইতো ; এত,
অতো ; সম্ব, সম্বতো ; পুরিস, পুরিসতো ; ইত্থী, ইত্থিতো ;
মিক্খুণী, মিক্খুণিতো । *

৪। তত্ত্ব শব্দ হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি
কাল-অর্থ নিম্পন্ন হইয়া থাকে :—

কিঁ, কদা, কুদাচ্চন ।

ত, তদা, তদানি, তরহিঁ ।

য, যদা ।

* তো প্রত্যয় হইলে পূর্ববর্তী দীর্ঘ স্বর হয় হয় ।

সৰ্ব্ব, সদা, সম্বদা ।

ইম, অধুনা, ইদানি, এতরহি ।

অস্স, অস্সদা ।

এক, একদা ।

৫। তত্ত্ব শব্দ হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি
প্রকার-অর্থ প্রকাশ করে—ত, তথা, তথ্য ; য, যথা,
যথ্য ; ইম, ইতং ; সম্ব, সম্বথা, সম্বথ্য ; * অস্স,
অস্সথা ।

বিভক্ত্যর্থ-প্রকাশক

৬। প্রথমার্থে † অতি, সস্সা (সক্ক) সস্সো (সস্স) ।

৭। সম্বোধনার্থে—অমগগণের সম্বোধনে আবুসো ;
হীনব্যক্তির সম্বোধনে রে, অরে, হরে ; দাসীপ্রভৃতির
সম্বোধনে জে ।

* “সম্বনামেহি পকারবচনে তু থা (ক. ব. ২. চ. ৫৫) এই শব্দের
বৃত্তিতে উক্ত হইরাছে যে, প্রকারবচনার্থে সর্বনাম শব্দের উত্তর থা
প্রত্যয়ের স্থায় থ্যতা প্রত্যয়ও হয় ;—“তু-সহগহুয়া কিমত্য ? থ্যতা-
প্পস্বযো চ ভবতি ।” এই নিয়মে তথ্যতা, যথ্যতা ইত্যাদি পদ হয় ।
বস্তুতঃ সংস্কৃতের যথাত্বাতু, তথাত্বাতু, সর্বথাত্বাতু ইত্যাদি শব্দ হইতেই
ঐ সকল পদ হইরাছে । এই লক্ষ্যই অভিধানপ্রদীপিকার (১১৫২)
“যথ্যত্বং তু যথ্যযর্থ” উক্ত হইরাছে । See Childers.

† অর্থাৎ প্রথম বিভক্তির অর্থের সহিত ইহাদের অবয়ব হয় ।

८। अथवा ७ द्वितीयाग्र अर्थे दिवा, मिथ्यो (भूयः),
नमो ।

९। तृतीयाग्रार्थे सयं (स्वयं), सामं, * र्त्वं (स्वं), समं,
सम्मा (सम्यक्) ।

१०। मधुगार्थे समन्ता-सामन्ता-समन्ततो (समन्तात्),
परितो (परितः), अभितो (अभितः), एकमन्तं
(एकध्वं, = एकत्र), एकमन्तं (एकान्ते), हेहा (प्रधस्तात्),
उपरि, तिरियं (तिर्यक्), † सम्मुखा (सम्मुखं),
परम्मुखा (परास्मुखं), आवि (आविः, = प्रकाशः), रहु
(रहः), तिरो (तिरः), अन्तो (अन्तः), अन्तत्तं
(अध्यात्मं), बहिष्ठा (बहिर्धा), बाहिरा-बाहिरं (बहिः,
बाह्यं), ओरं (अवरं, अस्मिन् पक्ष इत्यर्थः), पारं (परस्मिन्
पक्ष इत्यर्थः), आरा-आरका (आरात्, दूरे) पञ्चा
(पञ्चात्), पुरं (परन्), पुरे (पुरः), प्रेच (प्रेत्य,
परलोके) ।

११। कानवाची मधुगार्थे सम्पति (सम्पत्ति), आयति
(भविष्यत्काले), अज्ज (अद्य), अपरज्जु (अपरिद्युः),
परज्जु (परिद्युः), सुवे-स्वे (सुः), उत्तरसुवे (उत्तराह्नः)
दिथ्यो (द्विः), परे, सज्ज (सद्यः), सायं, पातो (प्रातः),

* देशाग्र अर्थे 'स्यग्र' ।

† "तिरियन्ति समन्ततो"—महाकूपसिंहटीका, p. 47.

কালং-কালং (কাল্যং), দিবা, রসং (রাত্রং—রাত্রী), নিশ্চং
 (নিত্যং), সততং, অমিষ্টং-অমিক্তং (অমীচ্ছং), সুহুং
 (সুহুঃ), সুহুতং (সুহুতঃ), ভূতপুঙ্গং (ভূতপূর্বং), পুরা,
 ইত্যাদি ।

১২ ।

অত্রাণ্ড অব্যয় *

অব্যয়	অর্থ
অজ্ঞ	সম্বোধন
অজ্ঞদেয়	একাংশ, একান্ত, নিশ্চয়
অন্তং	অন্তং, অদর্শন
অস্তি	অস্তি
অন্ত	অন্ত
অত্রা	একাংশ, একান্ত
অপ্যেব	অপ্যেব, সংশয়
অপ্যেবলাম	অপ্যেবং নাম, সংশয়
অসকং	অসকাত
অস্তু	পদপূরণ
আম	হাঁ, সম্মতি, স্বীকার
হুহ	প্রেরণা, প্রবর্তনা

* অ, হু, হি, প্রভৃতি সুপরিচিত বে অব্যয়গুলি সর্বদা সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয় এখানে বাহ্যিক-বিবেচনার সম্বলিত হইল না ।

ईसं	ईषत्, अल्ल, मन्द
ईसकं	,, ,, ,,
उद	उत, विकल, अपि-अर्थक
उदाहु	उताहो, विकल
एतावता	एतावता, परिच्छेद, परिमाण
एनं	एतत्
ओपायिकं	सम्प्रति, श्रौकार
कश्चि	कश्चित्, शक्तिप्रायप्रकाश
किनं	किं तत्
किंसु	किंस्वित् (?), अश्व
किञ्चि	किञ्चित्
कितावता	कियता, परिच्छेद, कि-परिमाण
किर	किल
कीव	कियत्
चरहि	तर्हि (?), पदपूरण
खो	खलु
चे	चेत्
तं	तत्
तग्व	एकांश, एकांशु, निश्चय
तथरिष	तथैव
तावता	परिच्छेद, तत्परिमाण

<u>দুহু</u>	<u>দুহু</u>
ন	তত্
নুন	নুন
পগী	প্রগী, প্রভাত
পচ্ছা	পছাত্
পতিরূপং	প্রতিরূপং, ভাল, সম্মতি
পন	পুন:
<u>পরসবে *</u>	<u>পরস্ব:</u>
<u>পসয়্য</u>	<u>প্রসঙ্ঘ</u>
<u>পুথু</u>	পৃথক্, পৃথগ্ভাব
পুনপ্পুন	পুন: পুন:
পুরত্যা	পুরস্তাত্
<u>বলবং</u>	<u>বলবত</u>
মন	মনাক্, অল্প
<u>মুস্সা</u>	<u>মুস্সা</u>
যং	যত্
যম্বে	পদপূরণ
যথরিত্ব	যথৈব
যাবতা	যৎপরিমাণ
লঙ্কুং, বা লঙ্কু	শীঘ্র, সম্মতি, নিশ্চয়

* Tha Do Oung পরসবে পদ বিয়াছেন।

वथ	वत्, पदपूरण
विय	उपमा
विसुं	अमंघात, पृथग्भाव
वे	वै
सचे	तच्चेत्, चेत्
सच्छि	साक्षी, माक्षा, अंतक
सहं	आहं, अक्षायूख, आनूकूल्य
सधिं	साधं, मह
सनिक्कं	शनकैः, शनैः
सम्मा	सम्यक्, अंशमा
ससक्कं	एकांश, निश्चय
सहसा, साहसा	इहा, अतिरिक्त
<u>सामि</u>	<u>अर्द्ध</u>
<u>साहु</u>	साधु
सुटं	पदपूरणे
सुवत्थि	स्वस्ति, मञ्जल
<u>सुवे</u> , (१५)	<u>शतः</u>
<u>सेय्यथापि</u>	<u>तद्यथापि</u>
<u>सेय्यथीदं</u>	<u>तद्यथेदं</u>
ह	पदपूरण
<u>हवे</u>	ह वै एकांश, निश्चय

কুদন্ত

অন্ত (শত্), আন ও মান (শানচ্), সন্ত (স্তত্)

১৩। সংস্কৃতির যত্ প্রত্যয়-স্থলে পালিতে অন্ত, মানচ্ প্রত্যয়-স্থলে আন বা মান, এবং স্বত্ প্রত্যয়-স্থলে স্ম বা স্মন্তু প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতে যত্ ও স্বত্ পরস্মৈপদীয়, ও মানচ্ আত্মনেপদীয় ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পালিতে তাহার নিয়ম নাই, নির্বিশেষে উভয় ধাতুরই উত্তর ঐ সকল প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। *

১৪। অন্ত ও স্ম বা স্মন্তু† প্রত্যয়ান্ত শব্দের

* “বর্তমানে মানন্তা” (ক.বু. ৪. ২. ১৬; ম. সি. ২৬১৫. ৬০৬ সূ.)—এই সূত্রানুসারে বর্তমান কালে মান ও অন্ত প্রত্যয় হয়। আবার “সেসে স্ম’ন্তু (স্মন্তু) মানান্” (ক.বু. ৪. ৬. ২২; ম. সি. ২৬৫ পৃ. ৬২৪ সূ.)—এই সূত্রানুসারে ভবিষ্যৎ কালে স্ম, অন্তু, মান ও আন প্রত্যয় হয়। অন্তু প্রত্যয়ের উকারের লোপ হইয়া যায়, অন্ত মাত্র থাকে; তৎএব অন্তু ও পূর্বসূত্রোক্ত অন্ত বস্তুত একই দাঁড়ায়। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে অন্ত, মান, আন ও স্ম এই চারিটি প্রত্যয় ভবিষ্যৎ-কালে, এবং ইহাদের মধ্যে অন্ত ও মান বর্তমান কালেও প্রযুক্ত হয়। আন প্রত্যয় যে বর্তমানে প্রযুক্ত হয় তাহা ইহা হইতে পাওয়া গেল না। বুদ্ধপ্রিয় বলেন “সেসে স্ম’ন্তু মানান্” এই সূত্রে স্ম ও অন্তু এই দুইটি প্রত্যয় নহে, কিন্তু স্মন্তু নামে একটি মাত্র প্রত্যয়; “অথবা ..স্মন্তু ইতি যকৌব পঞ্চম্যো দৃষ্টব্যো”—ম. সি. ২৬৬ পৃ. ৬২৪ সূ.।

† স্মন্তু’র উকারের লোপ হইয়া যায়।

গচ্ছন্ত (৩.১৬৭) শব্দের ঞায়, এবং ঞান ও মান
প্রত্যয়ান্ত শব্দের বুধ (৩.১৪) শব্দের ঞায় রূপ ।

১৫। √গম+অন্ত, গচ্ছন্ত, গচ্ছন্তো; + মান,
গচ্ছমানো; * +স্মন্তু, গমিস্ম।

√কর+অন্ত, কুব্ধন্তো, করোন্তো; +মান, কুব্ধ-
মানো; +ঞান, করানো; +স্মন্তু, করিস্ম।

√ভুজ+অন্ত, ভুজন্তো; +মান, ভুজমানো; +
ঞান, ভুজানো; +স্মন্তু, ভুজিস্ম।

√খাদ+অন্তো, খাদন্তো; +মান, খাদমানো;
+ঞান, খাদানো; +স্মন্তু, খাদিস্ম।

√চর+অন্ত, চরন্তো; + মান, চরমানো; +
ঞান, চরানো; +স্মন্তু, চরিস্ম।

√অস (অদাদি) +মান=সমানো; √সুস (শুষ্)
+মান=সুস্বমানো ।

১৫। অন্ত বা অন্তু ও স্মন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের
জ্যোতিষে ই প্রত্যয় হয়, এবং তাহা ইহাে অন্ত প্রভৃতির
নকারে বিকল্পে লোপ হয়। যথা—গচ্ছন্তী, গচ্ছন্তী;
করিস্মন্তী, করিস্মন্তী। ইহাদের রূপ ইত্যী শব্দের ঞায়
(৩.১৪৪)। ঞান ও মান প্রত্যয়ান্ত শব্দের জ্যোতিষে ঞা

* সংস্কৃতের ঞায় কৰ্ম্ম ও ভাববাচ্যে য প্রত্যয়ের পরেও মান প্রত্যয়
হয়; যথা—গমস্মন্তীতি অত্বে গচ্ছিম্যানো, গম্মমানো।

প্রত্যয় হয় ও কল্পা শব্দের আয় (৩.১৩৩) রূপ ; এবং
ক্লীবলিঙ্গে চিস শব্দের আয় (৩.১৫৪) রূপ হইয়া
থাকে ।

তাবী

১৬। কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে সমস্ত ধাতুরই উত্তর
তাবী প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে নির্ভা প্রত্যয়ের আয়
কার্য্য হইয়া থাকে ; যথা—মুক্তবান্ এই অর্থে √মুক্ত+
তাবী=মুক্তাবী ; হৃতবান্ এই অর্থে √হৃত+তাবী=
হৃতাবী ; এইরূপ √বস+তাবী=বসিতাবী ।

১৭। তাবী ও বক্ষ্যমাণ আবী (৫.১১৯) প্রত্যয়ান্ত
পদসমূহের দণ্ডী শব্দের আয় (৩.১৮৬) রূপ হয় ।

১৮। তাবী ও বক্ষ্যমাণ (১১৯) আবী প্রত্যয়ান্ত
শব্দের ক্লীবলিঙ্গে হনী প্রত্যয় হয় । যথা—হৃতাবী হুতা-
বিনী ; ময়দক্ষ্যাবী ময়দক্ষ্যাবিনী । ইহাদের রূপ দ্ব্যতী
শব্দের আয় (৩.১৪৪) ।

ঐ উভয় প্রত্যয়ান্ত শব্দের ক্লীবলিঙ্গে গামনী শব্দের
আয় (৩.১৫৮) রূপ হইয়া থাকে ।

আবী

১৯। শীল ও সাধুকামী, এই অর্থে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর
উত্তর আবী প্রত্যয় হয় । আবী প্রত্যয় হইলে সকল

কার্য্যই তাবী প্রত্যয়ের স্থায় হয়। যথা—ভয়ং যস্মিন্ত
সোলং যস্ম (ভয়ং দ্রষ্টং সোলং যস্ম), ভয়দস্মনে সাধুকারী
(ভয়দর্শনে সাধুকারী) ইতি বা ভয়দস্মাবী।

উ

২০। কর্তৃবাচ্যে নীলাদি-অর্থে পার প্রভৃতি উপপদ-
পূর্বক √গম ধাতু, উপপদ-পূর্বক √বিদ (জ্ঞানার্থক)
ধাতু, ও উপসর্গ বা অপরা উপপদ-পূর্বক √জা (জ্ঞা) ধাতুর
উত্তর জ প্রত্যয় হয়। * যথা পারগু (পারগ):, লোক-
বিদু (লোকবিত), বিদ্ব (বিদ্ব:), সম্বদ্ব (সম্বদ্ব:)।
ইহাদের রূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে (৩.১২৪)। †

ত, তবন্ত, (জ, জবন্ত)

২১। সংস্কৃতের জ ও জবন্ত প্রত্যয়স্থলে, পালিতে
যথাক্রমে ত ও তবন্ত প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয় হইলে

* জ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অন্তস্বর ও √গম ধাতুর মকারের লোপ
হয়। তুল :—অগ্নেগু, “জজ্ য গম্মাদীনামিতি বক্তব্যম্”—বার্তিক,
পাণিনি, ৬.৪.৪০।

† জ প্রত্যয়াস্ত শব্দের জীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়; এবং তাহা
হইলে জ স্থানে ত হইয়া থাকে। যথা সম্বদ্ব সম্বদ্বনী; লোকবিদু
লোকবিদুনী, ইত্যাদি। ইহাদের রূপ ইতী শব্দের স্থায় (৩.১৪৪)।

যথাসম্ভব ধাতুসমূহের তত্ত্ব পরিবর্তন ও সংস্কৃতির আয়
কার্য্য হয়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত
হইতেছে।

২২। ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অকারান্ত শব্দের আয়,
এবং তবন্তু প্রত্যয়ান্ত শব্দের গুণবন্তু (৩.১৬৫) শব্দের
আয় রূপ হয়।

২৩। $\sqrt{\text{ভু}} + \text{ত} = \text{ভুতো}$; $+ \text{তবন্তু} = \text{ভুতবা}$ । *
 $\sqrt{\text{বচ}} + \text{ত} = \text{বুত্তো}$, ভত্তো ; $\sqrt{\text{বসো}} + \text{ত} = \text{ভত্তো}$, বুত্তো ,
 ভসিত্তো , বুসিত্তো , বসিত্তো ; † $\sqrt{\text{যজ}} + \text{ত} = \text{যিত্তো}$ ।

* তবন্তু-প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের জ্যোতিষে ই প্রত্যয় হয়, ও বিকল্পে
কু-এর নকালের, লোপ হয় ; যথা—ভুতবত্তী, ভুতবত্তী ।

† দ্রষ্টব্য—“বসত্তো ভত্ত্য” ; “বস্স বা ব্ভু” —ক. বু. ৪. ৩. ৪-৫ ;
ম. সি. ২৪৩ ট. ৫৫১-৫০০ স্ ; “দসবল্লেন বসিতগন্ডকুটী” ; “ভসিত্তো
বস্সচরিয়ং।” ত্রিযুক্ত সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ মহাশয়-সম্পাদিত কচ্ছায়ন-
পালিবা্যকরণে (p. 333) “বসত্তো ভত্ত্য” এই স্বত্রের ভত্ত্য স্থানে
ভত্ত পাঠ ধরিয়া বুত্তো স্থানে বুত্তো, এবং “বস্স বা ব্ভু” (p.334) সাহায্যে
ভত্তো পদ দেখান হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে ও মহারূপ-
সিদ্ধিতে ভত্ত্য পাঠই আছে, এবং তদনুসারে ৪.৩.৪ স্বত্রে বুত্তো পদ
দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহল প্রকাশিত ৪.৩.৫ স্বত্রে “ভত্তো ব্ভু বা”
উদাহরণ লিখিত হইয়াছে। প্রয়োগে ব্ভু পদও পাওয়া যায়। See
E. Müller's Pali Grammar. পালিবা্যকরণে বস্স ধাতু তিনটি,
যথা—বস্স নিবাসি, বস্স আচ্ছাদন, ও বস্স (বৃষ্) সৈশনে। পূর্বোক্ত

√ মজ্জ + ত = মজ্জো ; √ নত (নৃৎ) + ত = নতং,
নত্ ; √ সুস (শৃষ্) + ত = সুক্শং ; √ বুধ (বৃধ) + ত =
বুদ্ধী ; অপি + √ নহ + ত = পিলহং ; √ বদ + ত =
রোদিতং, রোণং, কৃষ্ণং ; * পরি + √ কত (কৃৎ) + ত =
পরিকর্তং । †

√ দা + ত = দতং, দিতং ; √ ধা + ত = দিতং, ধাতং ।

√ মুহ + ত = মুচ্ছো ; √ গৃহ + ত = গৃচ্ছো ; √ বহ
+ ত = বৃচ্ছো । ‡

√ আস + ত = আসীনো ; √ চুর + ত = চরিতো, চিষ্যো ।

কৃত্য প্রত্যয়

২৪ । সংস্কৃতের কৃত্য-সংজ্ঞক প্রত্যয়গুলি § কোন-না-
কোন রূপে পালিতে প্রযুক্ত হয়, এবং কখনো কখনো
তিঙন্তের চতুর্লকারের স্যায় বিকরণ প্রত্যয়ও অঙ্গম্ হইয়া

রূপসমূহ নিবাস-অর্থক বস ধাতুর ; আচ্ছাদন-অর্থক বস ধাতুর রূপ
বল্যো (বল্) এবং সৈশ্বন-অর্থক বস ধাতুর রূপ বভ্রো (বৃহৎ) । ম.
সি. ২৪৩ সূ. ২৫২ ট. ।

* নকারান্তও দেখা যায়, বধা—বহ্নং ।

† পরিকল্পণও আছে ।

‡ সর্বত্রই সংস্কৃত রূপের অন্তর্গত সা ধাতুর ন কল্পের নিয়ম স্বর্তব্য ।

§ তন্ম, অনীয়, য ।

থাকে। সংস্কৃত পদসমূহ মনে করিলে পালির এই সকল পদ নিশ্চয় করা অতিসহজ। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি লক্ষণীয় :—

ভূ + তল্ল = ভবিতল্ল, + অনীয় = ভবনীয়; √সী (শী) + তল্ল = সয়িতল্ল, + অনীয় = সয়নীয়।

চ (চত্) + √পদ + তল্ল = চপ্পজ্জিতল্ল, + অনীয় = চপ্পজ্জনীয়; √বুধ + তল্ল = বুজ্জিতল্ল, + বুজ্জনীয়; √সু (শু) + তল্ল = সুণিতল্ল, + অনীয় = সবণীয়; √গহ (যহ) + তল্ল = গণ্ণিতল্ল, অনীয় = গণ্ণনীয়; প (প্র) + আপ + তল্ল = পত্তল্ল, + অনীয় = পাপুনণীয়, পাপণীয়।

√হর (হ) + য = হারিয়ং; √কর (ক) + য = কারিয়ং; √লভ + য = লভম্; √সাষ (শাস) + য = সিস্সো; √ভূ + য = ভল্লম্।

√দা + য = দেয়ং; √মা + য = মেয়ং, + তল্ল = মেতল্ল, মাতল্ল, মিনিতল্ল; √কর (ক) + য = কক্কল্ল (কল্ল); √ভর (ভ) + য = ভল্লো (ভল্ল:)।

২৫। কৃত্য প্রত্যয়ের মধ্যে পালিতে তথ্য নামক একটি প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; যথা—√জা (জা) + তথ্য

* যয়ত্।

† জ্জেব্য সংস্কৃত ক্রপ হার্য ১.১১১।

‡ সংস্কৃত দেয়ং; জ্জেব্য—১.১৫০। পালিবাচকরণের মতে এতাদৃশ স্থানে যথ্য প্রত্যয় হয়। লক্ষণীয়—√সক + যথ্য = সাকুযেয়ং।

= আতথ্য ; দিস (দৃষ্) + তথ্য = দৃষ্ট্য ; প (প) +
 √ আপ + তথ্য = পত্থ্য । *

২৬। স্বা, স্বান, তুন (কৃ।)

২৬। সংস্কৃতেৰ জ্ঞা প্রত্যয় স্থলে পালিতে ত্বা, ত্বান ও তুন প্রত্যয় হয়। ইহাদের মধ্যে তুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ অল্প স্থানে হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে :—

√কর (ক) + ত্বা = কত্বা, করিত্বা ; + ত্বান = কত্বান ; + তুন = কতুন । √গম + ত্বা = গত্বা ; + ত্বান = গত্বান ; + তুন = গতুন । √হন + ত্বা ; = হত্বা + ত্বান = হত্বান ; + তুন = হতুন ।

√সু (শু) + ত্বা = সুত্বা, সুণিত্বা ; √জি + ত্বা =

* ক. ব. ৪. ১. ১৮ ; ম. সি. ২২৬ পৃ. ৫৩৮ সূ. ১। কিত্ব ত্রিযুক্ত সতীশচন্দ্রবিদ্যাভূষণ মহাশয়-প্রকাশিত কচ্চাবন ব্যাকরণে (p. 317, সূ ১২) তৈয়্য প্রত্যয় ধরিয়া সৌতৈয়্য, দিষ্টৈয়্য ও পতৈয়্য উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সিংহল-প্রকাশিত পুস্তকে আতথ্য প্রভৃতিই আছে। অনুত্তরনিকারে (Part II, p. 48) আতথ্য, দৃষ্ট্য, পত্থ্য এই তিনটি পদই একত্র পাওয়া যায় ; আবার ঐ স্থানের আতৈয়্য, দিষ্টৈয়্য, পতৈয়্য পাঠও বাংলাবতাবেও (p. 61) তৈয়্য ও তথ্য এই উভয় পাঠই দেখা যায়। তুলঃ— সৌতৈয়্য। Childers (E. Senart এর কচ্চাবনগ্রন্থকরণ-অনুসারে, p. 476) পতৈয়্যো পদ দিয়া প্রাপ্ত + তথ্য এই সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন।

জিত্বা, জেত্বা, জিনিত্বা ; $\text{প (প্র)} + \sqrt{\text{আপ}} + \text{ত্বা} = \text{পত্বা}$,
পাপ্রণিত্বা ; $\sqrt{\text{দিস (দৃশ)}} + \text{ত্বা} = \text{পসিত্বা}$; * $\sqrt{\text{হা}}$
 $+ \text{ত্বা} = \text{জহিত্বা, জহত্বা}$; $+ \text{ত্বান} = \text{জহিত্বান}$; $\sqrt{\text{ছিদ}}$
 $+ \text{ত্বা} = \text{ছিত্বা, ছেত্বা, ছিন্দিত্বা}$; $\sqrt{\text{মিদ}} + \text{ত্বা} =$
মিচ্ছিত্বা ; $\sqrt{\text{দা}} + \text{ত্বা} = \text{দত্বা, দদিত্বা}$ ।

য (ল্যপ্)

২৭। সংস্কৃতের ল্যপ্ প্রত্যয় স্থলে পালিতে য
 প্রত্যয় হয় ; কিন্তু সংস্কৃতের ঞায় ধাতুর পূর্বে উপসর্গাদি
 থাকিবার বিশেষ নিয়ম নাই, উপসর্গ না থাকিলেও য
 প্রত্যয় হইতে পারে, এবং উপসর্গ থাকিলেও ত্বা প্রভৃতি
 প্রত্যয় হইয়া থাকে । যথা—

$\sqrt{\text{বন্দ}} + \text{য} = \text{বন্দ্য}$, অভি-পূর্বক অভিবন্দ্য, $+ \text{ত্বা} = \text{অভিবন্দিত্বা}$; $\text{उप} + \sqrt{\text{নী}} + \text{য} = \text{উপনীয়}$, $+ \text{ত্বা} =$
উপনিত্বা ; নি + সি (স্মি) + য = নিস্মায়, $+ \text{ত্বা} =$
নিস্মিত্বা ।

২৮। আকারান্ত ধাতুর পরবর্তী য প্রত্যয়ের কখন
 কখন লোপ হইয়া থাকে । যথা—অভি + $\sqrt{\text{জা (জা)}}$
 $+ \text{য} = \text{অভিজা}$ (অভিজায়) ; অনুপা + $\sqrt{\text{দা}} + \text{য} =$

* আবাহ দিত্বা ও দিত্বান পদও হইয়া থাকে ।

পনুপাদা (পনুপাদায়), পটিসং + √খা (খা) + য =
পটিসংখা (পতিসংখ্যায়) । *

তু, তবে ইত্যাদি

২৯। সংস্কৃতে তুম্ প্রত্যয়-স্থলে পানিতে তুং ও
তবে ণ প্রত্যয় হয়। ইহার মধ্যে তবে প্রত্যয়ের প্রয়োগ
অত্যন্ত। যথা—

√কর + তুং = কস্তুং, কাতুং ; √মন + তুং = মস্তুং, মনিতুং ;
√হন + তুং = হস্তুং, হনিতুং ।

√সু (শু) + তুং = সোতুং, সুণিতুং ; √জি + তুং = জেতুং,
জিনিতুং ; √ভুজ + তুং = ভোস্তুং, ভুজিতুং ; প + √হা + তুং =
পজহিতুং, পহাতুং ; √জা (জা) + তুং = জাতুং, জানিতুং ;
√গহ + তুং = গহেতুং, গণিতুং ।

√কর + তবে = কসবে, কাতবে ; √নী + তবে = নেতবে ;
বিপ্য (বিপ্র) + √হা + তবে = বিপ্যহাতবে । নি + √ধা +
তবে = নিধাতবে ।

৩০। আবার কখন কখন তুম্-অর্থে তায়ে ও তুয়ে

* লক্ষণীয়—অমিরখিত্বা (অমিরহা), অগিরখিত্বা (অগিরহা)
এখানে য ও ত্বা উভয় প্রত্যয়ই একসঙ্গে রহিয়াছে। আবার সমুদ্রাছায়
(সমুদ্রহা), অমুবিদ্য (অমুবিদ্য) ।

+ বৈদিক সংস্কৃতে তবে, যথা—“সোমমিন্দ্ৰায় প্রাতবে ;” অথবা
তবেহ, “দগ্ধমে মাষি সূতবে ;” গাণিনি ৩.৪.২ ।

প্রত্যয় দেখা যায়। যথা—√দিস (দৃশ্) + তায়ে =
 দক্খিতায়ে ; * √গণ + তুয়ে = গণেতুয়ে ; √মর (মৃ)
 + তুয়ে = মরিতুয়ে । †

কারক ধঃ

৩১। পালিতে জপ্তম্যার্থে কখনো কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—“একং সময়ং ভগবা সাবখিয়ং বিহরতি,” একং সময়ং = একস্মিন্ সময়ে ; “পুব্বণ্ণসময়ং নিবাসেত্বা,” পুব্বণ্ণসময়ং = পূর্বাহ্নসময়ে ; “একং অন্তং নিসিন্ধা খো তে ভিক্ষু,” একং অন্তং = একস্মিন্ অন্তে ।

৩২। কখনো কখনো জপ্তম্যার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—“তেন খো পন সময়েন ভগবা এতদ্বোচ,” তেন সময়েন = তস্মিন্ সময়ে ; “য়েন ভগবা তেনুপসংকামিসু,” যেন তেন = যস্মিন্ তস্মিন্ ।

* এইরূপ অঘিঘতায়ে (= হৃষিতুং) ।

† লক্ষণীয়—√হ হহেতে যতসে ; ভুল :—সে, সেন, অসে ইত্যাদি বৈদিক প্রত্যয়, পালিনি, ৩.৪.৯ ।

‡ পালিতে কারক, সমাস, তদ্ধিত ও দ্বীপ্রত্যয়-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ঠিক সংস্কৃতের জায়, এতদ্ব্যতীত ৩৯সমুদয় উল্লেখ না করিয়া কেবল বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি লিখিত হইতেছে ।

সমাস

৩৩। পানিতে কখন কখন সমাসে সন্ধি হয় না।
যথা—“জ্বলিতপজ্বলিতমহা-অগ্নিকল্মষী;” “স্নেহম-
জনপদ-অমম্ব...পরিবৃত্তো,” “আবহ-জমিবেগজনিতং হলা-
হলসহং;” “হুতি-আদিষু পালিসু।”

৩৪। সমাসে পূর্ববর্তী আকারান্ত ও ঐকারান্ত
শব্দের আকার ও ঐকার কোন কোন স্থানে হ্রস্ব হয়।
যথা—বারাণসি-রজ্জা, ইতি-ভাবা, কুটি-পুরিসো, দাসি-
দাসা, ইতি-পরিষা; পরিস-গতো (পরিষা=পরিষত্),
সঙ্কলিক-বন্দনং (সঙ্কলিকা=সৃঙ্কলিকা); ইত্যাদি।
অন্যত্র আবার হয় না; যথা—মহীপালো, ভিক্ষুণীসঙ্ঘো,
ঘেরীগায়া, বেদনাভয়া, সজ্জাসঙ্ঘারবিজ্ঞাণং, বিজ্ঞাসিপিং,
ইত্যাদি। *.

তদ্ধিত

ইম

৩৫। ‘জাত’ প্রভৃতি অর্থ শব্দের উত্তর ইম প্রত্যয়
হয়। যথা—পচ্ছা জাতো (পশ্চাত্ জাতঃ) ইতি পচ্ছা+
ইম=পচ্ছিমো; এইরূপ অন্ত+ইম=অন্তিমো; মজ্জ

* লক্ষণীয়—“সম্বন্ধমবুগীতি,” এখানে ২.১১৮ অনুসারে মকার
আগম হইয়াছে।

(মধ্য) + ইম = মজ্জিমো ; পুরা + ইম = পরিমো ; উপরি + ইম = উপরিমো ; বুড়া (বঘস্তাত্) + ইম = বৈড়িমো ; গন্য (গন্য) + ইম = গন্যিমো ; ইত্যাদি ।

ঈষ

৩৬। ‘তাহার এই জ্ঞান’ এই অর্থের বর্ণনায় পদের উত্তর ইয় প্রত্যয় হয়। যথা—মদনস্য ঠানং (মদনস্য স্থানং) ইতি মদন + ইয় = মদনীয়ং ; এইরূপ বন্ডন + ইয় = বন্ডনীয়ং ; মুচনস্য (মোচনস্য) + ইয় = মুচনীয়ং ; উপাদান + ইয় = উপাদানীয়ং ।

আয়িত্ত

৩৭। উপমার্থে উপমাবাচী শব্দের উত্তর আয়িত্ত প্রত্যয় হয়। যথা—ধুবো বিয় দিস্সতীতি (ধুব ইব দৃশ্যত ইতি) ধুবাযিত্তং ; এইরূপ তিমির + আয়িত্ত = তিমিরাযিত্তং । *

ল

৩৮। ‘তন্নিষ্পিত’ বা ‘তাহা ইহার জ্ঞান’ এই অর্থের ল প্রত্যয় হয়, ও ঐ ল জ্ঞানে ল হইয়া থাকে। যথা—দুহুনিষ্পিতং (দুহুনিষ্পিতং), অথবা দুহুঠানং (দুহুস্থানং)

* সংস্কৃতে ধুবাযিত্তলং, তিমিরাযিত্তলং ইত্যাদি পদ আচারার্থে য প্রত্যয় করিয়া নির্ভী ত ও তাহার পর ভাবে ল প্রত্যয় করিলেই হইতে পারে।

এই অর্থে দুহু + ল = দুহুল্লং ; এই রূপ বেদনিষ্পত্তং অথবা
বেদস্য ঠানং এই অর্থে বেদ + ল = বেদল্লং ।

স্তন

৩৯। কখন কখন ভাবার্থে স্তন প্রত্যয় হইয়া
থাকে। যথা—পুথুজ্ঞনস্য भावो (पुथुग्ननस्य भावः)
এই অর্থে পুথুজ্ঞন + স্তন = পুথুজ্ঞনস্তনং ; এইরূপ বেদনস্য
भावो এই অর্থে বেদন + স্তন = বেদনস্তনং ।

ইন্সিক, ঠেয়

৪০। বিশেষ বা তারতম্য-অর্থে সংস্কৃতির ণায়
তর, তম প্রভৃতি ভিন্ন পালিতে ইন্সিক প্রত্যয় অধিক
হয় ; এবং সংস্কৃতির ইয়স্ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে ইয়
প্রত্যয় হইয়া থাকে। * যথা—पापतरो, पापतमो,
पापिस्त्रिको, पापियो, पापिद्वो ; पटुतरो, पटुतमो,
पटिस्त्रিকो, पटियो, पटिद्वो ।

কথন্তুং

৪১। সংস্কৃতে ক্ত্বন্তুচ্ প্রত্যয়-স্থানে পালিতে ক্ত্বন্তু
প্রত্যয় হয়। যথা—एककृत्तुं, द्विकृत्तुं, त्रिकृत्तुं, चतु-
कृत्तुं, ইত্যাদি ।

* ইন্সিক ও ইয় প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অকারান্ত ; জীলিঙ্গে ইহাদের
উত্তর আ প্রত্যয় হয়, যথা—पापिस्त्रिका, पापिया ।

দ্বীপ্রত্যয় *

৪২। ভিক্ষু প্রভৃতি শব্দের উত্তর দ্বীলিঙ্গ নী
প্রত্যয় হয় ; যথা—ভিক্ষু ভিক্ষুণী, বন্থ বন্থুণী, পটু
পটুণী, গহপতি গহপতানী । †

৪৩। নিম্নপ্রদর্শিত শব্দগুলির উত্তর ই ও ইনী
প্রত্যয় হইয়াছে যথা—যক্খ যক্খী, যক্খিণী ; নাগ নাগী,
নাগিণী ; মিগ মিগী, মিগিণী ; সীহ সীহী সীহিণী ;
ব্বগ্ধ ব্বগ্ধী, ব্বগ্ধিণী ; কাক কাকী, কাকিণী ; আবার
মানুস মানুসা, মানুসী, মানুসিণী ; রাজ রাজিণী ।

সম্পূর্ণ

* জটব্য—৫.১১১৫, ১৮, ২০ টিকা, ৪০ টিকা ।

† এখানে ইকার স্থানে আকার হইয়াছে ।

পালি পাঠাবলি

नमो तस्मै भगवतो अरुहतो सन्नासम्बुद्धस्य

—:0:—

पठमो वर्गो

१

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।

सङ्गं सरणं गच्छामि ।

दुतियम्पि

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।

सङ्गं सरणं गच्छामि ।

ततियम्पि

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्मं सरणं गच्छामि ।

सङ्गं सरणं गच्छामि ।

इति सरणगमनं ।

२

आदिक्षं पक्कति । कण्टकं महति । विसं गिलति ।
कसं करोति । कहुमङ्गारं करोति । सुवण्णं तीयूणं कट्ठकं

वा करोति । देवदत्तो निवेसनं पविशति । गामं गच्छन्तो
 रुक्खमूलं उपगच्छति । ब्राह्मणो यच्च दत्तं कम्बलं याचते ।
 समिद्धं धनं भिक्षते । सिद्धं धनं बोधेति आचरियो ।
 रुक्खं रुक्खं पति विज्जु विज्जोतति । भगवा भिक्षू
 एतदवोच । वासिया रुक्खं ^{५.३५} तच्छति । दत्तेन वोहिं
 सुनाति । अहिना ददो नरो । बुद्धेन जितो मारो ।
 गरुडेन हतो नागो । उपगुत्तेन बद्धो मारो ।

३

बुद्धस्स धम्मस्स सङ्गस्स च सिलाघते । तिथियां ^{५.३५} संमणानं
 इत्थयन्ति । दुज्जना गुणवन्तानं ^{५.३५} उभय्यन्ति । भिक्षुस्स
 भुञ्जानस्स पानियेन वा ^{५.३५} विधूपनेन वा उपतिट्ठेय्य ।
 समिद्धानं पिहयन्ति दक्षिणा । ^{५.३५} क्काहं भेय्याने अपरज्झामि ।
 भगवतो ^{५.३५} पच्चस्सोसुं ते भिक्षू । ^{५.३५} आरोचयामि वो भिक्षुवे,
 आमन्तयामि वो भिक्षुवे, ^{५.३५} पटिवेदयामि वो भिक्षुवे ।
 आयस्सतो ^{५.३५} उपालित्वेरस्स ^{५.३५} उपसम्मदापेक्खो उपतिस्सो ।
 भगवति, ब्रह्मचरियं वसति कुलपुत्तो । ^{५.३५} अङ्गन सङ्गसम्मतिया
 भिक्षुस्स ^{५.३५} विप्पवत्थं न वेदति । ^{५.३५}
 , यथा नो भगवा व्यकिरेय्य, तथापि तेसं व्याकरिस्साम ।
 बह्वपकारा भिक्षुवे, मातापितरो पुत्तानं । खेत्तस्स पभु

अयं गृहपति, अरञ्जस्त्र^{१२} अयं लुप्तको । हिमवन्ता पभवन्ति^{१३}
महानदियो । अचिरवतिया पभवन्ति^{१४} कुनदियो । पापा^{१५}
चित्तं निवारये । जेतवने अन्तरधायति भगवा ।

इतो मधुराय चतसु योजनेसु सङ्खस्त्रगगरं अथि । तस्य
बहुजना वसन्ति । इतो भिक्षवे एकनवुतिकपे विपस्त्री
नाम सम्भासम्बुद्धो लोके उप्पज्जि । इतो तिस्रं मासानं
अचयेन परिनिब्बायिस्सामि । छवुतो नं पासण्डानं धम्मानं^{१६}
पवरं यदिदं सुगतविनयं ।
Syngam of Buddhist

४

अतीते मगधरुडे राजगृहनगरे एको मगधराजा रज्जं
कारेसि ।

तस्य सुमेधो नाम ब्राह्मणो पटिवसति । सो अज्जं
कम्भं अकत्वा ब्राह्मणकम्भमेव उग्गहि ।

तं पन भिक्षुं सत्या^{१७} आमन्तेसि—पुब्बे पण्डिता
अनायतनेपि विरियं अकंसु ।

यो वो आनन्द, मया धम्मा च विनयो च देसितो
पञ्चसो, सो वो ममचयेन सत्या ।

तुम्हेपि दानं देथ, सौखं रक्खथ, धम्मेन समेन रज्जं
करोथ । राजा तस्स सरीरकिञ्चं कारेत्वा अस्मारोहस्स

महन्तं यसं दत्वा, सप्त राजानो ^{सकृद्वानानि} पेसेत्वा यथा-
कमुं गतो । ✓

न सक्ता खो पन मया एकस्म मरणदुक्त्वं अस्मत्स उपरि
पक्खिपितुं ।

अथ खो मिस्सिन्दो राजा कतावकासो निपच्च गुरुणो
पादे, सिरसि अञ्जलिं कत्वा एतदवोच—‘भन्ते नागसेन,
इमे तिलिया एवं भणन्ति ।’

(10) ^{मन्त्र, मन्त्र} राजा धम्मदेसनं सुत्वा तुट्ठमानसो वन्दित्वा निवेसन-
मेव गतो । अन्तेवासिकोपि आचरियं वन्दित्वा हिम-
वन्तमेव गतो । बोविसत्तो पुत्र तथेव विहरन्तो अपरि-
होणमानो कासं कत्वा ब्रह्मलोके निव्वसि ।

अरहन्तं सम्भासम्बहं विज्जाचरणसम्पदं सुगतं लोक-
विदुं पेनुत्तरं पुरिसदम्भसारथिं सत्थारं देवमनुस्सानं सिरसा
नमामि ।

५
१०१ ताता, अथ इदानीं मैहल्लयो । तुल्ले इमं गणं परि-
हरय । मनुस्सा सस्सखादकानं मारणत्वाय तत्थ तत्थ ओपातं
खण्ति, सूखानि रोपेन्ति, पासाण्यन्तानि सज्जेन्ति,
वूटपासादयो पासे ओज्जेन्ति । बह्व मिगा विनाधं

पापुष्यन्ति । तुम्हे तुम्हाकं मिगगणे गहेत्वा अरञ्जे पव्वतपादं
पविसित्वा सत्तानं उव्वट्ठकाले आगच्छेय्याथ ।

म/ तेसं पन गमन^{गणे} मनुस्सा जानेन्ति—इमस्मिं काले
मिगा पव्वतं आरोहन्ति, इमस्मिं काले ओरोहन्तोति । ते
तथ तथ पटिच्छद्वहानि निलीना बह्म मिगे विज्झित्वा
मारिन्ति ।

एवं मे सुतं—एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन
अञ्जतरो भिक्खु अहिना दट्ठो कालकतो होति । अथ खो
सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसंकमिंसु । उप-
संकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु ।
एकमन्तं निसिद्धा खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदबोचं—इध
भन्ते, सावत्थियं अञ्जतरो भिक्खु अहिना दट्ठो कालकतोति ।

७

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारयमाने बोधिसत्तो
मिगयोनियं पटिसन्धिं^{अथ} गण्ठि । सो मातु कुच्छित्तो
निकुन्तो सुवत्थवत्तो अहोसि । अक्खीनि च-^{मिग यत्त}स्स मणिगुळ-

सदिसानि अहेसुं, सिङ्गानि रजतवस्त्रानि, मुखं रत्नकम्बल-
 पुञ्जवस्त्रं, हृत्पदादपरियन्ता लाखापरिकम्बिता विय,
 बालधि चमरस्त्र विय अहोसि ; सरीरं पन-स्त्र महन्तं अस्त्र-
 पोतकप्यमाणं अहोसि । सो पञ्चसतमिगपरिवारो अरञ्जे
 वासं कप्येसि नामेन नियोधमिगराजा नाम ।

८

महामित्तयेरस्त्रापि मातु विसगण्डरोगो उप्पज्जि ।
 धीतापि-स्त्रा भिक्षुनीसु पब्बजिता होति । सा तं
 आह—‘आगच्छ अये, मातु अन्तिकं गत्वा मम अफासुभावं
 आरोचेत्वा भेसज्जं आहरा-ति ।’ सा गत्वा आरोचेसि ।
 येरो—‘नाहं मूलभेसज्जादीनि संहरित्वा भेसज्जं पचितुं
 जानामि । अपि च ते भेसज्जं आचिकिख्खं । अहं यतो
 पब्बजितो, न मया लोभसङ्गतेन वित्तेन इन्द्रियानि
 भिन्दित्वा विसर्गणेण आलोकितपुब्बं,—इमिना सञ्च-
 वचनेन मातुया मे फासु होतु । गच्छ, इमं वत्ता उपासिकाय
 सरीरं परिमज्जा-ति ।’ सा गत्वा इममत्थं आरोचेत्वा
 तथा अज्जासि । उपासिकाय तं खणं येव गण्ढो फेणपिण्डो
 विय विलीयित्वा अन्तरावायि ।

कुरण्डकलेणे किर सत्तं^८ बुद्धानं अभिनिक्खमणचित्त-
 कम्भं मनोरमं अहोसि । सखहुत्ता भिक्खू सेनासनचारिकं^{अभिरामो}
 आहिण्डन्ता चित्तकम्भं दिस्वा 'मनोरमं भन्ते, चित्तकम्भन्ति'
 आहंसु । थेरो आह—'अतिरेकसट्ठि मे आवुसो, वस्सानि
 लेणे वसन्तस्स ; चित्तकम्भं अत्थीति-पि न जानामि, अज्ज-
 दानि चक्खुमन्ते निस्साय जातन्ति ।'

थेरेन किर एत्तकं अद्धानं वसन्तेन चक्खुं उन्मीलित्वा
 लेणं न उल्लोकितपुब्बं । लेणद्वारे च-स्स महानागरक्खोपि
 अहोसि, सोपि थेरेन उडं न उल्लोकितपुब्बो । अनु-
 संवच्छरं भूमियं केसरनिपातं दिस्वा-वत्तस्स पुप्फितभावं
 जानाति ।

राजा थेरस्स गुणसम्पत्तिं सुत्वा वन्दितुकामो तिक्खत्तं
 पेसेत्वा अनागच्छन्ते थेरे तस्मिं गामे तरुणपुत्तानं इत्थीनं
 थने बन्धापेत्वा लब्धापेसि—ताव दारका यद्वा मा लभिसु,
 याव थेरो आगच्छतीति । थेरो दारकानं अनुकम्पाय
 महागामं अगमासि । राजा सुत्वा 'गच्छथ भणे, थेरं पवेसयथ,
 सीलानि गण्हिस्सामीति' अन्तोपुरं अतिहरापेत्वा, वन्दित्वा
 भोजेत्वा 'अज्ज भन्ते, ओकासो नत्थि, स्से सीलानि गण्हि-
 स्सामीति' थेरस्स पत्तं गृहेत्वा, थोकं अनुगत्वा देविया संहं
 वन्दित्वा निवत्ति ।। थेरो राजा वा वन्दतु, देवो वा, 'सुखी

होतु महाराजा-ति' वदति । एवं सत्त दिवसा गता ।
 भिक्षू पाहंसु—'किं भन्तै, तुम्हे रञ्जेपि वन्दमाने, देविथापि
 वन्दमानाय सुखी होतु महाराजा-तिश्चेव वदथाति ?' थेरो
 'नाहं भावुभो, राजा-ति वा देवीति वा व्यवस्थानं
 करोमीति' वत्वा सत्ताहातिक्रमे थेरस्स इध वासो दुक्खोति
 रञ्जा विस्सज्जितो कुरण्डकमहालेणं गत्वा रत्तिभागे चंक्रमं
 अभिरुहि, नागरुक्खे अधिवत्था देवता दण्डदौपिकं गहेत्वा
 अट्ठासि । अथ-स्स कम्मद्धानं अतिपरिसुहं पाकटं अहोसि ।
 थेरो किमु खो मे अज्ज कम्मद्धानं अतिविय पकासतीति
 अत्तमनो मज्झिमयामसमनन्तरं सकलपब्बतं उन्नादयन्तो
 अरहत्तं पापुणि ।

१०

(i) यथा हि लोके दुक्खस्स पटिपक्खभूतं सुखं नाम अत्थि,
 भवे सति तेष्यटिपक्खेन विभवेनापि भवितव्वं, (ii) यथा च उण्हे
 सति तस्स वूपसमभूतं सीतम्पि अत्थि, एवं रागादीनं वूप-
 समेन निब्बाणेनापि भवितव्वं । (iii) यथा पापकस्स कामकस्स
 धम्मस्स पटिपक्खभूतो कल्याणो अमवज्जअप्पोपि अत्थि येव,
 एवमेव पापिअयि जातिया सति, सब्बजातिकेपनतो
 अजातिसंखातेन निब्बाणेनापि भवितव्वमेव । तेन दुत्तं—

“यथापि दुक्ते विज्जन्ते सुखं नामापि विज्जति ।

एवं भवे विज्जमाने विभवोपि इच्छितब्बको ॥

यथापि उण्हे विज्जन्ते अपरं विज्जति सीतलं ।

एवं तिविधग्निं विज्जन्ते निब्बानं इच्छितब्बकं ॥

यथापि पापे विज्जन्ते कल्याणमपि विज्जति ।

एवं जातिन्हि विज्जन्ते अजातिन्हि इच्छितब्बकन्ति ॥”

यथा नाम गूथं रासिन्हि निमग्नेन पुरिसेन दूरतो पञ्च-
वक्षपदुमसञ्चकं महातळाकं दिस्वा ‘कतरेन नु खो मग्नेन
एत्थ गन्तब्बन्ति’ तं तळाकं गवेसितुं युत्तं, यं तस्स अगवेसनं, न
सो तळाकस्स दोसो ; एवं किलेसमलधोवने अमतमहा-
निब्बानतळाके विज्जन्ते तस्स अगवेसनं न अमतमहानिब्बान-
महातळाकस्स दोसो । यथा हि चोरेहि संपवारितो पुरिसो
पलायनमग्ने विज्जमानेपि (सचे) न पलायति, न सो मग्गस्स
दोसो, पुरिसस्सेव दोसो ; एवमेव किलेसेहि परिहारेत्वा
गहितस्स पुरिसस्स विज्जमाने येव निब्बानगामिन्हि सिवे
मग्ने, मग्गस्स अगवेसनं नाम न मग्गस्स दोसो, पुग्गलस्सेव
दोसो । यथा च व्याधिपीळितो पुरिसो विज्जमाने व्याधि-
तिकिच्छके वेज्जे, (सचे) तं वेज्जं गवेसित्वा व्याधिन तिकिच्छा-
पेति, न सो वेज्जस्स दोसो ; एवमेव खो किलेसव्याधिपीळितो
किलेसवूपसमनमग्गकोविदं विज्जमानमेव पाचरियं न

गवेसति, तस्मैव दोसो, न किलेसविनासकस्स आचरियस्सा-ति ।

तेन वुत्तं—

“यथा गूथगतो पुरिसो तळाकं ^{point} दिस्खान पूरितं ।

न गवेसति तं तळाकं न दोसो तळाकस्स सो ॥

एवं किलेसमलधोवे विज्जन्ते अमत्तन्तले ।

न गवेसति तं तळाकं न दोसो अमत्तन्तले ॥

यथा अरौहि ^{attacked or humiliated} परिरुद्धो विज्जन्ते गमने पथे ।

न पलायति सो पुरिसो न दोसो अज्झसस्स सो ॥

एवं किलेसपरिरुद्धो ^{organised} विज्जमाने सिवे पथे ।

न गवेसति तं मगं, न दोसो ^{= 204-2015} सिवमज्झसे ॥

यथापि व्याधितो पुरिसो विज्जमाने तिकिच्छके ।

न तिकिच्छापेति तं व्याधिं न सो दोसो तिकिच्छके ॥

एवं किलेसव्याधीहि दुक्खितो पटिपौळितो ।

न गवेसति तं आचरियं, न सो दोसो ^{teacher} विनायके-ति ।”

Jat. Vol. I, pp. 4-5

११✓

विमयो संवरत्थाय, संवरो अविण्णटिसारत्थाय, अवि-
ण्णटिसारो ^{delight} पामोज्जत्थाय, पामोज्जं पीतत्थाय, ^{delight} पीति
पेक्षितत्थाय, ^{peace} पेक्षितं सुखत्थाय, सुखं समाधत्थाय, ^{self-concentration} समाधि
यथाभूतजाणदस्सत्थाय, यथाभूतजाणं निम्बिदत्थाय, ^{delight} निम्बिदा
विरामत्थाय, विरागो विमुत्तत्थाय, विमुत्ति

विमुक्तिजाणदस्सनत्थाय, विमुक्तिजाणदस्सनं अनुपादा परि-
निब्बानत्थाय । वि. म. ६

दुतियो वग्गो

रतनत्तयाभिवादनं

यो सन्निसिन्नो वरबोधिभूले

मारं ससेनं महतिं विजेत्वा ।

सम्बोधिभागव्णिं अनन्तजाणो

लोकुत्तमो, तं पणमामि बुद्धं ॥ १ ॥

पट्टङ्गिको अरियपथो जनानं

मोक्खप्यवेसायुर्ज्जिकोव मग्गो ।

धम्मो अयं सन्तिकरो पणीतो

नीयाणिको, तं पणमामि धम्मं ॥ २ ॥

सङ्गो विमुत्तो वरदक्खिण्यो

सन्तिन्द्रियो सब्बमलप्यङ्गीणो ।

शुचिहि, नेकेहि समिद्धिपत्तो

अजासवो, तं पणमामि सङ्गं ॥ ३ ॥

B. A. 80.

बुद्धवन्दना

बुद्धं जीवनपरियन्तं सरणं गच्छामि ।

ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता ।

पञ्चपद्मा च ये बुद्धा, अहं वन्दामि सज्जदा ॥ १ ॥

नत्थि मे सरणं अद्धं, बुद्धो मे सरणं वरं ।

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे अयमङ्गलं ॥ २ ॥

उत्तमङ्गेन वन्देहं पादपंसुतरत्तमं ।

बुद्धे यो कलितो दोसो, बुद्धो खमतु तं मम ॥ ३ ॥

नमो नमो बुद्धदिवाकराय

नमो नमो गोतमचन्दिमाय ।

नमो नमोनन्तगुणस्सवाय

नमो नमो साकियमन्दनाय ॥ ४ ॥

ब्रह्मिन्ददेविन्दनरिन्दराजं

बोधिं सुबोधिं करुणागुणगं ।

पद्मापदीपज्जलितं जलन्तं

वन्दामि बुद्धं भवपारतिष्ठं ॥ ५ ॥

नमो ते करुणगार नमो ते मत्तिसागर ।

नमो ते अमताकार नमो ते नरभाकर ॥ ६ ॥

नमो ते इतसंसार नमो ते नरकपुर ।

नमो ते जगताधार नमो ते अमरतण्डव ॥ ७ ॥

रंसिमालं नमो तुयं नरम्बुतहमण्डन ।
 जलमानं नमो तुयं भवारङ्गदवानल ॥ ८ ॥
 इधानन्तगुणाधारं सुहृत्सुरतनाकर ।
 पादे वन्दामि ते नाथ सहाय नतमुहना ॥ ९ ॥
 कुसुमं फुलितं एतं पद्महेत्वान् चञ्चलिं ।
 बुद्धसेतुं सरित्वान् आकाशेमपि पूजये ॥ १० ॥
 गन्धसन्धारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना ।
 पूजये पूजनेय्यन्तं पूजाभाजनमुत्तमं ॥ ११ ॥
 घतसारण्यदिक्तेन दीपेन तमधंसिना ।
 तिलोकदीपं संखुहं पूजयामि तमोमुदं ॥ १२ ॥
 सततविततकिञ्चित् धस्तकन्द्यदप्यं
 तिभवहितविधानं सख्यलोकिककेतुं ।
 अमितमतिमनःघं सन्तिदे मेरुसारं
 सुगतमहमुदारं रूपसारं नमामि ॥ १४ ॥

B. A. pp. 69, 99

धर्मवन्दना

// स्वाकृतातो भगवता धर्मो सन्दिष्टिको अकालिको एहि-
 पक्षिको ओपजयिको पक्षितं वेदितव्यो विद्वद्भीति ।

धनं जीवितपरियन्तं सरणं गच्छामि ।

नत्थि मे सरणं अन्नं धनो मे सरणं वरं ।

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं ॥ १ ॥

हतदुरिततुसारं मोहपङ्कोपतापं

मनकमलविकासं जन्तुनं सेसकानं

कुमतिकुमुदनासं बहुपुष्पाचलगा

उदितमहमुदारं धन्यभानुं नमामि ॥ २ ॥

B. A. 75

सङ्खवन्दना

सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, उजुपटिपन्नो भगवतो
सावकसङ्घो, जायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, सामीचि-
पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो । यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि,
अट् पुरिमपुगला, एव भगवतो सावकसङ्घो आहुणेय्यो
पाहुणेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणिय्यो, अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं
लोकस्सा-ति ।

सङ्खं जीवितपरियन्तं सरणं गच्छामि ।

नत्थि मे सरणं अन्नं सङ्घो मे सरणं वरं ।

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं ॥ १ ॥

सकलविमलसौलं धूतपापपरिजालं

सुरनरमहनीयं पाहुणेय्याहुणेय्यं

उजुपथपटिपत्रं पुञ्जस्त्रेत्तं जमानं

गणमहमभिवन्दे सारदं सादरेन ॥ २ ॥

B. A. 77

दस अकुसलधम्मा

कायकम्मं तिग्धा वुत्तं वाचाकम्मं चतुब्बिधं ।

मनसा तिविधं चेति दस कम्मपथा इमे ॥ १ ॥

पाणघात-परहृत्त्वं परदारश्च कायतो ।

मुसा पेसुञ्ज-फरसं सम्फण्णलापि वाचतो ।

अभिज्झा चेव व्यापादो मिच्छादिद्वि च मानसो ॥ २ ॥

Thupajingir

B. A. 109

निचपच्चवेक्खाधम्मा

जराधम्मोन्दि जरं अनतीतो, व्याधिधम्मोन्दि व्याधिं

अनतीतो, मरणधम्मोन्दि मरणं अनतीतो, सब्बेहि मे

पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो, कम्मसक्कोन्दि

कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसंरणो, यं कम्मं

करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो

भविस्सामि । ✓

B. A. 68

मेत्ताभावना

(क)

अहं अवेरो होमि, अव्यापज्जो होमि, अनौघो होमि,
सुखी अत्तानं परिहरामि । अहं विय मय्हं आचरियुप-
ज्जाया मातापितरो हितसत्ता मज्झत्तीकसत्ता वेरी
सत्ता अवेरा होन्तु, अव्यापज्जा होन्तु, अनौघा होन्तु, सुखी
अत्तानं परिहरन्तु, दुक्खा सुच्चन्तु, यथालवसम्पत्तितो मा
विगच्छन्तु कम्मसका ।

इमस्मिं विहारे, इमस्मिं गोचरगामे, इमस्मिं नगरे,
इमस्मिं लङ्कादीपे, इमस्मिं जम्बुदीपे, इमस्मिं चक्रवाळे
इस्सरजना, सीमट्टकदेवता, सब्बे सत्ता अवेरा होन्तु,
अव्यापज्जा होन्तु, अनौघा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु,
दुक्खा सुच्चन्तु, यथालवसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मसका ।

पुरिमाय दिसाय, दक्खिणाय दिसाय, पच्छिमाय
दिसाय, उत्तराय दिसाय, पुरत्थिमाय अनुदिसाय,
दक्खिणाय अनुदिसाय, पच्छिमाय अनुदिसाय, उत्तराय
अनुदिसाय, हेट्ठिमाय दिसाय, उपरिमाय दिसाय सब्बे
सत्ता सब्बे पाप्पा सब्बे भूता सब्बे पुग्गला सब्बे अत्तभात्र-
पदियापक्का सब्बा इत्थियो सब्बे पुरिसा सब्बे अनिया
सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुस्सा सब्बे अमनुस्सा सब्बे

विनिपातिका अवैरा होन्तु, अव्यापज्ज्ञा होन्तु, अनीघा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु, दुक्खा मुञ्चन्तु, यथासत् सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कम्पस्सका ।

B. A. 65

(ख)

ये सल्ले पाणिनो जीवा मूता सत्ता च सल्लदा ।
सुखी अवैरा निदुक्खा अव्यापज्ज्ञा च होन्तु ते ॥
तिरच्छानगता सल्ले पेतापेतभवेसु च ।
सुखिता होन्तु निदुक्खा अवैरा च अनामया ।
दीघायुका अन्नमज्जं पिया पप्पोन्तु निब्बुतिं ॥

B. A. 159

(ग)

अत्तपमाय सल्लेसं सत्तानं सुखकामतं ।
पस्सित्वा कमतो मेत्तं सल्लसत्तेसु भावये ॥ १ ॥
सुखो भवेय्यं निदुक्खो अहं निज्जं, अहं विय । २
हित्ता च मे सुखो होन्तु मज्झत्ता च-थ वेरिनो ॥ २ ॥
इमन्हि गामक्खेत्तन्हि सत्ता होन्तु सुखी सदा ।
ततो परच्च रज्जेसु चक्खवाळेसु जन्तुनो ॥ ३ ॥
तथा इत्थी पुमा चैव अरिया अनरियापि च ।
देवा नरा अपायइा तथा दससिंहासु चा-ति ॥ ४ ॥ •

विनिपातिका, अनीघा, अनीघा २८१

B. A. 54

दससील

पाणातिपाता वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥१॥

अदिक्खदाना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥२॥

अन्नचरिया वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥३॥

सुसावादा वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥४॥

सुरामेरयमज्जपमादहाना वेरमणीसिक्खापदं

समादियामि ॥५॥#

विकासभोजना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥६॥

नच्चगीतवादित्तविसुक्कदस्सना वेरमणीसिक्खापदं

समादियामि ॥७॥

मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनहाना वेरमणी-

सिक्खापदं समादियामि ॥८॥ †

उच्चास[†]नमहासयना वेरमणीसिक्खापदं समादियामि ॥९॥

जातरूपरजसपटिगहणा वेरमणीसिक्खापदं

समादियामि ॥१०॥ ✓

H. P. 81

मज्झिमा पटिपदा

इमे भिक्खवे अन्ता पब्बजिते न सेवितव्या । कतमे

हे ? यो चायं कामेसु कामसुखसिक्खानुयोनो द्वीनो

* इदं पञ्चकं पञ्चसीलं नाम ।

† इदं अट्ठकं अट्ठसीलं नाम ।

वर्ग]

आनिर्भाष्टवनि

२८७

गम्भी पोथुज्जिको अनरियो अनत्यसंहितो, यो चायं
अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्यसंहितो ; एते
खो भिक्खवे उभे अन्ते अनुपगम्भ मज्झिमा पटिपदा तथा-
गतेन अभिसम्बुद्धा चक्खुकरणी आणकरणी उपसमाय
अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति ।

कतमा च सा भिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन
अभिसम्बुद्धा...निब्बानाय संवत्तति ? अयमेव अरियो—

अट्ठङ्गिको मग्गो

सेय्यथीदं—सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्मा-
कम्भन्तो, सम्माजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा-
समाधि । अयं खो भिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन
अभिसंबुद्धा...निब्बानाय संवत्तति ।

ध. च.

चत्तारि अरियसच्चानि

[चत्तारि अरियसच्चानि—दुक्खं अरियसच्चं, दुक्खसमुदयं ।
अरियसच्चं, निरोधो अरियसच्चं, दुक्खनिरोधगामिनी
पटिपदा अरियसच्चं ।]

इदं खो पण भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं—जातिपि दुक्खा,
जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खा, मरणम्पि दुक्खं, अपिप्येहि

सम्बन्धयोगो दुःखो, पियेहि विषययोगो दुःखो, यस्मि इच्छं न
लभति तस्मि दुःखं ; संखितेन पञ्चपादानकवन्धा दुःखा ।

इदं खो पन भिक्खवे, दुःखसमुदयं अरियसच्चं—यायं
तण्हा पो नो भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभि-
नन्दिनी, सेय्यथीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा ।

इदं खो पन भिक्खवे दुःखनिरोधं अरियसच्चं—यो तस्मा
येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति
अनालयो ।

इदं खो पन भिक्खवे दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा
परियसच्चं—अयमेव अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो ।

ध. च.

ततीयो वग्गो

सन्धवजातकं

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारित्ते बोधिसत्तो
ब्राह्मणकुले निब्बन्ति । मातापितरो तस्स जातग्गिं गहेत्वा
तं सोळसवत्सपदेसे ठितं आहंसु—‘किं तात, जातग्गिं
गहेत्वा अरह्णे अग्निं परिचरिस्ससि, उदाहु तयो वेदे
उग्गच्छित्वा ^{learning} ^{settling down as a mendicant} ~~कुटुम्बं~~ सण्हपेत्वा वरावासं वसिस्ससीति ?’

सो 'न मे घरावासेनत्यो, अरद्धे अग्निं परिचरित्वा
 ब्रह्मलोकपरायनो भविस्सामोति' जातग्निं गृह्णत्वा माता-
 पितरो वन्दित्वा अरद्धं पविसित्वा पशुसालाय वासं कथित्वा
 अग्निं परिचरि। सो एकदिवसं निमन्त्रितवान् गच्छा
 सपिना पायासं लभित्वा 'इमिना पायासं महाब्रह्मणो
 यजिस्सामोति' पायासं आहरित्वा अग्निं जालित्वा 'अग्निं
 ताव भगवन्तं सप्ययुक्तं पायासं पायेमोति' पायासं अग्निं
 पक्वपि। बहुसिनेहं पायासे अग्निं पक्वत्तमत्ते येव
 अग्निं अशुग्गताहि सच्छिद्धिं पशुसालं भापेसि। ब्राह्मणो
 भीततसितो पलायित्वा बहि ठत्वा 'कापुरिसेहि नाम
 सन्यवो न कातव्वो, इदानी मे इमिना अग्निना किच्छेन
 कता पशुसाला भापिताति' वत्ता पठमं गायमाह—

“न सन्यवस्मा परमत्थि पापियो

यो सन्यवो कापुरिसेन होति।

सन्तप्यितो सपिना पायसेन

किच्छा कतं पशुकुटिं अदह्वीति ॥”

सो एवं वत्ता 'न मे तथो मित्तदग्निना अत्योति' तं
 अग्निं उदकेन निष्पापित्वा साखाहि पोथत्वा अन्तो हिमवन्तं
 पविसन्तो एकं सामामिनि सौहस्रं च व्युग्धस्रं च दीपिनी
 च सुखं लेहन्ति दिस्वा 'सप्युरिसेहि सच्चि सन्यवा परं सेवो
 नाम नत्योति' चिन्तेत्वा दुतियं गायमाह—

“न सन्यवस्त्रा परमस्य सेव्यो
 यो सन्यवो सप्पुरिसेन ह्येति ।
 सौहस्य व्यग्नस्य च दीपिनो च
 सामा मुखं लेहति सन्यवेना-ति ॥”

एवं वत्वा बोधिसत्तो अन्तो हिमवन्तं पविसित्वा इति-
 पब्बज्जं पब्बजित्वा अभिज्ञा समापत्तियो च निब्बत्तेत्वा ;
 जीवितपरियोसाने ब्रह्मलोकूपगो अहोसि । ✓

Jat. Vol. II. p. 43

गिरिदन्तजातकं

अतीते वाराणसियं सामराजा नाम रज्जं कारेसि ।
 तदा बोधिसत्तो अमच्चकुले निब्बत्तित्वा वयपत्तो तस्स अत्य-
 धन्नाशुसायको अहोसि । रज्जो पण पण्डवो नाम
 मज्जल्लसो ; तस्स गिरिदन्तो नाम अस्सवन्धो, सो खप्पो
 अहोसि । अस्सो सुखरेण्णुके गहेत्वा तं पुरतो गच्छन्तो
 दिस्वा ‘मं एसो सिक्खापेतीति’ सञ्जाय तस्स अनुसिक्खन्तो
 खप्पो अहोसि । तस्स खप्पभावं रज्जो आरोचेसु । राजा
 वेक्खे पियेसि । ते गम्भा अस्सस्य सरीरे रोगं अपप्पन्ता
 ‘रोगं अस्स न पप्पन्ता-ति’ रज्जो कथयिंसु । राजा बोधिसत्तं

पेवेसि—‘गच्छ वयस्स, एत्थ कारणं जानाहीति ।’ सो गत्वा
खस्सवन्धसंसग्गेन तस्स खस्सभूतभावं अत्वा रञ्जो तं अयं
आरोचेत्वा संसग्गदोसेन एवं होतीति दस्सेन्तो पठमं
 गायमाह—

“दूसितो गिरिदन्तेन हयो सामस्स पण्डवो ।

पोराणं पकत्तिं हित्वा तस्सेव अनुविधीयतीति ॥”

अथ न राजा ‘इदानीं वयस्स, किं कत्तब्बन्ति’ पुच्छि ।

बोधिसत्तो ‘सुन्दरं अस्सवन्धं लभित्वा यथापोराणो
 भविस्सतीति’ वत्वा दुतियं गायमाह—

“सचेव* तनुजो† पोसो सिखराकारकप्पितो ।

आनने तं गहेत्वान् मण्डले परिवत्तये ।

खिप्पमेव पइत्वान् तस्सेव अनुविधीयतीति ॥”

राजा तथा कारेसि । अस्सो पकत्तिभावे पट्टिडासि ।

राजा ‘तिरच्छानानम्मि नाम आसयं जानिस्सतीति’ तुड-
 चित्तो बोधिसत्तस्स महन्तं यसं अदासि ।

Jat. Vol II, p. 98

* सचे+एव । † त+अनुजो ; तस्स अनुजो अनुकम्पयातोर्ति अत्तो ।
 ३० पं०

एकपञ्चजातकं

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारन्ते बोधिसत्तो
 उदिच्चब्राह्मणकुले निब्बत्तित्वा वयप्पत्तो तक्कसिलायं तयो
 वेदे सब्बसिप्पानि च उगण्हित्वा कच्चि कालं चरावासं
 वसित्वा मातापितुञ्चं अच्चयेन इसिपब्बज्जं पब्बजित्वा
 अभिञ्जा च समापत्तियो च निब्बत्तेत्वा हिमवन्ते वासं
 कप्पेसि । तथ चिरं वसित्वा क्षोणम्बिलसेवनत्थाय
 जगपदं आगत्वा वाराणसिं पत्वा राजुय्याने वसित्वा
 पुनदिवसे सुनिवत्थो सुपाकतो तापसाकप्पसम्पन्नो भिक्षाय
 नगरं पविसित्वा राजद्वारं पापुणि । राजा सीहपञ्चरेण
 ओलोकेत्तो तं दिस्वा इरियापथे पसोदित्वा अयं तापसो
 सन्तिन्द्रियो सन्तमानसो युगमसंदक्षो पदवारे पदवारे
 सहस्रत्यविकं ठपेत्तो विय सीहविजम्भितेन आगच्छति,
 सचे सन्तधम्मो नामेको अत्थि इमस्स तेजम्भन्तरेण भवि-
 तब्बन्ति चिन्तेत्वा एकं अमञ्चं आलोकेसि । सो 'किं करोमि
 देवा-ति' आह । 'एतं तापसं आनेहोति ।' सो 'साधु
 देवा-ति' बोधिसत्तं उपसङ्गमित्वा वन्दित्वा हत्थतो भिक्षा-
 भाजनं गहेत्वा 'किं महापुञ्जा-ति' वुत्ते 'भन्ते, राजा
 पक्कोसतीति' आह । बोधिसत्तो 'न मयं राजकुलपगा,
 हेमवतका नामन्हा-ति' आह । अमञ्चो गत्वा तमेत्यं
 रज्जो आरोचेसि । राजा 'अञ्चो अन्हाकं कुलूपकी नत्थि,

आनेहि नन्ति' आह । अमच्चो गत्वा बोधिसत्तं वन्दित्वा
याचित्वा राजनिवेसनं पवेसेसि । राजा बोधिसत्तं वन्दित्वा
समुत्थितसेतच्छत्ते कञ्चनपल्लवे ^{101/102} निसीदापेत्वा अत्तनो पटियत्तं
नानगरसभोजनं भोजेत्वा 'भन्ते, कुहिं वसथा-ति' पुच्छि ।
'हेमवत्तका मयं महाराजा-ति ।' 'इदानीं कङ्गं गच्छथा-ति ।'
'वस्सारत्तानुरूपं ^{103/104} सेनासनं उपधारेम महाराजा-ति ।' 'तेन
हि भन्ते, अन्हाकं ^{105/106} ज्ञेय उय्याने वसथा-ति' पतिञ्चं गहेत्वा,
सयम्पि भुञ्जित्वा बोधिसत्तं आदाय उय्यानं गत्वा पणसाणं
मापेत्वा, रत्तिट्ठानदिवाठानानि कारेत्वा ^{107/108} पण्डितपरिक्खारे
दत्वा, उय्यानपालं ^{109/110} पटिच्छापेत्वा, ^{111/112} नगरं पाविसि । ततो
पट्टाय बोधिसत्तो उय्याने वसति । राजापि-स्स दिवसे
दिवसे ^{113/114} इत्तिक्खत्तं ^{115/116} उपट्ठानं गच्छति । ✓

तस्स पन रज्जो दुड्ढुमारो नाम पुत्तो अहोसि ^{117/118} चण्डो
फरुसो । नेव राजा दमेतुं ^{119/120} असक्खि, न सेसजातका ।
अमच्चापि ब्राह्मणगहपतिकापि एकतो हुत्वा 'सामि, मा
एवं करि, एवं कातुं न लग्भा-ति' कुञ्जित्वा ^{121/122} कथेत्तापि
कथं गाहापेतुं न सक्खिं । राजा चिन्तेसि ^{123/124} 'उपेत्वा मम
अय्यं सोलवन्तं तापसं, अहो इमं कुमारं दमेतुं ^{125/126} समयो नाम
नत्थि, सो येव नं दमेस्सतीति ।' 'सो कुमारं आदाय
बोधिसत्तस्स सत्तिकं गत्वा 'भन्ते, अयं कुमारो चण्डो
फरुसो, मयं इमं दमेतुं न सक्कोम । तुम्हे तं एकेन

उपायेन सिक्खापेया-ति' कुमारं बोधिसत्तस्स नित्यादेत्वा पक्कमि ।

बोधिसत्तो कुमारं गृहेत्वा उय्याने विचरन्तो एकतो एकेन एकतो एकेना-ति द्वीहि येव पत्तेहि एकं निम्बपोतकं दिस्वा कुमारं आह 'कुमार, एतस्स ताव रुक्खस्स पोतकस्स पण्णं खादित्वा रसं जानाहीति ।' सो तस्स एकं पण्णं संखादित्वा रसंज्वा ^{खादित्वा} ^{सह} ^{खेलेन भूमियं} ^{निद्रुभि} । 'किं एतं कुमारा-ति' वुत्ते 'भन्ते, इदानीवेस्स रुक्खो हलाहल-विस्सूपमो, वड्ढन्तो पन बड्ढ मनुस्से मारिस्सतीति' निम्ब-पोतकं उप्पाटेत्वा हत्थेहि परिमदित्वा इमं गाथमाह—

‘एकपण्णो अयं रुक्खो न भुम्मा चतुरङ्गलो ।

फलेन विसकप्येन महायं किं भविस्सतीति ।’

अथ नं बोधिसत्तो एतदवोच—‘कुमार त्वं इमं निम्ब-पोतकं “इदानीव एवं तिसको, महल्लककाले कुतो इमं निस्साय वड्ढीति” उप्पाटेत्वा महित्वा छड्डेसि, यथा त्वं एतस्मिं पटिपज्जि, एवमेव (तं) रड्ढासिनोपि ‘अयं कुमारो दहरकाले येव एवं चण्डो फरुसो, महल्लककाले रज्जं पत्वा किं नाम करिस्सति, कुतो अग्ग्हाकं एतं निस्साय वड्ढीति’ तव कुलसन्तकं रज्जं अदत्वा निम्बपोतकं विय तं उप्पाटेत्वा रट्ठा पुब्बाज्जनियकस्स करिस्सन्ति । तस्मा निम्बरुक्ख-परिभागतं हित्वा इतो पड्ढाय खन्तिमेत्तानुइयसिम्भो

होहीति । सो ततो पटाय निहतमानो निव्विसेवो
खन्तिमेत्तानुद्दयसम्पन्नो हुत्वा बोधिसत्तस्स ओवादे ठत्वा पितु
अच्चयेन रज्जं पत्वा दानादीनि पुञ्जकम्मानि कत्वा यथाकम्भं
अगमासि ।

Jat. Vol. I. p. 505.

इक्षीसजातकं

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारित्ते, वाराणसियं
इक्षीसो नाम सेट्ठि अहोसि असीतिकोटिविभवो पुरिस-
दोससमन्नागतो खञ्जो कुणी विसम-अक्खिमण्डलो अस्सहो
अण्णसन्नो मच्छरी, नेवं अज्जेसं देति न सयं परिभुञ्जति,
रक्खसपरिगृहीतपोक्खरणी विय-स्स गेहं अहोसि ।
मातापितरो पन-स्स याव सत्तमा कुलपरिवत्ता दायका
दानपतिनो । सो सेट्ठिद्वानं लभित्वा येव कुलवसं नासेत्वा
दानसारं भापित्वा, याचके पोथेत्वा निक्कट्ठित्वा धनमेव
सगृह्णति । सो एकादिवसे राजपट्टानं कत्वा असनो घरं
आगच्छन्तो एकं मग्गकिलन्तं जुनपदमनुसं एकं सुरावीरकं
आदाय पीठके निसीदित्वा अम्बिलसुराय कोसकं पूरेत्वा
पूतिमच्छकेन उत्तरिभङ्गेन पिवन्तं दिस्वा सुरं पातुकामो
हुत्वा चिन्तेसि—सचाहं सुरं पिविस्सामि, मयि पिवन्तं
बह्व पिवितुकामा भविस्सन्ति, एवं मे धनपरिक्खयो

भविष्यतीति ।'✓ सो तथं अधिवासेतो विचरित्वा
 गच्छन्ते काले अधिवासेतुं असक्नोन्तो विहृतकपासो विय
 पण्डुसरीरो बहोसि, धमनिसन्यतगत्तो जातो । अथेक-
 दिवसं गम्भं पविसित्वा मञ्चकं उपगूहत्वा निपज्जि । तमेनं
 भरिया उपसंकमित्वा पिट्ठिं परिमज्जित्वा 'किं ते सामि,
 अफासुकन्ति' पुच्छि । सत्त्वं हेट्ठाकथितनियमेनैव वेदि-
 तब्बं ।* 'तेन हि एककस्सेव ते पड्ढोनकं सुरं करोमीति'
 पुन वुत्ते 'गेहे सुराय करियमानाय बद्धं पञ्चासिसन्ति,
 १७१५२५३

* 'न मे किञ्चि अफासुकं अत्थीति ।' 'किञ्च खो ते राजा कुपितो-
 ति ?' 'राजापि मे न कुप्यति ।' 'अथ किन्ते पुत्तघीताहि वा दासकम्म-
 करादोहि वा किञ्चि अमनापं कतं अत्थीति ?' 'एवरूपमि नत्थि ।'
 'किस्सिचि पुन ते तण्हा अत्थीति ?' एवं वुत्तेपि धनहानिभयेन
 किञ्चि अवत्ता निस्सद्दोव निपज्जि । अथ नं भरिया 'कथेहि सामि,
 सिस्सिन्ते तण्हा'ति' आह । सो वचनं परिगलन्तो विय 'अत्थि मे
 एका तण्हा'ति' आह । 'किन्तण्हा सामीति ।' ('सुरं पातु-') कामो-
 न्दि ।' 'अथ किमत्थं न कथेसि ? किं त्वं इल्लिदो ? इदानीं सकल-
 सक्खरनिगमवाचीनं (प्रहोणकं सुरं करिस्सामीति) ।' 'किं तेहि,
 अत्तणो कम्मं कत्वा (पिविस्सन्तीति) ।' 'तेन हि एकरक्खवाचीनं
 (पड्ढोनकं करोमीति) ।' 'जानाम-हं तव मट्ठाधनभावन्ति ।' 'इमस्सि-
 गेहमत्तं सत्त्वं पड्ढोनकं कत्वा (करोमीति) ।' 'जानाम-हं तव
 मट्ठान्नासयमावन्ति ।' 'तेन हि ते पुत्तदारमतस्सेव पड्ढोनकं कत्वा
 (करोमीति) ।' 'किन्ते एतेहीति ?'

अन्तरापणतो आहारापेत्वापि न सक्का इध निसिन्नेन
 पातुन्ति' मासकमत्तं^{single penny} दत्त्वा अन्तरापणतो सुरावारकं^{Tavern}
 आहारापेत्वा चेटकेन गाहापेत्वा नगरा निकल्लम् नदीतीरं
 गत्वा महामगसमीपे एकं^{The Boat} गुम्बं पविसित्वा सुरावारकं
 ठपापेत्वा 'गच्छ त्वन्ति' चेटकं^{o'stair} दूरे निसीदापेत्वा कोसकं^{cup}
 पूरेत्वा सुरं पातुं आरभि ।

पिता पन-स्स दानादीनं पुञ्जानं कतत्ता देवलोके सक्को
 हुत्वा निब्बत्तो । सो तस्मिं खणे 'पवत्तति नु खो मे
 दानं उदाहु नो-ति' आवज्जेन्तो तस्स अप्पवत्तिं, पुत्तस्स च
 कुलवत्तं नासेत्वा दानसालं भापेत्वा याचके निक्कट्ठित्वा
 मच्छरियभावेन पतिट्ठाय अञ्जेसं दातव्वं भविस्सतीति भयेन
 गुम्बं पविसित्वा एककस्सेव सुरं पिवत्तुमावच्च दिस्सा
 'गच्छामि, तं संखोभेत्वा^{To want} दमेत्वा^{leads to the consequences} कम्मफलसम्बन्धं जानापेत्वा
 दानं दापेत्वा देवलोके निब्बत्तनारहं करोमीति' मनुस्स-
 पथं ओतरित्वा इस्सोससेट्ठिना निब्बिडे^{worthy of rebirth} खञ्जकुणिं^{lowerer of rebirth} विसम-
 चकुलं अत्तभावं^{existing on the same level of Dharma} निम्भनित्वा राजगहनगरं पविसित्वा
 रक्को निवेसनद्वारे ठत्वा अत्तनो आगतभावं आरोचापेत्वा
 'पविसत्तू-ति' वुत्ते पविसित्वा राजानं वन्दित्वा अट्ठासि ।
 राजा 'किं मज्जासेट्ठि, अबेलाय आगतोसीति' आह ।
 'आगतोहि देव, घरे मे असीतिकोटिमत्तं धनं अत्थि,
 तं देवो आहारापेत्वा अत्तनो^{to sum up} भण्डागारं पूरापेत्तू-ति ।' 'अलं

महासेडि, तव धनतो ; अम्हाकं गैहे बहुतरं धनन्ति ।' 'सचे
 देव, तुम्हाकं कम्भ^{with the power of} नत्थि, यथारुचिया नं गहेत्वा दानं
 दम्मीति ।' 'देहि सेड्ढीति ।' सो 'साधु देवा-ति' राजानं
 वन्दित्वा निक्खमित्वा इल्लोससेड्ढिनो गेहं अगमासि । सब्बे
 उपट्ठाकमनुस्सा परिवारेसु, एकोपि 'नायं इल्लोसीति'^{for want of}
 जानितुं समत्थो नत्थि ।/ सो गेहं पविसित्वा अन्ते उम्मारि^{the end of}
 ठत्वा दोवारिकं पक्कोसापेत्वा 'यो अज्जो मया समानरूपो
 आगन्त्वा "ममेतं गेहन्ति" पविसितुं आगच्छति, तं पिट्ठियं
 पहरित्वा नोहरय्याथा-ति' वत्वा पासादं आरुख्ख महारुहे
 आसने निसोदित्वा सेड्ढिभरियं पक्कोसापेत्वा सित्तकारं^{with a}
 दस्सेत्वा 'भहे, दानं देमा-ति' आह । तस्स तं वचनं सुत्वा-व
 सेड्ढिभरिया च पुत्तधीतरो च दासकम्भकरा च 'एत्तकं कालं
 "दानं देमा-ति" चित्तमेव नत्थि, अज्ज पन सुं पिवित्वा
 सुदुव्वित्तो हुत्वा दातुकामो जातो भविस्सतीति' वदिंसु ।
 अथ नं सेड्ढिभरिया 'यथारुचिया देय सामीति' आह ।
 'तेन हि भेरिवादकं पक्कोसापेत्वा "सुवस्सरजतमणिमुत्तादीहि
 अयिका इल्लोससेड्ढिस्स घरं गच्छन्तु-ति" सकलनगरे भेरिं
 चरापेहीति ।' सा तथा कारेसि । महाजनो पक्कपसब्बका-^{for want of}
 दीनि गहेत्वा गेहदारे सन्नपति । सक्को सत्तरतनपूरे गम्भे
 विवरापेत्वा 'तुम्हाकं दम्भि, यावदत्थं गहेत्वा गच्छथा-ति'^{for want of}
 आह ।/ महाजनो धनं नोहरित्वा महातले रासि कत्वा

अभतभाजनानि पूरेत्वा गच्छति । अञ्जतरो जगपदमनुस्सो
 इत्थोससेट्ठिनो गाणे तस्मैव रथे योजेत्वा सत्तहि रतनेहि
 पूरेत्वा नगरा निक्खम्मा महामग्गं पटिपज्जित्वा तस्स गुम्बस्स
 अत्रिदूरेन रथं पेसेन्तो 'वस्ससतं जीव सामि इत्थोससेट्ठि, तं
 निस्साय दानि मे यावज्जोवं कम्म' अकत्वा जीवितञ्च
 जातं । तवेव रथो, तवेव गोणा, तवेव गेहे सत्तरतनानि,
 नेव मातरा दिव्वा न पितरा, तं निस्साय लद्धानि सामोति'
 सेट्ठिनो गुणकथं कथेन्तो गच्छति । सो तं सहं सुत्वा भीत-
 तसितो चिन्तेसि 'अयं मम नामं गहेत्वा इदञ्च इदञ्च
 वदति । कच्चि नु खो रञ्जा मम धनं लोकस्स दिव्वन्ति' गुम्बा
 निक्खमित्वा गोणे च रथं च सञ्जानित्वा 'अरे चेटक, मय्हं
 गोणा, मय्हं रथोति' वत्ता गत्वा गोणे नासारज्जुयं गण्ढि ।
 गहपतिको रथा ओरुय् 'अरे दुट्टचेटक, इत्थोसमहासेट्ठि
 सकलनगरस्स दानं देति, त्वं किं अहोसिति' पक्खन्दित्वा,
 असनिं पातेन्तो विय खुम्भे पहरित्वा रथं आदाय अगमासि ।
 सो पन कम्पमानो उट्ठाय पंसुं पुञ्चित्वा वेगेन गत्वा
 रथं गण्ढि । गहपतिको भीतरित्वा केसेसु गइत्वा नामेत्वा
 कप्परप्पहारिहि कोट्टेत्वा गले गइत्वा आगतमग्गाभिमुखं
 खिपित्वा पक्कमि । एत्तावतास्स सुरामदो छिज्जि । सो
 कम्पमानो वेगेन निवेसनहारं गत्वा धनं आदाय गच्छन्ते
 'अन्धो, किं नामेतं, किं राजा मम धनं विलुम्पापेतीति'

तं तं गत्वा गच्छाति, गहितगहिता पहरित्वा पादमूले
 येव पातेन्ति । सो वेदनामत्तो गेहं पविसितुं आरभि,
 द्वारपाला 'अरे धुसगहपति, कहं पविससीति'
 वंसपेसिकाहि पोथेत्वा गोवाय गहेत्वा नौहरिंसु । सो 'उपेत्वा
 इदानी राजानं' नथि मे अञ्जो कोचि पटिसरणन्ति' रञ्जो
 सन्तिकं गत्वा 'देव, मम गेहं तुम्हे विलुम्पापेया-ति ।'
 'नाहं सेट्ठि, विलुम्पापेमि । ननु त्वमेव आगत्वा "सचे तुम्हे
 न गच्छथ, अहं मम धनं दानं दस्सामीति," नगरे भेरिं
 चरापेत्वा दानं अदासीति ।' 'नाहं देव, तुम्हाकं सन्तिकं
 आगच्छामि । किं तुम्हे मय्हां मच्छरियभावं न जानाथ ?
 अहं तिण्णेन तेलबिन्दुम्मि न कस्सचि देमि । यो दानं देति
 तं पक्कोसापेत्वा वोमंसथ देवा-ति ।'

राजा सक्कं पक्कोसापेसि । द्विजं जनानं विसेसं नेव
 राजा जानाति न अमच्चा । मच्छरियसेट्ठि 'किं देव,
 अयं सेट्ठि ? अहं सेट्ठीति' आह । 'मयं न सञ्जानाम,
 अथि तेसं जाननको-ति ?' 'भरिया मे देवा-ति' । भरियं
 पक्कोसापेत्वा 'कतरो ते सामियोत्ति' पुच्छिंसु । सा 'अयन्ति'
 सक्कस्सेव सन्तिके अट्ठासि । पुत्तघीतरो दासकम्भकरे
 पक्कोसापेत्वा पुच्छिंसु, सब्बे सक्कस्सेव सन्तिके तिठ्ठन्ति ।
 पुन' सेट्ठि चिन्तेसि 'मय्हां सीसे पिठ्ठका अथि केसेट्ठि
 पटिच्छवा, तं खो पन कप्पको एव जानाति, तं पक्कोसापे-

स्वामीति ।' सो 'कपको मं देव, सञ्जानातीति तं पक्कोसापे-
हीति' आह । तस्मिं पन काले बोधिसत्तो तस्स कपको
हीति । राजा नं पक्कोसापेत्वा 'इत्थीससेट्ठि' जानासौति'
पुच्छि । 'सीसं ओलोकेत्वा सञ्जानिस्सामि देवाति ।'
'तेन हि द्विदम्पि सीसं ओलोकेहीति ।' तस्मिं खणे सक्को
सीसे पिळकं मापेसि । बोधिसत्तो द्विदम्पि सीसं
ओलोकेत्तो पिळकं दिस्वा 'महाराज, द्विदम्पि सीसे
पिळका अत्येव, नाहं एतेसु ^{इत्थं} एकस्स सामि-इत्थीस-भावं
^{संज्ञितं} सञ्जानितुं सक्कोमीति' वत्वा इमं गायमाह—

'उभो खञ्जा उभो कुणो उभो विसमचकुल्ला ।

उभिन्नं पिळका जाता, नाहं पस्सामि इत्थीसन्ति ।'

बोधिसत्तस्स वचनं सुत्वा सेट्ठि कम्पमानो धनसोकेन
सतिं पञ्चपट्टापेतुं ^{अपुन्यस्य} असक्कोत्तो तत्येव पपति । तस्मिं
खणे सक्को 'नाहं महाराज इत्थीसो, सक्कोहं ^{अस्मीति} अस्मीति'
महत्तिया लोळ्हाय ^{miracle} आकासे अट्ठासि । इत्थीसंस्स मुखं
पुञ्जित्वा उदकेन सिद्धिंसु । सो उट्ठाय सक्कं देवराजानं
वन्दित्वा अट्ठासि । अथ नं सक्को आह—'इत्थीस, इदं
धनं मम सन्तकं, न तव । अहम्पि ते पिता, त्वं मम
पुत्तो । अहं दानादीनि पुञ्जानि कत्वा सक्कतं पत्तो, त्वं
पन मे वंसं उपच्छिन्दित्वा अदानसीत्तो हुत्वा मच्छरिये
पतिट्ठाय दानसाला भापित्वा याचके निक्कट्ठित्वा धनमेव

सगृहपति; तं नेव त्वं परिभुञ्जसि न अञ्जो, रक्खस-
 परिगृहीतं विय तिद्धति । सचे मे दानसाला पाकटिकं
 कत्वा दानं दस्ससि, इच्चेतं कुसलं; नो चे दस्ससि तब्बं
 (सब्बं ?) ते धनं ^{Shitthang Thung} अन्तरधापेत्वा इमिना इन्दवजिरेन सीसं
 छिन्दित्वा ^{Chinn} जीवितक्खयं पापेस्सामीति ।' इत्थीससेट्ठि
 मरणभयेन सन्तज्जितो 'इतो पट्ठाय दानं दस्सामीति'
 पटिञ्चं अदासि । सक्को तस्स पटिञ्चं गहेत्वा ^{breathing a sigh of relief} आकासे
 निसिन्नकोव धम्मं देसेत्वा तं सीलेसु पतिट्ठापेत्वा
 सकटानमेव अगमासि । इत्थीसोपि दानादीनि पुञ्जानि
 कत्वा समप्रायनो अहोसि ।

Jat. Vol. I. p. 349.

दसरथजातकं

अतोते 'वाराणसियं दसरथ-महाराजा नाम अंगति-
 गमनं पहाय धम्मेन रज्जं कारेसि । तस्स सोळसवं
 इत्थिसहस्सानं जेट्ठिका अगमहेसी हे पुत्ते एकां च
 धीतरं ^{Chinn} विजायि । जेट्ठपुत्तो रामपण्डितो नाम अहोसि,
 दुतियो लक्खणकुमारो नाम, धोता सीतादेवी नाम ।
 अपरभागे ^{in future} अगमहेसी कालं अकासि । राजा तस्मा
 कालकलाय चिरं सोकवसं गत्वा भमस्सेहि सञ्जापितो तस्मा
² कालपरिवारं ^{MS. B. 18} कत्वा अञ्चं अगमहेसिट्ठाने ठपेसि । सा

रक्षो पिपा अहोसि मनापा। सापि अपरभागे गम्भं
 गण्डित्वा लङ्गम्भपरिहारं पुत्तं विजायि; भरतकुमारो-ति-
 स्स नामं करिंसु। राजा पुत्तसिनेहेन 'भहे, वरं ते
 दस्मि, गण्डाहोति' आह। 'सा गहितकं कत्वा ठपेत्वा'
 कुमारस्स सङ्खवस्सकाले राजानं उपसंक्रमित्वा 'देव,
 तुम्हेहि मय्दं पुत्तस्स वरो दिन्नो, इदानि-स्स नं देथा-ति'
 आह। 'गण्ड भहे ति।' 'देव, पुत्त मे रज्जं
 देथा-ति।' राजा अच्चे पहरित्वा 'नस्स वसति! मय्दं
 हे पुत्ता अग्निक्खन्धा विय जलन्ति, ते मारापित्वा तव
 पुत्तस्स रज्जं याचसीति' तज्जेसि। सा भीता सिरिगम्भं
 पविसित्वा अञ्जेसु दिवसेसु राजानं पुनपुन रज्जमेव
 याचि। राजा तस्सा तं वरं षट्त्वा-व चिन्तेसि—
 'मातुगामो नाम अकतञ्च मित्तदुभी; अयं मे कूटपण्ण वा
 वा कूटलञ्च' वा कत्वा पुत्ते घातापेय्या-ति' सो पुत्ते
 पक्कोसापेत्वा तं अत्थं आरोचत्वा 'तात, तुम्हाकं इध
 वसन्तानं अन्तरायोपि भवेय्य; तुम्हे सामन्तरज्जं वा
 अरञ्जं वा गत्वा मम धूमकाले आगत्वा कुलिसन्तकं रज्जं
 गण्ठेय्याथा-ति' वत्वा पुन नैमित्तिके पक्कोसापेत्वा अत्तनो
 आयुपरिच्छेदं पुच्छित्वा 'अञ्जानि द्वादस वस्सानि पवत्ति-
 स्सतीति' सुत्वा 'तात, इतो द्वादसवस्सच्चयेन आगत्वा क्तं
 उस्सापेय्याथा-ति' आह। ते 'साधु-ति' वत्वा पितरं

वन्दित्वा रोदन्ता पासादा ओतरिंसु । सीतादेवी 'अहम्भि
 भातिकेहि सद्धिं गमिस्सामीति' पितरं वन्दित्वा रोदन्ती
 निक्खमि । ते तयोपि ^{अगम्य} महाजनपरिवारा निक्खमित्वा
 महाजनं निवसेत्वा ^{in house of their party} अनुपुब्बेन हिमवन्तं पविसित्वा
 सम्पन्नोदके सुलभफलाफले पदेसे अस्समं मापेत्वा फलाफलेन
 यापेन्ता वसिंसु । लक्खणपण्डितो पन सीता च रामपण्डितं
 याचित्वा 'तुम्हे अम्हाकं पितुद्धाने ठिता, तस्मा अस्समे येव
 होथ, मयं फलाफलं आहरित्वा तुम्हे पोसेस्सामा-ति'
 पटिच्चं गण्ठिंसु । ततो षट्ठाय रामपण्डितो तथेव होति,
 इतरे फलाफलं आहरित्वा तं ^{to receive of her} पटिगमिंसु । एवं तेसं
 फलाफलेन यापेत्वा वसन्तानं दसरथमहाराजा पुत्तसोकेन
 नवमे संवच्छरे कासं अकासि । तस्स ^{of his grace} सरोरकिच्चं करित्वा
 देवी अत्तनो पुत्तस्स भरतकुमारस्स 'कसं उस्सापेत्था-ति'
 आह । ^{countess} अमच्चा पन ^{real owner of the royal umbrella} 'कत्तसामिका अरच्चे वसन्तीति'
ⁱⁿ अदंसु । भरतकुमारो 'मम भातरं रामपण्डितं
 अरच्चा आनेत्वा कसं उस्सापेस्सामीति' ^{5 conditions of royal} पञ्चराजककुध-
 भण्डानि गहेत्वा ^{complete list of names} चतुरङ्गिनिया सेनाय तस्स वसनद्धानं
 पत्वा, ^{camping camp like pitched} अविदूरे खन्धावारं निवासेत्वा, कतिपयेहि अमासेहि
 सद्धिं लक्खणपण्डितस्स च सीताय च अरच्चं गतकाले
 अस्समपदं पविसित्वा, ^{firmly at} अस्समपदद्वारे ^{a present} सुदुठपितकश्चन-
 रूपकं विथ रामपण्डितं ^{in disguise} निरासद्धं सुखनिसिद्धं उप-

सङ्गमिता वन्दित्वा एकमन्त्रं ठितो, रञ्जो पवत्तिं आरोचेत्वा,
 सङ्घं भ्रमचेहि पादेसु पतित्वा रोदि । रामपण्डितो नेव
 सोचि न रोदि, इन्द्रियविकारमत्तम्मि-स्स नाहोसि ।
 भरतस्स पन रोदित्वा निसिन्नकाले, सायाण्हसमये इतरे
 द्वे फलाफले आदाय आगमिंसु । रामपण्डितो चित्तेसि
 —‘इमे दह्हरा, मय्हं विय परिगण्हनपञ्चा एतेसं नत्थि,
 सङ्घसा “पिता वो मतो-ति” वुत्ते सोकं धारेतुं असक्कोत्तानं
 हृदयम्मि तेसं फल्लेत्थि । उपायेन ते उदकं ओतारित्वा एतं
 पवत्तिं सावेस्सामीति ।’/अथ नेसं पुरतो एकं उदकट्टानं
 दस्सेत्वा ‘तुम्हे अतिचिरेन आगता, इदं वो दण्डकम्मं
 होतु—इमं उदकं ओतारित्वा तिट्ठया-ति’ उपट्ठगाथं ताव
 आह—

‘एथ लक्खण सीता च उभो ओतरथोदकन्ति ।’
 ते एकवचनेन ओतरित्वा अट्ठंसु । अथ नेसं तं
 पवत्तिं आरोचेत्तो सेसं उपट्ठगाथमाह—

‘एवायं भरतो आह राजा दसरथो मतोति ।’
 ते पितु मतसासनं सुत्वा-व विसञ्जा अहेसुं । पुन-पि
 नेसं कथेसि, पुन विसिञ्जा (विसिञ्जा ?) अहेसुन्ति । एवं
 यावत्ततियं विसिञ्जितं पत्ते, ते भ्रमञ्चा उक्खिपित्वा उदका
 नोहरित्वा थले निसोदापेत्वा लक्खसासेसु तेसु सब्बं भ्रमम्भं
 रोदित्वा परिदेवित्वा निसोदिंसु । तदा भरतकुमारो

चित्तेसि—‘मय्यं भाता लक्षणकुमारो भगिनी च सीतादेवो
पितु मतसासनं सुत्वा-व सोकं ^{grief} सम्यारितुं न सक्नोन्ति, राम-
पण्डितो पन न सोचति न परिदेवति, किन्तु खो तस्म
असोचनकारणं, पुच्छिस्सामि नन्ति’ सो तं पुच्छन्तो दुतिय-
गाथमाह—

‘केन राम पभावेन सोचितव्वं न सोचसि ।

पितरं कालकतं सुत्वा न ते ^{grief} पसहते ^{now} दुखन्ति ॥’

अथ-स्स रामपण्डितो असनो असोचनकारणं कथेत्तो

‘यं न सका ^{heart} पालेतुं ^{greatest} पोसेन ^{coming loudly} लपतं बहु ।

स किस्स विद्धु मेधावी ^{to know} अत्तानमुपतापये ॥

दहरो च हि वुद्धो च ये बाला ये च पण्डिता ।

^{rich} पट्टा चेव दहिहा च सब्बे मच्चुपरायणः ॥

कलानमिव पुक्कानं निच्चं ^{fear of a bull} पपेतनो भयं ।

एवं जातानं ^{mother} मच्चानं निच्चं मरणतो भयं ॥

सायमेके न दिस्सन्ति ^{many a one} पीतो दिट्ठा बहुज्जना ।

पातो एके न दिस्सन्ति सायं दिट्ठा ^{again} बहुज्जना ॥

परिदेवयमानो चे कच्चिदस्य मुदव्वहे ^{again any blessing} ॥

सम्भळ्हो हिंसमत्तानं ^{to tormenting} कयिरो चैनं विचक्खणो ॥

किसो विवसो भवता ^{their} हिंसमत्तानमत्तनो ।

न तेन पीता पालन्ति, ^{now} निरत्था ^{now} परिदेवना ॥

यथा ^{a blazing house} सरणमादितं ^{extinguish} वारिना परिनिब्बये ।

एवमपि धीरो सुत्वा मेधावी पण्डितो नरो ॥

खिप्पमुपपतितं सोकं वातो तूलं-व ^{scattered} धंसये ॥

एकोव मच्चो अच्चेति एकोव जायते कुले ।

^{as partners & associates ties} सञ्ज्ञोगपुत्रमा ^{is born straight} त्वेव सख्यमेगा सब्बपाणिनं ॥

तस्मा हि ^{skilled in sacred text} धीरस्स बहुसुतस्स सम्पस्सतो लोकमिमं परञ्च ।

^{knowing their nature} अञ्जाय धम्मं ^{clearly contemplating} हृदयं मनञ्च सोका महन्तापि न तापयन्ति ॥

^{major} सोहं दुस्सञ्च ^{minor} भोक्खञ्च भरिस्सामि च आतक्के ।

^{major} सेसं ^{subordinate} सम्पालयिस्सामि किञ्चमेवं विजानतोति ॥

इमाहि गाथाहि अनिच्चतं पकासेसि ।

परिसा इमं रामपण्डितस्स ^{it is done} अनिच्चतापकासनिं धम्म-

देसनं सुत्वा निस्सोका अहोसि । ततो भरतकुमारो

रामपण्डितं वन्दित्वा 'वाराणसिरज्जं पटिच्छथा-ति' आह ।

^{some bhanda} 'तात, लक्खणञ्च सीतादेविञ्च गहेत्वा रज्जं ^{assume} अनुसासथा-ति ।'

'तुम्हे पन देवा-ति ?' 'तात, मम पिता "हादसवस्सुच्चयेना-

गत्वा रज्जं करेय्यासीति" मं अवोच, अहं इदानीव गच्छन्तो

तस्स वचनकरो नाम न होमि, अञ्जानि पन तीणि वस्सानि

अतिक्कमित्वा आगमिस्सामोति ।' 'एतत्तं कालं को रज्जं

कारेस्सतीति ?' 'तुम्हे करोथा-ति ।' 'न मयं कारेस्सामा-ति ।'

'तेन हि याव मम आगमना इमा ^{slippers} पादुका कारेस्सन्तीति'

अस्तनो तिणपादुका ^{offering} ओमुञ्चित्वा अदासि । ते तयोपि

जना पादुका गहेत्वा पण्डितं वन्दित्वा ^{came} महाजनपरिवृता
 वाराणसिं अगमंस्तु । तीणि संवच्छरानि पादुका रज्जं
 कारिस्तु । अमञ्चा तिणपादुका राजपञ्चके ठपेत्वा ^{made a cause} अहं
 विनिच्छिनन्ति ; स चे दुब्बिनिच्छितो ^{decides wrong} होति, पादुका
 अञ्जमञ्जं पटिहञ्चति, ^{that case the} तां ^{sign} सञ्चाय पुन विनिच्छिनन्ति ।
 सन्धाविनिच्छितकाले पादुका निस्सद्दा सन्निसीदन्ति ।
 पण्डितो तिष्ठं संवच्छरानं अञ्चयेन अरञ्जा निक्खमित्वा
 वाराणसिनगरं पत्वा उय्यानं पविसि । तस्मागतभावं जत्वा
 कुमारो अमञ्चपरिवृता उय्यानं गन्त्वा सीतं अगमहेसिं कत्वा
 उभिन्नमि ^{gave to them both the ceremonial sprinkling} अभिसेकं करिस्तु । एवं अभिसेकप्यप्तो महासत्तो
 अलङ्कृतस्थे ठत्वा महन्तेन परिवारेण नगरं पविसित्वा
 पदक्खिणं कत्वा ^{crowd got rise} सुचन्दकपासादवरस्स ^{great terrace} महातलं अभिरुद्ध
 ततो पट्टाय सोळसवस्ससहस्रानि धम्मेन रज्जं करित्वा
^{swell the tops of heaven} सगगपदं पूरेसि ।

दसवस्ससहस्रानि सट्ठि वस्ससतानि च ।

कम्बुगीवो महाबाहु रामो रज्जमकारयीति ॥

Jat. Vol. IV. p. 124.

आळवकसुत्तं

एवं मे सुत्तं, एकं समयं भगवा ^{form} आळवियं विहरति
 आळवकस्स यक्खस्स भवने । अथ खो आळवको यक्खो
 येन भगवा तेगुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा भगवन्तमेतदवोच

'निक्खम समणा-ति । 'साधावुसो-ति' भगवा निक्खमि ।
 'पविस समणा-ति ।' 'साधावुसो-ति' भगवा पाविसि ।
 दुतियम्मि खो आळवको यक्खो भगवन्तं एतदवोच 'निक्खम समणा-ति ।'
 'साधावुसो-ति' भगवा निक्खमि । 'पविस समणा-ति ।'
 'साधावुसो-ति' भगवा पाविसि । ततियम्मि
 खो आळवको यक्खो भगवन्तं एतदवोच 'निक्खम समणा-ति ।'
 'साधावुसो-ति' भगवा निक्खमि । 'पविस समणा-ति ।'
 'साधावुसो-ति' भगवा पाविसि । चतुथ्यम्मि खो आळवको
 यक्खो भगवन्तं एतदवोच 'निक्खम समणा-ति ।' न खो
 पनाहं आवुसो निक्खमिस्सामि, यन्ते करणीयं तं करोह्वीति ।'
 'पण्हं ते समण, पुच्छिस्सामि । सचे मे न व्याकरिस्ससि,
 चित्तं वा ते खिपिस्सामि, हृदयं वा ते फालेस्सामि, पादेसु
 वा गहेत्वा पारं गङ्गाय खिपिस्सामीति ।' न खाहं तं
 आवुसो पस्सामि सदेवके लोके समारके सन्नद्धके, सस्समण-
 ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय, यो मे चित्तं वा खिपेय्य,
 हृदयं वा फालेय्य, पादेसु वा गहेत्वा पारं गङ्गाय खिपेय्य ।
 अपिच त्वं आवुसो पुच्छ यदाकङ्कसीति ।'
 'किं सुध वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं, किं सु सुचिस्सो सुखमावहति ।
 किं सु हवे साधुतरं रसानं, कथं जीविं जीवितं आहु सेट्ठ-न्ति ॥'
 'सुध वित्तं पुरिसस्स सेट्ठं, धम्मो सुचिस्सो सुखमावहति ।
 सच्चं हवे साधुतरं रसानं, पद्माजीविं जीवितं आहु सेट्ठ-न्ति ॥'

‘कथं सु तरति ओघं, कथं तरति अश्वं ।

‘कथं सु दुक्लं अचेति, कथं सु परिसुज्जतीति ॥’

‘सञ्जाय तरति ओघं, अप्यमादेन अश्वं ।

‘विरियेन दुक्लं अचेति, पञ्जाय परिसुज्जतीति ॥’

‘कथं सु लभते पञ्च, कथं सु विन्दते धनं ।

कथं सु किञ्चित् पप्पोति, कथं मित्तानि गम्यति ।

अस्मा लोका परं लोकं कथं पेच्च न सोचति ॥’

‘सद्दहानो अरहतं धम्मं निब्बानपत्तिया ।

‘सुत्तसं लभते पञ्च अप्यमत्तो विचक्खणो ।

पटिरूपकारी धुरवा वृद्धता विन्दते धनं ।

सच्चेन किञ्चित् पप्पोति ददं मित्तानि गम्यति ॥

अस्मा लोका परं लोकं एवं पेच्च न सोचति ।

यस्सेते चतुरो धम्मा सङ्गस्य धरमिस्सिनो ॥

‘सच्चं धम्मो धिति चागो स वे पेच्च न सोचति ॥

इह, अञ्जे पुच्छेस्सु पुय्य समणब्राह्मणे ।

यदि सच्चा दमा चागा खन्था भित्थो-ध विज्जति ।

‘कथं तु दानि पुच्छेय्यं पुय्यं समणब्राह्मणे ।

‘स्वाहं अज्ज पजानामि सो अय्यो सम्परायिको ॥

‘अथाय वत मे बहो वासायाळविमागतो ।

योहं अज्ज विजानामि यत्त दिव्यं महप्पकलं ॥

सो अहं विचरिस्सामि गामा गामं पुरा पुरं ।

नमस्समानो सम्बुद्धं धम्मस्स च सुधम्मस-न्ति ॥'

H. P. pp. 118-121.

শব্দকোষ

अ
अकालिको, अकालिकः,
अविलम्बितः ।
अकाशि, (√ क् + लुङ्,
प्रथ. एक.), अकार्षीत् ।
अगतिगमनं, कुपथगमनं ।
अगमासि, (√ गम् + लुङ्,
प्रथ. एक.), अगमत् ।
अगमहेसो, अगमहिषी ।
अगिक्वन्धो, अग्निस्कन्धः,
अग्निराशिः ।
अचिरवतिता, अचिरवत्याः,
तन्नामप्रसिद्धाया नद्याः ।
अच्येन, अत्येन ।
अचेति, अत्येति ।
अज्ज, अज्य ।
अज्जलिकरणिस्थो, अज्जलि-
करणस्थानं, तद्योग्यः ।
अज्जसस्स, अज्जसस्य, मार्गस्य;
सिवमज्जसस्स, मङ्गलपथस्य ।
अज्जतरो, अन्यतरः ।

अज्जन, अन्यत्र ।
अज्जमज्जं, अन्योन्यं ।
अज्जाय, आज्जाय ।
अज्जो, अन्यः ।
अट्ठं, अर्थं ।
अट्ठंस्स (√ स्था + लुङ्, प्रथ.
बहु) अतिष्ठन् ।
अट्ठङ्गिको, अष्टाङ्गिकः,
अष्टाङ्गयुक्तः ।
अट्ठासि (√ स्था + लुङ्, प्रथ.
एक.) अतिष्ठत् ।
अट्ठा, अट्ठायाः, समृद्धाः ।
अस्सवो, अर्णवः, समुद्रः ।
अतिहरापेत्वा (अति + हृ +
लिट् + क्ता), प्रापय्य ।
अत्तगुत्ति, आत्मगुत्तिः, आत्म-
रक्षणं ।
अत्तभावपरियापत्ता, आत्म-
भावपर्यापत्ताः, स्वरूप-
प्राप्ताः, उत्पन्नाः ।
अत्ता, आत्मा ।

अदहृहि, (√दह् + लुङ्,
प्रथ. एक.) अदहत् ।

अधिवत्या (अधि + √वस् +
क्त + आ) अध्युषिता, अधि-
वासिनी ।

अधिवासेत्वा, (अधि + √वस्
+ णिच् + त्वा), स्वीकृत्य ।

अनवज्जो, अनवद्यः ।

अनायतने, अगृहे ।

अनालयो, अनालयः, अलो-
नता, अनासक्तिः ।

अनासवो, अनासवः, काम-
हीनः ।

अनीधो, अव्यसनः, अदुःखः ।

अनुजो, अनुजः, अनुरूप-
जातः ।

अनुविधीयति (अनुवि + √
धा + य + लट्, प्रथ. एक.)

अनुशिञ्जते ।

अनुह्या, अनुदया, अनु-
कम्पा ।

अन्तरधापेत्वा, (अन्तर्
+ √धा + णिच् + त्वा),
अन्तर्धाप्य, अन्तर्हितं कार-
यित्वा ।

अन्तरधायति, (अन्तर्
+ √धा + य + लट्, प्रथ.
एक. अन्तर्धत्ते ।

अन्तरधायि, (पूर्वोक्तस्यैव
लुङ्, प्रथ. एक.) अन्तर्धान-
मकरोत् ।

अन्तरापणतो, अन्तरापणतः,
नगरान्तःस्थिताद् आप-
णात् ।

अन्तरेपुरं, अन्तःपुरं ।

अपायङ्गा, अपायस्थाः,
अपायो विघ्नः प्रेतलोकादि-
नैरकविशेषो वा, तत्स्थिताः ।

अपरज्जामि, अपराध्यामि ।

अप्यमादो, अप्रमादः ।

अभन्तरेण, अभ्यन्तरेण,
अन्तरङ्गेण ।

अभिज्ञा, अभिध्या, अभि-
ध्यानं, रागः ।

अभिज्ञाय, अभिज्ञाय ।

अभिनिक्खमनं, अभिनिष्क-
मणं ।

अभिरुह्य, अभिरुह्य ।

अभिरुहि (अभि + √रुह्
+ लुङ्, प्रथ. एक.).

अचिरुठः ।

अभिवादेत्वा, अभिवाद्य ।

अमनापं, अहृदयङ्गमं ।

अय्यं, आयें ।

अय्यानं, आर्याणां ।

अय्ये, आयें ।

अरहस्स, अरहस्स ।

अरहन्तं, अहेन्तं ।

अरहा, अर्हन् ।

अरियपथः, आर्यपथः ।

अरिया, आर्या ।

अविप्पटिसारो, अविप्रति-
सारः, अमनस्तापः ।

अव्यापज्जा, अनबाधः, बाधा-
रहितः ।

असक्कि, (√शक् + लुङ्
प्रथ. एक.) अशकत्,
शशाक ।

असक्कोत्तो, अशक्नुवन् ।

अहेसुं, (√भू + लुङ्, प्रथ.
बहु.) बभूवुः ।

अहोसि, (√भू + लुङ्, प्रथ.
एक.) अभूत्, बभूव ।

आ

आकप्पो, आकल्पः, वेशः ।

तापसाकप्पो, तापसवेशः ।

आगमा, (आ + √गम् +
लङ्, प्रथ. एक.) आगच्छत् ।

आचारियो, आचार्यः ।

आचिक्खति, (आ + चक्ष्
+ लट्, प्रथ. एक.) आचष्टे,
कथयति ।

आचिक्खिस्सं (तस्यैव लट्,
उ. एक.) कथयिष्यामि ।

आजीवो, आजीवः, जीवनं,
जीविका । सम्भाजीवो,
सम्यगाजीवः ।

आदिष्टं, आदित्यं, सूर्यं ।

आभतं, आभृतं, आभूतं ।

आमन्त्यामि, आमन्त्रये ।

आयुष्मतो, आयुष्मतः ।

आयुष्मा, आयुष्मान्, प्रिय-
पूज्यः ।

आरभि, (आ + √रभ्, लुङ्,
प्रथ. एक.), आरभत ।

आरोक्षयति (आ + √रुच्
+ णिच् + लट्, प्रथ. एक.)

प्रकाशयति, कथयति ।

आरोचेत्वा, (तस्यैव णिच्
+ त्वा) प्रकाश्य, कथयित्वा ।

आरोचेसि, (तस्यैव लुङ्,
प्रथ. एक.) अकथयत् ।

आरोचेसुं, (तस्यैव लुङ्,
बहु.), अकथयन् ।

आलोकिसि (आ + √लोकि

+ लुङ्, प्रथ. एक.)

आलोकयामास, ददर्श ।

आळविं, आळवीं, आळवकस्य
यक्षस्य भवनं नगरं वा ।

आवज्जेन्तो (आ + √हज्
+ णिच् + शतृ), आवर्ज-
यन्, आनमयन् ध्यायन् ।

आवुसो, अव्ययं, सम्बोधनपदं
भद्र ! भ्रातः ! सोम्य !
वक्ष ! इत्याद्यर्थकं ।

आहंसु (√ब्रू + लिट्, प्रथ.
बहु.), जचुः ।

आहरापेत्वा, (आ + √हृ
+ णिच् + त्वा), आहरणं
कारयित्वा ।

आहण्डन्ता, (आ + √हिण्ड्
+ शतृ, प्रथ. बहु.) आहि-
ण्डमानाः, गच्छन्तः, प्राप्नु-
वन्तः, कुर्वन्त इति भावः ।

इ

इह, अव्ययं, प्रेरणासूचकं ।

इच्छं, इच्छन् ।

इच्छित्तत्त्वको (√इष् + तव्य
+ क), एष्टव्यः, अभिलष-
णीयः ।

इथो, स्त्री ।

इन्दो, इन्द्रः ।

इसिपल्लवः, ऋषिप्रवज्या ।

इस्मयन्ति, ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्यां
कुर्वन्ति ।

इरियापथे, ईर्यापथे, भ्रम-
णावस्थानोपवेशनशयनरूपे
भिन्नवृत्ते ।

इस्सरो, ईश्वरः ।

ई

ईसकं, अव्ययं, ईषत् ।

उ

उच्चासयनं, उच्चशयनं, उच्च-
शय्या ।

उजुपथः, ऋजुपथः ।

उखे, उथो ।

उत्तरिभङ्गेन, खादुना मांसा-
द्युत्पन्नेन खाद्यविशेषेण ।

उदल्लहे, उदहेत्, आह-
रेत् ।

उदिच्चो, उदीच्यः ।

उद्वटकाले, उद्वृतकाले,
उत्थापनसमये ।

उपगूढित्वा, उपगुह्य ।

उपज्जायो, उपाध्यायः ।

उपट्टाकमनुस्सा, उपस्थायक-
मनुष्याः, उपस्थायकाः =
पूजाप्रणतिसत्कारादि-
कारिणः ।

उपतिस्सो, उपतिथ्यः कश्चि-
ञ्जनः ।

उपधारेम, उपधारयामः ।

उपरिमियाय, उपरिभवाय,
उर्ध्वाय ।

उपसङ्गमितुं, उपसङ्गमितुं ।

उपसम्पदा, भिक्षुसन्नगास-
दीक्षा । उपसम्पदापेक्षो,

उपसम्पदापेक्षः ।

उप्यज्जि, (उत् + √पद्

+ लुङ्, प्रथ. एक.),
 उदपादि, उदपद्यत ।
 उप्पाटेत्वा, उत्पाद्य ।
 उद्यानपालं, उद्यानपालं ।
 उमुयति, असूयति ।
 उस्मापेय्याथ, (उत् + √श्चि
 + णिच्, विधि. म. एक.),
 उच्छ्रितं कारयेः ।

ए

एकनवति, एकनवतिः ।
 एकमन्तं, एकस्मिन्नन्ते पाश्वे ।
 एतकं, एतावत् ।
 एथ, (आ + √इ + लोट्,
 म. बहु.) एतः ।
 एहिपस्मिकी, 'एहि, पश्य'
 इत्युक्ता य आमन्त्रयते ।

ओ

ओकासो, अवकाशः ।
 ओङ्गेति, (उत् + √ङी +
 णिच्, लट्, प्रथ. बहु.),
 उच्छाययति ।

ओतरथ, (अव + √ तृ +
 लोट्, म. बहु), अवतरत ।
 ओतरि, (तस्येव लुङ्,
 प्रथ. एक.) अवातरत् ।
 ओतरित्वा, अवतीर्य ।
 ओतारित्वा, अवतार्य ।
 ओपनयिको, औपनयिकः,
 यो जनं निर्वाणमुपन-
 यति ।

ओपातं, अवपातं, अधः-
 पतनं, गतं
 ओमुञ्चित्वा, अवमुच्य ।
 ओरोहन्ति, अवरोहन्ति ।

क

कट्, काष्ठं ।
 कञ्चनरूपकं, काञ्चनरूपकं,
 कनकवर्णं ।

कतत्वा, कृतत्वात् ।
 कन्दप्पो, कन्दर्पः ।
 कप्पको, कस्यको, नापितः ।
 कप्परप्पहारिहि, कर्परप्रहारेः,

कर्परः कपालं तत्र, अस्त्र-
विशेषो वा तेन ।
कप्पो, कल्पः, विधिः ।
कप्येत्वा, कल्पयित्वा ।
कप्येसि, (√कृप् + लुङ्, प्रथ.
एक.) अकल्पयत् ।
कम्पन्तो, कम्पान्तिः, निरव-
शेषक्रिया ।
कर्मद्वानं, कर्मस्थानं, ध्यान-
विशेषः ।
कर्मबन्धु, कर्मबन्धुः ।
कर्मस्वको, कर्मस्वकः, कर्मैव
स्वं स्वोयं यस्य सः, स्वकर्म-
विशिष्टः ।
कयिरा (√कृ + विधि. प्रथ.
एक.) कुर्यात् ।
करोथ, (√कृ + क्त्वा, म.
बहु.) कुरुत ।
कसि, कपिः ।
कातब्धो, कर्त्तव्यः ।
कापुरिसेहि, कापुरवधैः ।

काममुखल्लिकानुयोगो,
काममुखालीकासक्तिः ।
कारेसि, (√कृ + णिच्, लङ्,
प्र. ए.) अकार्षीत् ।
कारयमाने, कुर्वाणे ।
कालं कतो, कालं कृतः,
मृतः ।
कालकतो, कालकृत, मृतः ।
कित्ति, कीर्त्तिः ।
किलेसो, क्लेशः लोभदेष-
मोहादिर्दशविधः ।
किलमथो, क्लमथः, क्लान्तिः ।
किसो, क्लशः ।
किस्मि, कस्मिन् ।
कुच्छितो, कुचितः ।
कुणि, कुणिः, वक्रहस्तः ।
कुनदियो, कुनयः ।
कुप्यति, कुप्यति ।
कुलपुत्तो, कुलपुत्रः ।
कुबेरो, कुबेरः, उत्तरदिक्-
पतिः ।

कुहिं, कस्मिन् ।

कूटलक्षं, कूटोक्तोचं ।

कूटपक्षं, कूटपणं, कूटपत्रं,
कूटलेखं ।

कौट्टेत्वा, कुट्टयित्वा, अत्यन्त-
माहृत्य ।

कोसकं, कोषकं, पात्रविशेषं ।
ख

खन्ति, क्षान्तिः ।

खन्तग्रा, क्षान्तग्राः ।

खन्धो, स्तब्धः, राशिः, रूप-
वेदना-सञ्ज्ञा-संस्कार-विज्ञान-
रूपः, ग्रीवा ।

खिपेय्य, (√क्षिप् + विधि.
प्रथ. एक.) क्षिपेत् ।

खेत्तं, क्षेप्तं ।

खो, खलु ।

ग

गच्छि, (√गम् + लुङ्, प्रथ.
एक.) अगमत् ।

गङ्गि, (√ग्रह् + लुङ्, प्रथ.
एक.) अगृह्णात् ।

गन्त्वा, गत्वा ।

गन्यति, (√ग्रन् + लट्, प्रथ.
एक.) ग्रथ्नाति ।

गब्धे, गर्भान् ।

गरुडो, गरुडः ।

गवेक्षितुं, गवेक्षयितुं ।

गृहपति, गृहपतिः, गृहस्थः

गृहितगृहिता, गृहीत-

गृहीताः ।

गृहेत्वा, गृहीत्वा ।

गाहापेत्वा, ग्राहयित्वा ।

गामे, ग्रामे ।

गामा, ग्रामात् ।

गुप्तं, गुप्तं ।

गुम्बं, गुल्मं ।

गुलं, गोलकं ।

गूयं, मूलं ।

गोणे, बलीवर्दी ।

गोचरगामो, गोचरग्रामः,

यस्मिन् ग्रामे भिक्षवस्तत्तत्-

प्रयोजनार्थं विचरन्ति ।

घ

घातापेय, (√हन् + णिच्,
विधिः, प्रथ. एक.) घात-
येत् ।

घरमेसिनो, (गृह् + √इष्
+ इन्), गृहैषिणः, गृह-
मेधिन्, गृहस्थस्य ।

च

चक्रबुलं, चक्षुष्मन्तं ।

चक्रबुमन्ते, चक्षुष्मतः ।

चङ्क्रमं, चङ्क्रमं, विहारे तत्त्व-
चिन्तया पादचारं कुर्वतां
भिक्षुणां भ्रमणपथं ।

चतुस्र, चतुर्षु ।

चरापेहि, (√चर् + णिच्,
लोट्, म. एक.), चारय ।

चागा, त्यागात् ।

चारिका, चरणं, भ्रमणं ।

चिखं, चीखं, चरितं ।

चित्तकथ, चित्तकर्म ।

चेटकेन, दासेन ।

चीवरं, भिक्षुवस्त्रं ।

छ

छन्नबुतीनं, घस्यतेः ।

छिज्जि, (√छिद् + लुङ्,
प्रथ. एक.) अच्छिद्यत ।

ज

जातग्निं, जाताग्निं, जन्म-
समये पित्रा स्थापित-
मग्निम् ।

जानापित्वा, (√ज्ञा + णिच्
+ त्वा) ज्ञापयित्वा ।

जानाहि, जानीहि ।

जेट्टिका, ज्येष्ठिका, ज्येष्ठा ।

भा.

भापिता (√क्षे + णिच् +
क्त + प्रा), दाहिता, दग्धा,
क्षयं प्रापिता वा ।

भापित्वा, (तस्यैव, + त्वा)

दग्धा, क्षयं प्रापय्य वा ।

भापेसि, (तस्यैव, लुङ्,

प्रथ. एक.) अदहत्, क्षयं
प्रापयत् वा ।

ज

जत्वा, ज्ञात्वा ।

जातं, ज्ञातं ।

जातका, ज्ञातकाः ।

आयपटिपन्नो, न्यायप्रति-
पन्नः, न्यायानुसारी ।

ठ

ठत्वा, (√स्था + त्वा),
स्थित्वा ।

ठपितं, (तस्यैव णिच् + क्त),
स्थापितं ।

ठपेत्वा, (तस्यैव णिच् +
त्वा) स्थापयित्वा ।

ठपेन्तो, (तस्यैव णिच् +
शब्द), स्थापयन् ।

ठानानि, स्थानानि ।

त

तज्जेसि (√तर्ज + लुङ्,
प्रथ. एक), पतज्जयत् ।

तच्छा, तृच्छा ।

तमधंसिना, तमोधंसिना ।

तळाको, तडागः ।

तिकिच्छको, चिकिच्छकः ।

तिकिच्छापेति, √कित् +
णिच् + लट्, प्रथ. एक.)

चिकित्सां कारयति ।

तिक्खत्तु, त्रिक्कत्वः ।

तिट्ठेय्य (√स्था + विधिः,

प्रथ. एक), तिष्ठेत् ।

तिस्सं, त्रयाणां ।

तित्तको, तित्तकः ।

तित्थियो, तीर्थिकः, बौद्धेतर-
मतप्रचारो ।

तुडचित्तो, तुष्टचित्तः ।

तुम्हे, यूयं, युष्मान् ।

थ

थम्मं, स्तम्भं, दुग्धं ।

थने, स्तनौ ।

थेरो, स्वविरः ।

द
दक्षिणोऽयं, दक्षिणाङ्गं ।
दहो, दष्टः ।
ददं (√दा + शल्), ददत् ।
दमेतुं, दमयितुं ।
दम्, (√दा + लट्, उ. बहु.) दम्नः ।
दम्नि, (√दा + लट् + उ. एक.) ददामि ।
दम्नो, दम्यः, दमनीयो ।
दलिहा, दरिद्राः ।
दस्तेन्तो, (√दृश् + णिच् + शल्) दर्शयन् ।
दहरकाले, तरुणसुप्तये ।
दस्मं, (√दा + स्वत्), दास्यन् ।
दायका, दायकाः, दातारः ।
दिहा, दृष्टा ।
दिनं, दत्तं ।
दिखा } (√दृश् + त्वा),
दिखान् } दृष्टा ।
दीपिनो, द्वीपिनः ।

दुक्खा, दुःखा ।
दुक्खो, दुःखः ।
दुहा, दुष्टाः ।
दुष्जना, दुर्जनाः ।
दुम्बिनिष्ठितो, दुर्विनिष्ठितः ।
दूभति, (√दृह् + लट्, प्रथ. एक.) दृहति ।
देति, (√दा + लट्, एक.) ददाति ।
देथ, (√दा + लोट्, म. बहु.) दत्त ।
देम, (√दा + लट्, प्रथ. बहु.) दम्नः ।
देसनं, देशनां, उपदेशम् ।
देसितो, दिष्टः, उपदिष्टः ।
ध
धंसये, धंसयेत् ।
धतरहो, धृतराष्ट्रः, पूर्व-
दिक्पतिः ।
धीता, दुष्टिता ।

धीति, धिगिति ।
 धुरवा, भारवाही ।
 धूमकाले, मरणकाले ।
 धोवनं, धावनं, प्रक्षालनम् ।

न

नङ्गलं, लाङ्गलं ।
 नमस्समानो, नमस्सन् ।
 नानाभावो, नानाभावः,
 पार्थक्यं ।
 निक्कट्टेत्वा (निर् + √ कृष +
 णिच् + त्वा), निष्कृष्य ।
 निक्खन्तो, निष्क्रान्तः ।
 निक्खमित्वा, } निष्क्रम्य ।
 निक्खम्भः }
 निग्रोधो, न्यग्रोधः ।
 निपच्च, निपत्य ।
 निपज्झि, (नि + पद् + लुङ्,
 प्रथ. एक.), न्यपद्यत,
 न्यपतत् ।
 निब्बत्ति, (निर् + वृत् + लुङ्

प्रथ. एक.), निरवर्त्तत,
 समपद्यत ।
 निब्बत्तित्वा, (निर् + वृत्
 + त्वा) निर्वृत्य, सम्पद्य ।
 निब्बत्तेत्वा, (निर् + वृत्
 + णिच् + त्वा), निर्वृत्य,
 सम्पद्य ।

निब्बानपत्ति, निर्वाणप्राप्तिः ।
 निब्बायिस्सामि, निर्वास्यामि,
 निर्वाणं प्राप्सामि ।
 निब्बिदा, निर्विदा, निर्वेदः ।
 निम्बपोतकं, क्षुद्रं निम्बवृक्षं ।
 निरत्था, निरर्था ।
 निलीना, निगूढा ।
 निवत्थो, (नि + √ वस् + त)
 परिधृतान्तरावासकः, बृहती-
 ताधोवस्त्रः ।
 निवारये, निवारयेत् ।
 निवेसनं, निवेशनं, गृहं ।
 निसंसो, निशंसः, प्रशंसा ।
 निसिक्को, निषण्णः ।

निसीदापेत्वा, (नि + √सद्
+ णिच् + त्वा), उपवेशनं
कारयित्वा ।

निस्सद्दो, निःशब्दः ।

निस्साय, (नि + √श्रि
+ ल्यप्) निश्चित्य । ✓

नीयानिको, निर्याणिकः, यो
निर्वाणं गमयति ।

नीहरिंसु, (निर् + √हृ,
लुङ्, प्रथ. बहु.), निरहरन् ।

नीहरित्वा, (निर् + हृ
+ त्वा), निहृत्य ।

नेसं, तेषां ।

प

पकतिभावे, प्रकृतिभावे,
स्वभावे ।

पकतिं, प्रकृतिं ।

पंसुं, पांशुं ।

पक्कानं पक्कानां ।

पक्कोसापेत्वा, (प्र + कृष्

+ णिच् + त्वा) पक्कानं
कारयित्वा ।

पक्खित्तमत्ते, प्रक्षिप्तमात्रे ।

पच्चत्तं, प्रत्यात्मं ।

पच्चस्सीसुं, (पति + √श्रु
लुङ्, प्रथ. एक.), प्रति-
श्रुश्रवः ।

पच्चासिंसन्ति, प्रत्याशंसन्ति ।

पच्चुप्पन्नो, प्रत्युत्पन्नः ।

पच्चुपट्ठापेतुं, प्रत्युपस्था-
पयितुं ।

पच्छि, पेटकं ।

पच्चमसं, पच्चमात्रं ।

पच्चं, प्रज्ञां ।

पच्चत्तो, प्रज्ञप्तः ।

पच्चा, प्रज्ञा ।

पज्ज्जो, प्रश्नः ।

पटिच्छथ, प्रतीच्छत ।

पटिच्छापेत्वा, (प्रति + √हृष
णिच् + त्वा) प्रतीच्छां ।

कारयित्वा ।

पटिजगिंसु, (प्रति + √जाग्
+ लुङ्, प्रथ. बहु.), रक्षणा-
वेक्षणं चक्रुः ।

पटिहाय, प्रतिहाय ।

पटिसन्धिं, प्रतिसन्धिं, जन्म ।

पटिनिसर्गो, प्रतिनिसर्गः,

सुक्तिः, मोचनं ।

पटिभाजनं, प्रतिभाजनं,

सदृशं ।

पटिरूपं, प्रतिरूपं ।

पटिसरणं, प्रतिशरणं ।

पट्टाय, प्रस्थाय ।

पत्तं, पात्रं ।

पक्षं, पणं, पत्रं, उपहारः ।

पक्षकुटिं, पणकुटीं ।

पक्षसालाय, पणशालायां ।

पतिञ्चं प्रतिञ्चं ।

पतिट्टासि, (प्रति + √स्था
लुङ् + प्रथ. एक.), प्रत्य-
तिष्ठत् ।

पतिपक्षो, प्रतिपक्षः ।

पत्वा, (प्र + √भाप् + त्वा),
प्राप्य ।

पदक्खिन्, प्रदक्षिणं ।

पदुमं, पद्मं ।

पदिसेन, प्रदीप्तेन, ज्वलि-
तेन ।

पपतना, प्रपतनात्, उच्च-
स्थानात् ।

पपति, (प्र + √पत् +
लुङ्, प्रथ. एक.), प्राप-
तत् ।

पयिरन्ता, पर्यन्ताः ।

परिगिलत्तो, परिगिहन् ।

परिच्छेदं, खण्डं, सीमानं,
निर्णयं ।

परित्तं, परित्तं, क्षुद्रं ।

परिमगित्वा, परिमृग्य ।

परियोसाने, पर्यवसाने ।

परिवारिसुं, (परि + √हृ
+ णिच् + लुङ्, प्रथ. बहु.)

पर्यवेष्टयन् ।

परिहृञ्जति, परिहृञ्जते ।

परिहरथ, परिहरत, वहत
व्यवहरत, पालयत ।

परिहरन्तु, वहन्तु, रक्षन्तु ।
पवर्त्ति, प्रवर्त्ति ।

पसिञ्चकं, (प्र + √सिच्
+ ञ्क), प्रसेवकं, (धले) ।
प्रसीदित्वा, (प्र + √सद् +
त्वा) प्रसन्नो भूत्वा ।

पस्सद्भि, प्रशब्धिः, स्थैर्यं,
शान्तिः ।

पस्साम, पश्यामः ।

पस्सित्वा, (√दृश् + त्वा)
दृष्ट्वा ।

पहृत्वान, (प्र + √हन्
+ त्वा) प्रहृत्स्व ।

पहाय, प्रहाय ।

पहोणकं, प्रभवणकं, समर्थं,
योग्यं, उपयुक्तं ।

परिहारः, सत्कारः, रक्षणं,
वहनं ।

पाकटं, प्रकटं, स्फुटं ।

पाकतिकं, प्राकृतिकीं ।

पातेन्ति, पातयन्ति ।

पानियेन, पानीयेन ।

पामोक्षं, प्रामोक्षं, प्रमोदः ।

पापियो, पापीयान् ।

पापुणि, (प्र + √आप् +
लुङ् प्रथ. एक.), प्रापत् ।

पायासं, पायसं ।

पायेमि, पाययामि ।

पारुतो, प्रावृतः ।

पालेन्ति, पालयन्ति ।

पाविसि, (प्र + √विस् +
लुङ्, प्रथ. एक.), प्रावि-
शत् ।

पासण्डानं, पाषण्डानां ।

पासाणयन्तं, पाषाणयन्तं ।

पाहुणेय्य, (प्र + √ह्वे + एय्य)
प्रकर्षेणाह्वानार्हः ।

पिडिं, पृष्टीं, पृष्ठं ।

पिळका, पिडका, स्फोटः ।

पिहयन्ति, स्पृहयन्ति ।

पीति, प्रीतिः ।

पुगलो, पुद्गलः, जीवो,
व्यक्तिः ।

पुच्छि, (√प्रच्छ् + लुङ्, प्रथ.
एक.) अपृच्छत् ।

पुच्छित्वा, (प्र + √उच्छ्
+ त्वा) प्रोच्छनं मार्जनं
कृत्वा ।

पुत्तो, पुत्रः ।

पुथु, पृथक् ।

पुब्बण्हे, पूर्वाह्णे ।

पुमा, पुमान् ।

पुरत्तिमाय, पुरःस्थायां, पुरो-
भवायां, पूर्वस्वाम् ।

पुरा, पुरात्, नगरात् ।

पुरिसो पुरुषः ।

पूजनेय्यं, पूजनाहं ।

पूरापेतु, (√ + पू + णिच्
लोट्, प्र. एक.) पूरयतु ।

पेक्ष, प्रेक्ष, सृत्वा ।

पेसुञ्जं, पैशुन्यं ।

पेसेत्वा, प्रेष्य ।

पोक्खरणो, पुष्करिणी ।

पोथुज्जतिको, पार्थगज्जनिकः
प्राकृतजनसम्बन्धीत्यर्थः ।

पोथेत्वा, प्रहृत्य ।

पोराणं, पौराणीं ।

फ

फरुसं, परुषं ।

फलाफलं, विविधं फलं,
वन्यं फलं ।

फालेय्य (√फल् + णिच्
+ विधि. प्रथ. एक.)

विदारयेत् ।

फासु, सुखं, सुखकरं ।

ब

बन्धापेत्वा, बन्धनं कार-
यित्वा ।

बहुज्जना, बहुजनाः ।

बहुसिनेहे, बहुस्नेहे ।
बालधि, बालधिः, पुच्छः ।
बोधि, बोधिः, बुद्धानां सर्वो-
त्तमं ज्ञानं ।
बोधिमूलं, बोधिद्रुममूलं ।
बोधिति, बोधयति ।

भ

भन्ते, भदन्त, माननीय ।
भरिया, भार्या ।
भाकरो, भास्करः ।
भातिकेहि, भ्राटकैः,
भ्राट्भिमः ।
भिन्दित्वा, (√भिद् + त्वा),
भित्त्वा ।
भैसज्जं, भैषज्यं, औषधं ।
भोतो, भवतः ।

म

मग्नकिलन्तं, मार्गकिलान्तं ।
मग्नो, मार्गः ।

मङ्गलस्त्री, मङ्गलाश्वः ।
मञ्चानं, मत्तार्गनां ।
मञ्चु, मृत्युः ।
मच्छरियभावेन, मात्सर्य-
भावेन ।
मच्छरी, मत्तरी ।
मज्झत्ता, मध्यस्थाः ।
मज्झिमा, मध्यमा ।
मतसासनं, मतशासनं,
मतोपदेशः ।
मधुराय, मधुरायाः,
मथुरायाः ।
महति (√मृद् + लट्, प्रथ-
एक.), मृज्जाति, मर्हयति ।
मनापो, (मनः + आपः)
हृदयज्जमो ।
महल्लको, (महल्लकः), हृषः ।
महा, महान्
महापुत्रो, महापुत्रः ।
महासयना, महाभय-
नात् ।

मातुगामो, महग्रामः, माह-
त्रेणिः, माहजातिः, स्त्री-
जातिः ।

मातुया, मातुः ।

मारापेत्वा, मारयित्वा ।

मारयन्ति, मारयन्ति ।

मारपेसि, (√मा + णिच्,
लुङ्, प्रथ. एक.), निर्माण-
मकरोत् ।

मिगो मृगो ।

मिच्छादिङि, मिथ्यादृष्टिः,
असम्मतं, नास्तिक्यं ।

मित्तद्रुभी, मितद्रोही ।

मुत्ति, मुत्तिः ।

मुसावादा, मृषावादात् ।

मेत्ता, मैत्री ।

मेत्तं, मैत्रं ।

मेरयं, मैरयं, मयविशेषः ।

य

यज्ञदत्तं, यज्ञदत्तं ।

यसं, ययः ।

याचि, (√याच् + लुङ्, प्रथ.
एक.), अयाचत ।

युगमत्तदस्तो, युगमात्रदर्शः,
यो पथि गच्छन् पुरतः
हस्तचतुष्टयमात्रं पश्यन्
गच्छति ।

योजित्वा, योजयित्वा ।

र

रंसिमालो, रश्मिमालः ।

रक्त्वथ, रक्षत ।

रट्टे, राट्टे ।

रतनत्तयं, रत्नत्रयं ।

रासिं, राशिं ।

राजककुधभण्डानि, राज्ञां

परिच्छदविशेषाः, यथा—

खड्गः, छत्रं, उष्णीषं,

पादुका, बालव्यजनं च ।

ल

लच्छापेसि, (√लच्छ् + णिच्
+ प्रथ. एक.), लच्छनयुक्तं

राजमुद्रया चिह्नितं अका-
रयत् ।

लक्षं, लक्षम् ।

लामकस्य, रामकस्य,
हीनस्य ।

लीळहाय, लीढया, लीलया,
विलासेन ।

लुङको, लुङ्यकः ।

लुनाति, (√लू), क्षिनत्ति ।

लेनं, (लयनं), गङ्गारं, आश्रय-
स्थानं, निर्वाणं ।

लेहति, (√लिह्), लेढि ।

लेहन्ति, लिहतीं ।

लोकविदं, लोकविदं,

लोकज्ञं ।

लोकुत्तमो, लोकोत्तमः ।

लोकूपगो, लोकोपगः,

लोकोपगतः ।

व

वंसपेसिकाहि, वंशपेशि-
काभिः, वंशखण्डेः ।

वची, वाक् ।

वजिरेन, वज्रेण ।

वटृति, (√वृत्), वर्त्तते,
युज्यते ।

वत्वा, (√वच् + त्वा), उक्त्वा ।

वदिंसु (√वद् + लुङ्, प्रथ.
बहु.), अवदन् ।

वयप्यत्तो, वयःप्राप्तः ।

वसली, वृषली शूद्रा ।

वस्त्रा, वर्षाः ।

वस्त्रानि, वर्षाणि ।

वाचा, वाक् ।

वायामो, व्यायामः, उद्यमः,

उत्साहः ।

विकालभोजना, • विकाल-
भोजनात्, अपराह्नभोज-
नात् ।

विचक्षणो, विचक्षणः ।

विजम्भितेन, विजृम्भितेन,
विप्रकाशितेन ।

विज्जति, विद्यते ।

विज्जन्ते, विद्यन्ते ।

विज्जु, विद्युत् ।

विज्झित्वा, (√व्यध् + त्वा),
विद्धा ।

विज्झू, विज्झः ।

विधूपनेन, व्यजनेन ।

विनाभावो, विनाभावः,
पार्थक्यं, भेदः ।

विनायके, आध्यात्मिकपथ-
चासके शिक्षके, बुद्धे ।

विनिच्छिनन्ति, विनि-
श्चिन्वन्ति ।

विनिपातिका, वैनिपातिकाः,
नरक-तिथ्यग्न्योनि-प्रेतासुर-
लोक-नामक-चतुर्विधापाय-
स्थिता जीवाः ।

विपस्सी, (वि + √दृश्),
विदर्शी, विशेषेण द्रष्टा,
विज्ञः ।

विभवो, विभवः, निर्वाणं ।

विष्यवत्यं, विप्रवस्तुं, विप्र-

वासं स्थानान्तरे वासं
कर्तुं ।

विमुत्ति, विमुक्तिः, निर्वाणम् ।

विय, इव ।

विरियं, वीर्यं, उद्यमः, बलं,
प्रभावः ।

विरूपक्खो, विरूपाक्षः,
पश्चिमदिक्पतिः ।

विरूळ्हको, विरूढकः,
दक्षिणदिक्पतिः ।

विलुम्पापेति, (वि + √लुप्
+ णिच्, लट् प्रथ. एक.),
विलोपयति ।

विलुम्पापेथ, (—लोट्, म.
बहु.), विलोपयत ।

विलुम्पापेसि, (—लुङ्, प्रथ.
एक.), विलुप्तं अकारयत् ।

विवरापेत्वा, (वि + √वृ +
णिच्, त्वा), विवृतं कार-
यित्वा ।

विसं, विषं ।

विसकष्येन, विषकष्येन ।
 विसभागो, विसभागः, विस-
 दृशः ।
विस्वकं, आहस्वरप्रदर्शनं ।
 विस्सज्जितो, विस्सष्टः, प्रत्युक्तः ।
 विहठन्तो, विहठन्, बला-
 त्कारं कुर्वन् ।
 वीहि, व्रीहिः, धान्यम् ।
 वुष्ठाता, व्युत्पाता ।
 वुद्धि, वृष्टिः ।
 हुत्तं, (√वच् + क्त), उक्तं ।
 वूपसमो, व्युपशमः ।
 वेज्जो, वैद्यः ।
 वेरिणो, वैरिणः ।
 व्यग्घस्स, व्याघ्रस्थ ।
 व्यवत्यानं, व्यवस्थानं ।
व्याकरेय्य, व्याकुर्यात् ।
 व्यापादो, व्यापादः, द्रोह-
 बुद्धिः, अपकारचिन्ता ।
 स
 संखातो, संख्यातः ।

संखोभित्वा संखोभ्य ।
 सङ्गं, बौद्धसमूहम् ।
 संवच्छरानं संवत्तराणाम् ।
 संवरो, संवरः, संवरणं,
 संयमः, नियमः ।
 संसग्गो, संसर्गः ।
 सकट्टानं, स्वकस्थानं,
 स्वकीयस्थानं ।
 सक्का, (अव्ययं), शक्यं ।
 सक्को, शक्ताः, इन्द्रः ।
 सक्खिंसु, (√शक् + लुङ् प्रथ.
 बहु.), अशकन् ।
 सचे, सचेत्, यदि ।
 सच्चं, सत्यम् ।
 सच्चवज्जं, सत्यवर्गं, सत्य-
 कथनं ।
सच्छिहि, स्वार्चिभिः, स्वज्जा-
लाभिः ।
 सञ्ज्ञानित्वा, संज्ञाय ।
 सञ्ज्ञापितो, संज्ञापितः ।
 सञ्ज्ञोगो, संयोगः ।

सट्टि, षट्ठिः ।
 सण्डपेसि, (सम् + √स्था
 + णिच्, लुङ्, प्रथ. एक.),
 समस्थापयत् ।
 सण्डानं, संस्थानं, आकारः ।
 सति, स्मृतिः ।
 सत्तानं, सत्त्वानां, जीवानां ।
 सत्या, शास्ता, बुद्धः ।
 सहहनतो, अज्ञानतः,
 अज्ञातः ।
 सहहानः, अह्वानः ।
 सङ्गम्भो, सङ्गर्मः ।
 सङ्घिं, सार्धं ।
 सन्तिकरो, शान्तिकरः ।
 सन्तिदं, श्रान्तिदं ।
 सन्यतगतो, संस्तुतगात्रः,
 आच्छादितशरीरः ।
 सन्यवो, संस्तवः, परिचयः ।
 सन्दिष्टिकं, सांदिष्टिकं, यच्च
 अस्मिन्नेव लोके स्पष्टं दृश्यते ।
 सन्निपति, (सं + नि + √पत्

+ लुङ्, प्रथ. एक.), संन्य-
 पतत् ।
 सप्पियुत्तं, सपिंर्युत्तं, घृत-
 युत्तं ।
 समिद्धं, समृद्धं ।
 समिद्धि, समृद्धिः ।
 समेन, शमेन ।
 सम्भराधिको, साम्भराधिकः,
 पारलौकिकः ।
सम्फपलापो, निर्धका-
लापः ।
 सम्बहुला, सम्बहुलाः, अनेके ।
 सम्मूङ्घो, संमूढः ।
 सरित्वान (√स्मृ + त्वा),
 स्मृत्वा ।
 सरीरकिच्चं, शरीरकृत्यं ।
 सहस्रत्यविकं, भिन्नार्थं भ्रमण-
 समये भिन्नवो यच्च पात्रं
 प्रक्षिप्य वहन्ति, स कोषो
 वा, जालं वा, भौलिकं
 वा सहस्रत्यविका, तां ।

सामीचिपटिपन्नो, सम्यक्-
प्रतिपन्नः ।

सामामिगी, श्यामामृगी,
श्यामिति प्रसिद्धा
मृगी ।

सावको, आवकः, बुद्धधर्म-
श्रोता ।

सावस्थियं, आवस्थ्यां, तन्नाम्ना
प्रसिद्धायां नगर्यां ।

सिक्खन्तो, शिचमाणः ।

सिक्खापदं, शिच्चापदं, उप-
देशवाक्यं ।

सिक्खापेति, शिचयति ।

सिखराकारकल्पितो, शिख-
राकारकल्पितः, अत्युच्चः ।

सिङ्गानि, शृङ्गाणि ।

सिरिगभं, श्रीगभं, राज्ञः
शयनगृहं ।

सीलं, शीलं ।

सीसे शीर्षे ।

सीहस्य, सिंहस्य ।

सीहपञ्चरेण, सिंहपञ्चरेण,
वातायनेन ।

सुचन्दकपासादो, सुचन्द्रक-
पासादः, तन्नाम्ना ख्यातः
पासादः ।

सु, (अव्ययं) स्त्रित् ।

सुज्झति, शुध्यति ।

सुतं, श्रुतं ।

सुधम्मत्तं, सुधर्मतां ।

सुरावारकं, सुरापूर्णपात्र-
विशिष्टं ।

सुवर्षं, सुवर्णं ।

सुसूसं, शुश्रूषमाणः ।

सेट्ठं, श्रेष्ठं ।

सेट्ठि, श्रेष्ठी ।

सेनासनं, शयनासनं, शय-
नोपवेशनस्थानं, वास-
स्थानं ।

सेय्यथा, तद्यथा ।

सेय्यो, श्रेयः ।

सोळसन्नं, षोडशानां ।

ह
हिंसं, हिंसन् ।
हुत्वा, भूत्वा ।

हेडिमाय, नीचस्थायां ।
होहि, भव ।

সূচী

সাধারণ কল্প

(ক)

সংস্কৃত হইতে পালিতে পরিবর্তন

* অতিবিবল প্রয়োগ, † বিবল প্রয়োগ, ‡ পদের আদিস্থিত।

পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা
† অ=আ (১. §৬৯, ক) ... ৫২	† উ=অ (১. §৭৩, ঘ) ... ৫৪
† অ=ই (১. §৬৯, খ) ... ”	* জ=অ (১. §৭৪, ক) ... ৫৫
অ=উ (১. §৬৯, গ) ... ”	* জ=অ (১. §৭৪, খ) ... ”
† অ=এ (১. §৬৯, ঘ) ... ”	ক=অ (১. §২) ... ২
অয়=এ (১. §৫৭) ... ৪৩	ক=ই ” ... ”
অব=অ (১. §৫৭) ... ৪৪	* ক=ইরি ” টীকা ... ৩
* আ=অ (১. §৭০, ক) ... ৫২	ক=উ ” ... ২
* আ=এ (১. §৭০, খ) ... ৫৩	* ক=এ ” ... ৩
* ই=অ (১. §৭১, ক) ... ”	* ক=রি ” ” ... ”
† ই=উ (১. §৭১, খ) ... ”	* ক=হু ” ” ... ”
† ই=এ (১. §৭১, গ) ... ”	এ=ই (১. §৭৫, ক) ... ৫৫
* ই=অ (১. §৭১, ঘ) ... ”	* এ=অ (১. §৭৫, খ) ... ”
* ই=অ (১. §৭২) ... ”	† ই=ই (১. §৪) ... ৪
† উ=অ (১. §৭৩, ক) ... ৫৩	* ই=ই ” ... ”
† উ=ই (১. §৭৩, খ) ... ৫৪	ই=এ ” ... ৩
* উ=এ (১. §৭৩, গ) ... ”	† অ=উ (১. §৭৬) ... ৫৫

* कृ=स्र (१. §८१) ... ६१	ङ्ग=ग (१. §८१) ... २६
थ=च (१. §२७) ... २१	ङ्ज=ज्ज " ... "
* ज=च (१. §२२, क) ... ६१	ङ्द=द् " ... "
† ज=द (१. §२२, थ) ... "	ङ्घ=घ " ... "
* ज=य (१. §२२, ग) ... "	ङ्ब=ब्ब " ... "
* ज्ञ=ज (१. §२, टैका) ... २४	ङ्म=ङ्म (१. §७१) ... "
† ज्ञ=ज (१. §२२) ... २७	घ=ङ्घ (१. §२७) ... २१
ज्ञ=झ (१. §२२) ... "	ढ=ङ्ढ (१. §६६) ... ४२
† ज्ञ=ण (१. §२२, टैका) ... २४	ळ=ळ (१. §२७) ... २१
ज्य=ज्ज (१. §२७) ... २१	ट्र=ट्र (१. §१७) ... १७
* ज्ञ=जिर (१. §१६, टैका) १७	ण=न (१. §८४, क) ... ६८
ज्ञ=ज्ज (१. §१७) ... १७	ण=ळ " ... "
† ज्व=ज (१. §७८) ... ७२	णम=म्म (१. §७२) ... ४७
ज्व=ज्ज (१. §७२) ... ७७	णय=ज्ज (१. §२८) ... २७
† ट=ठ (१. §२७, क) ... ६१	णव=स्र (१. §७२) ... ७७
† ट=ड (१. ८७, थ) ... ६८	त=ट (१. §८६, क) ... ६८
† ट=ल (१. §८७, ग) ... "	† त=थ (१. §८६, थ) ... ६२
† ट=ळ (१. §८७, घ) ... "	† त=द (१. §८६, ग) ... "
टक=का (१. §७०) ... २४	त्क=का (१. §७०) ... २४
* टक=कख (१. §७०, टैका) ... "	त्प=प्प " ... "
टत=त्त (१. §७०) ... "	त्फ=प्फ " ... २६
टप=प्प " ... "	त्न=तन (१. §७७) ... ४८
व्य=वृ (१. §२७) ... २१	त्न=त्त " ... "
* ड=द (१. §६७, टैका) ... ४७	त्न=तुम (१. §७१) ... ४७
ड=ळ (१. §६७) ... "	त्न=त्त (१. §७१) ... ६०

‡ त्व=च (१. ५१४) ... २०	क्ष=क्ष (१. ५६४) ... ४२
त्व=च " " ... "	‡ त्व=ज (१. ५२२) ... १८
‡ त्व=त (१. ५१६) ... १२	त्व=ज्ज " " ... "
त्व=त (१. ५१७) ... १०	त्व=य्य " (टीका) ... १२
‡ त्व=त (१. ५०८) ... ७२	‡ त्र=द (१. ५१६) ... १२
त्व=त (१. ५०९) ... ७४	त्र=द (१. ५१७) ... १०
* त्व=च (१. ७२, टीका) ... "	‡ घ=भ (१. ५८८, क) ... ७०
त्व=क्ख (१. ५०६) ... २२	‡ घ=ल (१. ५८८, ख) ... "
त्व=स्स (१. ५०६, टीका) ... "	* घ=रूह (१. ५८८, घ) ... ७१
‡ थ=ट (१. ५८७, क) ... ६२	घ=ह (१. ५८८, ग) ... ७१
थ=ट (१. ५८७, ख) ... "	‡ ध्य=भ (१. ५२०) ... १२
थ्य=क्ख (१. ५२६) ... २१	ध्य=ज्ज " " ... "
‡ द=ट (१. ५८९, क) ... ६२	‡ ध्र=घ (१. ५१६) ... १२
‡ द=ड (१. ५८९, ख) ... "	ध्र=क्ष (१. ५१७) ... १०
‡ द=त (१. ५८९, ग) ... ७०	क्ष=घ (१. ५०८) ... ७२
‡ द=य (१. ८९, घ) ... "	क्ष=ह (१. ५०९) ... ७०
द=ळ (१. ५१४) ... ६०	न=ण (१. ५८९, क) ... ७१
दृग=गा (१. ५०१) ... २६	‡ न=ल (१. ८२, ख) ... "
दृघ=ग्व " " ... "	क्ष=स्स (१. ५०२) ... ४७
द=ज्ज " " ... "	‡ न्य=ज (१. ५२८) ... २०
दृभ=बभ " " ... "	न्य=ज्ज " " ... "
घा=दुम (१. ५७९) ... ४२	* प=क (१. ५२०, क) ... ७१
घा=ह (१. ५७९, टीका) ... ६०	‡ प=प (१. ५४२) ... ४०
‡ द=ह (१. ५०८) ... ७२	प=व (१. ५२०, ख) ... ७०
द=ह (१. ५०९) ... ७४	प=त (१. ५००) ... ४१

प्र=प्प, पुन (१. §७७) ... ४२	य=य (१. §२४, क) ... ७२
प्प=प्प (१. §२०, ग) ... ७१	य=इ (१. §. ४, थ) ... "
प्म=प्म (१. §७१, टैका) ६०	य=इय (१. §६२) ... ४४
प्प=प्प (१. §२७) ... २२	† य=य (१. २४, ग) ... ७२
प्र=प (१. §१६) ... १२	य=य्य (१. §६०) ... ४०
प्र=प्प (१. §१७) ... १७	† य=ल (१. §२४, व) ... ७७
प्र=प्प (१. §११) ... ७२	य=व (१. §२४, उ) ... "
† प्र=ह (१. §११, टैका) ... ७८	र= * (१. §२६) ... ७७
प्र=क्क (१. ४१) ... "	र्क= क (१. §१२) ... १०
* प्र=प (१. §२१) ... ७१	र्ग=ग " ... "
* व=प (१. §२२, क) ... ७२	र्घ=ग्व " ... "
व=भ (१. §२२, थ) ... "	र्व=व " ... "
व=व (१. §२२, ग) ... "	र्ह=क्क (१. §१२) ... १०
व्ज=ज (१. §२२) ... ७७	र्ज=ज " ... "
व्य=व्य " ... "	र्भ=भ " ... "
† भ=घ (१. §२७, क) ... ७२	र्ष=स " ... "
भ=ह (१. §२७, थ) ... ७२	र्त=त " टैका ... "
भ्य=वभ (१. §२७) ... २१	र्त=त " ... "
† भ्र=भ (१. §१६) ... १७	र्थ=दु " " ... "
भ्र=वभ (१. §१६) ... "	र्थ=दु " " ... "
म=म (१. §७७, टैका) ... ४८	र्थ=त्य " ... "
म्य=म्य (१. §२७) ... २१	र्द=द " ... "
† म्र=म (१. §१६) ... १७	र्द=द " " ... "
† म्र=म (१. §१७) ... १६	र्ध=ध " ... "
म्र=म (१. §११, टैका) ... ७२	र्ध=ध (१. §६९) ... ४२

ନ=ନ (୧. ୫୨୨)	... ୧୦	ଲ=ବ୍ଭ (୧. ୫୦୬)	... ୩୦
ପ=ପ୍ପ	"	ଲ=ମ୍ମ	"
ବ=ବ୍ବ	"	ଲ=ସ୍ବ (୧. ୫୦୬, ଟିକା)	... ୧୦
ଭ=ବ୍ଭ	"	ଲ=ଜ୍ଜ (୧. ୫୨୬)	... ୨୧
ମ=ମ୍ମ	"	ଲ=ବ୍ବ	... ୧୧
ମ=ମ " ଟିକା	"	ଲ=ଜ୍ଜ " ଟିକା	"
ଧ=ଧିର (୧. ୫୧୨, ଟିକା)	... ୧୬	† ଗ=ବ (୧. ୫୧୫)	... ୧୨
ଧ=ଧ୍ଧ (୧. ୫୧୨)	... ୧୦	ଗ=ବ୍ବ (୧. ୫୧୬)	... ୧୦
ଧ=ଧିୟ (୧. ୫୧୨)	... ୧୫	ଧ=ବ୍ବ (୧. ୫୨୬)	... ୨୧
ଧ=ଜ୍ଜ	... ୧୬	† ଧ=ବ (୧. ୫୬୨)	... ୬୧
ଜ=ଜ୍ଜ	"	† ଧ=ବି (୧. ୫୬୦)	...
ଞ=ଜ୍ଞ (୧. ୫୧୨)	... ୧୦	ଧ=ଧ (୧. ୫୬୨)	...
† ଶ୍ଵ=ରିସ " ଟିକା	... ୧୧	ଘ=ଘ (୧. ୫୨୮, କ)	... ୬୦
† ଧ=ରିସ "	"	* ଘ=ଢ (୧. ୫୨୮, ଧ)	...
ଞ=ସ (୧. ୫୧୨, ଟି)	... ୧୧	ଘ=ସ (୧. ୫୬୬)	... ୬
ଞ=ସ୍ବ (୧. ୫୧୨)	... ୧୦	ଘ=ଘ (୧. ୫୬୫)	... ୫୧
ଞ=ରଘ (୧. ୫୧୦)	... ୧୧	ଞ=ଞ୍ଜ (୧. ୫୫୬)	... ୩୮
ଞ=ରିଘ	... ୧୨	* ଞ=ଞ (୧. ୫୫୬, ଟିକା)	...
ଞ=ଞ (୧. ୫୧୫)	...	ଞ୍ଜ=ଞ୍ଜ (୧. ୫୫୬)	...
କ=କ (୧. ୫୬୬)	... ୬୦	ଞ୍ଜ=ଞ୍ଜ (୧. ୫୫୮)	... ୫୦
କ୍ଳ=କ (୧. ୫୦୬, ଟିକା)	"	ଞ୍ଜ=କ୍ଳ (୧. ୫୨୬)	... ୨୨
କ୍ଳ=କ୍ଳ (୧. ୫୦୬)	... ୩୦	† ଅ=ସ (୧. ୫୧୫)	... ୧୦
କ୍ଳ=କ୍ଳ	"	ଅ=ସ୍ବ (୧. ୫୧୬)	... ୧୫
ଖ=ଖ	"	କ୍ଳ=କ୍ଳ (୧. ୫୦୧)	... ୩୧
କ୍ଷ=କ୍ଷ	"	କ୍ଷ=କ୍ଷ (୧. ୫୦୮)	... ୩୬

श=स (१. §३२) ... ७४	स्त=त्त (१. §३३) ... २८
ष=ष्ट (१. §३२, क) ... ७४	‡ स्त=थ (१. §३३) ... २७
ष=ट (१. §३२, थ) ... "	स्त=त्य (१. §३३) ... "
ष=स (१. §३४) ... ७	स्य=थ (१. §३४) ... २८
ष=ह (१. §३५) ... ४१	स्य=त्य " ... "
ष्क=क्क (१. §४५) ... ७१	स्त=स्त " ... ४१
ष्क=क्ख " " ... "	स्त=सिन (१. §३७) ... ४७
ष्ट=ष्ट (१. §३२, टिका) ... २७	‡ स्य=प (१. §३८, टिका) ... ७२
ष्ट=ष्ट (१. §३२) ... "	स्य=प्प (१. §३८) ... "
ष्ठ=ष्ठ " ... "	स्य=फ " ... "
ष्ठा=ष्ठ (१. §३५) ... ४१	स्य=प्फ " ... "
ष्य=प्प (१. §३८); ... ७२	‡ स्फ=फ " ... "
ष्य=प्फ " ... "	स्फ=प्फ " ... "
श्र=श्रुम (१. ७१) ... ४२	स्र=स्व (१. §३८) ... ५०
श्र=स्व (१. §३८) ... ५०	स्र=स (१. §३८, टिका) ... ५१
श्र=स्र (१. §३८) ... २२	स्र=श्रुम " ... "
श्र=स्र (१. §३२) ... ७३	स्र=स्र (१. §३८, ग) ... ५१
श्र=ह (१. §§३५, ७८) ४८, ५०	स्र=स्र (१. §३८, थ) ' ... ५२
श्र=क्क (१. §४४) ... ७१	स्य=स्र (१. §३८) ... २२
श्र=क्ख (१. §§४०, ४४) ... ७७	‡ स्र=स (१. §३५) ... १२
‡ श्र=श्र " ७७, ७१	स्र=स्र (१. §३६) ... १४
‡ श्र=श्र (१. §४०) ... ७७	‡ श्र=स (१. §३८) ... ७३
श्र=क्ख (१. §४४) ... ७७	श्र=श्रुव (१. §३८, टिका) ... "
‡ श्र=ट (१. §३४) ... २८	श्र=श्री " ... , ,
‡ श्र=ष्ट (१. §३३, टिका) ... २१	श्र=श्रीव " ... "

স্ব=স্ব (১. §৩৮, টীকা)	৩৩	হ্য=হীয (হিয, ১. §২৭, টীকা)	
স্ব=স্ব (১. §১৯)	... ৩৪	হ্য=য	" "
হ=ঘ (১. §১৮০, ক)	... ৬৩	* হ্য=ল্হ	" "
হ=ম (১. §:৮০, খ)	... "	† হ্র=হ (১. §১৫)	... ১৩
হ্র=হ্র (১. §৬৬, টী)	... ৪৯	হ্র=হ্রিল (১. §৩৭)	... ৩২
হ্র=হ্র	" "	হ্র=ব্হ (১. §৪১)	... ৩৫
হ্য=হ্র (১. §২৭)	... ২২	হ্র=ব্হম (১. §৪১, টীকা)...	"

(খ)

পালি হইতে সংস্কৃতে পরিবর্তন

অ=আ (১. §৭০, ক);=ঋ (১. §২);=ই (১. §৭১, ক);=ঐ (১. §৭২);=উ (১. §৭৩, ক);=ঊ (১. §৭৪, ক);=ঔ (১. §৫, টী);=য (১. §২৪, ক)।

আ=অ (১. §৬১, ক);=ঔ (১. §৫, টী)।

ই=অ (১. §৬২, খ);=ঋ (১. §২);=উ (১. §৭৩, খ);=হ (১. §৭৫, ক);=য়ে (১. §৫);=য (১. §২৪, খ; তুল:—১. §৫৭)।

ইয়=হ (১. §৪৭; তুল:—১. §২৪, খ)।

ঐ=য়ে (১. §৪)।

উ=অ (১. §৬২, গ);=ঋ (১. §২);=ই (১. §৭১, খ);=ঔ (১. §৭৬);=ঔ (১. §৫);=য (১. §২৭; তুল:—১. §৫৭)।

হ=অ (১. §৬২, ঘ);=অয (১. §৫৭; তুল:—১. §২৪, খ);=আ (১. §৭০, খ);=উ (১. §৭৩, গ);=ঋ (১. §২, টী);=ই (১. §৭১, গ)।

अ=अव (१. §५१, तुल्य :—१. §२१) ;=उ (१. §१७, व) ;=ऊ (१. §१८, व) ;=औ (१. §५६) ।

*=र (१. §२६) ।

क=क (१. §१६) ;=क (१. §७७) ;=ग (१. §१७, क) ;=प (२. §२०, क) ।

किल=क (१. §७१) ।

कुन=क (१. §७७) ।

कुम=क (१. §७१) ।

क=क (१. §११, व) ;=क्त (१. §५१, टौ.) ;=क (१. §७७) ;=क्य (१. २७) ;=क (१. §१७) ;=क (१. §१२) ;=क (१. §१२) ;=ट्क (१. §१०) ;=त्क (१. §०) ;=त्क (१. §७७) ;=ष्क (१. §८६) ;=स्क (१. §८८) ।

कख=क (१. §२०) ;=ख (१. §२७) ;=स्क,=ख (१. §८८) ;=ख (१. §१०) ।

ख=क (१. §११, क) ;=ख (१. §२१) ;=ख, (सश्लोचनं उ सश्लोचनं पद्य) ;=स्क,=ख (१. §८८) ।

ग=क (१. §११, व) ;=ग (१. §१६) ।

गिल=ग (१. §७१) ।

ग=ग (१. §७७) ;=ग्य (१. §२७) ;=ग (१. §१७) ;=ङ्ग (१. §७१) ;=ङ्ग (१. §७१) ;=ग (१. १२) ;=ङ्ग (१. §७७, व) ।

ग्व=ग्य (१. §२७) ;=ङ्व (१. §७१) ;=ङ्ग (१. §७७) ;=ङ्ग (१. §१७) ;=र्व (१. §१२) ।

घ=ग (१. §१७, व) ;=घ (१. §१७) ।

घ=घ (१. §२०) ;=घ (सश्लोचनं उ सश्लोचनं पद्य) ;=ज (१. §१२, क) ;=ज (१. §२८) ।

प=य (१. §१७) ; =त्य (१. §१४) ; =त्व (१. §७२, टौ. ७४ गृ.) ; =र्च
(१. §१२) ; =ष्क (१. §४७, टौ.) ।

क्व=व (१. §११) ; =त्स (१. §७६) ; =य्य (१. §२६) ; =स्य (१. §४१) ;
=ष्क १. §४७ ; =र्ह (१. §१२) ।

ह=स्य (१. §४१, टौ. §) ; =ग्र (१. §२७, क) ; =ष (१. §२२, क) ।

ज=ञ (१. §२२, टौ.) ; =ज्व (१. §७७) ; =द्व (१. §१२) ; =य (१. §२४,
ग) ।

ज्ज=ज्य (१. §२४) ; =ज्व (१. §७२) ; =ज्ज (१. §७७) ; =ज (१.
§४२) ; =द्व (१. §१२) ; =र्ज (१. §१२) ।

ज्ज=व (१. §२०, टौ.) ; =ध्य (१. §२७) ; =र्ज (१. §१२) ।

भ=व (१. §२०, टौ.) ; =ध्य (१. §२७) ।

ट=क (१. §११, ग) ; =त (१. §४६, क) ; =द (१. §४१, क) ।

ट=व्य (१. §२७) ; =ट (१. §७२, टौ.) ।

ड=ह (१. §७२) ; =स (१. §७२) ; =स्त (१. §७७, टौ.) ; =स्य (१.
§७४) ।

ठ=स्य (१. §७४) ; =य (१. §४७, क) ; =ट (१. §७७, क) ।

ड=ट (१. §७७, थ) ; =ट (१. §४१, थ) ।

डुम=डम (१. §७१) ।

डु=व्य (१. §२७) ।

ड=व्य (१. §२७) ; =ट्र (१. §१७) ; =र्घ (१. §६४) ; =ष (१. §२२, थ ;
ष=ट, ट=ड) ।

ट=ष (१. §२२, थ) ।

ड=न (१. §४२, क) ।

स्य=र्ष (१. §१२) ; =स्य (१. §७२) ।

ड=व्य (१. §७४) ; =व्य (१. §७६) ; =स्य (१. §७७) ; =स्य (१. §७७, टौ.) ।

त=च (१. §५०, थ) ; =त्र (१. §५६) ; =त्व (१. §५७) ; =द (१. §५१) ।

तन=त (१. §५७) ।

तुम=त (१. §५१) ।

त=त (१. §५७) ; =त (१. §५१) ; =त (१. §५७) ; =त्व (१. §७२) ;
=क्त (१. §६२) ; =दत (१. §१०) ; =म (१. §६०) ; =त (१. §१२) ;
=स्त (१. §१०) ; =स्य (१. §१०, जी.) ।

त्य=क्य (१. §६२) ; =थ (१. §१२) ; =स्त (१. §१०) ; =स्य (१. §१०) ।

थ=त (१. §६६, थ) ।

द=ज (१. §५२, थ) ; =द्र (१. §५६) ; =द (१. §५७) ; =ड (१. §६५, जी.) ।

दुम=द (१. §५१) ।

द=द (१. §५१, जी. ६० प्र.) ; =द (१. §५६) ; =द्र (१. §५७) ; =ड (१. §५७) ; =ड (१. §५७) ; =ड (१. §५७) ; =ड (१. §५७) ।

द=ध (१. §५७) ; =ध (१. §५६) ; =ध (१. §५७) ; =ड (१. §५७) ;
=ध (१. §५७) ; =ध (१. §५७) ।

ध=ध (१. §५७) ; =ध (१. §५६) ; =म (१. §५७, क) ; =ह (१. §५७, क) ।

न=न (१. §५८, क) ; =न (१. §५७) ।

म=न (१. §५७, जी.) ।

न=न (१. §५७, जी. ८२ प्र.) ।

न=प्र (१. §५६) ; =प्र (१. §५७) ; =व (१. §५२, क) ।

प=क्य (१. §५०, जी. २६ प्र.) ; =दप (१. §५०) ; =त्य (१. §५०) ;
=प्र (१. §५७) ; =प (१. §५७) ; =प (१. §५७) ; =त्य (१. §५७) ;
=प (१. §५७) ; =स्य (१. §५७) ।

प=तु (१. §५०) ; =प (१. §५०, ग) ; =प (१. §५७) ; =स्य (१. §५७) ।

प=प (१. §१२) ; =स्य (१. §४७) ; =स्म (१. §४७) ।

व=व (१. §२७) ।

ल्ल=ल्लव (१. §७१) ; ल (१. §७१) ; =ल्ल (१. §१२) =ल्ल (१. §१२) ; =ल्ल
(१. §७७, ग) ; =ल्य (१. §२७) ।

ल्ल=ल्लम (१. §७१) ; =ल्लम (१. §७१) ; =ल्ल (१. §१७) ; =ल्ल (१. §१२) ;
=ल्ल (१. §७७) ; =ल्ल (१. §७१, ली.) ।

म=म (१. §७७, क) ; =म (१. §१७०, ख) ; =म (१. §१७) ।

म=म (१. §१७) ; =म (१. §१२, ली.) ।

म=म (१. §१७) ; =ल्ल (१. §७७, ग, ली. ७१ गृ.) ; =ल्ल (१. §७१ ली.
§७२ गृ.) ।

म=म (१. §७२) ; =म (१. §२७) ; =म (१. §१२) ; =ल्ल (१. §७७) ।

म=म (१. §७७) ; =म (१. §७७) ; =ल्ल (१. §७७) ।

य=द (१. §७१, घ) ।

यि=य (१. §१२ ली. १७ गृ.) ।

य=य (१. §१२, ली. १२) =य (१. §६०) ; =य (१. §१२, §१२, ली.) ; =ल्ल
(१. §२१, ली.) ।

य=ल्ल (१. §२१) ।

र=र (१. §१०) ।

रि=र (१. §१०) ।

ल=ल (१. §७०, ग.) ; =ल (१. §७२, ख) =य (१. §२८, घ) ।

ल=ल (१. §२७, ली.) ।

ल=य (१. §१२, ली. §१७ गृ.) ; =ल (१. §२७) ; =ल्ल (१. §७७ ली.
§७१ गृ.) ।

ल=ल (१. §२१, ली. §२२-२० गृ.) ।

ल=ल (१. §७०) ; =ल (१. §६०) ; =ल (१. §७८, ख) =द (१. §७१, ली.) ।

मृ=मृ (१. §६६) ;=मृ (१. §६७, व) ।

व=व (१. §२१, ग) ;=व (१. §७१) ;=व (१. §१७) ।

वी=व (१. §७०) ।

वृ=वृ (१. §८१) ।

स=सा (१. §७) ;=स (१. §७) ;=अ (२. §१६) ;=स (१. §१६) ;

—अ (१. §७७) ;=स (१. §७७) ।

सण=सा (१. §७६) ।

सिण=सा (१. §७६) ;=स (१. §७७) ।

सिन=स (१. §७७) ।

सिल=स (१. §२१) ।

सुम=स (१. §७१) ।

सुव
सो
सोव } =स (१. §७७, टी.) । सुव=स ।

स=स (१. §२७) ;=अ (१. §१७) ;=स (१. §७२) ;=अ (१. §७२) ;

=स (१. §२२) ;=स (१. §७६, टी.) ;=स (१. §७७, व) ;=स

(१. §२६) ;=स (१. §१७) ;=स (१. §७२) ।

व=व (१. §१२) ;=म (१. §७७, ग) ;=म (१. §२७, थ) ;=व, व, स

(१. §७६, टी. ८७ गु.) ;=व (१. §२६) ।

विल=व (१. §७१) ।

THE ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA-700010
Acc. No. 5.148
Date. 13-12-12



